ভূমিকা ॥

ভারতবর্ষীয়ভব্যাভিলাষিসভাসমাজ সমীপে বিনয়পূর্ব্বক এই নিবেদন যে এতদ্দেশীয় প্রাচীন ইতিহাস যথার্থরূপে আদ্যোপান্ত সমেত নাথাকাতে ইদানীন্তন জনগণের অন্যান্য বিষয়ে বিজ্ঞতা সত্ত্বেও এতদ্বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ হয় এইহেতু শ্রীযুক্ত জান্ মার্সমান সাহেব বহুপরিশ্রমে ইংরাজী ভাষায় ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহপূর্ব্বক এক গ্রন্থ করিয়াছেন কিন্তু যে সকল মহাশয়েরা ঐ ভাষা শিক্ষা করেন নাই এবং যে সকল বালকেরা উত্তম বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে বাঞ্ছা করেন তাঁহাদিগের অতিশয় উপকারার্থে আমি ঐ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এককালে হর্ষবিষাদে মগ্ন হইলাম আমার হর্ষের হেতু এই যে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ গ্রন্থ কদাপি প্রকাশ পায় নাই প্রকাশ হইলে এতদ্দর্শনে সাধারণ লোকের অবশ্যই বিজ্ঞতা হইতে পারিবে । এবং বিষাদের হেতু এই যে উক্ত সাহেব নানাস্থানে বিশিষ্টহেতুব্যতিরেকেও অনুমানদ্বারা লিখিয়াছেন ইহার উদাহরণ হিন্দুধর্ম্ম দূষণ স্থলে বিশেষরূপে ব্যক্ত আছে কিন্তু আমি ঐ গ্রন্থের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কোন২ অংশের পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্ত করিতে পারিলাম না সুতরাং তাঁহার মতে লিখিলাম পরে গ্রন্থাবসানে তদ্রূপ কোন২ স্থানের উত্তর লিখিয়াছি বিজ্ঞ মহাশয়েরা দৃষ্টি করিবেন । অপর নিবেদন এই যে যদ্যপি কোন২ স্থলে প্রমাদতঃ বা ভ্রমতঃ ত্রুটী হইয়াথাকে তাহা বিজ্ঞ মহাশয়েরা নিজগুণে শোধন করিবেন এবং একাংশের দোষদেখিলেও সর্ব্বাংশ পরিত্যাগ করিবেন না ইতি ॥

নির্ঘণ্ট পত্র ॥

প্রথম খণ্ড ।

হিন্দুরাজত্বের কাল বিবরণ ॥

শ্রীপরমেশ্বরো

জয়তি ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড ।

হিন্দুরাজত্বের কালবিবরণ।

১ অধ্যায় ।

প্রসঙ্গাধ্যায়ে পশ্চাৎ লিখিত বিষয় সকলের সংক্ষেপে বিবরণ আছে । ভারতবর্ষের সীমা, ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের অংশকল্পনা, হিন্দুদিগের প্রাচীন যুগচতুষ্টয়, হিন্দুদিগের কাল নিরূপণবিষয়ে অত্যুক্তি, ভারতবর্ষ এই সংজ্ঞার ব্যাখ্যা, ভারতবর্ষের আদি লোকের বৃত্তান্ত, হিন্দুদিগের উন্নতি, ভারতবর্ষের প্রাচীনমত বিভাগ, সংস্কৃত এবং চলিতভাষাসমূহের নির্দেশ, নানাবিধ ধর্ম্মের ক্রমশ উৎপত্তি, বেদানয়ন, হিন্দুদিগের দেবতাকল্পনা বিদ্যা ।

আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস সংক্ষেপরূপে কহিব । এই ভারতবর্ষ আসিয়ানামক পৃথিবীখণ্ডের দক্ষিণ প্রদেশের মধ্য স্থলে আছে । ইহার সীমা উত্তরে ও উত্তর পূর্ব্ব ভাগে হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণ ভাগে দক্ষিণ মহাসমুদ্র, পশ্চিম ভাগে সিন্ধুনদী, এবং পূর্ব্বভাগে ব্রহ্মপুত্র অবধি নিগ্রেয়স অন্তরীপব্যাপি পর্ব্বত শ্রেণী এই ভারতবর্ষ এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ হইয়াছে ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ভাগত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছে হিন্দু জাতীয়, ও যবন জাতীয় এবং খ্রীষ্ট মতাবলম্বি জাতীয় । প্রমাণ সিদ্ধ ইতি- হাসকালের যে সীমা তাহারো অতিপূর্ব্বহইতে আরম্ভ হইয়া যবন

কোন গুহাদির পরস্পর মিলন হইয়াছিল তৎ কালীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বেত্তারা সেইকালকে সৃষ্টির বয়স্কাল করিয়া গণনা করিয়াছিলেন তৎ কালে ঐ জ্যোতির্ব্বেত্তারা মনুষ্যসকলের গুরু ছিলেন ও তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে ক্ষমতাবান্ ছিলেন সাধারণ লোকেরা প্রায় অজ্ঞ ছিলেন উক্তবিষয় ধর্ম্ম সংক্রান্ত এই বোধে তাঁহারা কোন বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া গ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে এবিষয়ে সন্দেহ করিলে পাপ স্পর্শে ॥

হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে পুরাণের একপ্রধানাংশ যে অতীতকাল নিরূপণ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব এইক্ষণে তাহা স্পষ্টরূপে আধুনিক বোধ হইতেছে এবং কেবল অজ্ঞানলোকের আশ্চর্য্যবোধের নিমিত্ত পুরাণ সকল রচনা হইয়াছিল তাহার একাংশ কালনিরূপণ যদ্যপি অনিশ্চিত হয় তবে অন্যান্য প্রকরণও সেইরূপ অমূলক বলিতে হইবেক অতএব আমাদিগের মনে করা কর্ত্তব্য যে পুরাণের এক পরিচ্ছেদমাত্র রচনাজন্য তাহা বর্ণন করা হইয়াছে বাস্তবিক সত্য নহে যেহেতু স্বাভাবিক দৃষ্ট হয় যে মনুষ্যের পরমায়ু একশত বৎসরের অধিক প্রায় সম্ভবে না এবং একমনুষ্যের দশপুত্রের অধিক দৃষ্টিগোচর নাই কিন্তু পুরাণকর্ত্তারা এক২ ব্যক্তির বয়ঃক্রম দশসহস্রবৎসরেরও অধিক লিখিয়াছেন এবং একটা অলাবুর মধ্যে এককালীন সগররাজার দশসহস্র সন্তান জন্মিয়া প্রত্যেকে পৃথক২ ঘৃতকটাহে দুগ্ধপান করত বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন তৎপরে এক তপস্বির অভিশাপে একদাই ভস্মসাৎ হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন অপর স্বভাবত একবদন দ্বিভুজ মনুষ্যই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় তাহার অধিক স্বভাবের বিপরীত কিন্তু পুরাণকর্ত্তারা দশমুণ্ড বিংশতিবাহু লিখিয়া এতদ্দেশীয় কোন২ বীরের বর্ণন করিয়াছেন, অপর ইউরোপীয়েরা সমুদ্র পথে পৃথিবীর চতুর্দ্দিগ ভ্রমণ করত প্রতিদিন ভ্রমণের সীমা নিরূপণদ্বারা পৃথিবীর গোলাকৃতি ও কিঞ্চিৎন্যূনাধিক ইংরাজি ২১০০০ ক্রোশ পরিমাণ লিখিয়াছেন কিন্তু হিন্দু গ্রন্থকর্ত্তারা উক্তবিষয়ে ইংরাজের নিণীত পরিমাণাপেক্ষায় ৪০ গুণ অধিক বর্ণন করেন এবং ইংরাজেরা যথার্থ দেখিয়া স্থির করিয়াছেন পৃথিবীস্থপ্রধান পর্ব্বতের উচ্চত্ব ইংরাজি পঞ্চক্রোশের কিঞ্চিৎ অধিক হইবে কিন্তু হিন্দুকবিরা সুমেরু পর্ব্বত কস্মিন্কালে দৃষ্টি করেন নাই তথাচ তাহার উচ্চত্ব ছয় লক্ষ ক্রোশ

পরিমিত লিখিয়াছেন অতএব পৃথিবীর সমস্ত শরীর পরিমাণ অনুসার পরমায়ু সন্তান সংখ্যা পর্ব্বতের উচ্চত্ব শরীরিদিগের হস্ত পদ মস্তকাদির বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রে সমস্তই অমূলক বর্ণন করিয়াছেন সুতরাং ঐসকল পুরাণের একাংশই যদ্যপি অমূলক হইল তবে অন্যাংশের সত্যাসত্যতা অনায়াসেই বোধগম্য হইবে কেননা পর্ব্বতের উচ্চতা বিষয়ক লিখন যদি সত্য হয় তবে অতীত কাল নিরূপণও অবশ্য সত্য হইবে এবং যে পৃথিবী ব্যাসেতে অষ্ট সহস্র ক্রোশের ন্যূন হইবে তাহাতে যদ্যপি পৃথিবীহইতে ছয় লক্ষ ক্রোশ উচ্চ এবং নিম্নে এক লক্ষ আটাইশ হাজার ক্রোশ পরিমিত পর্ব্বত থাকিতেপারে তবে চারিযুগের নিরূপিত কালসম্বন্ধীয় লিপিও যথার্থ করিয়া মানিতে হইবে আর সুমেরু পর্ব্বতের পরিমাণ বিষয় যদি মিথ্যা হয় তবেপুরাণের কালনিরূপণও মিথ্যা বলিতে হইবে।

চারি যুগে যে কাল নিরূপিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে নিয়মশূন্য বোধ হইতেছে ইহা স্পষ্ট প্রমাণ করিবার আবশ্যক হইলে আমরা এই কহিতে পারি যে অন্যং দেশসকলের যথার্থ শক পূর্ব্বাবধি যে লিখিত আছে তাহার সহিত উক্তবিষয়ের ঐক্য হয় না কিন্তু তথাপি ঐ চারিযুগ যে ইতিহাসের যথার্থকাল তাহা বোধ হইতেছে কেবল অনিয়মিতরূপে উহার সীমা বিস্তারবিষয়ে লেখকদিগের ভ্রম হইয়াছে অন্যং জাতির ইতিহাসের ন্যায় হিন্দুরাও ইতিহাস স্পষ্ট করিবার নিমিত্তে তাহা বিভক্তকরণের রীতি করিয়াছেন কিন্তু তাহা অত্যন্ত প্রাচীনরূপে বর্ণনা করাতে তাহার যথার্থরূপে স্থির করা অতিশয় দুঃসাধ্য। বেণ্টলীনামক একজন ইংগ্লণ্ডীয় হিন্দুদিগের অতীতকালনির্ণয় বিদ্যা বিশেষ মনোযোগের সহিত অভ্যাস করিয়া অনুমান করেন যে উক্তযুগের যথার্থকাল কেবল আধুনিক ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা প্রাচীনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি লিখেন যে জলপ্লাবন অবধি ইংরাজী শালের ১৫২৮ বৎসর পূর্ব্বপর্য্যন্ত যেকাল এই সত্যযুগ ঐ শালাবধি ইংরাজী শালের ৯০১ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ত্রেতাযুগ এবং ঐ শালাবধি ইংরাজি শালের ৫৪০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সময় তাহা দ্বাপর হয় আর ঐশালঅবধি ইংরাজীশালের ২৯৯ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কলিযুগ। কিন্তু ঐ অনুমান যদ্যপিও সম্ভবনীয় বোধ হয় তথাপি সর্ব্বসাধারণের গ্রাহ্য যোগ্য নহেআর

যদ্যপিও ইহাতে সন্দেহ থাকিবে তথাপি আমরা অন্য জাতিদিগের যথার্থনিরূপিত অতীত কালের সহিত হিন্দুদিগের কালনিরূপণ করিতে পারি। জলপ্লাবনের পর য়িহুদীরা ও বেবিলন দেশীয়েরা এবং মিসর দেশীয়েরা ও গ্রীক দেশবাসিরা যৎকালে প্রথম বসতি করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহা লিখিত আছে এবং ঐলেখাতে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি কিন্তু ভারতবর্ষীয় লোকেরদের আদি বসতিসময় কোন প্রকারেই উক্ত সকল অপেক্ষায় অধিক প্রাচীন কহিতে পারি না। জলপ্লাবনেরপর অন্যং জাতিদিগের যথার্থ নিরূপিতকালের সহিত কলিযুগের নিরূপণ সাধারণরূপে ঐক্য হয় একারণ ঐ সময়াবধি হিন্দুশাস্ত্র মতানুসারে যে কাল নিরূপিত হইয়াছে তাহা যথার্থরূপেগ্রহণ করিতে পারি এইহেতু হিন্দু গ্রন্থকর্ত্তা-রা পূর্ব্বযুগে যেসকল বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন আমরা এইকালের মধ্যেই তাহারবর্ণনা করিব এবং তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে কলিযুগে-তেই ইক্ষাকু সগররাজা শ্রীরামচন্দ্র রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতির রাজত্ব হইয়াছিল॥

হিন্দুরাজাদিগের শাসনকালীন ভারতবর্ষের পূর্ব্ববিবরণ কষ্ট চেষ্টাতেও নিশ্চয় করা যায় না অতএব অবশ্য স্বীকার করিতে হই-বেক তৎকালীন বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে প্রকাশ হয় নাই কথিত আছে যে ভরত নামক রাজা এই সমুদায় দেশ শাসন করিয়াছিলেন এইকারণ ভারতবর্ষীয়লোকেরা তাঁহার নাম ঘটিত করিয়া রাজ্যের নাম ভার-তবর্ষ রাখিয়াছেন ভরতরাজা তাবদ্ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়াছি-লেন কি না তাহার নিশ্চয় নাই ভূরিকারণ প্রমাণে সপ্রমাণ হইতেছে হিন্দুদিগের সর্ব্বাগ্রে ভরতরাজাই ভারতবর্ষে বিখ্যাত রাজ্যেশ্বর হইয়াছিলেন, ভরতরাজার প্রভুত্বের সত্যতা বিষয়ে ইতিহাসে অনেক লিখিত আছে কিন্তু তাহা ব্যর্থজ্ঞান করিতে হইল যেহেতু শ্রুত আছে ঐ রাজা দশসহস্র বৎসর রাজ্যভোগানন্তর মৃগরূপ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

এইরূপ মিথ্যাগল্পে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসমধ্যে হিন্দুদিগের উপা-খ্যান বর্ণিত হইয়াছে। আর রাজাদিগের বংশাবলীবিবরণ একে বারে ত্যাগ করিলে যথার্থ ইতিহাস পাওয়া যায় না এবং প্রত্যেক রাজত্বের অনেকসহস্র বৎসরত্যাগ করিলেও ইতিহাসরচনা যোগ্য

কোন বৃত্তান্ত থাকে না আর যে অত্যল্প বিশৃঙ্খল বৃত্তান্তও পাওয়া যায় তাহারও যথার্থ কালনিরূপণ কিম্বা পরস্পর ঐক্য হয় না একারণ তাহাও কল্পিতজ্ঞান করি তন্মধ্যেপ্রতিপদে কেবল সন্দিগ্ধবিবরণযুক্ত উপন্যাসতুল্য ইতিহাস দেখিয়া আমাদিগের অনুসন্ধানে ক্রমিক সন্দেহবৃদ্ধি হয়। এবং অত্যুক্তি ত্যাগ করিয়া কোন বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিলে যদ্যপি তাহা বিশ্বাসযোগ্য হয় তথাপি কিরূপে ঐ বৃত্তান্ত শৃঙ্খলবদ্ধ করিব তাহা স্থির করিতে পারি না। পৃথিবীমধ্যে হিন্দুদিগের ভাষাপেক্ষা উজ্জ্বলা ভাষা ছিল না এবং তাহাদিগের শাস্ত্রও সর্ব্বাপেক্ষায়প্রাচীন বটে কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য এই যে বিশ্বাস যোগ্য কোন ইতিহাস লিখিত হয় নাই।

ভারতবর্ষীয় ইতিহাসমধ্যে এই প্রথম সন্দেহ যে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা এতদ্দেশের আদি লোক কি না। কিন্তু আমরা প্রতিদিন যেরূপ প্রমাণ দেখিতেছি তাহাতেই উক্ত সন্দেহের সিদ্ধান্ত হয় কেননা যথার্থ কথিত আছে জলপ্লাবনপর সিন্ধুনদীর পশ্চিমে যে স্থলে বৃহন্নৌকা সকল রক্ষিত ছিল আদৌ তাহার চতুর্দিগে লোক বসতি হয় পরে তথাহইতে আসিয়া ভ্রমণকারি লোকেরা পৃথিবীর নানাস্থানে বসতি করেন এবং সকল লিখনানুসারেও ইহার সহিত ঐক্য হয় যে পশ্চিম দেশহইতে লোক আসিয়া ভারতবর্ষে প্রথম বসতি করে। আদিবাসিরা হিন্দু ছিলেন না তাহার প্রমাণ এই যে আদি লোকের অনেক জাতিরা অদ্যাবধি নর্ম্মদা ও শোণ ও মহানদীর তীরস্থ বন মধ্যে এবং সুরগুজ ও চোটানাগপুরের পর্ব্বতে বাস করিতেছে ও পূর্ব্ববৎ অসভ্যাবস্থাতেই আছে ভীল গোণ্ড মিনাজ কোল এবং চুয়াড় এই সকল নামে তাহাদিগের খ্যাতি আছে এবং তাহারা যে ভাষা কহে তাহার সহিত সংস্কৃতের কোন সম্বন্ধ নাই আর তাহাদিগের ধর্ম্মের সঙ্গেও হিন্দু ধর্ম্মের কিছু মাত্র ঐক্য হয় না। পরে জয়িরা যখন এতদ্দেশের উত্তরে আগমন করিতে লাগিল তখন এতদ্দেশের আদি লোকেরা বন ও পর্ব্বত মধ্যে নিবিড় স্থানে সুতরাং পলায়ন করিয়াছিল তাহাতে অবশিষ্ট লোকেরা জয়কারীর অধীন হওয়াতেও তাহারা আপনাদিগের পূর্ব্বভাষা ও রীতি ও চরিত্র ও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে এবং জয়কারিদিগের সহিত কখন মিশ্রিত হয় নাই॥

কিন্তু যদ্যপিও হিন্দুরা এতদ্দেশের আদিলোক নহেন ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে তথাপি তাঁহারা যে প্রথম জয় করিয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন সময়ে তাঁহারা এতদ্দেশে প্রথমে আগমন করিয়াছেন তাহা অনুসন্ধান করা বৃথা কিন্তু হিন্দুরাও উক্ত জাতিদিগের ন্যায় পশ্চিমহইতে সিন্দুনদী পার হইয়া হিন্দুস্থানের উত্তরভাগে ব্যাপ্ত হয়েন তৎকালে তদ্দেশীয়েরা অনেক সভ্য হইয়াছিলেন পরে ক্রমেং অন্যং ভ্রমণকারিরা অভিনব উক্ত ধর্ম্মের সহিত উক্ত স্থানহইতে আগমন করিলেন যাহা পূর্ব্ব আনীত ধর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমেং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম সংহিতামত সংস্থাপিত হইল জাতিসমূহের আগমন নিরূপণ ব্যতিরেকে জাতি প্রভেদ করা অতিকঠিন। ইহা বোধ হয় যে হিন্দুরা ভারতবর্ষের উত্তরাংশে কেবল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন যদ্যপিও তাঁহারা প্রায় সর্ব্বদাই দেকান দেশ আক্রমণ করিতেন তথাপি বহুকালাবধি তাঁহারা নর্ম্মদানদীর দক্ষিণাংশে চিরস্থায়ি হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিতে ক্ষম হয়েন নাই এই বিষয়ে বিবিধ স্পষ্ট প্রমাণ পুরাণাদিতে আছে যৎকালে ভগবান্ মনুর মত সমূহ সংগৃহীত হয় তৎকালীন হিন্দুরাজ্য উত্তর দিগস্থ দেবস্থান ও তপস্বিদিগের বাসস্থান রূপে প্রসিদ্ধস্থান সকল হিন্দুরাজারা শাসন করিতেন অর্থাৎ ঐ সকল প্রদেশ হিন্দু জাতির বাসস্থল ছিল এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ভারতবর্ষের আদিলোক ম্লেচ্ছ জাতিরা বসতি করিত এইক্ষণে ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে অনেক প্রধান তীর্থস্থল প্রসিদ্ধ আছে যথার্থবটে কিন্তু চতুর্যুগ ব্যাপ্ত মহাতীর্থস্থান সকল উত্তরদিগেই প্রমান সিদ্ধ হইতেছে। উক্তকালে হিন্দুদিগকে বহুকালাবধি যে দুই বংশীয় রাজারা শাসন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের রাজধানী হিন্দুস্থানের গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশে ছিল যে গ্রন্থকর্ত্তারা কহেন যে হিন্দুদিগের দ্বারা ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগ জয় আধুনিক তাঁহাদিগের মত পূর্ব্বোক্ত প্রমাণানুসারে সপ্রমাণ হয় না যেহেতু নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণস্থ দেশে হিন্দু সাম্রাজ্যের বিস্তার যদ্যপিও চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বাবধি বিক্রমাদিত্যের রাজত্বপর্য্যন্ত কালের মধ্যে ছিল তত্রাপি তাহার নিশ্চিত কাল নিরূপন করা অসাধ্য টডসাহেব

রাজস্থানের বিবরণ মধ্যে এবং অন্যং গ্রন্থকর্ত্তারা লিখেন যে প্রায় দুই সহস্র বৎসর হইল অগ্নিকুলনামক এক অভিনব বংশীয় যোদ্ধারা হিন্দুস্থানের উত্তর ভাগ জয় করাতে তথাকার হিন্দু রাজারা পলায়নপুরঃসর নর্ম্মদা নদী পার হইয়া ভারতবর্ষের দক্ষিণে নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু যে কালে রামায়ণ ও মহাভারত বিরচিত হয় এমত উজ্জ্বল সময়েতেও ভারতবর্ষের দক্ষিণ অর্থাৎ দেকানদেশ হিন্দুরা প্রায় জানিতেন না কেননা উক্ত স্থল উপন্যাসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে বানরেরা তজ্জাতীয়রাজার ও সেনাপতির অধীনে বাস করিত এবং তাহাতে ভল্লূকসেনাপতির আর রাক্ষসরাজার বাসস্থান ছিল এই প্রমাণদ্বারা ঐ অনুমান দৃঢ় করাযায় যে ঐ বানরেরা ও ভল্লূকেরা ও রাক্ষস্যা সকলেই অল্পকালের মধ্যে হিন্দুজাতি হইয়াছে ।।

কোনং হিন্দুগ্রন্থের লিখনানুসারে পূর্ব্বকালে ভারতখণ্ডের মধ্যে দশ রাজ্য ছিল তাহার ১ প্রথম সরস্বতী ও তন্মধ্যে পঞ্জাব.২ দ্বিতীয় কান্যকুব্জ ও তন্মধ্যস্থিত দিল্লী আগরা শ্রীনগর এবং অযোধ্যা ৩ তৃতীয় তীরভূক্ত কুশীনদীঅবধি গণ্ডকপর্য্যন্ত দেশ ৪ চতুর্থ গৌড় অথবা বাঙ্গালাদেশ এবং বেহারের কিয়দংশপর্য্যন্ত ৫ পঞ্চম গুজ্জর তন্মধ্যে গুজরাট ও খান্দেশ এবং তাহার এক অংশ মালওয়ার ৬ ষষ্ঠ উৎকল অথবা উড়িস্যা ৭ সপ্তম মহারাষ্ট্র অথবা মারহাট্টাদেশ ৮ অষ্টম তৈলঙ্গ গোদাবরীনদী এবং কৃষ্ণানদীপর্য্যন্ত ৯ নবম কর্ণাট কৃষ্ণানদীর দক্ষিণাবধি ঘাট নামক পর্ব্বতপর্য্যন্ত ১০ দশম দ্রাবিড় অথবা তামলদেশ। উক্তবিভাগানুসারে ঐ দশ দেশে নীচে লিখিত দশ প্রকার ভিন্নং ভাষা প্রচলিত ছিল প্রাকৃত হিন্দী মৈথিল গৌড় অথবা বাঙ্গালা গুজরাটী উড়িয়া মারহাট্টা তৈলঙ্গী কর্ণাটী এবং তামুল ।।

পূর্ব্বোক্ত ও তদ্ব্যতিরিক্ত যে সকল ভাষা ভারতবর্ষমধ্যে প্রচলিত আছে সেসকলেরি আদি সংস্কৃত হয়। এই সংস্কৃতের আদি ও অস্মদ্দেশীয় ভাষাসমূহের সহিত তাহার কিরূপ মিল ইহা হিন্দুস্থানের ইতিহাসমধ্যে নিরূপণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। কোনং ইতিহাসবেত্তারা প্রমাণ দর্শাইয়া এই স্থির করেন যে লোকব্যবহৃতভাষা শুদ্ধকরাতে সংস্কৃতের সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু

হিন্দুস্থানের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে ভাষার এমত বিভিন্নতা থাকাতে উক্তমত দৃঢ়রূপে অনিশ্চিত হয় কারণ ঐ সকল লৌকিক ভাষার স্বভাবত এমত প্রভেদ থাকিলেও যে তদ্দ্বারা এক পাঠ্য ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত সৃষ্ট হইয়াছে ইহাতে প্রামাণ্য হয় না কেন-না তাহা হইলে ভারতবর্ষের উভয় খণ্ডের পণ্ডিতেরদের ঐ ভাষা কিরূপে তুল্যরূপেই বোধগম্য হয়। আর ঐ সংস্কৃত ভাষা ধর্ম্মশাস্ত্রের নিমিত্তেই ব্যবহৃত আছে তাহা যদ্যপি ভারতবর্ষের প্রচলিত ভাষা সকল শুদ্ধ হইয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে তবে সামান্য ব্যক্তি-দিগের স্বীয় প্রচলিত ভাষার সহিত বহুকালাবধি প্রায় তুল্য থাকিয়াও যে তাহা তাহাদিগের কিজন্য বোধগম্য হয় নাই ইহা কিপ্রকারে স্থির করা যাইতে পারে সংস্কৃত যদ্যপি ভারত-বর্ষের লোকব্যবহৃত ভাষাহইতে উৎপাদিত হইত তবে যৎ-কালে উহা প্রথমে বিস্তার হইয়াছিল ঐ ভাষাতে রচিত আদি গ্রন্থ সকল প্রায় লৌকিক ভাষার তুল্য হইত অধিকন্তু আমরা দেখিতে পাই যে অতিপ্রাচীন গ্রন্থের অর্থাৎ বেদ সকলের সহিত লৌকিক ব্যবহৃত ভাষার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই কিন্তু আধুনিক সংস্কৃতের সহিত সাধু বঙ্গভাষার স্পষ্টরূপে অনেক মিলন আছে ॥

ব্রাহ্মণদিগের এদেশে আসিবার পূর্ব্বে দুই অথবা অধিক আদি ভাষা হিন্দুস্থানে প্রচলিত ছিল ইহা স্পষ্টরূপে অনুমানসিদ্ধ হইতেছে বঙ্গভাষা হিন্দুস্থানী মাহারাষ্ট্রী গুজরাটী এবং উড়িস্যা-ভাষাতে হিন্দুস্থানের উত্তরখণ্ডে বাক্য ব্যবহৃত হইত এবং ঐ সকলের পরস্পর বিশেষরূপে ঐক্য থাকাতে বোধ হয় দুই আদি ভাষার পূর্ব্বোক্ত এই সকল ভাষাতে এক হইয়াছে আর তৈলঙ্গী তামলী কর্ণাটী প্রভৃতি হিন্দুস্থানের দক্ষিণভাগে যে অন্য২ ভাষা প্রচলিত ছিল সে সকল অপর এক আদি ভাষা হইয়াছে। ইহা অনুমান হয় যে ব্রাহ্মণেরা সিন্ধু নদী পার হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া আপনাদিগের ভাষা আনয়ন করিয়াছিলেন এবং হিন্দু-স্থানের উত্তরখণ্ডে অতিশীঘ্র বিস্তীর্ণ হইয়া বেদধর্ম্ম ও তাহাতে ব্যবহৃত ভাষা আনিলেন তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণদিগের বহু পরিশ্রমদ্বারা সংস্কৃত ভাষার ও তাঁহাদিগের ধর্ম্মের বিস্তার

হওয়াতে ঐ সংস্কৃতভাষা ভারতবর্ষের মধ্যে অতিসম্মান্য হইল এবং আপনারদিগেরও মতের বিশেষ পবিত্রতা রাখিবার কারণ সাধারণ ব্যক্তিদিগের প্রতি ঐ ধর্ম্মশিক্ষা নিষেধ করিলেন কেহ২ লিখেন যে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে তাঁহারা নিষেধ করেন নাই কেবল ঐ ভাষায় রচিত ধর্ম্মপুস্তক সকল সাধারণের পাঠ করিতে বারণ আছে কিন্তু ইহা আমাদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে যদ্যপিও ঐ ব্রাহ্মণেরা সামান্য লোকের প্রতি বেদ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ করিলেন তত্রাপি ঐ ভাষার ব্যাকরণকে বেদের একাংশ করিলেন ফলত এইরূপে ঐ ধর্ম্মের আদি সূত্রপর্য্যন্ত সকলের প্রতি নিষেধ করিয়া কেবল আপনাদিগের পৌরোহিত্য রাখিলেন। পরন্তু ব্রাহ্মণেরা এতদ্দেশীয় লোকেরদের সংসর্গে যত মিশ্রিত হইলেন তাহাদিগের স্বীয় যে সংস্কৃতভাষাকে ক্রমাগত শুধরাইতেছিলেন তাহারও ততই অদৃশ্যরূপে সামান্যলোক ব্যবহৃত ইতর ভাষার সহিত মিশ্রিত হইল যেমত হিন্দুস্থানের দক্ষিণে হিন্দুধর্ম্ম বিস্তার হইবার অনেক কালপূর্ব্বপর্য্যন্ত উত্তরভাগে তাহা প্রচলিত ছিল সংস্কৃত ভাষাও কালক্রমে উত্তরভাগের আদিভাষার সহিত এমত সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইল যে অবশেষে তাহার পূর্ব্বরীতি অদৃশ্য হইল তত্রাপি তাহার অনেক চিহ্ন ঐ দেশের ব্যবহৃত অনেক শব্দমধ্যে অদ্যাপি স্পষ্ট আছে এইহেতু ভারতবর্ষের উত্তরখণ্ডে ব্যবহৃত ভাষাতে কোন গ্রন্থ শুদ্ধ রচনা করিবার জন্যে সংস্কৃত ভাষা অতিআবশ্যক। কিন্তু ভারতবর্ষের দক্ষিণে হিন্দুদিগের শক্তি ও ধর্ম্ম অল্প কালের মধ্যে আনীত হইয়াছে একারণ সে স্থানের ভাষার সহিত সংস্কৃত অল্প মিশ্রিত হইয়াছে এবং আরো কথিত আছে যে তৈলঙ্গী ও তৎতুল্যভাষাতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন প্রসঙ্গ ব্যতীত কোন সংস্কৃত শব্দ আবশ্যক হয় না এইরূপে স্পষ্ট বোধ হয় যে বেদধর্ম্মের সম্বলিত সংস্কৃত ভাষা ভারতবর্ষে আনীত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের সহিত একত্রে বিস্তারিত হইয়া সেখানকার আদিভাষার সহিত অধিক অথবা অল্প মিলিত হইয়াছে।

উক্তভাষার ক্রমে২ উত্তমতা প্রাপ্ত হওয়াতে সেই অবধি সংস্কৃত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ এই সংজ্ঞা হইল উহার প্রথম অবস্থা

বেদের আদি সূত্রে দৃষ্ট হয় কিন্তু এইক্ষণে বেদের সংস্কৃত এমত লুপ্ত হইয়াছে যে যাঁহারা আধুনিক সংস্কৃত অনায়াসে পড়িতে পারেন তাঁহারাও টীকা ব্যতিরেকে বেদের সংস্কৃত উপলব্ধি করিতে পারেন না। আর ঐ সংস্কৃতের পর অবস্থা রামায়ণ ও মহাভারতনামক অতিউজ্জ্বলকাব্যেতে দৃষ্ট হয় যে কাব্যেতে আধুনিক ধর্ম্মের প্রথম প্রসঙ্গ হইয়াছে এই দুই মহাকাব্য-রচনার কাল যদ্যপি ইংরাজি শালের তিন অথবা দুই শত বৎসরপূর্ব্বে নিরূপণ করি তবে সংস্কৃত ভাষা ঐকালে অতি উত্তমতাপ্রাপ্ত হয় ইহা আমরা স্থির করিতে পারি যেহেতু উক্ত দুই মহাগ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় উৎকৃষ্ট অদ্যাপি আছে। তাহার দুই শত বৎসর পরে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাতে অতিবিখ্যাত এক দল মহাকবি প্রকাশ হইয়া যে সকল গ্রন্থপ্রকাশ করিলেন তদ্দ্বারাই সংস্কৃত ভাষার তৃতীয় অবস্থা হইল। ভারতবর্ষে নানা প্রকার ধর্ম্মের মত প্রাবল্য প্রাপ্ত হয় তাহার পোষকতানিমিত্তে পুরাণ সকল সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সে সকল যে আধুনিক তাহা স্পষ্ট বোধ হয় অতিপ্রাচীন যে পুরাণ তাহার কাল স্থির করা যায় না কিন্তু পাঁচ শত বৎসরের অধিক পূর্ব্বের কোন নব্য পুরাণ নাই কোন কালে সংস্কৃতভাষা কথোপকথনে ব্যবহার হইত কি না ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাতে এই উত্তর আছে যে তাহা কথোপকথনে ব্যবহার হইত ইহাতে অধিক বিশ্বাস হয় তাহার প্রমাণ মনুষ্যেরা লিখিবার অগ্রেই বাক্য কহিয়া থাকে এবং যদ্যপিও লাটীন ভাষার মত অনেক ভাষা আছে যাহা বাক্যে ব্যবহার হয় না তথাপি ভাষা যে বাক্যে ব্যবহৃত হয় না এমন অনুমান করা যায় না। যেমত কোন ভাষা বাল্যাবস্থাবধি জ্ঞাত থাকিয়া অতিসুলভে তদ্দ্বারাই কথোপকথন করাযায় সাধারণ সংস্কৃতও অনায়াসে তদ্রূপ বাক্যে ব্যবহার হইতে পারে কিন্তু অতিকঠিন যে সংস্কৃত যাহার এক বাক্যে দেড়শত শব্দ সমাসযুক্ত আছে তাহা কখন বাক্যে ব্যবহার হয় নাই।

ভারতবর্ষের ধর্ম্মবিষয় অনুসন্ধান করা ইতিহাসের অন্য এক অতিআবশ্যক শাখা কিন্তু এই দেশের বিবরণ মধ্যে এমত ধর্ম্মের পরিবর্ত্ত দেখাযায় যে তন্মধ্যে নানাধর্ম্মের যথার্থ কাল

স্থির করিতে চেষ্টা করিলে মন সন্দেহে পরিপূর্ণ হয়। বেদাগমনের পূর্ব্বে এতদ্দেশের আদিলোকেরা যে ধর্ম্ম ব্যবহার করিত তাহা এতদ্দেশহইতে দূরীকৃত হইয়াছে কেবল কতকগুলিন পর্ব্বতীয় অসভ্য জাতিরা অদ্যাপি সেই ধর্ম্মাচরণ করে তদনন্তর যে বেদধর্ম্ম এককালে এই ভারতবর্ষময় ব্যাপিয়াছিল তাহা লুপ্ত হইয়াছে এবং ব্রহ্মোপাসনাও অদৃশ্য হইয়াছে আর বৌদ্ধমতও এখানহইতে দূরীকৃত হইয়া সিংহল অথবা সিলোনদ্বীপে এবং অতিপূর্ব্বদেশে গিয়াছে জৈনমতাবলম্বী অত্যল্প শিষ্য এইক্ষণে আছে বিষ্ণু এবং বিশেষতঃ তাঁহার, অনুরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেবের উপাসনা যাহা এইক্ষণে ভারতবর্ষে অতিশয় প্রবলরূপে প্রচলিত আছে তাহাও ভারতবর্ষে অত্যল্পকালের মধ্যে আনীত হইয়াছে আর বাঙ্গালাদেশে তদপেক্ষায় অতিশয় আধুনিক চৈতন্যদেবের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বেদই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্ম ছিল সিন্ধুনদীর পশ্চিমভাগহইতে যৎকালে ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষ জয় করিবার মানসে অথবা আপনাদিগের মতাবলম্বী করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাই যে বেদধর্ম্ম আনয়ন করিয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের যেং দেবতার উপাসনা বর্ত্তমান আছে তাহা আদি ধর্ম্ম নহে কিন্তু বেদই ধর্ম্মের আদি ঐ বেদগ্রন্থমধ্যে যে সকল দেবতার উপাসনার বিধি আছে সে সকল স্বাভাবিক পদার্থের মনুষ্যরূপে বর্ণনমাত্র এবং তাহা এই তিন অগ্নি ও বায়ু ও সূর্য্য এবং এই তিন এক অনাদিব্রহ্মের বিশেষ মহিমামাত্র। উক্ত বেদে বিশেষরূপে পরমেশ্বরের গুণানুবাদ ও স্তব এবং সদুপদেশাদি আছে তাহা পূর্ব্বকালে মৌখিক বাক্যদ্বারা রক্ষা হইয়াছিল একং পুরোহিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ নিজং শিষ্যকে মুখেং বেদের সূত্রসকল শিক্ষা করাইতেন পরে ভারতবর্ষের রাজবংশোদ্ভব কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ঐ সকল মুখে কথিতবেদকে শ্রেণীপূর্ব্বক সংগ্রহ করিতে চারি জন অতিসুপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিলেন তাঁহারাই ঐ চারি বেদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন উক্ত ধর্ম্মগ্রন্থ অর্থাৎ বেদ শ্রুতিনামে খ্যাত অর্থাৎ কর্ণে শ্রবণদ্বারা লিখিত হইয়াছিল ইহার দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে ঐ বেদসকল অনেক শত বৎসরা-

বধি পুরুষানুক্রমে মৌখিক বাক্যদ্বারা চলিত ছিল বেদমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শিবলিঙ্গের উপাসনার কোন চিহ্নও নাই বিষ্ণু যে রাম ও কৃষ্ণ অবতার হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের উপাসনাবিষয় বেদের কোন খণ্ডেতেও কিঞ্চিন্মাত্র লিখিত নাই কেবল অথর্ব্ব-বেদের শেষ কয়েক প্রকরণেতেই উক্ত উপাসনার বিধি আছে কিন্তু তাহাও কাল্পনিক বোধ হয়। বেদের অধিকাংশ প্রায় লুপ্ত হওয়াতে অন্যং আধুনিক ধর্ম্মোপদেশ ও পূজাদি তৎপরি-বর্ত্তে গৃহীত হইয়াছে এবং পুরাণ আর তন্ত্রাদির মতে যেং উপাসনাবিধি তাহা প্রচলিত হওয়াতে প্রাচীন বেদমত অব্যবহার হইয়াছে অপর আদি পদার্থ অর্থাৎ ক্ষিতি বায়ু তেজ ও জল এবং গ্রহাদির উপাসনার পরিবর্ত্তে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ও শিবের উপাসনা হইয়াছে কিন্তু যে দেশে বেদধর্ম্ম অত্যন্ত মান্যরূপে অদ্যাবধি গণনীয় আছে সে স্থলেও কোন ব্যক্তি ঐ প্রাচীন ধর্ম্মা-বলম্বী হইলে তাহাকে সকলে নাস্তিক কহে। বোধ হয় বেদধর্ম্মের পরেই ব্রহ্মার উপাসনা হয় কিন্তু তাহাও অন্যং উপাসনার ন্যায় প্রায় কাল্পনিক তদনন্তর বীরদিগের দেবস্বরূপে উপাসনা হয় এবং ইহা বলা যাইতে পারে যে সেই অবধিই লৌকিক দেবপূজার সৃষ্টি হয় রামায়ণ ও মহাভারতদ্বারা বীরদিগের উপাসনা স্থির-রূপে স্থাপিত হয় অনুমান হয় ইহার পর বৌদ্ধ মত ও জৈন ধর্ম্ম আনীত হইয়া থাকিবে কিন্তু ইহা অনায়াসে সপ্রমাণ করা যায় না। পরে ব্রাহ্মণেরা বেদ ধর্ম্মের অন্যথা করণপুরঃসর বৌদ্ধমত দূরীকৃত করিয়া নিয়মিতরূপে দেব দেবীর উপাসনা স্থাপন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের বিবরণ, ইক্ষাকু ও শ্রীরামচন্দ্র এবং রাবণের বিবরণ, পরশুরাম সগর ও ষট্‌পঞ্চাশত্‌ যদুবংশের বিবরণ, বেদাগমন, মনুসংহিতা, মহাযুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদিগের বিবরণ, জরাসন্ধের বিবরণ, যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণের ভ্রমণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বলরামের বিবরণ, হিন্দুদিগের পূর্ব্ব চরিত্র।

হিন্দুদিগের পুরাণে লিখেন যে দুই রাজবংশীয়েরা বহুকালা-বধি ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন, অর্থাৎ সূর্য্যবংশ এবং চন্দ্রবংশ,

সূর্য্যবংশীয় আদি পুরুষ ভগবান মনুর পুত্র ইক্ষাকু যিনি ভূপাগ্রগণ্য-রূপে বর্ণিত হয়েন, তেঁহ ভারতবর্ষের পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া একটি রাজ্য ধার্য্য করিলেন, অনুমান হয় অযোধ্যা অর্থাৎ আধুনিক আউডদেশ তিনি সংস্থাপন করেন, যাহা বহুদিবসাবধি সৌরবংশীয় রাজধানী ছিল, অপর বুধনামক একজন ভ্রমণকারী ইক্ষাকু রাজর্ষির কুলোদ্ভবা ইলানাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়া ভারতবর্ষে চন্দ্রবংশ স্থাপিত করিলেন উক্ত মহাশয় বর্ত্তমানে কিম্বা তাঁহার গতিমাত্রেই চন্দ্রবংশজভূপালদিগের রাজধানী প্রয়াগ অর্থাৎ আধুনিক আলাহাবাদ হইল, এই দুই রাজধানীর পরস্পর এতদ্রূপ নৈকট্য থাকাতে তৎকালের নরপতিরা স্বস্বরাজ্য অত্যন্ত বিস্তীর্ণ করিতে পারেন নাই, ।

ইক্ষাকুঅবধি শ্রীরামচন্দ্রপর্য্যন্ত সপ্তপঞ্চাশৎ ক্ষিতিপালেরা অযোধ্যার সিংহাসনে রাজা ছিলেন হিন্দুকবিরা রাজত্বের কালবৃদ্ধি করিয়া কোনং স্থলে দশসহস্রবৎসর হইতেও অধিক কালপর্য্যন্ত একের রাজত্ব বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু রাজাদিগের সংখ্যায় যে বৃদ্ধি করেন নাই ইহা নিতান্ত সুখকর বটে প্রকৃত উপাখ্যানদ্বারা বোধ হয় যে রাজবংশাবলির বিবরণরূপ নিদর্শন যাহা প্রচুর পরিবর্ত্ত ব্যতিরেকে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ইতিহাস রচনার্থে সুচারু প্রমাণ হইবে ইংলণ্ডীয় কালনিরূপক মহাশয়েরা ইংরাজি শালের দুই সহস্র অথবা দ্বাবিংশতি শত বৎসরের পূর্ব্বে ইক্ষাকুরাজর্ষির আবির্ভাব নিরূপণ করিয়াছেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্বে এক সহস্র বৎসর সপ্তপঞ্চাশত ভূপালগণ রাজ্য শাসন করেন ইহা সম্ভব হইতে পারে বিবিধ জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগের গণনাতে যদ্যপিও কিছু মতান্তর আছে তথাচ যথার্থ অনুভবদ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম ইংরাজি শালের দ্বাদশ শত বৎসরের অগ্রে হয় ঐ শ্রীরামচন্দ্র হিন্দুদিগের অতিপুরাতন রাজা ছিলেন এবং তাঁহার ইতিহাসে আমরা পুরাণপ্রমাণে বিশ্বাস করিতে পারি । বেণ্টলিসাহেব বহুপরিশ্রমদ্বারা হিন্দুদিগের জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন তিনি বাল্মীকিকৃত শ্রীরামচন্দ্রের জন্মপত্রিকা সুচারুরূপে পরীক্ষা করিয়া তজ্জন্ম ইংরাজি শালের ৯৬১ বৎসরের পূর্ব্বে নিরূপণ করিয়াছেন সে যাহা হউক ভারতবর্ষীয়

ইতিহাসের মতান্তর অনেক অন্তর করা নিতান্ত দুষ্কর যেহেতু হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত কাল নিরূপণ অলীক অথবা শৃঙ্খলাশূন্য ।

শ্রীরামচন্দ্র ভারতবর্ষের অত্যন্তপ্রাচীন যোদ্ধা ছিলেন, যাঁহার যোদ্ধৃত্ব কর্ম্ম সকল বাল্মীকির বীররসকবিতায় অক্ষয় হইয়া শতং কবি কর্ত্তৃক লিখিত আছে, তিনি সূর্য্যবংশের ভূষণস্বরূপ এবং অযোধ্যাধিপতি দশরথরাজার পুত্র বাল্যকালে সূর্য্যবংশীয় শাখাজাত মিথিলাধিপতির কন্যাকে বিবাহ করিয়া বিমাতার চাতুরীদ্বারা অঙ্গনাসঙ্গে অরণ্যে গমন করিলেন সিংহলদ্বীপাধিপতি রাবণ তৎপত্নীকে হরণ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে গমন করিল শ্রীরামচন্দ্র দেকান রাজ্যেশ্বরদিগের সাহায্যদ্বারা অস্ত্রধারী স্বজনসংহতি সহিত আক্রমণকারির পাছে ধাবমান হইলেন পরে মহাদ্বীপের কূলহইতে লঙ্কাদ্বীপপর্য্যন্ত এক সেতুবন্ধদ্বারা উক্ত উপদ্বীপের অধিকার ও রাবণ বধ করণপূর্ব্বক স্বপত্নীকে উদ্ধার করিলেন, এই ইতিহাসদ্বারা বোধ হয় যে পূর্ব্বকালে ঐ যুদ্ধ অতিপ্রবলরূপে গণিত হইয়াছিল যদ্রূপ বহু দূরহইতে শৈল শ্রেণী তিমিরাবৃত বোধ হয় তদ্রূপ বহুকালপ্রযুক্ত বিবরণ সকল অপ্রকটিত হইয়াছে সুতরাং এই কাল্পনিক উপাখ্যান হইতে যথার্থ পদার্থ অন্বেষণ করা অস্মদাদির পক্ষে একান্ত দুষ্কর বিবিধ প্রকার বিরচনাদ্বারা বোধ হয় যে অযোধ্যাধিপতি সমস্ত ভারতবর্ষাধিপতি ছিলেন না কিন্তু রামায়ণের লিখনে রামচন্দ্রের রাজ্য অত্যল্প সীমাবদ্ধ, মিথিলাধীশ স্বয়ং স্বাধীন কিন্তু তাঁহার রাজধানী অযোধ্যাহইতে চারি দিবসের পথমাত্র দূর। আমরা অবগত আছি যে শ্রীরামচন্দ্রের পিতা দশরথ রাজা যৎকালে বৃহৎ সমারোহ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তৎকালে তৎকর্ত্তৃক বহু-দূরদেশস্থ ভূপালেরা নিমন্ত্রিত হন তন্মধ্যে বারাণসীশ্বর অর্থাৎ কাশীরাজও ছিলেন কিন্তু তাঁহার রাজধানী অযোধ্যাহইতে এক সপ্ততি ক্রোশেরো ন্যূন, তাঁহার স্বকীয় বীরত্ব যেরূপ হউক কিন্তু তাঁহার পৈতৃক রাজত্ব অত্যল্পসীমাবদ্ধ ছিল এবং তাঁহারও অক্ষয় নাম বর্ণন বিষয়ে যদ্রূপ বাল্মীকির কপোলকল্পিত বিরচন, তদ্রূপ তেঁহ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না হিন্দুকাব্যকর্ত্তারা সর্ব্বদাই স্বদেশজাত বীরদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন, রামায়ণে

কথিত আছে যে শ্রীরামচন্দ্র ঈশ্বরাংশে অবতারমাত্র, ইহাতে তাঁহার বৈরিকে দৈত্যরূপে বর্ণনাকরায়াইতে পারে যেহেতু দেবতারা মনুষ্য সহিত যুদ্ধ করিতে ঘৃণা করেন, বর্ত্তমান কাব্য-কর্ত্তাভিন্ন সকল কবিরাই সকল সময়ে স্বকপোলকল্পিত বিবরণ বর্ণন করিয়াছেন।

কথিত আছে যে শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যগণ দণ্ডকারণ্য অর্থাৎ দেকান দেশীয় কানন দিয়া গমন করে, যে বন কাবেরী নদী তীরে আছে, ঐ স্থান মুনিঋষিদিগের আশ্রম ও বানর এবং ভল্লুকের আবাস কহা যায় অর্থাৎ ঐ জীবিদিগের স্বাভাবিক অবস্থার অবস্থান ছিল উক্তনদী পার হইয়া সৈন্য সকল জনস্থান অর্থাৎ লোকালয়ে উপস্থিত হইল এই স্থান লঙ্কাধীশ রাবণের মহাদ্বীপসম্বন্ধীয়-রাজ্য ও তাহাচ্ছত শ্রীরামচন্দ্রের প্রজাপেক্ষা নিপুণতর বংশাবলীর বান ছিল এবং তাহাদিগের শক্তিকে কাব্যকর্ত্তারা রাক্ষসীয় শক্তি কহেন বহুবিধ অন্বেষণদ্বারা জানাযায় যে ভারতবর্ষের উক্তদক্ষিণ সীমায় পূর্ব্বকালে ভ্রমণকারিরা সমুদ্রদ্বারা আগমন করিয়া সভ্যতা আনয়ন করেন যাহা ভারতবর্ষের উত্তরাংশে অপ্রকটিত ছিল ॥

হিন্দুদিগের আদিদেশ ইন্দুসিথিয়ানিবাসী বুধনামা ভ্রমণকারী উপরিলিখিত চন্দ্রবংশ স্থাপিত করেন যৎকালে সূর্য্যবংশ দুইশাখায় বিভক্ত হইয়া অযোধ্যা ও মিথিলা অর্থাৎ তীরহুতে ক্ষুদ্ররাজ্যদ্বয়মধ্যে বদ্ধ থাকে তৎকালে চন্দ্রবংশ ষট্পঞ্চাশত্ শাখায় বিস্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয়উত্তরাংশ পরিপূর্ণ করিয়াছিল ঐ সকলের আদিপুরুষ বুধ ছিলেন বোধ হয় যে সূর্য্যবংশীয়েরা পুরাণ সম্বন্ধীয় ধর্ম্মমতালম্বী ছিলেন যাহা ভারতবর্ষে পশ্চাৎ অত্যন্ত চলিত হয় এবং যে ধর্ম্মে ব্রাহ্মণেরা দেবগণের অপেক্ষা মান্য এই প্রধান মত আছে কিন্তু চন্দ্রবংশজ ভূপালবর্গে স্ববংশোৎপত্তি অবধি বুধের ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের কর্তৃক বিপ্রধর্ম্ম কদাপি গ্রাহ্য হয় নাই বিবিধ বিবরণযুক্ত বীররস গ্রন্থদ্বয়মধ্যে বর্ণনা আছে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা উচ্চপদ প্রাপ্ত্যর্থে পরস্পর বিস্তর সমরাদি করিয়াছিলেন. শ্রীরামচন্দ্রের কতিপয় পুরুষ অগ্রে পরশুরাম নামধারী সূর্য্যবংশোদ্ভব বলবান্ বীর অবতীর্ণ হইয়া প্রায় ক্ষত্রিয়কুল সমূলে নির্মূলকর

পূর্ব্বক হিন্দুস্থানের উত্তরাংশে বিপ্রবর্গের বিপুলসম্মান দানকরেন এবং ব্রাহ্মণেরা তৎকর্ম্মের পুরস্কার করণার্থে ধর্ম্মঅবতার অর্থাৎ ঈশ্বরের অংশ বলিয়া তাঁহাকে গৌরবিত করিয়াছেন যে বাক্য এইক্ষণে প্রত্যেক উপকারির প্রতি কহাযায়॥

তাহার পরেই বোধ হয় ক্ষত্রিয়েরা পুনঃ পরাক্রমী হইয়া শ্রীরাম-চন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ সগর রাজাকে হিমালয় পর্ব্বতে দূরীকৃত করিয়া থাকিবেন তিনি ভারতবর্ষের সামুদ্রিক রাজা ছিলেন। ঐ প্রাচীন কালের যুদ্ধবৃত্তান্ত এমত অস্পষ্টরূপে বর্ণিত হওয়াছে যে তাহা ইতিহাসযোগ্য শ্রেণীবদ্ধকরা অসাধ্য বোধ হয় কিন্তু ঐ রূপ ভ্রমরহিত বৃত্তান্তদ্বারা আমাদিগের মনন করিতে হইল যে সগর অতিপ্রতাপযুক্ত রাজা ছিলেন এবং আপনার যুদ্ধজাহাজ লইয়া সমুদ্রমধ্যে বহুতর আশ্চর্য্য বীর্য্যপ্রকাশ করেন অতএব তাঁহার নামদ্বারা সমুদ্রের নাম সাগর হয়। অতিপূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকস্থ উপদ্বীপে যে হিন্দুধর্ম্মের বিস্তার হয় ইহা আমরা জ্ঞাত আছি এবং যদ্যপিও যবনদিগের কর্ত্তৃক অন্য২ উপদ্বীপে ঐ ধর্ম্ম রহিত হইয়াছে তথাপি জাবা উপদ্বীপের নিকটস্থ বালি উপদ্বীপে অদ্যাবধি ঐ ধর্ম্ম প্রচলিত আছে এবং উক্ত ক্ষুদ্র উপ-দ্বীপে অধিকাংশ হিন্দুজাতীয়েরা বাস করেন তাঁহারা হিন্দুদেবের পূজা করেন ও হিন্দুদিগের ন্যায় সমারোহপূর্ব্বক পথে ভ্রমণ করেন এবং তাঁহাদিগের পুরোহিত ব্রাহ্মণ আছেন আর বিধবা স্ত্রীদিগকে জ্বলচ্চিতারোহণ করান। সগররাজার রাজত্বকালে হিন্দুধর্ম্ম ও যুদ্ধাস্ত্র যে মহাসাগর দিয়া পূর্ব্বদিকস্থ উপদ্বীপে প্র-থমে আনীত হয় ইহা অসম্ভব নহে এবং অন্য২ দেবতার মধ্যে সগর রাজাকে সেই উপদ্বীপের লোকেরা সামুদ্রিক দেবতারূপে পূজা করে কিন্তু ইংরাজীশালের অষ্টশতবৎসরেরপূর্ব্বে তথায় কোন দেবমন্দির ছিলনা॥

বুধের প্রপৌত্র যে যযাতি তাঁহার তিন পুত্র ছিল উরু, পুরু, এবং যদু, তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র উরু খ্যাত ছিলেন না, পুরুর বংশ অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল হইয়াছিল এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পঞ্চ-শতবর্ষপূর্ব্বে পুরুর সন্তান হস্তী হস্তিনাপুরনামক নগর স্থাপিত

করিয়াছিলেন এবং মগধাধিপতি জরাসন্ধনামক রাজা ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ পাণ্ডবেরা ঐ পুরুর সন্তান ছিলেন যদুবংশের মধ্যে প্রধান শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম এই উভয়ে অত্যন্ত খ্যাত্যাপন্ন ও রাজা যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। সূর্য্যবংশ অপেক্ষায় চন্দ্রবংশের কাল নিরূপণ করা অতিদুর্ঘট যেহেতু ইক্ষ্বাকু অবধি শ্রীরামচন্দ্র পর্য্যন্ত সপ্তপঞ্চাশৎ রাজাদিগের বিবরণ পাওয়া যায় কিন্তু চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ অবধি পাণ্ডবদিগের রাজত্বপর্য্যন্ত কেবল ষট্‌চত্বারিংশৎ রাজত্বের বিবরণ পাওয়াযায় ইহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা দুইশতবৎসর অগ্রে হয়েন কিন্তু তাহা সম্ভবে না। সংস্কৃত বিদ্যাতে পারদর্শী কোনং পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তারা ভূরিং রাজত্বের বিবরণ ত্যাগ করিয়াছেন। এবং এক শকের সহিত অন্য শকের যথার্থরূপে তুলনাদ্বারা সাধারণমতে এমত স্থির হয় যে ইং একসহস্র একশতবৎসরের পূর্ব্বে অথবা শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বের পর একশত বৎসরের মধ্যে উক্ত মহাযুদ্ধহইয়াছিল। কিন্তু মহাভারতের লিখনানুসারে উক্তকাল নিরূপণকরণে সন্দেহ জন্মে ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে যে যৎকালীন ঐ মহাযুদ্ধ হয় তৎকালীন অযোধ্যারাজ্যের উন্নতির হ্রাস হওয়াতে কান্যকুব্জনগর অত্যন্ত উন্নতিশীল হইয়াছিল। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাবধি শ্রীকৃষ্ণের সময় দীর্ঘকাল বলিতে হয় ইহার কারণ এক রাজধানী নষ্ট হইয়া অন্যরাজধানীর বৃদ্ধি হইয়াছিল তৎকালীন জ্যোতির্বিদ্যাতে অদ্বিতীয় ও পাণ্ডবদিগের গুরু যে গর্গমুনি তাঁহার গণনা বেণ্টিলি সাহেব অত্যন্ত মনোযোগপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া লিখেন যে মহাভারতের শ্রী[illegible]ভূত উক্ত মহাযুদ্ধ ইংশালের ৫৭৫ বৎসরের পূর্ব্বে হয় নাই কিন্তু যাহাহউক এবিষয়ে মতামত স্থিরকরণে আমরা অক্ষম।

উক্ত মহাযুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের বক্তব্য যে উহার কিঞ্চিৎ কালপূর্ব্বে এইক্ষণে যেরূপ শ্রেণীবদ্ধ বেদ দেখা যায় তাহা ব্যাসদেব কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল যদ্যপিও ঐ ব্যাসদেব ধীবরকন্যার গর্ভজাত জারজ পুত্র ছিলেন তথাপি পিতসম্বন্ধে রাজবংশীয় পুরুর সন্তান এবং রাজগুরু ছিলেন তিনি তৎকালের মহামহোপাধ্যায় পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি, এবং সুমন্তু এই চারি পণ্ডিত

কে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের সাহায্যদ্বারা ঐ সুবিখ্যাত পুস্তক সকল উত্তমরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন যেরূপ শৃঙ্খলাযুক্ত তাহা অ-দ্যাবধি দেখা যায়। মনুসংহিতা সংগ্রহ বিষয়ে বৃত্তান্ত বর্ণনকরা আমাদিগের এই কালের মধ্যেই কর্ত্তব্য ঐ সংহিতার প্রথমাধ্যায়ে লিখিত আছে যে তাহা ভগবান্ মনুকর্তৃক লিখিত হয় নাই যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ সকল শ্রবণানন্তর সংগৃহীত হইয়া বেদ হয় অ-র্থাৎ তাহা পরম্পরায় পুরুষানুক্রমে শ্রুতকথাদ্বারা প্রচলিত ছিল সেইরূপ ভগবান মনুর নাম ঘটিত যে গ্রন্থ তাহাও লিপিবদ্ধ ছিলনা কেবল পুরুষানুক্রমে পরম্পরায় শ্রবণদ্বারা ব্যবহার হইত অনন্তর তাহা বিশেষরূপে মান্যতাপূর্ব্বক প্রচলিত করিবার কারণ হিন্দু-দিগের আদি পুরুষ যে ভগবান মনু তাঁহার নামে পুস্তকের নাম হইয়াছে ॥

আমরা এইক্ষণে ঘোর আড়ম্বরযুক্ত যে মহাযুদ্ধ তদ্বিবরণ লিখি পঞ্চবিংশতিশতবৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে ঐ মহাযুদ্ধ হয় তথাপি তাহার বিবরণ অদ্যাপি কেহ বিস্মৃত হয়েন নাই বর্ত্তমানকালের পূর্ব্ব সপ্তভিবৎসরের মধ্যে যে সকল যুদ্ধদ্বারা ভারতবর্ষ অতিদূর-স্থিত ভিন্নদেশীয়দিগের অধীন হয় তাহার বৃত্তান্ত অপেক্ষা উক্ত মহাযুদ্ধের বিবরণ হিন্দুদিগের মনে অত্যন্ত দীপ্তিমান্ আছে। ঐ যুদ্ধের যেং ঘটনা তাহাই তৎকালস্থিত বীরদিগেরপ্রধান অদ্ভুত কীর্ত্তি হইয়াছিল এবং অন্যং দেশস্থদিগের ন্যায় ভারতবর্ষের লেখ-কেরাও ঐ গতবৃত্তান্তসকল চিরস্মরণ করেন সুতরাং তন্নিমিত্ত রাজত্ব এবং ধর্ম্মের মতেউপপ্লব হইয়াছিল অতএব তদ্বিবরণ অদ্যাপর্য্যন্ত চিরস্থায়িরূপে স্থাপিত হইয়াছে যৎকালে ঐ মহাযুদ্ধ হয় তৎকালে গঙ্গাতীর অবধি পর্ব্বতশ্রেণীমধ্যে যে অতি স্বল্পপ্রশস্তভূমি তন্মধ্যেই সূর্য্যবংশীয়দিগের রাজত্ব ছিল ইহা আমরা স্থির করিতে পারি কিন্তু যদুবংশীয় রাজাদিগের সাম্রাজ্য তখন সমুদায়দেশ ব্যাপিয়াছিল তাহার মধ্যে মগধাধিপতি জরাসন্ধ, ও গ্রীকদিগের এবং হিন্দুদি-গের ইতিহাসমধ্যে বর্ণিত শূরসেনী ও যাহাদিগের রাজধানী তৎকা-লে মথুরা নগরে ছিল এমত কংসের পরিবারেরা ও হস্তিনাপুরের কুরুবংশীয়েরা রাজ্যভোগ করিতেছিলেন পূর্ব্বোক্ত রাজারাই ঐ যুদ্ধসমরের প্রধান মূলাধার ছিলেন যে যুদ্ধদ্বারা ভারতবর্ষের সমু-

দায় উত্তর দেশনিবাসিরা শঙ্কিত হইয়াছিল। ভূরিং ভূপতি-দিগকে এবং যবনরাজাকে মহাপ্রতাপযুক্ত মগধাধিপতি জরা-সন্ধ আপন সুহৃদ বোধ করিতেন তাঁহার কন্যাকে মথুরার রাজা কংস বিবাহ করিয়াছিলেন কোন যবনরাজ এস্থানে উল্লেখিত হই-য়াছে তাহা যদ্যপিও নির্দ্দিষ্ট করা অস্মদাদির অসাধ্য তথাপি এই প্রমাণদ্বারা দৃঢ় হইতেছে যে সিন্ধুনদীর পশ্চিমদেশের রাজাদি-গের ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য না থাকিলেও সর্ব্বকালেতেই অনেক প্রতিপত্তি ছিল। যদুবংশীয় রাজাদিগের সন্তান শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া বলদ্বারা তাহার সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন, জরাসন্ধ ইহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিফল দিবার কারণ মথুরা নগর অষ্টাদশবার বেষ্টন করেন অবশেষে তিনি তাহা অধিকার করাতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ অনুষঙ্গী সমভিব্যাহারে লইয়া পলায়নপরায়ণ হইয়া সমুদ্রতীরে উত্তীর্ণ হওনানন্তর দ্বারকানামক এক নগর সংস্থাপিত করিলেন। উক্ত মথুরা নগর যে অতিদৃঢ়তররূপে ঐ যুদ্ধকালে সুরক্ষিত হইয়াছিল ইহার সত্যাসত্য শূরসেনী সেনাদিগের প্রসিদ্ধ বিক্রম বিষয় স্মরণ করিলেই অনায়াসেই বোধ হইবে অর্থাৎ বি-শ্বাসজনক হইবে যেহেতু মনুসংহিতাতে উক্ত সেনাদিগের বীরত্ব বিষয় বর্ণিত আছে যে তাহারা যুদ্ধের প্রথম শ্রেণীতে স্থিত হইয়া সর্ব্বদা সম্মুখ যুদ্ধ করিবে॥

হস্তিনানগরাধিপতি সান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র জন্মে নাই তাঁহার ঔরসজাত কেবল দুই কন্যা আর পাণ্ডুয়া নাম্নী এক জারজা কন্যা ছিল আর সান্তনু রাজার অন্য এক পুত্র এবং রাজ গোষ্ঠীর গুরু যে বেদব্যাস তিনি পাণ্ডুয়া নাম্নী আপনার ভ্রাতৃ কন্যা এবং শিষ্যার গর্ভে পাণ্ডু নামে এক পুত্র জন্মাইয়াছিলেন এই পাণ্ডু তাঁহার মাতামহের পর সেই সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া-ছিলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের পিতৃস্বসা এবং বসুদেবের ভগিনী কুন্তীকে বিবাহ করিলেন ঐ কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন আর নকুল ও সহদেব নামক এই পঞ্চ পুত্র জন্মিয়াছিলেন যাঁহারা পঞ্চ পাণ্ডব নামে বিশেষ খ্যাত ছিলেন কোনং গ্রন্থমতে নকুল ও সহ-দেব পাণ্ডুরাজার অন্যস্ত্রীর গর্ভজাত। হিন্দুদিগের ইতিহাসে লিখিত আছে যে কুন্তী পূর্ব্বজন্মের পাপবশত বন্ধ্যা থাকিয়া

আকর্ষণ মন্ত্রদ্বারা দেবতাদিগকে আহ্বান করাতে পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম হয় ঐ পঞ্চপাণ্ডব দেবতাদিগের ঔরসজাত পাণ্ডুরাজাদ্বারা জাত নহে ইহাতে নিশ্চিত বোধ হয় যে রাজপরিবারের মধ্যে অবশ্যই কোন গোলযোগ থাকিবে। কিন্তু ঐ অপবাদ গোপন করিবার জন্যে তৎকালের রীত্যনুসারে কুন্তীর পুত্রদিগকে দেব পুত্ররূপে খ্যাত করেন ॥

হিন্দুদিগের শাস্ত্রদ্বারা অপর আমরা জ্ঞাত আছি যে পূর্ব্বোক্ত ব্যাসদেব অম্বিকা নাম্নী তাঁহার অন্য এক ভ্রাতৃকন্যার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র নামে এক পুত্র জন্মান যিনি জন্মান্ধ ছিলেন ঐ অম্বিকা পাণ্ডুমাতার সহোদরা ছিলেন। এবং কথিত আছে পাণ্ডুরাজার মরণানন্তর ধৃতরাষ্ট্র আপনার অন্ধতানিমিত্ত রাজত্ব করিতে আপনাকে অক্ষম জানিয়া দুর্য্যোধন নামক নিজপুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরের রাজা করিলেন কিন্তু অন্যং গ্রন্থমতে লিখিত আছে যে দুর্য্যোধন স্বয়ং সিংহাসনারূঢ় হয়েন। অনন্তর জ্ঞাতিদিগের মধ্যে এমত কঠিন বিবাদ উপস্থিত হইল যে তাহাতে পঞ্চপাণ্ডবেরা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া সিন্ধুনদীর তটস্থ দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে যদুবংশোদ্ভব পঞ্চালাধিপতির কন্যা দ্রৌপদীকে বিবাহ করণার্থে ভারতবর্ষের মহাশূরবীরেরা কাম্পিল্যনগরে গমন করিতেছিল তথাকার রাজার এই পণ ছিল যে যেকোন বীর বিশেষরূপে স্বীয় বীর্য্যপ্রকাশ করিবেন তিনিই উক্ত কন্যাকে অর্থাৎ দ্রৌপদীকে পুরস্কারস্বরূপে প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে অর্জ্জুন স্বকীয় বীরত্ব উজ্জ্বলরূপে দর্শাইবাতে রাজকন্যা প্রাপ্ত হইলেন তাহাতেই ঐ কন্যা পঞ্চভ্রাতারি পত্নী হইলেন কিন্তু হিন্দুইতিহাসকর্ত্তারা এইবৃত্তান্ত গোপন করাতে দৃঢ়রূপে বোধ হয় যে যদুবংশীয়েরা প্রথমত সিথিয়া দেশহইতে এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন কেননা সিথিয়া দেশে উক্তব্যবহার সাধারণরূপে প্রচলিত ছিল ॥

অর্জ্জুনের এই জয়ে পঞ্চভ্রাতার সুখ্যাতি অতিদূরপর্য্যন্ত প্রকাশ হইলে ধৃতরাষ্ট্র ঐ পঞ্চভ্রাতাকে হস্তিনাপুরে পুনরাহ্বান করিয়া তাঁহার পুত্র দুর্য্যোধনের সহিত তাহাদিগের কোন বিবাদ না হয় এ কারণ তাহাদিগের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন ।

তাহাতে দুর্য্যোধন হস্তিনাপুরের রাজা হইলেন আর সেস্থা
হইতে কিঞ্চিদ্দূরে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা যুধিষ্ঠির নিজ রাজধানী করি
লেন তাহাতে অতিশীঘ্র ঐ নূতন রাজধানী পুরাতন হস্তিনাপু
রাজধানীর তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হইতে লাগিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠি
রের পরাক্রম প্রতিদিন বৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ অহঙ্কা
জন্মিল পরে অত্যন্ত প্রতাপযুক্ত সম্রাট ব্যতীত কেহ যে অশ্বমে
সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই রাজা যুধিষ্ঠির তা
করিতে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিলেন। হিন্দুয়া দেশে এই
অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রথা ছিল। অনুমান হয় উক্ত যজ্ঞ করণের তাৎ
পর্য্য এই যে যে কেহ ঐ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিবেন তিনিই শ্রেষ্ঠসম্রা
হইবেন। মগধাধিপতি জরাসন্ধ যিনি মহাপরাক্রমশালী ছিলে
এবং আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রধান জ্ঞান করিতেন বোধ হয় তিনি
ইহা শুনিয়া অন্তর মনে ঈর্ষান্বিত হইলেন সুতরাং তাঁহাকে ধ্বং
স করিবার নিমিত্তেই উক্তযজ্ঞ হইয়াছিল এই অবকাশে শ্রীকৃষ্ণ
তাঁহার প্রাচীন শত্রু ঐ জরাসন্ধকে নষ্ট করণার্থে রাজা যুধিষ্ঠিরে
স্থানহইতেই এক প্রস্তুত সৈন্য সাহায্য স্বরূপে লইয়া আসিলেন ভীম
এবং অর্জ্জুনকে সমভিব্যাহারী করিয়া পশ্চাৎ দ্বার দিয়া ম
গধ রাজ্য অকস্মাৎ আক্রমণ করিলেন তাহাতে জরাসন্ধ যদ্যপি
শত্রু কর্ত্তৃক হঠাৎ আক্রান্ত হইলেন তথাপি তিনি তিন দিবস পর্য্যন্ত
অতিসাহসপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া অবশেষে ভীম কর্ত্তৃক
নষ্ট হইলেন কিন্তু কোনং গ্রন্থকারেরা কহেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার
ভ্রাতা বলরাম কর্ত্তৃক জরাসন্ধের শরীর দ্বিধাকৃত হইয়াছিল ।।

ইতিমধ্যে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসভাতে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়ো
জন হইতে লাগিল এবং ভারতবর্ষের উত্তর অঞ্চলস্থ সকল নৃপতি
দিগকে তিনি আপনার সাহায্যার্থে নিমন্ত্রণ করিলেন তাহাতে রাজ
গোষ্ঠীর প্রধান কুরুবংশীয়েরা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ উচ্চাভিলাষ
দৃষ্টিকরিয়া মনেং ঈর্ষাতে দগ্ধ হইতে লাগিলেন কিন্তু রাজা দুর্য্যো
ধন বলদ্বারা যুধিষ্ঠিরের কোন ব্যাঘাত করিতে সমর্থ না হইয়
প্রতারণা করিতে মানস করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে পাশাক্রীড়াতে
অত্যন্ত আসক্ত জানিয়া তাঁহার সহিত ঐ ক্রীড়া করিতে তাঁহার চিত্ত
মগ্ন করিলেন তদনন্তর প্রথম বাজীতে তাঁহার পত্নী তৎপরে রাজ্য

পণ করিতে প্রতিজ্ঞা করাইয়া একবার পাশা নিঃক্ষেপ করিবামাত্রেই তিনি উভয়ই হারিলেন অবশেষে দ্বাদশবৎসরের নিমিত্তে রাজ্য হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিলেন তাহাতে রাজা যুধিষ্ঠির আপনার চারি সহোদর ও শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভারতবর্ষের নানা দেশ ভ্রমণ করিতেং আপনাদিগের শৌর্য্য ও বীর্য্য দ্বারা যেং অদ্ভুত কীর্ত্তি করিলেন সকল স্থেই তাহার অক্ষয় নিদর্শন রাখিতে লাগিলেন। পরে যে নিয়মিত কালের নিমিত্ত তাঁহারা রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন সেকাল অতীত হইলে তাঁহারা যমুনা নদীর তটে উপস্থিত হইলেন পরে রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের নিকট আপনার রাজ্যভাগ প্রার্থনা করিলেন তাহাতে দুর্য্যোধন তাঁহার প্রার্থনায় অতি অবহেলা করিয়া উত্তর করিলেন যে সূচ্যগ্র পরিমিত মৃত্তিকা তাঁহাকে দিবেন না অতএব যুদ্ধব্যতীত রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য প্রাপ্ত হইবার কোন উপায় রহিল না ॥

যে স্থানে হিন্দুদিগের শেষ রাজা মসলমান আক্রমণকারিদিগের দ্বারা পরাজিত হয়েন ঐ কুরুক্ষেত্রে উক্ত মহাযুদ্ধ হইয়াছিল সমুদায় ষট্‌পঞ্চাশং যদুবংশীয়েরা পূর্ব্বোক্ত মহাযুদ্ধে একপক্ষের অগ্রসর অপর একদিগে শ্রেণী পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন রাজা যুধিষ্ঠিরাদির কোন সহকারী সৈন্যের অভাব হইল না কেননা তাঁহাদিগের ভ্রমণকালে হিমালয় পর্ব্বত অবধি মহাসাগর পর্য্যন্ত যেং দেশ তাঁহারা ভ্রমণ করিয়া যে সকল রাজাদিগের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন সেই রাজারাই উক্ত ঘোর আড়ম্বরযুক্ত মহাযুদ্ধে সাহায্য করণার্থে স্বীয়ং সৈন্য সংগ্রহ করিলেন তদনন্তর কথিত আছে যে অষ্টাদশদিবস পর্য্যন্ত ঐ মহাযুদ্ধ হইবাতে উভয় পক্ষেই ভূরিং সৈন্য মারা পড়িল এবং অবশেষে রাজা দুর্য্যোধন বধ হইলে রাজা যুধিষ্ঠির বিজয়ী হইলেন কিন্তু নিজ সুহৃদ ও শত্রু যাহারা তাঁহার জ্ঞাতি ছিলেন এবং রাজ্যার্থে বিবাদ জন্যে নষ্ট হইয়াছেন তাঁহাদিগের মৃত কায়দ্বারা রণস্থল বিস্তৃত হইয়াছে যখন ইহা দৃষ্টি করিয়া সাংসারিক সুখের প্রতি রাজা যুধিষ্ঠিরের তুচ্ছ জ্ঞান জন্মিবাতে বনগমন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন তখন হস্তিনাপুর-আগমন করিয়া নিজ জ্ঞাতি শত্রু দুর্য্যোধনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সম্পন্ন করিলেন তৎপরে অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতকে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে

রাজ্যাভিষিক্ত করণানন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া দ্বারকা পুরীতে যাত্রা করিলেন। অনন্তর পথিমধ্যে পূর্ব্বে ক্ত মহাযুদ্ধ করিয়া তাঁহারা বলহীন হইয়াছিলেন একারণ বন নিবাসি ভীল জাতিদিগদ্বারা আক্রান্ত হওয়াতে তন্মধ্যে এক ব্যক্তি শরাসনে বাণে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিল। তাহাতে যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ ভারত বর্ষ পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলদেবের সমভিব্যাহারে সিন্ধিয়া রাজাদিয়া হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর দেশ গমন করিলেন হিন্দু ইতিহাস লেখকেরা তাঁহাদিগের আর কিছু অনুসন্ধান না পাইয়া অনুমানপূর্ব্বক লিখেন যে তাঁহারা তদনন্তর স্বর্গারোহণ করিলেন কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদি যাবলিস্থানদিয়া ইন্দুসিথিয়া নামক হিন্দুদিগের যে আ- করস্থান তথায় গিয়া কোন এক নূতন রাজবংশের সৃজন করিলেন ইহা দৃঢ়যুক্তিমতে অনুমান করাবায় উক্ত নূতন বংশীয়েরা তাহার পর পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন ॥

সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় বৃত্তান্তমধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধযাত্রা এবং কুরুক্ষেত্রের যে যুদ্ধ ইহাই প্রধান এবং হিন্দুদিগের শাস্ত্রে যাবৎ প্রধান কাব্যরস বর্ণিত আছে সে সকল অপেক্ষা উক্ত দুই যুদ্ধ- বৃত্তান্তের যে কাব্য তাহা অতি উৎকৃষ্টরূপে এবং অক্ষয়রূপে বর্ণিত আছে। পূর্ব্বোক্ত রামায়ণ ও মহাভারত দুই কাব্য এমত সুন্দররূপে বিরচিত হইয়াছে যে যদ্যপিও উক্ত অদ্ভুত কীর্ত্তি সকল বিংশতিশতবৎসরেরও অধিক গত হইয়াছে তথাপি লেখকের গুণদ্বারা অদ্যাপিও তাহা উজ্জ্বলরূপে সকলের মনে দীপ্তিমান আছে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত রাবণের যে সংগ্রাম হইয়াছিল তাহারি বৃত্তান্ত রামায়ণনামক মহাকাব্যগ্রন্থে বাল্মীকি- কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে এবং তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্যে তাঁহাকে চিরস্থায়িরূপে মান্যকরিয়াছেন অর্থাৎ অমরদিগের মধ্যে তাঁহাকে গণ্য করি- য়াছেন আরো কথিত আছে যে উক্ত বাল্মীকিমুনি শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের অনেক পূর্ব্বে তাঁহার কাব্য রচনাকরিয়াছেন কিন্তু ইহা স্পষ্টরূপে মিথ্যা বোধ হয়। ইংরাজীশাকের পূর্ব্বে প্রায় তিনশত বৎসরের সময়ে তিনি দীপ্তিমান ছিলেন যেহেতু তিনি স্বীয় জন্মপত্রিকামধ্যে যে আত্মজীবনবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন সেই লিপি

আনুসারেই তাঁহার জন্ম ইহার পূর্ব্বে কোনমতেই সম্ভব হয় না। কোনং গ্রন্থকারেরা মহাভারতকে পঞ্চম বেদবলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং মহাভারত লেখক যে ব্যাস তাঁহাকে গ্রন্থকারেরা ভ্রমদ্বারা অথবা তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিবার জন্যে রাজবংশোদ্ভব যে বেদব্যাস যিনি বেদের শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাকেই কহেন কিন্তু ইহা কোনমতে বিশ্বাসযোগ্য নহে কারণ কুরুক্ষেত্রে যেং বীরেরা যুদ্ধকরিয়াছিলেন বেদব্যাস তাঁহাদিগের পিতামহ ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে যবনঅসুর যুদ্ধ করিয়াছিল তাহার বিবরণ বর্ণনা করিতে তিনি যেরূপ শব্দবিন্যাস করিয়াছেন তাহা বিবেচনাদ্বারা স্থির হয় যে মহাপরাক্রমশালী সেকন্দরসাহ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণ হইবারপরে তিনি উক্ত মহাকাব্য অবশ্য রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কোনকালে যে ঐকাব্য লিখিত হয় তাহা স্থিরকরা দুঃসাধ্য কেননা হিন্দু পৌরাণিকদ্বারা আমরা জ্ঞাত হইয়াছি যে প্রতিযুগেই একং ব্যাস জন্মেন অপর উক্ত দুই মহাকাব্যলেখক যে এককালস্থিত তাহা যুক্তিমতে বিশ্বাস হইতেপারে এবং ইহাও অসম্ভব বোধ হয় না যে বাল্মীকিমুনি সূর্য্যবংশীয়দিগকে প্রশংসা পুরঃসর বর্ণনা করাতে ব্যাসের অভিলাষ হইয়াছিল যে তিনিও চন্দ্রবংশীয়দিগের যেং অদ্ভুতকীর্ত্তি তাহা অক্ষয়রূপে বর্ণনা করেন সে যাহা হউক ঐদুই কাব্যেই সংস্কৃত ভাষার স্থির অবস্থা হয় এবং তদ্দ্বারাই যে ভারতবর্ষে বীরোপাসনা ধর্ম্ম প্রথমত স্থাপিত হয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥

শ্রীকৃষ্ণের পরলোক হইলে গ্রন্থকারেরা তাঁহাকে দেবতারূপে মান্য করিয়াছেন কিন্তু কোনসময় উক্তঘটনা হইয়াছিল তাহা স্থিরকরিতে আমাদিগের কোন উপায় নাই যে মহাভারত নামক মহাকাব্যে তিনি অতিশয় সুবিখ্যাত হইয়াছেন তাহাই তাঁহার প্রতি জনগণের বিশ্বাসের প্রধানকারণ আর শ্রীকৃষ্ণের যে উপাসনা এইক্ষণে সমুদায় ভারতবর্ষে বিস্তারিতরূপে প্রচলিত হইয়াছে তাহাও অন্যং দেবের উপাসনা অপেক্ষা অতি আধুনিক বোধ হয় যেহেতু তাঁহার বিশেষরূপে মান্যহইবার মূলাধার যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ তাহা মুসলমানদিগদ্বারা ভারতবর্ষে আক্র-

স্থ। হইবার পরে লিখিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানকালের পূর্ব্বে চারিশত বৎসর মধ্যে তাহা হইয়াছে ইহা উক্তগ্রন্থের লিখনা নুসারেই সপ্রমাণ হয় ॥

ভারতবর্ষের মহাবীর বলদেব অথবা বলরাম কথিতআছে যে তিনি পাটলিপুত্রদেশে একরাজ্য স্থাপন করিয়া গঙ্গাতীর প্রদেশে এক নগর করিয়াছিলেন ঐ নগর ভারতবর্ষমধ্যে সর্ব্ব প্রধান হইয়া অতি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল কিন্তু এইক্ষণে তা এমত সম্পূর্ণরূপে নষ্টহইয়াছে যে তাহা কোনস্থলে স্থাপিতছিল তাহা অনায়াসে স্থির করাযায় না কিন্তু শোণ নদ যে স্থলে গঙ্গা সহিত মিলিত হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নভাগে এবং যে স্থা আধুনিক পাটনানগর স্থাপিত আছে তাহারি অতি নিকটে তা স্থাপিত ছিল ইহা অধিক সম্ভবরূপে বোধহয় অপর কথিত আ যে এতদ্ভিন্ন সমাটি মহাবলিপুর নামক ও বেদরে বালিপুর নাম নগরের প্রথম স্থাপন তিনিই করিয়াছিলেন। এবীর যিনি দেবর বর্ণিত হইয়াছেন তিনিই যদি পূর্ব্বোক্ত দুই নগরের স্থাপনক হয়েন তবে পাণ্ডবদিগের সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে ভ্রমণ কা ঐ নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন ইহা বোধহয় ॥

মহাযুদ্ধ অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধঅবধি সেকন্দরশাহের এক বর্ত্তী মহানন্দের রাজত্বপর্য্যন্ত কালেরমধ্যে ভারতবর্ষের বিবর কালনিরূপণবিদ্যা অতিশয় অস্পষ্ট এবং তাহার শৃঙ্খলা পূন্য বৃ সংযোগ করিয়া ইতিহাস তুলাকরা অতিশয় অসম্ভব কেননা অর্জ্জু পৌত্র পরীক্ষিতের সন্তানেরা যৎকালে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করি বোধহয় মগধ রাজ্যে জরাসন্ধের সন্তানেরা তৎকালেই রাজাছিলে কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে জরাসন্ধ অবধি তাহার বংশ শেষ রাজা রিপুঞ্জয়পর্য্যন্ত তাহার ত্রয়োবিংশতি সন্তানেরা রাজ করেন উক্ত রিপুঞ্জয়ের মন্ত্রী সনক তাহাকে নষ্টকরিয়া আপ রাজা হইলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন বিবরণ এই সংক্ষিপ্ত ইতিহা মধ্যে আমরা বর্ণনা করিতে অক্ষম কেননা ইহাতে মহা২ পণ্ডি গণের মধ্যেও মতামতের বিভিন্নতা হইয়াছে। সুতরাং ন্যূনাধিক বা ষট্‌শত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষীয় যে২ বৃত্তান্ত আমরা অনুম দ্বারা বর্ণনা করিলাম তাহা এইক্ষণে আনন্দপূর্ব্বক ত্যাগ করি

গ্রীকদেশীয় ইতিহাসের সহিত ভারতবর্ষের বিবরণ যে অবধি ঐক্য হয় তাহারি মধ্যে যে ঘটনা এইক্ষণে তাহার বর্ণনা করিব।।

মুসলমানদিগের ইতিহাসমধ্যে লিখিত আছে যে অতি প্রাচীন কালাবধি পারস্যদেশীয়েরা সিন্ধুনদীর পূর্ব্বপ্রদেশে কেবল বাসস্থান প্রাপ্ত হয়েন এমত নহে কিন্তু তাঁহারা ভারতবর্ষের অনেক দূরপর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন কিন্তু উক্ত বিবরণ সকলের এমত বহুপ্রাচীনকালের সহিত সম্বন্ধ আছে যে তাহা যথার্থ ইতিহাসের যোগ্য কোনমতে হয় না একারণ তন্মধ্যের কোনবিবরণ আমাদিগের আবশ্যক নাই তদ্দ্বারা এইমাত্র প্রমাণ দর্শাইব যে ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কালাবধি সম্পূর্ণরূপে কদাচিৎ স্বাধীন হয় নাই। হিন্দুশাস্ত্রেতে সিন্ধুনদী পর্য্যন্তই হিন্দুধর্ম্মের সীমা নিরূপিত হইয়াছে সুতরাং নদী পার হইতে সকল হিন্দুদিগের প্রতিই নিষেধ আছে কিন্তু সিন্ধুনদীর পশ্চিম ভাগস্থ জাতিরা যৎকালে ভারতবর্ষ আক্রমণার্থে ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বাধাদিতে হিন্দুশাস্ত্র কিম্বা কোন হিন্দুপতিরা সক্ষম হয়েন নাই। যদ্যপি আমরা ইহা স্থিরকরি যে সিথিয়া দেশহইতে আদি হিন্দুরা আগমন করিয়াছিলেন তবে অনায়াসে অস্মদাদির বোধ হয় যে তদ্দেশজাত অন্যং জাতিরাও তদ্রূপ অবশ্য ভারতবর্ষে আগমন করিতে পারেন অধিকন্তু আমরা এমত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি যে অল্পকাল হইল হিন্দুরা আপনাদিগের শত্রুর সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিবার জন্যে সিন্ধুনদী পার হইয়াছিলেন অতএব অটকনদীপার হইতে এবং সমুদ্রে ভ্রমণ করিতে হিন্দুদিগের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহা আধুনিক মাত্র। অতিপূর্ব্বকালে যখন ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগদ্বারা পরাজিত হয়েন নাই এবং বৌদ্ধজাতীয়রাও ঐ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক দূরীকৃত হয়েন নাই তৎকালে হিন্দুরা অতিশয় বিক্রম বিশিষ্ট এবং যুদ্ধোপযোগি জাতি ছিলেন। বোধ হয় সেই সময়ে তাঁহারা অটক নদী পার হইয়া সিথিয়াদেশ আক্রমণ করেন এবং সমুদ্রদিয়া ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিগস্থ উপদ্বীপে গমন করিয়া তারকিপেলেগো অর্থাৎ সমাক্রোপদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপন করেন এইক্ষণকার হিন্দুরা যে অতি কাল্পনিক ধর্ম্মে মগ্নহইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বিক্রমরহিত হইয়াছেন এবং ভিন্নং জাতিদিগের সহিত

সহবাস করিলে জাতিভ্রষ্ট হওন ভয়ে যে স্বদেশের সীমার বহির্ভূত হয়েন না তাহা কেবল আধুনিক ব্যবহারমাত্র ॥

তৃতীয় অধ্যায়

ডেরাইয়স কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণ ও তৎকালে হিন্দুদিগের চরিত্রের বিবরণ ও তক্ষক অর্থাৎ [illegible] ভারতবর্ষে যে আক্রমণ হয় তাহার বৃত্তান্ত। গৌতম ঋষি [illegible] বৌদ্ধমতের আগমন ও তাহা কি নিমিত্তে সৃষ্ট [illegible] বৌদ্ধমতের কিরূপ ধারা। ভারতবর্ষে সেকন্দর্‌সাহের আগমন এবং তাঁহারা [illegible] পরাস্ত হওন ও তাঁহার সৈন্যরা তাঁহার প্রতি [illegible] ও ভারতবর্ষহইতে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমনকরেন আর তিনি [illegible] এতদ্দেশে আগমন করেন তৎকালে হিন্দুদিগের কিপ্রকার চরিত্র ও ব্যবহার তাহার বিবরণ ॥

ডেরাইয়স নামক পারস্য দেশের রাজা যে সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষ জয় করিতে আসিয়াছিলেন ইহাতে আমাদিগের বিশ্বাসযোগ্য লিখন আছে। ইং শাব্দের ৫১৮ বৎসর পূর্ব্বে স[illegible] [illegible] পর তিনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া [illegible] সঙ্গে [illegible] সিন্ধুনদী [illegible] ভারত দেশ জয় করেন। তাঁহার [illegible] সাম্রাজ্য থাকিলেও তিনি সন্তুষ্ট না থাকিয়া ভারতবর্ষের [illegible] ধন ও সমৃদ্ধি শ্রবণে তাহা আপনার রাজ্যমধ্যে আনিতে মনস্থ করিয়া [illegible] উদ্যোগ স্বরূপে স্কাইলাক্স নামক তাঁহার প্রধান সেনাপতির প্রতি সিন্ধু নদীর উচ্চভাগে এক ক্ষুদ্র জাহাজের বহর প্রস্তুত করিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত স্রোতোমুখে জাহাজ চালাইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন তাহাতে যদ্যপিও স্কাইলাক্স শেষে সুসিদ্ধ হইলেন [illegible] তিনি এমত অনেক প্রতিবন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন [illegible] জাহাজারোহণ করিলেন তথাহইতে সমুদ্রপর্য্যন্ত যাইতে ত্রিংশৎ মাস লাগিল পরে তিনি যে২ দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ডেরাইয়সের নিকট ঐসকলের ঐশ্বর্য্য উজ্জ্বলরূপে বর্ণনা করাতে তিনি তাহা জয়-করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং অনেক সৈন্য সমভিব্যাহারে ভারত-বর্ষ মধ্যে আগমন কালে পথিমধ্যে ভারত দেশ জয়করিতে২ সিন্ধু-নদীতীরস্থ সকল দেশ আপনার রাজ্যের সহিত মিলকরিলেন তিনি কিপর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন যদ্যপিও তাহা আমরা স্থির

করিতে পারিনা তথাপি ভারতবর্ষের অনেক দেশ যে পারস্য রাজ্যের অধীন হইয়াছিল ইহা আমরা নিশ্চয়রূপে কহিতে পারি কেননা তাঁহার অধীন অন্যং দেশাপেক্ষায় ভারতবর্ষ অতি লাভজনকরূপে গণ্য হইত তাঁহার সমুদায় সাম্রাজ্যের তৃতীয়ভাগ রাজস্ব কেবল এই এক দেশহইতেই উৎপন্ন হইত আর এক আশ্চার্য্য প্রমাণ এই যে সিন্ধুনদীর পশ্চিম প্রদেশ হইতে যে রাজস্ব আদায় হইত তাহা রৌপ্যমুদ্রাতেই প্রদত্ত হইত কিন্তু ভারতবর্ষের রাজস্ব স্বর্ণমুদ্রাতে দত্ত হইত। হিরোডেটস নামক গ্রীষদেশের আদি ইতিহাস লেখক ডেরাইয়সের সেনাপতিদিগের স্থানে ভারতবর্ষের সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাতহইয়া বর্ণনা করেন যে ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগস্থ লোকেরা পারস্য দেশীয় রাজাকর্তৃক জিত হয় নাই ও তাহারা কৃষ্ণবর্ণ এবং মৃত্তিকায় জাত ফলাদি আহারকরিয়া সন্তুষ্ট থাকে এবং তাহাদিগের প্রধান আহার তণ্ডুল ও তাহারা কোন পশু বধকরেনা আর কোন ব্যক্তি সাংঘাতিক রোগে পিড়ীত হওয়াতে জীবনাশা না থাকিলে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে এবং তাহাদিগের কএক পাল ক্ষুদ্র অশ্ব আছে আর তাহারা স্বদেশজাত তুলাকাটিয়া বস্ত্র নির্ম্মাণ করে। ভারতবর্ষের গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশনিবাসিদিগেরই এইবিবরণ লিখিত আছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং বর্ত্তমান কালের হিন্দুদিগের যেরূপ ব্যবহারাদি আছে ইহার ত্রয়োবিংশতি শতবৎসরের পূর্ব্বেও তাহাদিগের তাদৃশ রীতি নীতি ছিল ইহা পূর্ব্ব কথিত প্রমাণদ্বারা সুপ্রমাণ হইতেছে॥

ই রাজশালের ষষ্ঠশত বৎসরের পূর্ব্বে অথবা পারস্যদেশাধিপতি ডেরাইয়স কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণ হইবার কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে বোধ হয় এক অভিনব জাতিরা সিথিয়া নামক আদিস্থল হইতে আগমন পুরঃসর সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া ভূরিং জয় করিয়াছিলেন সেই সময়েতেই ঐ সিথিয়া দেশনিবাসি ব্যক্তিদিগের অন্য একদল ইউরোপের উত্তরভাগস্থিত ইস্কেণ্ডিনেবিয়া দেশে বাস করিলেন বোধহয় তাঁহারাও পূর্ব্বোক্তদলেরি একগোষ্ঠী ছিলেন যেহেতু একদেশজাত লোকেরা যে এককালীন পৃথিবীর পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উত্তর দিগেতেই বাসকরিলেন এই হেতু ইস্কেণ্ডিনেবিয়া দেশস্থদিগের যে রীতি ব্যবহার আছে বিশেষত

সহমরণ তাহা ভারতবর্ষে যে সিথিয়ান্সরা অগ্রে বসতি করিয়াছিলেন তাহাদিগের সহিত ঐক্য হয় কথিত আছে যে ইউরোপের উত্তর ভাগস্থিত লোকেরা অতিপূর্ব্বকালে যখন অতি অসভ্যাব-স্থাতে ছিল তখন পূর্ব্বোক্ত সহমরণ রীতিও তথায় প্রচলিত ছিল এবং সিথিয়াদেশস্থেরাও সেইসময়ে ভারতবর্ষে উত্তরাংশে আসিয়া থাকিবেন অস্মদাদির এমত বোধ হয় কিন্তু ইহা কেবল অনুমান করাযায়। বোধ হয় যে সিথিয়াদেশস্থ রণকারিদিগের স্বজাতীয় নিদর্শনার্থে এক সর্প ছিল একারণ তাঁহারা তক্ষকবংশীয় অর্থাৎ সর্পকুলোদ্ভব নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদিগের সেনাপতি শেষনাগের সমভিব্যাহারে আসিয়া বোধ হয় তাঁহারা ভারতবর্ষের সমুদায় উত্তর খণ্ড অধিকার করিয়া। তাঁহাদিগের পূর্ব্বে যে যদুবংশীয়েরা ভা-রতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সহিত ক্রমে মিশ্রিত হইলেন পরন্তু উক্ত নাগবংশীয়েরা মগধ রাজ্য জয়করণানন্তর বংশ পরম্পরানুক্রমে তথাকার সাম্রাজ্য ভোগ করিলেন। বোধ হয় যে তাঁহা-রা বুদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। এই ভিন্ন দেশীয় যাঁহারা সর্প এবং দৈত্য-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন তাঁহাদিগের সহিত হিন্দুরা অনেকবার ঘোরতরশোণিতযুক্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহার স্মরণসূচক প্র-মাণ হিন্দুশাস্ত্রে আছে। সেকেন্দরশাহ যৎকালে ভারতবর্ষ জয়করণার্থ আসিয়াছিলেন তৎকালে মগধরাজ্যস্থ তক্ষকবংশীয় মহানন্দ পালিবো-থ্র রাজ্যেশ্বর ছিলেন যাঁহার বিবরণ আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি গ্রীকদেশীয় ইতিহাসলেখকেরা তাঁহাকে প্রাচী বা পূর্ব্বদে[illegible] করেন অর্থাৎ পূর্ব্বদেশেশ্বররূপে তাঁহাকে [illegible] ॥

ডেরাইয়স যৎকালে ভারতবর্ষ আক্রমণকরিলেন তৎকালে গৌ-তম ঋষি বুদ্ধনামে প্রচলিত যে ধর্ম্ম তাহাকে সংস্থাপন করেন ইহা সর্ব্বজন গ্রাহ্যমতানুসারে ঐক্য হয় কিন্তু কেহ২ কহেন যে তাহা তৎকালে না হইয়া একশত বৎসরপরে হইয়াছিল যাহা হউক বোধ হয় যে ষট্পঞ্চাশৎ যদুবংশীয়েরা অধিকন্তু সমুদায় চন্দ্রবং-শীয়েরাও অতি প্রাচীনকালাবধি বুদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন, আরো অনুমান হয় যে বেদহইতেই উক্ত মত উৎপাদিত হইয়াছিল এবং আধুনিক পুরাণ ও ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মমতহইতে তাহার অনেক প্রভেদ ছিল। গোতমঋষি সর্ব্বত্র বুদ্ধনামে খ্যাত আছেন এবং

বোধ হয় যে বুদ্ধমতের যে২ ব্যবস্থা ছিলনা তিনিই সেসকল স-
ম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। মগধরাজ্যে অর্থাৎ দক্ষিণ বেহারদেশে তিনি
জন্মিয়াছিলেন আর গয়াধামে তাঁহার সৈন্য রাখিবার স্থান ছিল।
ইংরাজীশকের ৫৪০বৎসর পূর্ব্বে যে তাঁহার জন্ম হয় ইহা সাধারণ
মতানুসারে স্থির করাযায় কিন্তু থিবেটদেশস্থদিগের ইতিহাসমতে
ইংরাজীশালের৪৭০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি জন্মিয়াছিলেন উক্ত দেশ-
স্থরা বুদ্ধমতাবলম্বী আছেন। তাঁহার জন্মভূমিবিষয়েতেও অনেক
প্রভানত আছে, চীনদেশস্থ সাইমদেশস্থ ও জেপান দেশস্থ এবং
পূর্ব্বদেশস্থ অন্যং জাতিরা কহেন যে মগধ রাজ্যে তাঁহার জন্ম
... ঐ জাতিরাও বুদ্ধমতাবলম্বী আছেন এবং অল্পকাল হইল
লর্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্কসাহেবকে সম্ভ্রমকরণার্থে যৎকালে বর্ম্মা
দেশীয় দতেরা অর্থাৎ উকিলেরা পশ্চিমপ্রদেশে গমন করেন
তৎকালে তাঁহাদিগের মহাধর্ম্মাধ্যক্ষের আদি তীর্থস্থানে অর্চ্চনাদি
করিবার নিমিত্তে তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কিন্তু থিবেট
দেশস্থ ইতিহাসবেত্তারা দৃঢ়তর প্রমাণদর্শাইয়া লিখেন যে কোশলা
অর্থাৎ অযোধ্যাস্থিত কোপিলাবস্থাতে তাঁহার জন্ম হয় সাহাকউক
... অনুমানদ্বারা উক্তমতের বিভিন্নতার মীমাংসা করায় যে
... কালে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তৎকালে মগধরাজ্য
...য় সমুদায় উত্তর অঞ্চলঅবধিই বিস্তীর্ণ ছিল। এবং অযোধ্যা-
...ত সূর্য্যবংশীয়দিগের ক্ষুদ্র রাজ্যও তাহার অন্তঃপাতি ছিল
...ই সকল কারণ দৃষ্টিকরাতে সুতরাং আমরা লিখিব যে মগধ
রাজ্যেতেই গোতমঋষি জন্মিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ
...প মান্য করিবার নিমিত্তে চন্দ্রবংশীয়দিগের আদি পুরুষ
...দের নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। যখন গোতমঋষি অব-
তীর্ণ হইয়াছিলেন তখন ভারতবর্ষের সমুদায় উত্তর খণ্ড মধ্যে
...ধর্ম্মই প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম
...পিও তাহারপর হিন্দুস্থানময় বিস্তীর্ণহইল তথাপি বোধ হয়
...কালে কেবল অতিক্ষুদ্র এবং পরাধীন কান্যকুব্জরাজ্যেই তাহা
...লিত ছিল, কেননা পূর্ব্বকালে বুদ্ধ উপাসনার নিমিত্তে ইলো-
...পর্ব্বতস্থ গহ্বর সকল প্রতিষ্ঠিত থাকাতে দৃঢ়রূপে প্রামাণ্য
হইতেছে যে ভারতবর্ষময় উক্ত বুদ্ধমতের অতিবিস্তীর্ণরূপে

ব্যাপকতা ছিল, যেহেতু বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অতিপরাক্রমশালী এবং ধনাঢ্য ভূপতিরাই ঐ সকল গহ্বর নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন আর চিরস্থায়িরূপে উক্তমতের নিদর্শন রাখিবার নিমিত্তে ঐ ভূ-পতিরা অতিদৃঢ় প্রস্তর সকল অত্যন্ত পরিশ্রমপূর্ব্বক [illegible] মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ঐ পর্ব্বতের চতুর্দ্দিগে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিতকরিয়া রাখিয়াছিলেন। অনন্তর দেবোপাসক ভূপতিরা ঐ দেশ জয়করাতে শিব ও বিষ্ণুর উপাসনা প্রবলরূপে প্রচলিত হওয়াতে বুদ্ধধর্ম্ম একেবারে লুপ্ত হইলে পরে বিজয়ী ভূপতিরা বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বিদিগকে দূরীকৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত গহ্বর মধ্যে দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন অতএব এইক্ষণে বুদ্ধের প্রতিমার চতুর্দ্দিগে আধুনিক দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তির এবং তাহা-দিগের অনুযায়িদিগেরও মূর্ত্তিসকল দেখাযায় যাহারা উক্ত স্থান বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া উক্ত গহ্বর সকল দর্শন করিয়া-ছেন তাহারা লিখেন যে তথায় বুদ্ধের যে প্রতিমা সকল আছে তদপেক্ষা দেবমূর্ত্তি সকল অতিআশ্চর্য্যরূপে ক্ষোদিত আছে আর তদ্দর্শনে এমত বোধ হয় যে সেসকল অল্পকালের মধ্যেই নির্ম্মিত হইয়াথাকিবে সুতরাং বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বিরা যে অতিপূর্ব্বে প্রস্তর কাটিয়া গহ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ইহা স্পষ্টরূপে বোধ হইতেছে ॥

বুদ্ধমতাবলম্বিদিগের প্রতি যে ব্রাহ্মণদিগের অত্যন্ত দ্বেষ ছিল তাহা অস্মদাদির বিস্ময়জনক নহে কেননা ব্রাহ্মণদিগের মত অত্যন্ত বিপরীত ছিল সুতরাং বাল্মীকি মুনি কিনিমিত্তে রামায়ণে বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বিকে রাক্ষসরূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার কারণও অনায়াসে বোধগম্য হইবে। বুদ্ধমতাবলম্বিরা ব্রাহ্মণ-দিগের পুরাণাদিতে সমুদায় দেব দেবীর কিছুমাত্র উপাসনা করেননাই কিন্তু তাঁহারা বেদ বিহিত যজ্ঞোপাসনা অতি যত্নপূর্ব্বক মান্য করিতেন। তাঁহারা জাতিবিচার করিতেন না এবং তাঁহাদিগের মধ্যে বংশাবলীক্রমে পৌরহিত্য কর্ম্মের রীতি ছিলনা অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পুত্রই ব্রাহ্মণ হইতে পারিতনা এবং পূর্ব্ব কালে যখন প্রতারণা ছিলনা বোধ হয় তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও এমত রীতি ছিল তাহার প্রমাণ বিশ্বামিত্র ঋষি শূদ্র থাকিয়া

ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পর আর কোন শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়েন নাই। বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বিপুরোহিতদিগের এক ভিন্ন দল ছিল ও গৃহাশমি ব্যক্তিদিগকে লইয়া সর্ব্বদা আপনাদিগের দল পূর্ণ রাখিতেন এবং শপথদ্বারা অনূঢ়াবস্থায় বদ্ধ থাকিতেন কিন্তু ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণ হওন রীতি ছিল অর্থাৎ পুরোহিতের পুত্রই পুরোহিত হইবেন এই বিধি থাকাতে অপর জাতিকে পুরোহিত হইতে দিতেন না এবং তাঁহাদিগের যজ্ঞোপবীতের ন্যায় বিবাহও অতি আবশ্যক ছিল। এক পুত্র উৎপন্নকরা ব্রাহ্মণদিগের প্রধান কর্ম্ম ছিল যে পুত্র তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধতর্পণাদি করে এই সকল ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের এই প্রকার আচারও ব্যবহারাদিতে প্রভেদ থাকাতে ঐ ব্রাহ্মণেরা ঐহিক পরাক্রম বিষয়ে আদি বিপক্ষ ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি যেরূপ দ্বেষ করিতেন তদপেক্ষায় বৌদ্ধদিগের প্রতি অতি বাহুল্য-রূপে প্রতিকূলাচরণ করিতেন ইহাতে কি আশ্চর্য্য আছে। এবং যদি বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বিরাজাদিগের সহিত আমরা তুলনা করি তাহাদিগের রাজ্য ভারতবর্ষের উত্তর খণ্ডে বিস্তৃত ছিল তবে এমত বোধ হয় যে ব্রাহ্মণদিগের স্বদত্তাপ্রবৃত্তেই এই হিংসার বৃদ্ধি হইয়াছিল আর ইহাতে বোধ হয় যে গোতমের আবির্ভাবেতেই ঐ জাতির হিংসা নবীনা হইয়াছিল কিন্তু যাহা-হউক বৌদ্ধদিগের সহজধর্ম্ম অপেক্ষায় ব্রাহ্মণদিগের অতি আড়ম্বর-যুক্তধর্ম্মে নীচলোকদিগের মন অধিক রত হইয়াছিল। তদনন্তর বোধ হয় যে অনেক২ নূতন ব্যক্তিরা যখন উক্ত ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মাবলম্বী হইলেন তখন তাঁহারা আপনাদিগকে অতিশয় সবল দেখিয়া বৌদ্ধদিগের সহিত এক ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ভারতবর্ষহইতে বহিষ্কৃত করণানন্তর আপনারা জয়ীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইলেন॥

আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি যে সেকন্দরসাহের দুইশতবৎসর পূর্ব্বে ডেরাইয়স নামক পারস্যাধিপতি হিন্দুস্থানের বহুঅংশকে আপনার রাজ্যে সম্মিলিত করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষস্থ প্রজার প্রতি অসঙ্গত রাজস্বের ভার দিয়াছিলেন কিন্তু এবিষয়ে এমত কোন প্রমাণ নাই যে আমরা স্থিরকরিতে পারি যে এই

দূরস্থিত দেশ তাহার পর ঐ রাজ্যের অধীন ছিল কি না জেনা। পূর্ব্বদেশীয় রাজ্যের ন্যায় ঐ সাম্রাজ্য অর্থাৎ পারস্য রাজ্য যৎকালে নব্য রাজারা রাজত্ব করেন তৎকালে রাজ্যের অত্যন্ত দুর্ব্বলাবস্থা হইয়াছিল কিন্তু যদবধি ঐ পারস্য রাজ্য মকদনিয়াস্থ পূর্ব্বকালীন যুদ্ধবিষয়ে অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী মাকিদুনের রাজা সেকন্দরসাহ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন না হইয়াছিল তদবধি ভারতবর্ষও ঐ রাজ্যের অংশের মধ্যে গণিত ছিল ইহা সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের বিশ্বাসযোগ্য হয় সেকন্দরসাহ তাহার পিতা ফিলিপকর্ত্তৃক যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত ও তাঁহার নিজ সাহস এবং সদ্বুদ্ধিদ্বারা তৎকর্ম্মে পারগ এমত অত্যল্প গ্রীকসৈন্য সহকারে পারস্য সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিলেন পরে ঐ রণজয়ি সৈন্য সাহিত্যে সিন্ধুনদীর তটে আগমন করিয়া ছিলেন। কোনং প্রাচীন ইতিহাসবেত্তা লিখেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে পারস্য রাজার অধীন যেং প্রদেশ সকল দেরাইয়সের মরণানন্তর স্বাধীন হইয়াছিল তাহা পুনরধীন করণজন্য সেকন্দরসাহ আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেকন্দরসাহ উক্তাভিলাষী হইয়া সিন্ধু নদী উত্তীর্ণ হন নাই ফলতঃ পূর্ব্বরাজাদিগের আশ্চর্য্যকর্ম্ম জয় করিতে এবং পৃথিবীর শেষভাগ পর্য্যন্ত অস্ত্র চালাইতে আসিয়া ছিলেন যদ্যপি ভারতবর্ষে পারসীদিগের এক হস্ত ভূমিতেও অধিকার ছিল না তথাপি সেকন্দরসাহ এই ভারতবর্ষে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের পূর্ব্বে তিন বৎসর তাঁহার সৈন্যরা অতিশয় কঠিন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে এবং হিমশীতযুক্ত পর্ব্বত মধ্যে অনির্ব্বচনীয় দুঃখ সহ্য করাতে তিনি তাহাদিগকে ভারতবর্ষের লুটের ধন পুরস্কার করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। এক কালেই হিন্দুস্থানের চাবিস্বরূপ কাবুল দেশ জয় করিয়া সিন্ধুনদীর উত্তর তটস্থ রাজাদিগকে অধীনতা স্বীকার করিতে আহ্বান করিলেন. এবং সেই সময়ে সিন্ধুনদীতে এক সেতু নির্ম্মাণার্থে একাংশ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু তৎকালে স্বয়ং তন্মধ্যস্থিত দেশসকল জয়করণে প্রবৃত্তছিলেন তিনি সিন্ধুনদীর পশ্চিম পারস্থ পার্ব্বতীয়দিগকে অতি বলবান্ দেখিলেন কিন্তু তাঁহার প্রবীণ সৈন্যদিগের তৎপরতা এবং মহোৎসাহদ্বারা সকল বাধাহইতে উত্তীর্ণ হইয়া শেষে ঐ নদীতীরে

।মন করিলেন পরে তিনি নৌকা সমূহ নির্ম্মাণকরণপূর্ব্বক অটক
কে নদীতে আগমন করিয়া প্রায় সম্পূর্ণ সেতু দেখিয়া সেইপথ দ্বা-
ভারতবর্ষে গমন করিতে মনস্থ করিলেন অপর প্রাচীন ইতিহাসে
ত আছে যে ঐ পথদ্বারা পূর্ব্বের রাজারা এই দেশ জয় করিতে
সিয়া ছিলেন পরে মহাসমুদ্র গমনে তৎপর ইংরাজেরা জাহাজ
। তদ্বিপরীতদিগে আগমন করিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন য-
সেকন্দরসাহ সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হন তখন তিনি ত্রিংশদ্বর্ষবয়স্ক
লেন, তিনি যেং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেসকলেই জয়ী হইয়া-
লেন এবং যেং দেশে গিয়াছিলেন সে সকল অধীনকরিয়াছিলেন
ন যৌবনাবস্থার সাহসদ্বারা অটক নদীর সেতু পারহইয়া
০০০ একলক্ষ বিংশতি সহস্র সৈন্যের সহিত ভারতবর্ষের রণ-
ত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এইসময়ে সিন্ধুনদীর পূর্ব্বদিগে
জন রাজা ছিলেন প্রথম আবিসারিস যাঁহার রাজ্য প্রায় পর্ব্বতে
বোধ হয় তাহা কাশ্মীর, দ্বিতীয় টাক্‌সিলস্ যিনি সিন্ধু এবং
াম্নস নদীর মধ্যস্থিত প্রদেশ সকল শাসন করিতেন এবং তৃতী-
ারস্ যাঁহাকে পাণ্ডুবংশোৎপন্ন পুরু কহে তাঁহার রাজ্য ঐ নদী
তি হস্তিনাপুরের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেকন্দরসাহের
হাসবেত্তারা উক্ত করিয়াছেন যে পুরস্ নামে দুইজন রাজা
লেন একজন হস্তিনাপুরবাসী অন্য পাঞ্জাব প্রদেশাধিকারী
রা উভয়েই চন্দ্র বংশজাত আবিসারিস্ সেকন্দরসাহকে
ট করণজন্য কতকগুলি বহুমূল্য উপঢৌকনের সহিত তাঁহার
াকে পাঠাইলেন। টাক্‌সিলস্ মিত্ররূপে তাঁহার সহিত মিল
লেন এবং আপন রাজধানীতে সসৈন্যে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করি-
ভোজন করাইলেন সেকন্দরসাহ টাক্‌সিলাতে দুর্ব্বল সৈন্যদিগকে
লেন এবং পুনর্যুদ্ধ করণক্ষম একদল সৈন্যও রাখিলেন। তিনি
সুশিক্ষিত অভেদ্য সৈন্যের সহিত হাইড়াসপস্ নদী দিয়া
লেন এইক্ষণে যাহাকে জিলম্ কহে অর্থাত্ পঞ্জাবের একশাখা।
বর্ষাকালে ভারতবর্ষের নদী সকল বর্দ্ধিষ্ণু হয় ঐ বর্ষাকা-
পস্থিত হওয়াতে তদ্রূপ ঐ নদী বর্দ্ধিতা হইল ইহা প্রায়
াশ বিস্তৃত এবং ইহার স্রোতঃ অতিশয় বেগশীল হইল।
তাঁহার শত্রুর আগমনে বাধাদিতে মনস্থ করিয়া নদীর

সম্মুখ তটে সসৈন্যে শিবির করিয়া সৈন্যের উত্তম ব্যূহ করিয়াছিলেন এবং সেকন্দরসাহ্ ঐ ব্যূহের প্রত্যেক পার্শ্বকে অভেদ্য দেখিলেন এবং পুরসের কর্ম্ম এবং খ্যাতি যাহা প্রকাশিত ছিল তাহা সেইদিনে সত্যরূপে জানিলেন কারণ ঐ নদীপার হওন হইতে অপেক্ষায় যুদ্ধকরণ কঠিন নহে। পুরস্ ব্যূহসম্মুখে সুশিক্ষিত হস্তিসমূহ রাখিলেন এবং অরক্ষিত পথমাত্র রাখেন নাই। কিছুতেই পুরসের ব্যূহ ভেদ্য নহে যখনং সেকন্দরসাহ নদ্যুত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করিলেন তখনই সম্মুখবর্ত্তি হিন্দুদিগকে বাধাদিতে প্রস্তুত দেখিলেন। তিনি তাঁহার সৈন্যের ব্যূহপ্রবেশকরণ কঠিন এবং তাঁহার অশ্বারোহিরা গজারোহিদিগের সম্মুখগমনে অক্ষম অতএব ছলদ্বারা নদ্যুত্তীর্ণ হইতে মনস্থ করিলেন। তিনি আপন শিবির হইতে পঞ্চক্রোশ দূরে নদীমধ্যস্থ এক উপদ্বীপ দেখিয়া তদ্দ্বারা বৃষ্টিমেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে সুযোগ পাইলেন যখন প্রবলবায়ু, বৃষ্টি, এবং মেঘগর্জ্জনের শব্দে জনরব রুদ্ধ হইল তখন একাদশসহস্র সুশিক্ষিত সৈন্যের সহিত উপদ্বীপে যাত্রা করিয়া প্রাতঃপ্রত্যূষে হাইডাস্পিস্ নদীর পূর্ব্বতটে আগমন করিয়া সেই স্থানের রক্ষক পুরসের সৈন্যদিগকে দূরীকৃত করিলেন। এই ঘটনার সম্বাদ অতিশীঘ্রই হিন্দুরাজসমীপে আসাতে তিনি তাহাদিগকে অল্প বুঝিয়া দূরকরণার্থে আপন পুত্রকে অল্পসৈন্যের সহিত পাঠাইলেন যে স্থলে গ্রীক সৈন্যরা পূর্ব্বে শিবির করিয়াছিল সেইস্থলে ক্রেটরস্ সেকন্দরসাহের সমুদায় সৈন্য লইয়া গমন করিলেন এবং পুরসের সম্মুখে একদল ভয়ানক সৈন্য রাখাতে যে সকল সৈন্য নদীপার হইয়াছে তাহা অল্প এই বিশ্বাস বৃদ্ধি করাইলেন। পুরসের পুত্র অতিশীঘ্র রণশায়ী হইলেন এবং তাঁহার সৈন্যরা ছিন্নভিন্ন হইল। ঐ রাজা তৎক্ষণাৎ পুত্রের মৃত্যুর এবং সেকন্দরসাহের আগমনের সম্বাদ পাইয়া শত ও হস্তিসমূহ এবং চতুঃসহস্র অশ্বারোহি এবং তিন অযুত পদাতিক লইয়া সেকন্দরসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইলেন আমাদিগের বোধ হয় যে ঐ সকল লোকেরা জাতি ও ব্যবসায়ানুসারে অত্যন্ত যোদ্ধা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ছিল তিনি রণস্থলে অতিশয় চতুরতা পূর্ব্বক সৈন্যদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। আ-

রা প্রায় উক্ত করিয়াছি যে সেকন্দরসাহের একাদশ সহস্র মাত্র সুশিক্ষিত সৈন্য ছিল কিন্তু তাহাদিগের অধ্যক্ষের গুণে তাহারা অজেয়রূপে গণ্য ছিল। প্রথমতঃ এই যুদ্ধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হয় এবং কোনদলেই জয়ের স্থির হয় নাই পুরসের সৈন্যরা বীরের তুল্য যুদ্ধ করিলেও সেকন্দরসাহের অশ্বারোহিদিগের শক্তি দূর করিতে পারিলনা। দুই প্রহর দুই ঘটিকারপর হিন্দুরা পলাইল কিন্তু পুরস্ এক বৃহৎ গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তৎকালেও যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেকন্দরসাহ্ তাঁহার সাহসে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এবং তাঁহার জীবনদানে ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে ইহা জানাইলেন যে তিনি সম্ভ্রমপূর্ব্বক সন্ধিকরুন ইহাতে তিনি অবশেষে সম্মত হওয়াতে জয়ীর নিকটে আনীত হইলেন এবং অকুতোভয়ে তথায় প্রবেশ করিলেন পরে তাঁহাকে কিরূপে ব্যবহার করাযাইবে এই কথা জিজ্ঞাসাকরাতে তিনি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন যে একজন রাজার ন্যায় এই উত্তর শুনিয়া সেকন্দরসাহ তাঁহার, স্বাধীনতায় এবং সদাচরণে মোহিত হইয়া ঐ স্থানে তাঁহাকে স্বাধীনতা দিয়া তাঁহার রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।" পুরস্ ঐ জয়ীর সততার নিন্দাকরেন নাই বরঞ্চ দৃঢ় এবং চিরবন্ধুরূপে মান্য করিতেন। কলিযুগের প্রথমাবস্থার দিকহইতে এইক্ষণকার হিন্দুদিগকে ভিন্নরূপে অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। পুরস্ যেমত সাহস এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন আধুনিক হিন্দুদিগের তদ্রূপ কোথায় দেখাযায়॥

সেকন্দরসাহ্ ভবিষ্যতে ঐ নদীর পথরক্ষা জন্য উহার উভয় তটের মধ্যে এক দিগে এক নগর নির্ম্মাণে অনুজ্ঞাদিয়াছিলেন। হাইড্রাস্পস্ এবং আসেসিনিসের মধ্যস্থিত ঐ নগরে ...নক বসতি ছিল ও তাহাতে পঞ্চত্রিংশৎনগর অন্তর্গত ছিল ...ই ঐ সমুদয় নগর পুরসের শাসনাধীন রহিল। পরে সেকন্দরসাহ সুসিদ্ধিপূর্ব্বক আসেসানিস্ অথবা চুনাব্ এবং হাইড্রাওটস অথবা রেবা নদী উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি শেষোক্ত নদীর পারস্থ টারটার্ নামেখ্যাত এবং ভারতবর্ষনিবাসি কেথেনস জাতীয়েরা সাঙ্গল নামক স্থানে তাঁহার সমীপে স্বশক্তির পরীক্ষা করণেচ্ছু শুনিলেন। তাহারা দৃঢ়তরাঘাতে পরাস্ত হয়। তাহাদি-

গের মধ্যে ষোড়শ সহস্র রণশায়ী এবং সপ্ততি সহস্র দগ্ধ হইল অবশিষ্টেরা পর্ব্বতে পলায়নপরায়ণ হইল ।।

সেকন্দরশাহ্ যাবত্ হাইফাসিস্ অর্থাৎ শতদ্রুনদীর তট না যাইলেন তাবত্ যুদ্ধার্থে যাত্রা ছিল ঐ নদীকেই শীক এবং ইংরাজ রাজ্যের সিমা কহে । সেখানে তিনি মগধের গঙ্গাতীরস্থ রাজ্যের বিষয় শুনিলেন যে তত্রস্থ মহাপরাক্রমী নৃপতি রণস্থলে দুয় লক্ষ পদাতিক এবং ত্রিংশত্ সহস্র অশ্বারোহী এবং নয় সহস্র গজারোহ আনয়ন করিতে পারেন । কোন ইতিহাসে লিখিত আছে যে উক্ত রাজ্যে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন যে চন্দ্রগুপ্ত তিনি সেক-ন্দরশাহের তাম্বুতে সাক্ষাৎ করিয়া স্বাধীনতা পূর্ব্বক বক্তৃ-তাকরাতে সেকন্দরশাহ্ তাঁহাকে অপরাধী করিলেন । সেকন্দরশাহ্ তাঁহাহইতেই উক্ত সাম্রাজ্যের শক্তি এবং পালিবোথ্রা নাম্নী রাজধানীর সৌভাগ্য শুনিয়াছিলেন কথিত আছে ঐ রাজধানী দীর্ঘে সাৰ্দ্ধচতুর্দ্দশ ক্রোশ ছিল তাহার গৌরবেচ্ছা ঐ রাজধানীর দুর্গমধ্যে জয়পতাকা রাখিতে উদ্যোগী হইলে এবং তিনি সৈন্যদিগকে তাম্বু উঠাইয়া শতদ্রুনদী পারহইতে অনুজ্ঞা করিলেন । কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা ক্ষত, ক্ষুণ্ণ, এবং পীড়ায় ক্ষীণ হইয়াছিল । তাহারা ভার-তবর্ষে প্রবেশাবধি অনবরত বৃষ্টিদ্বারা নিস্তেজ হইয়াছিল যেমত সকল ইউরোপবাসিরা উক্ত বর্ষাতে নিস্তেজ হয় তন্নিমিত্তে তাহারা সেকন্দরশাহের সহিত আর অধিক অগ্রসর হইতে দৃঢ়রূপে অস্বী-কার করিয়াছিল । তিনি তাহাদিগকে বিনতি অনুযোগ এবং প্র-শংসনাদিদ্বারা অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিলেন বটে কিন্তু কিছু-তেই তাহাদিগের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকরিতে পারেন নাই তিনি ঐ নদী পর্য্যন্ত জয়সীমা করিতে এবং প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হই-লেন কিন্তু তিনি প্রত্যাগমন কালে তাঁহার রণজয়ের চিহ্ন এবং দ্বাদশ প্রকাণ্ড স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন । পরে সেকন্দরশাহ সমুদয় ভারতবর্ষের জয়াভিলাষে নিরাশ হইয়া সিন্ধু নদীকে পুনরাগম-নে দেখিবেন এজন্য উহাকেই স্বীয় রাজ্যের সীমা করিলেন তিনি তদনুসারে নৌকাসমূহ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তাহাতে সসৈন্যে আরোহণ করিয়া ঐ নদী শাখায় বীরাভিমানে গমন করিলেন । মুলতান্ এবং উঅচ্ প্রদেশদিয়া গমন কালীন তিনি

অনেক বাধা পাইয়াছিলেন এবং বিশেষতঃ আপন অবিবে-চনায় এক নগর বেষ্টন করাতে তাঁহার জীবনাশঙ্কা হইয়া-ছিল। তিনি সেই সকল আপদ স্বীয় সুবুদ্ধি এবং সৈন্য শক্তিতে নষ্ট করিয়া উক্ত নদীর শেষ সীমায় উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বা-পার লোকদিগের আচরণাপেক্ষায় সেকন্দরসাহের কল্পনা অতি-মহৎ এবং বিবেচনাযোগ্য বোধ হয়। তিনি ভারতবর্ষ ও পারস্য দেশী সকল এবং রেডসমুদ্রের মধ্যস্থানে বাণিজ্য কর্ম্ম স্থাপনে ব্যস্ত করিয়াছিলেন তিনি উক্তাভিলাষে সিন্ধুনদী এবং সমু-দ্রের সংযোগস্থলে বন্দর নির্ম্মাণ করাইলেন এবং এক বৃহৎ নৌ-কা সমূহ প্রস্তুত করিয়া ইউফ্রাটিস্ নদীর মুখে যাত্রা করণে অনু-মতির সহিত তাহার অধ্যক্ষতাপদে নিআরকসকে নিযুক্ত করি-য়াছিলেন। এই জলযাত্রার বিষয় যাহা এইক্ষণে অতিসহজ এবং সামান্য নাবিক হইতে অতিশীঘ্র সম্পন্ন হয় তাহা পূর্ব্বকার ইতিহাসে মহাকীর্ত্তিরূপে বর্ণিত আছে। নিআরকস, সম্পূর্ণ-রূপে সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং যদ্যপি আরো কিঞ্চিৎ কাল সেকন্দরসাহ জীবিত থাকিতেন তবে তিনি নিঃসন্দেহরূপে বিস্তৃত বাণিজ্য রীতির মূল স্থাপন করিতে পারিতেন কিন্তু সেকন্দরসাহ ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমনের দুই বৎসর পরে দ্বাত্রিংশদ্বর্ষ বয়স্ক হইয়া বাবিলন্ দেশের জলময় ভূমিতে বনজ্বরে লোকা-ন্তর গত হইলেন। তিনি যে ভারতবর্ষে নূতন সৈন্য লইয়া পুনরাগমন করিতেন ইহাতে সন্দেহমাত্র ছিলনা এবং যদ্যপিও সসৈন্যে আসিতেন তবে এই ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে অধীন করিতে পারিতেন। উত্তর পশ্চিম দিগস্থ পর্ব্বত এবং নদীর বাধা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিস্তৃতদেশে অত্যল্প বাধা পাইতেন। যদ্যপি পুরসের সুশিক্ষিত সৈন্যরা তাঁহাকে ঐ দেশে প্রবেশ কালীন বাধা দিত তবে সাহসহীন গঙ্গাতীরস্থ যোদ্ধারা কিঞ্চি-ন্মাত্র বাধাদিত। তিনি কোন দেশে চিরবসতি করেন নাই কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগের পথ প্রকাশ করিয়াছিলেন যদ্যপি বাকৃত্রিয়ার অন্তর্গত গ্রীক দেশের ইতিহাস দুজ্ঞেয় হয় তথাপি অনেক যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে তাহারা উত্তর হিন্দুস্থান স্থিত অনেক প্রদেশ জয় এবং অধিকার করিয়াছিল।

সেকন্দরসাহের সঙ্গিদিগের ইতিহাসানুসারে ভারতবর্ষস্থ প্রাচীন লোকদিগের রাজ্য এবং চরিত্রের, বিষয় জ্ঞাত হওয়াযায় গ্রন্থান্তর হইতে সংগৃহীত এই পশ্চাদ্বর্ত্তি বিষয়ে ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞ লোকেরা তত্রস্থ প্রাচীন এবং আধুনিক লোকদিগের কিরূপ সাদৃশ্য অনায়াসে জানিতে পারিবেন। প্রথম তাহাদিগের শরীরের ক্ষীণতা। দ্বিতীয় শস্যভোজিতা। তৃতীয় জাতিপ্রভেদ এবং স্বং জাতীয় বৃত্তি। চতুর্থ সপ্তমবৎসর বয়স্কাবধি বিবাহ এবং অন্যজাতীয়েতে বিবাহ নিষেধ। পঞ্চম চূড়া করণ বিধি ও নানাবর্ণের জুতার ব্যবহার এবং মস্তক ও স্কন্ধাচ্ছাদক বস্ত্র বা ঘোমটা পরিধান। ষষ্ঠ মুখে চিত্র অর্থাৎ তিলক ধারণ। সপ্তম কেবল প্রধান ব্যক্তিদিগের ছত্রধরাইয়া গমনবিধি। অষ্টম দুইহস্তে কৃপাণধারণ এবং চরণদ্বারা ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক জ্যা টানন। নবম পূর্ব্বের মত হস্তিধরণবিধি। দশম তুলার পাইট করিয়া অতিশয় শ্বেতকরণ। একাদশ টরমিটিস্ অর্থাৎ শ্বেত পিপীলিকাকে অত্যাক্তিদ্বারা বৃহৎ বর্ণনা করণ। দ্বাদশ মহানদীর উভয়পার্শ্বে কুটীর নির্ম্মাইয়া ঐ নদীর কূল ভঙ্গানুসারে স্থানান্তর করণ। ত্রয়োদশ তালবৃক্ষ। চতুর্দশ বটবৃক্ষ এবং তত্তলায় সন্ন্যাসিদিগের, উপবেশন॥

একবিংশতিশতবৎসরপূর্ব্বে ঘটিত এইসকল বিবরণদ্বারা সেকন্দরসাহের সমকালিক হিন্দুদিগের সহিত আধুনিক হিন্দুদিগের অধিক প্রভেদ নাই। শেষে আমাদিগের ইহা লেখা উচিত যে যেসকল হিন্দুগ্রন্থ পাওয়াযায় তাহাতে সেকন্দরসাহের বর্ণনা নাথাকাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে তাহা অসম্পূর্ণ, মুসলমানেরা তাঁহার নাম ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত করিয়াছে এবং তাহারা তাঁহাকে বীরবলিয়া গণ্য করিয়াছে। মহাম্মদ পারস্য দূরবর্ত্তিদেশে তাঁহার কীর্ত্তি মুসলমানদিগের জয়ের সহিত নীত হইয়াছে এবং দূরবর্ত্তি জাবা এবং সুমাত্রা উপদ্বীপস্থ লোকেরা অদ্যাপি বলবান্ সেকেন্দারের গুণ গান করে॥

চতুর্থ অধ্যায় ॥

মহানন্দ ও চন্দ্রগুপ্ত । মরিবংশীয়দিগের রাজত্ব । সিলিউকস এবং মিগ্যাস্থিনিস বাকক্রিয়া রাজ্য মগধাধিপতিদিগের বিবরণ অগ্নিকুল, ব্রাহ্মণদিগের অধিক প্রধানত্ব, প্রমরা বংশীয়দিগের রাজত্ব বিস্তার, সিংহল দ্বীপস্থ বৌদ্ধদিগের পর্ব্বতের গহ্বর ইলোরা ॥

কথিতআছে যে যৎকালীন সেকন্দরসাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন তৎকালে প্রমরা বংশোদ্ভব তক্ষক জাতীয় মহানন্দ পালিবোথ্রেতে রাজা ছিলেন এবং কথিত আছে যে সেকন্দরসাহ বিংশতি সহস্র অশ্বারূঢ় এবং দুই লক্ষ পদাতিক এতদ্ভিন্ন গজারূঢ় সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন কিন্তু পূর্ব্বে লেখাগিয়াছে যে সেকন্দরসাহের নিজ সৈন্যরা তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করাতে শতদ্রু নদীতীর হইতে তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে হইল ॥

মহানন্দের প্রধান মন্ত্রী তাঁহাকে নষ্টকরিলে তাঁহার অষ্ট পুত্রেরা সিংহাসনারূঢ় হইয়া ইংরাজী ৩১৫ শালপর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসর একত্র রাজত্ব করিলেন তন্মধ্যে মহানন্দের ঔরসে এক নাপিতিনীর গর্ভে জাত চন্দ্রগুপ্ত নামক এক সন্তান যদ্যপিও অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন তথাপি তাঁহার বিবাহিতাস্ত্রীর গর্ভজাতপুত্র দিগের কর্তৃক অতিশয়ঘৃণিত হইয়াছিলেন কোন এক ইতিহাসে লিখিত আছে যে মহানন্দ তাঁহার উক্ত ভ্রাতাদিগেরদ্বারা পালিবোথ্রহইতে দূরীকৃত হইয়া হিন্দুস্থানের পশ্চিমাঞ্চলের বহুদেশ ভ্রমণানন্তর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন পরে তাঁহার অনুষঙ্গী ও প্রধান মন্ত্রী চাণক্য নামক এক ব্যক্তি রাজগোষ্ঠীদিগকে নষ্টকরিয়া তাঁহাকে সিংহাসনারূঢ় করিলেন কিন্তু উক্ত বৃত্তান্তের সহিত অন্যং বিবরণে বিস্তাররূপে যদিও ঐক্য হয়না তথাপি উক্ত রাজত্বের উপপ্লব বিষয়ে স্থূল বৃত্তান্তে ঐক্য হয় সে যাহাহউক কিন্তু চাণক্য উক্ত দুষ্ক্রিয়ার নিমিত্ত অত্যন্ত ভীত হইয়া তাহার মার্জ্জনার্থে যে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন ইহাতে তৎকালের সকল ইতিহাসমতের ঐক্য হয় আর তৎকালের ঘটনার মধ্যে চাণক্যের ঐ প্রায়শ্চিত্ত বিষয় অত্যন্ত বিখ্যাতরূপে মিথ্যা সম্বলিত বিবরণমধ্যে মিলিত হইয়াছে ও কবিদিগের কবিতার প্রধান প্রসঙ্গ হইয়াছে কবিরা স্বীয়২ রতার

অলঙ্কার জন্যে লিখিয়াছেন যে ঐ বিষয়ের ভার দেবতাদিগের প্রতি অর্পিত হয় তাহাতে স্বর্গে ইন্দ্রের সভায় অমরেরা কথোপকথন করিয়া এক বায়ুসদ্বারা তন্মীমাংসা হত্যাকারিসমীপে প্রকাশ করেন ।।

কথিত আছে যে চন্দ্রগুপ্তহইতে মরি নামক এক অভিনব রাজবংশ স্থাপন হয় । কিন্তু তিনি যে মহানন্দের পুত্র ছিলেন তাহা উক্ত মতের সহিত ঐক্য করাযায়না তিনি মরিবংশোদ্ভব ছিলেন ইহা স্থির হয় আর তিনি ঐ বংশের আদিসংস্থাপক ছিলেন কিনা ইহাতে ভূরিং ইতিহাসবেত্তারা ও কবিরা ঐক্য হইয়া লিখেন যে উক্ত বিষয়েতে তাঁহাদের অনেক সন্দেহ আছে তাহার কারণ পুরাণ মতে তিনি শেষনাগের সন্তানরূপে বর্ণিত আছেন আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে ইংরাজী শালের ছয় অথবা সাত শত বৎসর পূর্ব্বে তিনিই তক্ষক জাতিদিগকে প্রথমে সিন্ধুনদী পারকরিয়া ভারতবর্ষে আনয়ন করেন বোধ হয় তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ভূপতি ছিলেন এবং পশ্চিমদিগহইতে অভিনব মহাভয়ানক আক্রমণ নিবারণজন্যে নিজ রাজ্য উত্তমরূপে দৃঢ় করিয়াছিলেন পশ্চিমদিগহইতে সেকন্দরসাহ কর্ত্তৃক আক্রমণই সর্ব্বপ্রথম হয় ।।

সেকন্দরসাহের মরণানন্তর তাঁহার অস্ত্রধারি সেনাপতিরা ঐ সাম্রাজ্য অংশ করিয়া অধিকার করিলেন তাহাতে বাবিলন দেশে সেলিউকসের অধিকার হইল সিন্ধুনদী তীরস্থ সমুদায় দেশতাহার অন্তঃপাতি ছিল তিনি সেকন্দরের অন্যং সেনাপতি অপেক্ষায় মহাসাহসী ছিলেন তাঁহার প্রভু ভারতবর্ষ জয় করিতে মনস্থ করিয়া অসিদ্ধ হইয়াছিলেন তিনি তাহা সম্পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন । কিন্তু কথিত আছে তিনি ঐ দেশে প্রবেশ করিবামাত্রেই চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যদ্বারা বাধা পাইলেন উক্ত সৈন্যরা স্বীয় রাজ্য সীমায় নূতন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে স্বীকার করিল । এতদ্যুদ্ধের বহুবিধ বিবরণ আছে । গ্রীকেরা কহে সেলিউকস্ পূর্ণরূপে জয়ী হইয়াছিলেন কিন্তু এই প্রমাণদ্বারা উহাতে সন্দেহ হয় যে তিনি হিন্দুরাজার সহিত এক সন্ধি স্থির করেন তদ্দ্বারা সিন্ধুনদীর পূর্ব্বাংশে গ্রীকদিগের অধিকৃত প্রদেশ সকল দিলেন ও তৎপরিবর্ত্তে বৎসরং দ্বানীতারা রাজস্ব স্বরূপে পঞ্চাশৎ হস্তী পাইতে লাগিলেন ।

আর সেলিউকস্ চন্দ্রগুপ্তের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন এবং বাবিলন্ রাজ্যের সহিত পালিবোথ্রস্থিত রাজসভার মিত্রতা রাখিবার কারণ মিগ্যাস্থিনিস্‌কে চন্দ্রগুপ্তের সভায় দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত রাখিলেন। প্রাচীন ইতিহাস কারেরা তাঁহা হইতেই ভারতবর্ষের বিবরণ বিশেষ অবগত আছেন এবং যদ্যপিও তিনি কখনং অবিশ্বসনীয় আশ্চর্য্য ইতিহাস লিখিয়াছেন তথাপি তৎকথিত ভারতবর্ষের ইতিহাস অতিশয় গ্রাহ্য এবং তন্মধ্যে অনেকেই আধুনিক প্রমাণদ্বারা দৃঢ়রূপ প্রমাণ্য হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার নিত্য-বিবরণ লিপির লোপ হওয়াতে তৎকর্ত্তৃক রচিত টীকার কিয়দংশ অন্য আধুনিক ইতিহাসকের পুস্তকে প্রমাণ স্বরূপ পাওয়াযায়।।

আমাদিগের অবগতিজনক উত্তমং প্রমাণদ্বারা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব চতুর্বিংশতি বৎসর মাত্র স্থির হয়। ইংরাজী শাকের ২৯২ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যুহয়। এবং তৎপদে তাঁহার পুত্র মিত্রগুপ্ত উত্তরাধিকারী হইলেন সেলিউকস্ পূর্ব্বোক্ত সভাদ্বয়ের ঐক্যের পুনঃস্থাপন জন্যে তাঁহার নিকটে অন্য এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেলিউকসের বংশজাত কেহই তাঁহার তুল্য মান্য হন নাই। পূর্ব্বদিগস্থ রাজাদিগের যদ্রূপ কুস্বভাব হয় তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগেরও তদ্রূপ কুস্বভাব হইয়াছিল কারণ শ্রম-ব্যতীত প্রধান শক্তি এবং বহুধন হইলেই ঐরূপ হইয়াথাকে। সেলিউকসের রাজত্বের একশত বৎসর পরে আণ্টিওকস্ স্বরাজ্যে উপপ্লব করেন এবং কথিত আছে যে তিনি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র সোফাজিনিসের সহিত এক সন্ধি স্থিরকরেন কিন্তু তাঁহার নামের স্থিরতা নাই উক্ত সন্ধির স্থিরতাদ্বারা ভারতবর্ষীয় রাজা বহু-ধনের সহিত হস্তিসমূহ রাজস্ব স্বরূপ বৎসরং বাক্‌ত্রিয়ার রাজাকে দিতে স্বীকারকরেন তৎপরেই গ্রীসদেশীয় ঐরাজ্য নষ্টহইলে এক নূতন রাজ্যহইল উহার রাজারা ভারতবর্ষে এমত জয় করিয়া ছিলেন যে তৎপূর্ব্বে কোন গ্রীক রাজার তদ্রূপ জয় করণে ক্ষমতা ছিলনা। সম্প্রতি হিন্দুস্থানের পশ্চিম প্রদেশে খননদ্বারা প্রাপ্তমুদ্রা এবং জয়সূচক মুদ্রাদ্বারা প্রমাণ হয় যে যৎকালে বাক্‌ত্রিয়ার রাজারা সিন্ধুনদীর পশ্চিম প্রদেশে শাসনকর্ত্তা ছিলেন তখন তাঁহারা ভারতবর্ষের মধ্য পর্য্যন্ত জয়করিয়াছিলেন। উক্ত বংশের

ক্রমবর্ত্তিতা এবং কালনিরূপণের বিবরণ স্পষ্টনাই কিন্তু কতকগুলি স্মৃতিজনক দ্রব্যোপলব্ধিদ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র স্থির হয় যে এক কালেই সিন্ধুনদীর উভয়পার্শ্বে বাকট্রিয়ার তিন রাজা হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার কালনিরূপণ হয় না। বিষ্ণু পুরাণ এবং ভাগবতে লিখিত-আছে যে ভারতবর্ষের এক খণ্ডেই অষ্টজন যবন রাজা হইয়া-ছিলেন বোধ হয় এইবচন বাকট্রিয়ার রাজত্ব বিষয়ে কথিতআছে তন্মধ্যে বাকট্রিয়ার শাসনকর্ত্তা মিনাণ্ডের পূর্ব্বকালীন রাজা অপেক্ষায় অতিখ্যাত এবং সচ্চরিত্র ছিলেন ইংরাজী শালের দুই-শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি বাকট্রিয়ার রাজা হন। কথিত আছে যে তাঁহার উত্তরাধিকারী ইউক্রাটীডিস সিন্ধুনদীর পূর্ব্বপার্শ্বে পঞ্চসহস্র নগর অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহার সমুদ বিশ্বাসে প্রমাণাভাব কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারিরা পশ্চিমহইতে আগত জয়ীহইতে স্বদেশ রক্ষা করণ অতিদুসাধ্য দেখিয়াছিলেন পারথিয়ার রাজা মিথ্রিডেটিস ইউক্রাডিটিসকে পরাজিত করিলেন এবং তদধীন ভারতবর্ষীয় রাজ্য সকল লুট করিলেন তিনিই সিন্ধুনদী অবধি গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ অধীন করিয়াছিলেন প্রাচীন ইতিহাসে লিখিত আছে যে তিনি এবং তাঁহার উত্তরাধি-কারিরা যে সকল মুদ্রা চলিত করেন অধুনা সেই সকলমুদ্রা আগ-রা উজ্জয়িনী এবং আজমিরে প্রায়ই পাওয়াযায়। ইহা অতি আশ্চর্য্য যে ঐসকল মুদ্রায় নাগরী অক্ষরনাই তন্নিমিত্তে বোধ হয় উক্ত রাজাদিগের সাম্রাজ্য সিন্ধুনদীর পশ্চিমে ছিল কারণ উক্ত মুদ্রায় তাহাদিগের চিহ্ন এবং প্রতিমূর্ত্তি আছে ॥

কথিত আছে হিন্দুস্থানের গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশে মগধের রাজা-দিগের সাম্রাজ্য ইংরাজি শালের ৩৫০ বৎসর পূর্ব্ব অবধি ইংরাজী শালের ৪৫০ বৎসরপর্য্যন্ত অর্থাৎ আটশত বৎসর ভিন্ন২ রাজ্যে বিস্তার হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষীয় গ্রন্থ মধ্যে তাঁহারাই অতিখ্যাতরূপে বর্ণিত আছেন তাঁহাদিগের মধ্যেও চন্দ্র গুপ্তের উত্তরাধিকারিরা অতিশয়সুখ্যাত ছিলেন। বাকট্রিয়ার রা-জাদিগের দৌরাত্ম্য থাকিলেও তাঁহাদিগের প্রভুত্বে উক্ত রাজ্যের এমত ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তৎপূর্ব্বে কোন রাজার অধীনে এতাদৃশ হয় নাই। দেশীয় এবং ভিন্নদেশীয় উভয় বাণিজ্যের

বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছিল। বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরস্থ প্রদেশ সমূহে তাঁহাদিগের অধিকার থাকাতে বোধ হয় সামুদ্রিক বাণিজ্য ভারতবর্ষীয় মহা সমুদ্রের চতুর্দ্দিগস্থিত দেশে বিস্তৃত হয়। তাঁহাদিগের রাজধানী পালিবোথ্ অবধি সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত এক রাজপথ বিস্তৃত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক আড্ডায় একং ক্ষুদ্রস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উক্ত রাজধানীহইতে বোম্বের নিকটবর্ত্তি বারোচ পর্য্যন্ত অন্য এক পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহারা স্বীয় শক্ত্যনুসারে বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে উৎসাহ করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতদিগকে স্বদেশীয় ভাষায় লিখিতে উৎসাহী করিয়া সাধারণ জনগণকে বিদ্যাদানে সচেষ্টক ছিলেন। ইহা মনেকরা উচিত যে যেসময়ে মগধের ভুপতিরা দেশীয়ভাষা বৃদ্ধিবিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন বোধ হয় সেই সময়েই সংস্কৃতভাষা অতি উজ্জ্বল হইয়াছিল॥

তৎকালস্থিত অন্যং ইতিহাসের প্রমাণদ্বারা বোধ হয় যে যাবৎ মগধেররাজারা বাক্‌ত্রিয়ার আক্রমণ হইতে স্বীয়রাজ্য রক্ষা করিতে ছিলেন তাবৎ তাঁহারা ঘরাও বিবাদে মগ্ন হইলেন। ভিন্নদেশীয়দিগের আক্রমণ এবং স্বদেশীয় বিবাদদ্বারা তাঁহারা শক্তিহীন হইয়াছিলেন এবং তাদ্দ্বারাই তাঁহাদের রাজনীতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলোৎপাটনে অবকাশ হইল। তাঁহারা বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন এবং যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের কর্ত্তৃত্ব ছিল তদবধি কান্যকুব্জের রাজা ব্রাহ্মণদিগের অধিক সাম্রাজ্য বিস্তার হয় নাই এই সময়ে অর্থাৎ ইংরাজীশালের প্রায় দুইশতবৎসরপূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বোক্ত তক্ষক জাতীয় নাস্তিক অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের সহিত অগ্নিকুলোদ্ভবদিগের ভাবিযুদ্ধ সম্ভাবনায় তাহাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধিকরিয়াছিলেন। অগ্নিকুলজাতরা এমত রাজবিদ্রোহী হইয়াছিলেন যে তদ্রূপ ভারতবর্ষে কদাচ হয় নাই। ব্রাহ্মণেরা তদ্দ্বারা ভারতবর্ষে স্বাধীন রাজ্যভোগ এবং দুইসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত দেশীয় ব্যক্তিদিগের মনে প্রধান কর্ত্তৃত্ব রাখিয়াছেলেন অগ্নিকুলদিগের আদি বিবরণ এবং জয়সীমা সম্পূর্ণরূপে অস্পষ্ট আছে হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে মূর্খতা ও নাস্তিকতা ব্যাপ্ত হওয়াতে ধর্ম্মপুস্তক সকল পদতলে পতিত হইয়াছিল এবং রাক্ষসতুল্য নাস্তিকদল হইতে কেহই রক্ষাপায়নাই এই দুর্দশাকালে বিশ্বামিত্র ক্ষেত্রি-

য়বংশ পুনঃসৃষ্টি করণে মনস্থ করিলেন তিনি এই বিষয়ের নিষ্প-ত্তি নিমিত্তে আবু পর্ব্বতের অধিত্যকা স্থিরকরেন তাহাতে মুনি-দিগের বসতি ছিল ঐ মুনিরা দধিসমুদ্রে অনন্ত সর্পোপরিস্থিত, নিত্য, জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরসমীপে আবেদন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে আবুপর্ব্বতে বাসকরিতে এবং যোদ্ধৃজাতির পুনঃ সৃষ্টিকরিতে অনুমতি দিলেন। তাঁহারা ইন্দ্র ও ব্রহ্মা ও রুদ্র ও বিষ্ণু এবং স্বল্পশক্তি দেবতাদিগের সহিত প্রত্যাগমন করিয়াছিলে-ন। গঙ্গাজলদ্বারা অগ্নিকুণ্ড পবিত্রহইলে ও ধর্ম্ম্য কার্য্যাদি সম্পন্ন হইলে উক্ত চারি দেবেরা প্রত্যেকে একং প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাইয়া অ-গ্নি কুণ্ডে নিঃক্ষেপ করিলেন তাহাহইতে চারিজন নির্গত হইলে উহারাই অগ্নিকুলান্তর্গত প্রমারা ও চোহান ও সোলাঙ্কি এবং পরি-হরবংশের আদিপুরুষ ছিলেন। দৈত্য অর্থাৎ বৌদ্ধেরা তৎকর্ম্মা-নুসন্ধানে রহিল তন্মধ্যে দুইজন অগ্নি কুণ্ডের অতি নিকটে ছিল কি-ন্তু পুনঃসৃষ্টি সম্পন্ন হইলে নবজাত যোদ্ধারা নাস্তিকদিগের বিপক্ষে প্রেরিত হইলে ঘোর রণ হইল। দৈত্যাদিগের রক্তপাত হইলে য-দ্যপি অগ্নি কুলের প্রতিপালক দেবেরা রক্তপানদ্বারা দৈত্যকুল বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক নাহইতেন তবে আর একদল দৈত্য উত্থিত হ-ইত। দৈত্য বংশধ্বংস হইলে জয় হেতুক আনন্দজন্য চীৎকারে আকাশ বিদীর্ণ প্রায় হইল ও স্বর্গ হইতে অমৃত বর্ষণ হইল এবং বিমান চারি দৈবলোকেরা জয়দর্শনে আনন্দিত হইয়া আকাশ-মার্গে গমন করিলেন॥

ব্রাহ্মণ এবং অগ্নিকুলজদিগের সন্ধিবিষয় এতদ্রূপ কবিতা গ্রন্থে বর্ণিত আছে অগ্নিকুলজেরা ব্রাহ্মণদিগকে পুরোহিত রাখিতে বৌদ্ধ-দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ অগ্নিকুলজদিগকে তদ্দেশবাসী বা পশ্চিমাগত নূতন যোদ্ধৃজাতি কিছুই বলাযায় না। কিন্তু এই মাত্র স্থির হয় যে তৎকালে ব্রাহ্মণেরা কতকগুলি তক্ষক বংশীয়দি-গকে স্বমতাবলম্বী করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন ঐবংশীয়েরা ভার-তবর্ষে বিশেষ খ্যাত ছিলেন এবং ভিন্নমতাবলম্বিদিগকে স্বমতাব-লম্বী করিতে তাহাদিগকে যুদ্ধোদ্যোগী করিলেন। অগ্নিকুণ্ডে অগ্নিকুলের জন্মদ্বারা এইমাত্র বোধ হয় যে ঐরূপে ভিন্নধর্ম্ম অ-বলম্বন করান হইয়াছে। অগ্নিকুলের চারি অংশের মধ্যে প্র-

মারাবংশীয়রা অতিশক্তিমন্ত ছিল। তাহাদিগের রাজ্য নর্ম্মদা নদী অতীতকরিয়া বিস্তৃত ছিল এবং তন্মধ্যে ভারতবর্ষের মধ্যস্থ ও পশ্চিমস্থ সমুদায় দেশছিল। সিন্ধুনদী তাহার পশ্চিম সীমাহইয়াছিল। তাহারা দেকান দেশ পর্য্যন্ত জয়করিয়াছিল এবং প্রমাণদ্বারা বোধ হয় যে হিন্দুদিগের মধ্যে প্রথমে তাহারাই নর্ম্মদানদীর দক্ষিণে চিরস্থায়ি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ভারতবর্ষে এক পূর্ব্বকালীন জনশ্রুতি আছে যে বৌদ্ধদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামের পর ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মের চিরস্থাপন হইয়াছে বোধ হয় সে এই যুদ্ধ যাহাতে অগ্নিকুলজেরা জয়ী হইয়াছিলেন তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পক্ষ হইয়া ক্ষুদ্র কান্যকুব্জ রাজ্য হইতে মহাদ্বীপের দক্ষিণ সীমাপর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদিগকে স্বীয় মত বিস্তার করিতে তৎপর করিয়াছিলেন। সেই অবধি বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষে ধর্ম্মের রাজত্ব ব্যাপ্ত করিয়াছেন ও লোকদিগকে ইচ্ছাধীন করিয়া সজাতীয়দিগকে সর্ব্বপ্রধান করিয়াছেন এবং তাঁহারা সমুদায় শাস্ত্র আপনাদিগের অধীনে রাখিয়া অন্যান্য জাতীয়দিগকে যদ্রূপ মূর্খতায় সম্ভবে তদ্রূপ দাসত্বে রাখিয়াছেন॥

আমরা প্রায় উক্ত করিয়াছি যে প্রথমে বৌদ্ধরা ভারতবর্ষীয় পর্ব্বত গুহায় মন্দির খুদিয়াছে। তাহারা ব্রাহ্মণদিগদ্বারা তথা হইতে দূরীকৃত হইয়া মন্দির নির্ম্মাণের উৎসাহের সহিত সিলন উপদ্বীপে যাত্রা করিল ধরাতলে মনুষ্যের শ্রমদ্বারা যদ্রূপ সম্ভবে তাদৃশ উৎকৃষ্ট স্তম্ভদ্বারা তদ্দেশকে ভূষিত করিয়াছিল। তাহাদিগের শ্রমদ্বারা কঠিন প্রস্তর হইতে ক্ষোদিত কতকগুলি মন্দির আমাদিগের দৃষ্টিগোচর আছে তন্মধ্যে দীর্ঘে ৯৩ হস্ত ওপ্রস্থে ৩০ হস্ত এবং ঊর্দ্ধে ৩০ হস্ত এতাদৃশ এক বৃহৎ মন্দির আছে এবং তাহাতে ২০হস্ত উচ্চ বুদ্ধের অচল মূর্ত্তি আছে॥

তৎকালে বৌদ্ধরা যে২ মন্দির পরিত্যাগ করিয়াছিল তৎক্ষণাৎ তাহা ব্রাহ্মণেরা অধিকার করিয়া তথায় বুদ্ধের পরিবর্ত্তে বিষ্ণু এবং শিবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিলেন। ব্রাহ্মণদিগের অধিকারকালে উক্ত মন্দির সকল উৎকৃষ্টরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল॥ বৌদ্ধদিগের প্রিয়স্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থানে ও তৎকর্ম্ম সম্প-

দন জন্যে স্থিরীকৃত হইল। তাঁহারা ভারতবর্ষের মধ্যে দেকানের এলোরা দেশে কঠিন প্রস্তরের মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন ভারতবর্ষ মধ্যে তত্তুল্য উত্তম প্রায় বস্তুমাত্রেই দেখাযায়না। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সার্দ্ধ দুইক্রোশ বিস্তৃত পর্ব্বত শ্রেণী মধ্যে দুই বা তিন তলা উচ্চ কতকগুলি মন্দির দেখাযায়। তন্মধ্যে অতি আশ্চর্য্যজনক মন্দির কৈলাস অথবা মহাদেবের বাসস্থান রূপে বিখ্যাত আছে। গাঁথনী নির্ম্মাণ অথবা ভাস্করের কর্ম্মাধ্যের উত্তমতা এই স্থানেই দৃষ্ট হয়। তৎস্থান কঠিন প্রস্তর হইতে ক্ষোদিত সোপান ও সেতু ও সুবালয় ও স্তম্ভ ও বারাণ্ডা এবং স্থূল ক্রমে সূক্ষ্ম সন্নিবেশন এবং বৃহৎ২ প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা সুশোভিত আছে। উক্ত উৎকৃষ্ট মন্দিরের চতুর্দিগে মহাভারত ও রামায়ণে বর্ণিত দেবদেবী এবং অন্যান্য হিন্দু দেবতাদিগের প্রতিমূর্ত্তি আছে। [illegible] হিন্দুদেবতার মধ্যে এলোরার দেবালয়ে যাঁহার পরিচয় [illegible] যায়না এমত দেব প্রায় নাই নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণাংশে হিন্দুধর্ম্মে প্রচার হওনকালে ঐ স্থানকে হিন্দুধর্ম্মের প্রধান কহিতে হয়। উক্ত উৎকৃষ্ট মন্দিরাদি নির্ম্মাণের কাল নির্ণয়করা অতিদুঃসাধ্য কিন্তু এই মাত্র বোধ হয় যে যৎকালে ব্রাহ্মণদিগের জলাপঙ্কনা শক্ত ব্যতি-রেকে রাজ্য ভোগ হয় ও রাজাদিগের তৎকর্ম্ম সম্পাদনার্থে ধন ও সময় ছিল অর্থাৎ দক্ষিণাংশে হিন্দুধর্ম্মের প্রচার অবধি মুসল-মানদিগের আগমন পর্য্যন্ত দশ বা একাদশ শত বৎসরের মধ্যে উক্তমন্দিরাদির নির্ম্মাণ অবশ্য হইয়াথাকিবে॥

পঞ্চম অধ্যায়।

বিক্রমাদিত্য এবং শালিবাহন। সুমিত্রের মৃত্যু। খ্রীষ্টের জন্ম। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয়ান্ ধর্ম্মের প্রকাশ। রুমদেশে দূতপ্রেরণ। মগধা-ধিপতি অন্ধ্ররাজের বিবরণ। মহাকর্ণ। পুলোমা। বিষয়। রামদেব বিষয়। অন্ধ্রভৃত্যাস্থ। বিষ্ণুপুরাণমতে ভারতবর্ষের বিবরণ॥

বোধ হয় যে ভারতবর্ষহইতে বৌদ্ধদিগের দূরীকরণকালে বিক্রমাদিত্য রাজা হন। কিন্তু বিক্রমাদিত্য নামে অষ্টজন খ্যাত থাকাতে কাহাকে বিক্রমাদিত্য কহাযাইবে তাহা স্থিরকরা দুঃ-সাধ্য। কিন্তু সকল ইতিহাস লেখকের মতের ঐক্য হয় যে বলবান্ শালিবাহন অসুরের হস্তে ঐ বিক্রমাদিত্য পতিত হইয়াছিলেন

অতএব যিনি বিক্রমাদিত্যনামে উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন ও যাঁহাহইতে সম্বৎ হইয়াছে তাঁহাকে যথার্থ বিক্রমাদিত্য কহিয়া তাঁহার প্রতি ফেরিস্তার বিবরণ লেখা উপযুক্ত। বিক্রমাদিত্য প্রমারা বংশীয় ছিলেন তাঁহাকে সংক্ষেপে পোঁআর অথবা পুআর কহে। যদ্যপি এই বংশের বিষয় অস্পষ্ট তথাপি এমত যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে বিক্রমাদিত্যের অধিক পূর্ব্বে এই বংশ্যরা ভারতবর্ষে অতিবিস্তারপূর্ব্বক অবন্তী অথবা উজ্জয়িনী নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা অতি অসম্ভব যে কেহ কহেন তিনি এই দেশের রাজধানীতে রাজত্ব করিয়াছেন এবং অন্য কেহ কহেন তিনি মগধের মোরিসমিক্ষ রাজবংশীয় অষ্টম রাজা ছিলেন এবং তাঁহার রাজধানী পালিবোথ্ ছিল তা নিশ্চয়ে আমরা তাঁহার বিবরণ ব্যক্তকরণে অক্ষম। ইংরাজীশাব্দের মট্ পঞ্চাশত্ বৎসর পূর্ব্বে তিনি রাজত্বকরেন তৎকালে তিনি সন্ধি এবং যুদ্ধে অতিখ্যাত ছিলেন। কবিরা তাঁহার ঐশ্বর্য্য এবং শক্তি বিষয়ে সালঙ্কার কবিতাদ্বারা অত্যুক্তি করিয়াছেন। কবিরা কহেন যে তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে অয়স্কান্তমণি লৌহেতে ও তৈলস্ফটিক তৃষেতে কোন শক্তি প্রকাশ করিতে পারিতন। তাঁহার এমত পরিমিতাচার এবং ঐশ্বর্য্যভোগে তুচ্ছতা ছিল যে তিনি রাজ্য ভোগকালে এক মাদুরে শয়ন করিতেন এবং ঐ মাদুর এবং এক জলপাত্রমাত্র তাঁহার গৃহভূষা ছিল। পূর্ব্বকার রাজাঅপেক্ষা তাঁহার বিদ্যাবৃদ্ধিবিষয়ে উৎসাহ ছিল তিনি ভারতবর্ষের ভিন্নং দেশবাসি পণ্ডিতদিগকে আহ্বান পুরঃসর বিবিধ দানদ্বারা পুরস্কার করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার রাজকীয় সভান্তর্গত অতি সুপণ্ডিত চতুর্দশ ব্যক্তির এক শাস্ত্রীয় সভা হয় তাহাতে শ্রীকালিদাস প্রধান ছিলেন। রুমদেশে আগস্টস্ রাজা হওয়াতে যদ্রূপ বিদ্যাবৃদ্ধি হইয়াছিল এতদ্দেশে বিক্রমাদিত্য রাজা হইলে তদ্রূপ সংস্কৃত বিদ্যার বৃদ্ধি হইয়াছিল আর কথিত আছে যে বিক্রমাদিত্য অসীম, অদৃশ্য, পরমেশ্বরের উপাসনায় রত ছিলেন ইহাতে বোধ হয় পূর্ব্বকালের তক্ষকবংশ্যরা যে ধর্ম্ম মানিত তাহাই তিনি মানিতেন। কিন্তু বৌদ্ধদিগের দূরীকরণানন্তর যে সকল দেবদেবীর আরাধনা হয় তাহার সাহায্য করণে তিনি উৎসাহী ছি-

লেন এবং আপন রাজধানী উজ্জয়িনীতে মহাকালের বৃহৎ প্র-তিমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। যৎকালে শিবের উপাসনা ব্যাপ্ত হয় তৎকালীন ভারতবর্ষের ভিন্নং দেশস্থ শিবের বৃহৎ অষ্টমূ-র্ত্তির মধ্যে ইহাকে এক কহিতে হয়। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় অতিরণ-শালী শালিবাহন রাজাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রণশায়ী হই-লেন শালিবাহন দেকানদেশে জয় পূর্ব্বক এমত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন যে ঐ দেশে বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ উঠাইয়া আ-পননামে শক স্থাপিত করিলেন ॥

বিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিৎপূর্ব্বে সৌরবংশ্য শ্রীরামচন্দ্রের বংশ-জাত সুমিত্রের মৃত্যু হইলে গঙ্গাতীরস্থ অযোধ্যা ঐ রাজবংশের শেষ হইল ইক্ষ্বাকুহইতে এই বংশের রাজত্ব আরম্ভ হইয়া দুই সহস্র বৎসর অপেক্ষা অধিককাল পর্য্যন্ত ঐ স্থানে ছিল হিন্দু-শাস্ত্রে লিখে শ্রীরামচন্দ্র অবধি সুমিত্র পর্য্যন্ত ষট্পঞ্চাশত্ ব্যক্তিরা রাজা হইয়াছিলেন। ইহার এমৎ প্রমাণপাওয়াযায় যে কিঞ্চিৎকাল পরে উক্তবংশ্যেরা রাজপুত্ররূপে খ্যাত উক্তস্থানে নূতন ঐশ্বর্য্যের স-হিত রাজা হইয়াছিলেন গিলটসনামে খ্যাত মিওরের রাণারা আপ-নাদিগকে ঐ বংশজাত কহিত। মুসলমানদিগের আক্রমণের পূর্ব্বে রাথোরেরা কানাজস্থ দেশে নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল এবং আপনাদিগকে শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র কুশের বংশ্য কহিত। ইং-রাজী দ্বাদশশত বৎসরে তাহারা মুসলমানকর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া মিওর রাজ্যে নির্গত করিল। রাথুরদিগের একলক্ষ করবালধারি-রা অতিসাহসপূর্ব্বক মুসলমানদিগের ভারতবর্ষে জয়কালে উ-হার অর্দ্ধেক জয়ে সাহায্য করিয়াছিল। কুশহইতে কচ্ছআয় নামে খ্যাত অন্য এক বংশজন্মে তাহাতে নলদময়ন্তী ইতিহাসে খ্যাত নলরাজার জন্ম হইয়াছিল। নলবংশ্যরা পঞ্চদশশত বৎসর পর্য্যন্ত অতিখ্যাত মিওরের দুর্গ রক্ষা করিয়াছিল পরে সিন্ধিআরা তাহা-দিগের দুর্গতাহইতেও দূরীকরণ পুরঃসর উহা অধিকার করিল। আধুনিক জয়পুরের রাজাদিগকে ঐ বংশের শাখারূপে কহাযায়। এমতে উত্তর ভারতবর্ষের অবশিষ্ট আধুনিক রাজারা পরাক্রমী শ্রীরামচন্দ্রের বংশ্যরূপে কথিতআছেন ॥

বিক্রমাদিত্যের রাজত্বারম্ভের ষট্পঞ্চাশৎ বৎসর পরে জুদিআ

দেশে যীশুখ্রীষ্ট অবতার জন্মিয়াছিলেন এবং মনুষ্যদিগের পাপ ক্ষমার নিমিত্তে আপনাকে বলিস্বরূপ করিয়াছিলেন। তিনি তৃতীয় দিবসে কবরহইতে উঠিলেন এবং আমার প্রায়শ্চিত্ত-দ্বারা জগতস্থলোকেরা মুক্তহইবে আপনশিষ্যদিগকে এই ঘোষণা করিতে ভারদিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। অতিনিশ্চিতরূপে কথিত আছে যে সেণ্টতামস্ নামক তাঁহার এক প্রধান শিষ্য ভারতবর্ষে গস্পল অর্থাৎ ঐ মতের মঙ্গল সমাচারদ্বারা কতকগুলিকে তন্মতা-বলম্বী করিলেন। যদ্যপি এতদ্দেশে তদ্ধর্ম্মের বৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ নাই তথাপি তাহার বিস্তার বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই কারণ খ্রীষ্টের মৃত্যুর তিন শত বৎসরপরে ফ্রানসদেশের নিস্ নগরে সর্ব্বোপকারক এক মহাসভা হয় তাহাতে এক জন বিসাপ অর্থাৎ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ভারতবর্ষের খ্রীষ্টধর্ম্ম পক্ষে হইয়াছিলেন। পর বৎসরে প্রসিদ্ধ আথেনেয়স ফ্রুমেনটিসকে ভারতবর্ষের প্রধানধর্ম্মাধিকারিপদে নিযুক্ত করেন। বিবিধ প্রমাণদ্বারা বোধ হয় হিন্দুই-তিহাসের সহিত নিউটেষ্টমেণ্ট অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তকের শেষভাগের ঐক্য হয় তন্নিমিত্তে ভারতবর্ষে মনুষ্যদিগের ত্রাণকর্ত্তার মতের ব্যাপ্তিবিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এবং হিন্দুরা ঐ সকল ঘটনা প্রতারণাপূর্ব্বক পরিবর্ত্তিত করিয়া লিখিয়াছেন॥

তৎকালে উজ্জয়িনীতে প্রমারা অথবা পৌআর নামা রাজাছিলেন তাঁহাকে গ্রীক ইতিহাসলেখকেরা সম্পূর্ণ মন্দোচ্চারণদ্বারা পুরস্ কহিত এবং তাঁহার ইতিহাসমধ্যে লেখাআছে যে ছয়শত রাজারা তাঁহাকে কর দিতেন এবং তিনি রুমের সম্রাট আগস্টস্ সমীপে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এবিষয়ে অতিআশ্চর্য্য বোধ হয় যে বিক্রমাদিত্যের বংশজাত এই ব্যক্তিদ্বারা ইউরোপে গ্রীকভাষায় লিখিত ঐ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল এই প্রমাণদ্বারা বোধ হয় বাকত্রিয়ার রাজ্যদিয়া অথবা সমুদ্রের বাণিজ্যজন্য গ্রীকেরা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। উক্ত দৌত্য কর্ম্মে জৈনমতাবলম্বী এক ব্যক্তিও গিয়াছিলেন এবং তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আথেনস্ নগরে মরিলেন॥

যদ্যপিও প্রমারা রাজারা বিক্রমাদিত্যের সময়াবধি মুসলমানদিগের অধিকার পর্য্যন্ত উত্তমরূপে রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন তথাপি

অতিশয় বিস্তৃত ছিল এবং তিনি তিন কলিঙ্গের প্রভু ছিলেন । যদ্যপি এতদ্দেশের ইতিহাসে অত্যুক্তি না হয় তবে এইমাত্র স্থির করা যায় যে মগধের মহাকর্ণের রাজ্য একদিগে তৈলঙ্গ [illegible] আরাকান্ এবং অন্যদিগে বঙ্গদেশের সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল ভারতবর্ষস্থ ইতিহাসলেখকেরা তিন কলিঙ্গ ঐরূপ লিখিয়াছেন । তাঁহার অষ্টাদশ বৎসর রাজ্যভোগানন্তর তাঁহার ভৃত্য তৎপদে উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন । এই বংশে [illegible] উপাধিতে ক্রমশঃ ছয় জন রাজা হইয়াছিলেন তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত আছেন ইহাদিগের রাজ্য বিষয়ে জনশ্রুতি ব্যতীত অন্য প্রমাণ নাই তাহা ভারতবর্ষে এবং পূর্ব্বদিগের আরকিপিলেগো অর্থাৎ সাগরোপদ্বীপে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত আছে । ইহাতে নিঃসন্দেহরূপে বোধ হয় যে রাজারা সমস্ত তীরস্থ খণ্ডত্রয় অধিকার করত জাহাজ সমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের শক্তি পূর্ব্বের উপদ্বীপস্থ লোকে বিদিত ছিল । এতদ্দেশস্থ লোকদিগের এমত অভ্যাস আছে যে কোন দাতা ব্যক্তির অতিশয় মর্য্যাদা করণজন্য দাতাকর্ণ বলিয়া উল্লেখ করেন এবং এই সকল কারণে আমাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস হয় যে মহাভারতে বর্ণিত পূর্ব্বকালীন কর্ণনামে খ্যাত মহাবীরাদের সহিত মগধ রাজ্যের আধুনিক কর্ণের সহিত তাঁহারা উপমা দিয়াথাকেন ।।

অন্ধ্রবংশীয় রাজারা আপনাদিগের রাজত্বের শেষকালে চীনদেশীয় রাজার সহিত সন্ধি রাখিয়াছিলেন এবং বোধ হয় তন্নিমিত্তে চীনদেশের রাজা ভারতবর্ষের রাজবিদ্রোহিদিগকে দূরীকরণজন্য একদল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন । পুরাণমতানুসারে ইংরাজী চারিশত ষট্ত্রিংশৎ শালে অন্ধ্রবংশীদিগের রাজত্বের শেষ হয় । এবং তন্নিমিত্তে এই সময়ে কতকগুলি কবিতাগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহা আমাদিগের অবশ্য স্বীকার করিতে হয় । ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাসে অতিখ্যাত উইলফোর্ড সাহেব অনুমানদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে পুরাণের রাজাবলিতে অন্ধ্ররাজাদিগের সমুদায় বংশের বিষয় লিখিত নাই যদি সমুদায় লেখা যায় তবে পুলোমা রাজার রাজত্ব তদ্বংশ্যদিগের রাজত্বের সীমা হয় উক্ত পুলোমা অতিখ্যাত এবং অ-

বোধ হয় তৎকালে অন্ধ্ররাজারা গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশে অতিশয় শক্তিমন্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের রাজধানী পালিবোথ্ ছিল। যদ্যপি তাঁহাদিগের সাম্রাজ্যের কোন বিশেষ প্রমাণ নাই তথাপি তাঁহাদিগের সাম্রাজ্যের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল এমত অনুমান হয় কারণ অতি দূরবর্ত্তী রুমনগরেও তাঁহাদিগের খ্যাতিবিস্তার হইয়াছিল এবং রুমদেশবাসিরা তাঁহাদিগের রাজা অন্ধ্রইণ্ডিয়ান্ নামে খ্যাত করিয়াছিলেন। তৎকালে লাটিন্ ইতিহাসলেখকেরা তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষ মধ্যে প্রধান রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিহাসের তিমিরাবৃত সময়ের উত্তমরূপে গণনাদ্বারা বোধ হয় ইংরাজীশালের বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ঐ বংশ্যরা মগধ দেশে রাজা হইয়াছিলেন এবং তাঁহারাই চারিশতপঞ্চাশত্ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ঐ উত্তমস্থান ক্রমেং ত্রিংশৎ পুরুষ অধিকার করিয়াছিলেন। এই কালের ইতিহাস অতি অস্পষ্ট তন্নিমিত্তে তৎকালস্থিত রাজ্য, এবং রাজবংশের বিবরণ লিখনে সুতরাং আমরা অক্ষম। এমত প্রমাণ আছে যে তৎকালে ঐ সকলপ্রদেশে কণ্ববংশজাত চারিজন রাজা হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা অন্ধ্ররাজবংশীয় কি না তাহা স্থিরকরা দুঃসাধ্য। ইংরাজী এক শত এক পঞ্চাশত্শালে মগধদেশে কণ্ববংশের শেষ রাজাকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী সিপ্রক নষ্ট করিয়া আপনিই মগধের রাজা হইয়াছিলেন। ইহার চত্বারিংশত বৎসরপরে শূদ্রক নামা এক ব্যক্তি উক্ত রাজবংশের কীর্ত্তি লোপকরিয়া আপনিই রাজা হইয়াছিলেন ইহার অত্যল্প বিবরণ পাইয়াও তাঁহাকে ভারতবর্ষের এক জন প্রধান রাজা কহিতেপারি। তিনি অন্ধ্রজুতিক রাজবংশের সংস্থাপনকর্ত্তা ছিলেন কতিপয় প্রমাণদ্বারা বোধ হয় তদ্বংশ্যরাজারা ভারতবর্ষের প্রধানরাজাদিগের শেষছিলেন বিশেষত ইহা মনেকরা উচিত যে ভারতবর্ষের হিন্দুরাজাধিকারকালে কোন রাজাই যথার্থরূপে সমুদায় ভারতবর্ষের প্রভু হইতে পারেন নাই। এতদ্দেশের ইতিহাসলেখকেরা শূদ্রক রাজাকে কর্ণদেব অথবা মহাকর্ণ কহেন। সম্প্রতি বারাণসীতে মৃত্তিকা খননে এক তাম্রপত্র পাওয়াগিয়াছে তাহাতে লিখিত আছে যে তিনি কিঞ্চিৎ ভূমি দিয়াছিলেন ও তাঁহার রাজা

রতবর্ষের প্রধান রাজাদিগের মধ্যে শেষবর্ত্তী ছিলেন। কথিত আছে তিনি সমুদায় দেশ অধিকার করিয়াছিলেন ইহাতে এই মাত্র বোধ হয় যে তৎকালে তিনি অতিপ্রধান রাজা ছিলেন। পূর্ব্বদিগে তাঁহার রাজ্য ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া বোধ হয় চীনের সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। চীনদেশীয়-দিগের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি এতদ্রূপে ব্যাপ্ত হইয়াছিল যে তদ্দেশবাসিরা ঐ নামদ্বারা ভারতবর্ষকে পুলুমেনকফ অর্থাৎ পুলুমার রাজ্য কহে। তিনি আপন ঐ গৌরব সীমা প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজী ছয়শত অষ্টচত্বারিংশৎশালে স্বীয় ধর্ম্ম বিষয়ে দুঃখতা প্রযুক্ত গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিলেন॥

ফেরিস্তা নামক পারস্য ইতিহাসবেত্তা তৎকালবাসী শঙ্করদেব নামক প্রধান রাজার আশ্চর্য্য কর্ম্ম লিখেন। কথিত আছে যে তিনি ভারতবর্ষীয় এক জন রাজার সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁহার প্রভুর মরণান্তে সিংহাসনে উত্তরাধিকারী হইলেন বোধ হয় তিনি পুলোমার উত্তরাধিকারী ছিলেন তিনি বঙ্গদে-শে যুদ্ধার্থে যাত্রা করত ঐ দেশের রাজধানী লুটকরিয়া অধিক ধন পাইয়া ছিলেন। চারি বৎসর পরে তিনি উজ্জয়িনীর রাজাকা-রী পুলুমারার ক্ষীণপরিবারের বিপক্ষে মালোআয় যাত্রা করিয়া জয়িসৈন্যসাহিত্যে হিমালয়ে গমন করিয়াছিলেন তিনি কাশ্মী-রে প্রবেশ করিয়া পর্ব্বতীয় রাজাদিগকে করপ্রদ করিয়াছিলেন তাঁহার রাজত্ব সপ্তপঞ্চাশৎ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রাজনীতির গৌরবের দিপ্তিস্বরূপ হইয়াছিল। তাঁহার মরণান্তে তৎপুত্রদি-গের পরস্পর বিবাদ হওয়াতে প্রতাপচন্দ্রনামে তাঁহার সেনাপতি ঐ বিবাদের মধ্যে অবকাশ পাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়া-ছিলেন এবং আপন প্রভুর সমান অদ্ভুত কর্ম্মকারী হইয়াছিলেন মুসল-মানদিগের ইতিহাসে লিখিত আছে যে তিনি অবশেষে পারস্য রা-জার করদানে অস্বীকার হওয়াতে ভারতবর্ষে পারস্য সৈন্য আ-সিয়া অবশিষ্ট কর সকল দিতে ও নূতন সন্ধিকরিতে তাঁহাকে বাধ্য করিল। কথিত আছে যে তাঁহার মরণান্তে প্রত্যেক সেনাপতিরা একং প্রদেশ অধিকার করাতে সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইল। আ-মরা অন্য বিবরণ হইতে প্রাপ্ত সত্যতায় ইহার ঐক্যকরণে অসমর্থ

কিন্তু এইমাত্র কহিতে পারি* যে মহানসিরবানু পশ্চিম দেশহইতে আসিয়া এই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং কথিতআছে যে তিনি ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিগে কান্যকুব্জপর্য্যন্ত জয়করিয়াছিলেন ॥

বোধ হয় যে অন্ধ্রভৃত্য অথবা অন্ধ্ররাজার দাসেরা ঐ অন্ধ্রবংশের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল ইহাতে বোধ হয় যে অন্ধ্ররাজার সাম্রাজ্য নাশানন্তর প্রত্যেক সেনাপতিরা যেং দেশ শাসন করিতেন সেইং প্রদেশ আক্রমণ করিয়া স্বাধীন হইলেন। বোধ হয় যে ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের প্রথম আগমনকালে রচিত বিষ্ণুপুরাণে এতদ্দেশীয় শেষোক্ত মহারাজবংশের পতনের গোলমাল লেখাআছে ঐ বিষ্ণুপুরাণে লিখিতআছে যে প্রায় ক্ষেত্রীয় জাতির লোপহইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ অবধি পুলিন্দ অর্থাৎ বন্য পর্ব্বতীয় জাতি পর্য্যন্ত নানাজাতিরা মগধ ও প্রয়াগ ও মথুরা ও কান্তীপুর ও কাশীপুর ও কান্যকুব্জ এবং অনুগঙ্গা অর্থাৎগঙ্গাতীরস্থ প্রদেশে স্বাধীন রাজা হইয়াছিল। গুপ্তনামক শূদ্র জাতীয়রা মগধের কিয়দংশের রাজা হইয়াছিল দ্বারক্ষিত কলিঙ্গের সমুদ্রতীরস্থ প্রদেশের কোন অংশে রাজা হইয়াছিল। গোলারা কলিঙ্গের অন্যখণ্ডে রাজা হইয়াছিল। মাম-গ বংশীয়রা কাশী এবং বঙ্গের পূর্ব্ব প্রদেশস্থ জলতোয়নামক স্থা-নে ... ও নিষধ দেশে রাজা হইয়াছিলেন। শূদ্র এবং রাখালেরা সুরতে মারওআরে এবং নর্ম্মদানদীতীরে রাজা হইয়াছিল এবং ম্লেচ্ছরা সিন্ধুনদীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ দেশের অধিকারী ছিল ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

চিতোরের রাজা খ্রীষ্টিয়ানহইতে তাহাদিগের উৎপত্তি, গোহ। বাপ্পা, মুসলমানদিগের ধর্ম্মের উন্নতি মুসলমানদিগের প্রথম আক্রমণ চিতোরের আক্রামণ। এবং রক্ষা তুআর বংশ উজ্জয়িনীর পতন চিতোরের প্রতি আক্রমাণ ॥

গত অধ্যায়ে প্রায় কথিত হইয়াছে যে গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশে অন্ধ্ররাজাদিগের সাম্রাজ্যের পতন হইলে ঐ রাজারা ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশে স্বাধীন হইয়াছিলেন। এতদ্দেশের রাজকীয় কর্ম্মে অতিগোলযোগ হইল এবং অতি প্রাচীন অবস্থায় যে সকল শত্রু জয়াভিলাষে সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইয়া এতদ্দেশে আসিয়াছিল তদপেক্ষায়

অতিভয়ানক একদল শত্রু সেই নদীতটে আগমন করিয়া স্রোতস্তুল্য ভারতবর্ষের ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই মুসলমান শত্রু প্রথমে পশ্চিম রাজ্যস্থ গুজরাট এবং রাজপুতনার প্রদেশে আক্রমণ করিয়াছিল। তন্নিমিত্তে আমরা পূর্ব্বদিগের রাজনীতি বিষয়ক ব্যাপার সকল প্রয়োজনবিহীন জানিয়া সিন্ধুনদীর তটস্থদিগের বিষয় লিখনে মনোযোগী হইলাম ।।

তৎকালীন চিতোরের শাসনকর্ত্তা মিঅর অথবা উদয়পুরের রাজারা মুসলমানদিগের আক্রমণকে প্রবলরূপে জানিলেন। অধুনা হিন্দুস্থানে অতিখ্যাত উক্তরাজবংশ্যরা আপনাদিগকে প্রসিদ্ধ গ্রন্থানুসারে এবং হিন্দুস্থানের পশ্চিম প্রদেশস্থ ব্যক্তি-দিগের সাধারণ মতানুসারে রামায়ণে বর্ণিত মহাবীর শ্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লবের বংশজাত কহে। প্রথমে তাহারা সুরতে বসতি করিয়া কাম্বের মোহানায় বালাভিপুরকে রাজধানী করিয়া-ছিল ইংরাজী ৫২৪ শালে একদল নূতন শত্রু সিন্ধিয়াদিয়া আগমন পুরঃসর এইদেশ আক্রমণ করিয়া লুটকরণপূর্ব্বক তদ্দেশবাসিদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিল। বোধ হয় যে পারস্যদেশের যথার্থ বিচারক নসিরান নৃপতির পুত্র নসিজাদ উক্ত কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এই সর্ব্বনাশে প্রসপবতী নাম্নী রাজ্ঞী রক্ষা পাইয়া মালোয়া দেশীয় পর্ব্বত গহ্বরে পলায়ন করিয়াছিলেন সেখানে তিনি একপুত্র প্রসব করেন তাহাকে গোহ বলাযায়। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইদর অধিকার করিয়া তথায় এক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি উদয়পুরের বর্ত্তমান রাজাদিগের আদিপুরুষ ছিলেন দ্বাদশ শত বৎসরের পূর্ব্বপর্য্যন্ত উক্ত রাজাদিগকে সৌর বংশীয় মহারাজ সন্তান বলিয়া সকল হিন্দু রাজাই মান্য করি-তেন। উদয়পুরের রাজারা হিন্দু সূর্য্য অর্থাৎ হিন্দুদিগের রাজবং-শের সূর্য্যস্বরূপে গণ্য ছিলেন কিন্তু দৃঢ়তর প্রমাণদ্বারা এই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে এতদ্বংশ্য রাজাদিগের মধ্যে অতিসুখ্যাত উক্ত বংশ্যরা খ্রীষ্ট মতাবলম্বি রাজ্ঞীহইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। রাজপু-ত্রের ইতিহাসে লিখিতআছে উদয়পুরের রাজারা সকল হিন্দুস্থানের রাজাপেক্ষায় উন্নত হইয়াছিলেন। অন্য রাজপুত্রেরা পৈতৃক সিং-হাসনারোহণের পূর্ব্বে উক্ত রাজাহইতে তিলক অর্থাৎ রাজটীকা

এবং পদপ্রাপ্ত নাহইলে রাজা হইতে পারিতেননা। তাঁহারা সভ্যতা এবং মর্য্যাদার সহিত এই তিলক ধারণকরিতেন এই তিলক মনুষ্য শোণিতদ্বারা ললাটে স্থাপিত হইত। এই উপাধির নাম রণাছিল। তাঁহারা আপনাদিগকে যথার্থ বিচারক নসির্বানের বংশ কহিয়াথাকেন তাঁহার পুত্র তদ্বিপরীতে অস্ত্রধারণ করিয়া রণশায়ী হইলেন কিন্তু তদ্বংশ্যরা হিন্দুস্থানে রহিল এবং তাহাদিগহইতে উদয়পুরের রাণারা জন্মিয়াছেন ইহাতে অন্যপ্রমাণেরও ঐক্যআছে যে উদয়পুরের রাজপরিবারে নসির্বানের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। নসির্বানের রাণী কানষ্টানটিনোপল্ নগরের খ্রীষ্টীয়ান্ সম্রাট্ মারিসের কন্যা ছিলেন। ইংরাজী ইতিহাসে লিখিত রাজপুত জাতির বিবরণানুসারে মীমাংসা হয় যে হিন্দু সূর্য্য একশত রাজার আদিপুরুষ ও শ্রীরামচন্দ্রের নির্ম্মল যশঃ প্রাপক ও সৌর বংশের পিতা হইলেও খ্রীষ্টীয়ান্ রাণীর গর্ভজাত ছিলেন এবং তাঁহার বংশের আদিসময়ে পশ্চিম দেশস্থ খ্রীষ্টীয়ান্ সম্রাটদিগের সহিত কুটুম্বিতা হয়॥

গোহেরপর ইদরের সিংহাসনে অষ্টজন রাজা হয়েন তন্মধ্যে শেষাগত ব্যক্তি যাবৎ মৃগয়ায় নিযুক্ত ছিলেন তখন তাঁহার পুত্রেরা তাঁহাকে হত্যা করিল কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বাপা ভাণ্ডারের দুর্গে আনীত হইলেন। তিনি রাখালের মধ্যে প্রতিপালিত হইলেন এবং তাঁহার শৈশবাবস্থা এবং বাল্যাবস্থার নানাবিধ আশ্চার্য্য গল্প অন্যং রাজবংশীয়দিগের রচিত গল্পের তুল্য আছে বাপাকে তাঁহার মাতা কহিয়াছিলেন যে চিতোরের প্রমারা জাতীয় রাজাদিগের সহিত তোমার জন্মসম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ শুনিবামাত্রেই তাঁহার গৌরবেচ্ছা বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি রাখালস্বভাব পরিবর্ত্ত করণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইংরাজী ৭০০ শালে তিনি কতক গুলি সঙ্গি সংগ্রহ করিয়া চিতোরের রাজসভাতে উপস্থিত হইয়া পরিচয় দেওয়াতে বন্ধুত্বরূপে গ্রাহ্য হইলেন তাঁহাকে অনুগ্রহ করাতে কুলীনেরা অজ্ঞাত কুলশীল বলিয়া ক্রোধান্বিত এবং অসন্তুষ্ট হইলেন তৎকালে এক দল ভীতিজনক শত্রু আসিয়া তদ্দেশবাসিদিগকে সভয় করিল পূর্ব্বোক্ত বিবাদ ভঞ্জনার্থ কুলীনদিগকে আহ্বান করিলে তাঁহারা ঐক্য হইয়া ঐ আহ্বান পত্রকে তুচ্ছ করি-

লেন এবং রাজাকে কহিলেন যে নূতন অনুগ্রহপাত্র হইতে আশঙ্কা-কাঙ্ক্ষী হও বাপ। কোন সন্দেহ ব্যতীত শত্রুসমীপে সৈন্য চালাইতে প্রতিজ্ঞাকরিলেন। ঐ মুসলমান শত্রুরা প্রথমে যে দেশের মধ্যে আসিয়াছিল পরে অদৃষ্টক্রমে ঐ দেশে ঐশ্বর্য্যশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করিল॥

অধুনা মুসলমানদিগের আদিবিবরণ লিখি উহারা এমত ভীতিজনক যে ভারতবর্ষস্থলোকেরা কখনই উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করে নাই ইংরাজী ৫৬৯ শালে আরবের মক্কা নগরে মুসলমান ধর্ম্মের সংস্থাপক মহম্মদ জন্মিয়াছিলেনএবং চত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলাইলেন এবং আপনি কহিলেন যে করবাল শক্তিদ্বারা মনুষ্যদিগকে যথার্থ পরমেশ্বরের মতে লওয়াইতে ঈশ্বরানুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি স্বীয় সদ্বক্তৃতা ও সুবুদ্ধিদ্বারা আরববাসি বহুব্যক্তিকে স্বমতাবলম্বী করণপূর্ব্বক অন্য-জাতীয়দিগকে স্বীয়শক্তি ও ধর্ম্মের অধীন করণাশয়ে এক দল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জীবনাবধি যে যুদ্ধে জয়ের চিহ্ন করিয়াছেন তাঁহার উত্তরাধিকারিরা তত্তুল্য পরাক্রমের সহিত তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পরে রাজকীয় কর্ম্মে তাঁহার উত্তরাধিকারিরা তাঁহার তুল্য গৌরব ও অসম্ভবাশায় উৎসাহী হইত এবং দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে এমত শীঘ্র রাজ্যবিস্তার করিল যে কোন ইতিহাসে কদাচিৎ এরূপ উপমা পাওয়াযায় একপ্রদেশের পরই অন্যপ্রদেশ অধীন হইল তাহাদিগের সুবুদ্ধিদ্বারা এক রাজ্যের পরই অন্য রাজ্য অধীন হইল। পঞ্চাশৎ বৎসররূপ অল্পকালের মধ্যে তাহারা পৃথিবীর পশ্চিম ভাগে রাজকীয় কর্ম্মে উপপ্লব ঘটাইলেন মুসলমানী ধর্ম্মের উৎপত্তি অবধি তদুপাসকেরা সমুদায় জগতের রাজা হইতে অভিলাষী হইলেন ও ঐ রাজনীতিতে ব্যবহারের এবং ধর্ম্মের একই ব্যবস্থা এবং একধর্ম্ম এবং একজন ভবিষ্যদ্বক্তা বর্ণিতআছেন। যেং মুসলমানেরা সভ্যতা ও ধর্ম্মবিষয়ে স্বেচ্ছাচারের বিপক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল তাহাদিগের স্বর্গগমনোত্তর সুলোচনা বিদ্যাধরীদিগের সহিত সুখজনক সমাজে বাসস্থান দিতে প্রতিজ্ঞা হইল অতএব যখন মুসলমানেরা আফ্রিকা এবং সাইরিআ জয় করিল ও পারস্য রাজ্যে উপপ্লব জন্মাইল এবং প্রায় ইউ-

রোপকে আপন জ্ঞানকরিত তখন তাহাদিগের দূরদৃষ্টি হইতে ভারতবর্ষীয় ধনশালি প্রদেশ রক্ষা পাইতে পারিবে এমত আশা করা যাইতে পারেনা ঐ স্থান বহুকালাবধি সসৈন্য সিন্ধুনদ্যুত্তীর্ণ আক্রামকের খাদ্যবস্তু তুল্য হইয়াছে। তদনুসারে দেখাযায় যে মহম্মদের উত্তরাধিকারি কালিফেরা মুসলমানদিগের শক্তিস্থাপিত করণ কালে এই ধনশালিসাম্রাজ্য দৃষ্টিপাত করিলেন। মহম্মদের মৃত্যুর অল্পকালপরেই কালিফওমার পারস্যদেশ জয়করিয়া উক্ত ভবিষ্যদ্বক্তার মতানুযায়িদিগের সিন্ধুনদীর বাম পার্শ্বস্থ সিন্ধিআ এবং গুজরাটের সহিত বাণিজ্য করিতে টাইগ্রিস্ নদীর মুখে বসোরা নগর নির্ম্মাণ করাইলেন। তিনি তদ্দেশ আক্রম করণার্থে আবুলআসের অধীনে কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিলেন তিনি আরোরের মহারণে মরেন সেই যুদ্ধেই হিন্দুরা মুসমানদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল। কালিফেট্ অর্থাৎ সারাসনি রাজ্যের প্রধান যাজকের উত্তরাধিকারী ওথমান্ সিন্ধুনদীর পার্শ্বস্থদেশে জয় করণ মানসে অনুসন্ধানার্থে প্রেরিত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার এই মনস্থ কোন কার্য্যবশত সিদ্ধ হইল না। আলিনামে খ্যাত চতুর্থ কালিফ্ সিন্ধিআ জয়করেন তাহা তন্মত্যুপর্য্যন্ত মাত্র ছিল। এই রূপে মুসলমানেরা আদ্যন্মতি অবধি ভারতবর্ষের প্রতি স্থিরতরা দৃষ্টি রাখিল কিন্তু ওআলিডের পূর্ব্বে এতদ্দেশ আক্রমণের কোন চেষ্টাই সুসিদ্ধ হয় নাই। ইংরাজী ৭০৫শাল হইতে ৭১৫ শাল পর্য্যন্ত কালের মধ্যে তিনি সিন্ধিআ জয় করিয়া গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশে তাঁহার জয়ি সৈন্যদিগকে আনয়নপুরঃসর তদ্দেশবাসি নরপতিদিগকে সকর করিলেন। এই কালিফের সেনাপতিরা জিব্রারাল্টর্ নামক সমুদ্রদ্বয়ের সংযোগের পথ পার হইয়া ইউরোপে জয়স্তম্ভ স্থাপিত করিলেন এবং সামান্য যুদ্ধেই ইস্পেন জয় করিলেন যে সময়ে এব্রো ও গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশে মুসলানদিগের উত্তরাধিকারিরা জয়ীহইয়াছিল ঐসময়ে কালিফ ভারতবর্ষ ও ইউরোপের জয়ে উৎসাহী হইয়াছিলেন এই স্বল্প প্রমাণদ্বারা পাঠকমহাশয়েরা অবগত হইবেন যে কিরূপমহেচ্ছায় মহম্মদের উত্তরাধিকারিরা উৎসাহী হইয়াছিলেন ওআলিড় বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের আক্রমণ হওয়াতে হিন্দুস্থানের সকল উত্তর

প্রদেশেই উপপ্লব হইয়াছিল। হিন্দুদিগের ইতিহাসে লিখিত আছে যে যদুভাতি সিন্ধুনদী পারস্থ বনে দূরীকৃত হইয়াছিলেন এবং ঐ যুদ্ধে আজমীরের সাহসী চোহান বংশীয় মানকরায় নৃপতি আক্রান্ত হইয়া হত হইলেন এবং তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রও শরাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং তৎকালে তিনি যে সকল ভূষণে ভূষিত ছিলেন আধুনিক রাজপুত জাতীয় শিশুদিগকে সেই সকল ভূষণ ব্যবহার করিতে নিষেধ আছে। সুরতের রাজারা স্ব২ রাজ্যে পদচ্যুত হইয়াছিলেন। হিন্দুইতিহাসে এই বিপত্তিকারক কখন দৈত্য কখন বা মায়াবী এবং সর্ব্বদাই ম্লেচ্ছ রূপে বর্ণিত আছেন কিন্তু যদ্যপি হিন্দুইতিহাসে এই আক্রামকের বিশেষ প্রমাণ নাই তথাপি নিঃসন্দেহরূপে মুসলমানদিগের আক্রমণকেই ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশস্থ রাজাদিগের বিপদের মূল কহিতে হয়॥

গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশে ওআলিডের সৈন্য প্রবেশের তিন বৎসর পরে তাঁহার মুসলমান সেনাপতি মহম্মদ বেনকস্‌সিম এই দেশে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিলেন। তিনি সিন্ধিআতে বলশালি সৈন্য আনিয়া তৎকালে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা ডাহিরের সহিত বহু যুদ্ধ করিয়া তাহাকে জয়করিয়া বধ করিলেন পরে তিনি স্বীয় জয়শীল সৈন্যদিগকে হিন্দুসৈন্যের একত্রীকরণ স্থান চিতোরে চালাইলেন। এই যুদ্ধে উক্ত বাপানামে শিশু সেনাপতি পদ পাইয়াছিলেন। ঐই যুদ্ধে বাপা অলীনদিগের সাহায্য নাপাওয়াতে স্বয়ংসৈন্য সংগ্রহ করিয়া জয়িশত্রুদিগকে জয় করণ পুরঃসর সুসিদ্ধিতে হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন মহম্মদ বেনকস্‌সিম সিন্ধিআ এবং সুরতদিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। বাপা অধুনা কাম্বেনামে খ্যাত গজানন দেশ পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিয়াছিলেন তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের আদিবসতি স্থান ঐ দেশকে সালিমকর্তৃক অধিকৃত দেখিয়া ঐ জয়ী যুবা ব্যক্তি তাঁহাকে জয় করিয়া তৎকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বাপা চিতোরে প্রত্যাগমনের পর এমত অলীনদিগকে স্ববশ করিলেন যে তাহাদিগের সাহায্যে তদ্দেশস্থ নৃপতিকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ংসিংহাসন অধিকার করিলেন। এই

সকল প্রধান ঘটনা তৎকালরচিত ইতিহাস হইতে সংগৃহীত হই-য়াছে ইহার কালনিরূপণে যে গোলযোগ আছে তাহা গো-পন বা শুদ্ধকরিতে পারিনা। বাপার রাজত্বের শেষে কালিফ্ আ-ল্‌মানসুর সিন্ধুআ পুনর্জয় করিয়া তাহার রাজধানীর নাম মানসুরা রাখিলেন আধুনিক উদয়পুরের রাণাদিগকে চিতোরের রাজা বাপার বংশজাত কহাযায় বাপা সিন্ধুতীর সহিত ঐ দেশ শাসন করিয়া স্বীয় রাজ্য এবং ধর্ম্ম পরিত্যাগ করণপূর্ব্বক সিন্ধু নদীপার হইয়া সসৈন্যে খোরাসানে যাত্রা করিলেন তথায় তিনি অনেক মুসলমান জাতীয় স্ত্রীগণকে বিবাহ করিলেন এবং অ-নেক সন্তান রাখিয়া লোকান্তরগত হইলেন এই সকল প্রামাণ্য বি-ষয়দ্বারা বোধ হয় যে বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষস্থ জনগণের সি-ন্ধু নদীর পশ্চিমপারস্থ দেশ বাসিদিগের সহিত বিশেষ হৃদ্যতা ছিল ॥

ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের প্রথম আক্রমণের বিষয় সকল বর্ণিত হইল পরে এতৎকালে অর্থাৎ ইংরাজী অষ্টশত বৎসরের মধ্যে বিক্রমাদিত্যদ্বারা শেষ রাজার দূরীকরণ অবধি প্রায় সপ্ত শত বৎসর গত হইল দিল্লীর সিংহাসন শূন্য থাকাতে এক নূতন রাজবংশ অর্থাৎ পাণ্ডুবংশের অবশিষ্ট সন্তানেরা অধি-কার করিয়াছিলেন। কালের অস্থিরতাহেতু তুআর নামে খ্যাত এই রাজবংশ্যরা দিল্লীকে নূতন রাজ্যের রাজধানী করি-লেন এই কাল অবধি অনঙ্গপাল পর্য্যন্ত এই সিংহাসনে এক বিংশতি জন রাজা হইয়াছিলেন উক্ত অনঙ্গ পাল আপন পৌত্র পৃথুরাজকে রাজ্য দিয়াছিলেন তাঁহাকেই দিল্লীর শেষ হিন্দুরা-জ কহাযায় তাঁহার মৃত্যুর পরে পঞ্চশত বৎসর পর্য্যন্ত এই প্রা-চীন রাজধানীতে মুসলমানদিগের জয়পতাকা উড্ডীয়মানাছিল ॥

ভারতবর্ষে ওআলিডের সৈন্য ব্যাপ্ত হওনকালে উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তা প্রমারা বংশীয়রা সশঙ্ক হইলেন আমাদিগের বোধে উক্ত রাজাদিগের সুখভোগ এবং বংশবৃদ্ধিদ্বারা উজ্জয়িনীর সৌভাগ্য স্থিরীকৃত হয় ঐ বংশের লোপহইলে তদধিকারমধ্যে কতকগুলি প্রধান২ রাজ্য স্থাপিত হইল। তুআরেরা দিল্লী আক্রমণ করিয়া এক বৃহৎ রাজ্য স্থাপিত করিল। গুজরাট স্বাধীন হইল

তথায় প্রথমে চারাসেরা পরে সোলাঙ্কিয়েরা শাসনকর্ত্তা হইল উহারাই স্বীয় রাজ্যে নর্‌হোআলা অথবা অনর্‌ওয়লা পত্তনকে রাজধানী করিয়াছিল। জিলোটেরা চিতোরকে সাম্রাজ্য করিল ও তৎপরেই খোরাসেরা কান্যকুব্জকে পুনঃ সুখ্যাত এবং প্রায় পূর্ব্ববৎ সৌভাগ্য যুক্ত করিল। উত্তরভারতবর্ষের সকল রাজ্যেই পরিবর্ত্ত হইল। উজ্জয়িনী ও পালিবোথ্রার দেদীপ্যমান সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইলে নূতনং নিয়মে নূতনং রাজ্য হইল হিন্দুস্থানে মুসলমানেরা জয়ী হইয়া যত আসিল ততই তাঁহার নূতন নিয়ম হইল।।

বাপার রাজত্বের কিঞ্চিৎ পরে কোন মুসলমান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। বাপার পুত্র ও পৌত্রের রাজত্ব বিষয়ে কোন স্মরণীয় বার্ত্তা নাই। কিন্তু তাঁহার প্রপৌত্র যীর খোমানের সিংহাসনে আরোহণ করিবামাত্রেই মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধকরিতে হইল তিনি ইংরাজী ৮১২শাল অবধি ৮৩৬শাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। হিন্দুইতিহাসে এই মুসলমান আক্রামক খোরাসান্ পতি মামুদ্ অথবা খোরাসানের কর্ত্তা মামুদ্ নামে বর্ণিত আছে কিন্তু তাহাকে নিঃসন্দেহরূপে মামন্ অর্থাৎ বাগদাদের কালিফ্ বা প্রধান যাজক হারুন্আল্ রাচিডের পুত্র মামুন্ কহাযায়। মামুনের পিতার সার্‌লোমাইন নামক ফরাসীর রাজার সহিত বন্ধুত্ব ছিল এবং তিনি তাঁহার বন্ধুকে তদ্দেশের রাজ্যশাসনের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি চিতোরের বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য আনিয়াছিলেন এবং চিতোরের শক্তি বিবেচনা করিলে বোধ হয় তদ্দেশ রক্ষণার্থে অসংখ্য সৈন্য ছিল। ভারতবর্ষের অন্য রাজারা চিতোরের ভীতিজনক আপদে নিজং আপদ জানিয়া তদ্দেশ রক্ষার্থে তাহাদিগের সহিত অতিশীঘ্রই মিলিত হইলেন রাজপুত কবি উক্ত দেশোদ্ধারার্থ ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ হইতে আগত নানাজাতীয়দিগের বৃহৎ এবং ঔৎসুক্যদায়ক ইতিহাস লিখিয়াছেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে অতিযন্ত্রণাজনক আক্রামকদিগকে ভারতবর্ষ হইতে একদাই দূরীকরণার্থে ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশস্থ সকল রাজারাই মিলিত হইয়াছিলেন খোমান ঐ সকল সৈন্যসহকারে মুসলমানদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন এবং কথিত আছে যে ইহাতে চতুর্বিং-

শতিবার যুদ্ধ হইয়াছিল। এই অদ্ভুতকর্ম্মদ্বারা তাঁহার খ্যাতি শত্রু এবং মিত্রের মধ্যে ব্যাপ্ত হইল এবং তাহাতেই বহুকালা-বধি মুসলমানদিগের সহিত শেষ যুদ্ধে তাঁহার দেশস্থ ব্যক্তিদিগকে উৎসাহী করিল। কথিত আছে তিনি ব্রাহ্মণদিগের প্রবৃত্তানুসারে স্বীয় সুত যোগরাজকে রাজত্ব দিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহা পুনঃ প্রার্থনা করাতে ব্রাহ্মণদিগকে স্বীয়মতে কৃতঘ্ন জানিয়া তন্মধ্যে অনেকের প্রাণদণ্ড করিলেন এবং তদ্বংশের মূলোৎপাটনে সচেষ্ট হইলেন তৎপরে প্রধান কর্ম্মকারিরা তৎপুত্রকে উক্ত হত্যার প্র-তি হিংসারূপে পিতৃহত্যা করাইল॥

তৎকালাবধি সার্দ্ধ শত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেনাই। তৎকালের অপূর্ণ এবং অসুখজনক হিন্দু-ইতিহাস আছে এবং ইতিহাসে বর্ণনাযোগ্য এক আবিশ্যক ঘট-না বর্ণিত আছে তাহা তৎকালজাত ঘটনার মধ্যে অল্প বোধ হই-লেও তাহাতে গুরুতর ফল আছে। এক নূতন রাজবংশ্য হিন্দুদিগের আদিধর্ম্মস্থান কান্যকুব্জ রাজ্যকে পুনঃ সুখ্যাত করিলেন এবং মহৈশ্বর্য্যে শোভিত করিলেন। নয় শত বৎসর গত হইল গজাননস্থ মহম্মুদের আক্রমণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তৎকালে বঙ্গদেশাধিপতি বৈদ্য জাতীয় আদিশূর নদিয়ার রাজসভায় ব্রাহ্মণদিগের মূর্খতায় বিরত হইয়া কান্যকুব্জের রাজা বীরসিং-হ দেবকে ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কতক গুলি ব্রাহ্মণকে পাঠাইতে নিবেদন করিলেন। ঐ রাজা পঞ্চজন ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিলেন আদিদেশজ ভিন্ন আধুনিক বঙ্গদেশস্থ ব্রাহ্মণেরা তদ্বংশজ কহেন তাবৎ বঙ্গদেশের কায়স্থরা আপনাদিকে উক্ত ব্রাহ্মণদি-গের এতদ্দেশাগমনে অনুযায়ী পঞ্চজন দাসহইতে উৎপন্ন কহেন॥

দ্বিতীয় খণ্ড।

যবনাধিকারের বৃত্তান্ত।

সপ্তমঅধ্যায়।

শামনিএন্ রাজ্যোপাখ্যান। গজানন রাজ্যের বৃদ্ধি, সবক্তুজীন নামক যবন রাজদ্বারা ভারতবর্ষের আক্রমণ। গজাননস্থ মহ-ম্মুদের বিবরণ। ভারতবর্ষের অবস্থা। মহম্মুদ কর্তৃক ভারতব-র্ষের বারম্বার আক্রমণ। স্থানেশ্বরের বিবরণ। কান্যকুব্জ। সোমনাথ শিব, মহম্মুদের মৃত্যু বৃত্তান্ত॥

মুসলমানদিগের ভারতবর্ষে যেসময়ে রাজ্য আরম্ভ হইয়াছিল তদ্বৃত্তান্ত এক্ষণে আমরা কহিব। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি যে ওয়ালিড্ ও হারা। আলরসিদ্ নামক যবনরাজাদিগের রাজ্য কালে মুসলমানেরা ভারতবর্ষকে আপনাদিগের রাজ্যে সম্বলিত করণজন্য গুরুতর চেষ্টা করাতে হিন্দুদিগদ্বারা দূরীকৃত হইয়াছিলেন তৎপরে প্রায় সার্দ্ধ শত বৎসরাবধি তাঁহারা আক্রমণ করিতে কোন চেষ্টা করেন নাই। পরন্তু নূতন এক যবন জাতীয় রাজারা সিন্ধুনদীর কিঞ্চিৎ অন্তরে এক রাজ্য স্থাপন করত ভারতবর্ষ জয়করিবার নিমিত্ত সবিশেষ উদ্যোগ করিয়াছিলেন॥

মাবরল নিয়র ও খোরাসান নামক অতি প্রশস্ত ও ধনশালী রাজ্য সমুদায় হিজিরা শালের অর্থাৎ মহম্মুদের মক্কা হইতে মদীনাতে পলায়ন কালাবধি গণিত হয় যে মুসলমানীয় শক তাহার প্রথমারম্ভ একশত বৎসরের মধ্যে মুসলমানকর্তৃক জিত হইয়া কালিফ্দিগের প্রতিনিধিদ্বারা একশত অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত শাসিত ছিল পরে ঐ পূর্ব্বোক্ত রাজবংশোদ্ভব অতি বিখ্যাত হারান আলরসিদের মৃত্যুর পর অতিশীঘ্র তাঁহাদের শক্তির হ্রাস হইতে লাগিল আর ঐ রাজারা মহম্মুদের উত্তরাধিকারিরূপ মান-দ্বারা তাঁহাদের অধিকারস্থ দূরদেশে প্রেরিত কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে রাজশাসন বিষয়ে স্বাধীন করিতে অক্ষম হইলেন। বাগ্দাদ্ নগর ও তন্নিকটস্থ দেশ ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশ সকল ক্রমেং কালিফ্-দিগের ঐশ্বর্য্যশালি সাম্রাজ্যের বহির্ভূত হইল। এই দুঃসময়ে যে সকল নায়েব শাসনকর্ত্তারা রাজা হইয়াছিলেন তন্মধ্যে হিজিরা ২৬৩ শালে এবং ইংরাজী ৮৬২ শালে মাবরল নিয়র ও খোরা-

সানের প্রতিনিধি ইসমেল সেমনি রাজচিহ্ন গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত দুইদেশের সহিত কাবুল আফগানস্থান কান্দাহার এবং জাবুলিস্থান প্রদেশ সকল সম্মিলন করিয়া এক বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ নবাবংশীয়দিগের রাজধানী বোখারা হইল ইতিহাস মধ্যে তাঁহারাই সামনিএন নামে বিখ্যাত। অতি ধার্ম্মিকরূপে ও সুখ্যাতিপূর্ব্বক নবতি বৎসর পর্য্যন্ত তদ্বংশজাত চারিজন রাজা রাজ্য করিয়াছিলেন তন্মধ্যে চতুর্থ রাজা এক অল্পবয়স্ক মনসর নামক কুমারকে রাজ্যাধিকারী রাখিয়া মরাতে ওম্রানদিগের মধ্যে ভিন্ন২ মত হইল কেহ২ মৃত রাজার পিতৃব্যকে রাজ্যাধিকারী করণজন্য অভিলাষী হইলেন পরে খোরাসানের শাসনকর্ত্তা আবিস্তাজী অথবা অলপ্তুজিনের নিকট এই প্রশ্ন প্রেরিত হইল তখন তাঁহার সভা গজাননে ছিল। তাহাতে আবিস্তাজী মৃতরাজার পিতৃব্যকে রাজাকরিতে স্বমত প্রকাশ করিলেন কিন্তু এই বার্ত্তা রাজধানীতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ভিন্ন২ মতযুক্ত ওম্রানেরা ঐক্য হইয়া মনসরকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিয়াছিলেন কিন্তু যুবরাজ তাঁহাকে রাজ্যাধিকারী করণে বোখারার শাসনকর্ত্তাকে বিপক্ষ জানিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন তথা ঐ আবিস্তাজীকে আপন রাজধানী বোখারায় আহ্বান করাতে ঐ শাসনকর্ত্তা স্বীয় সুহৃদ্বির প্রাখর্য্যহেতু তাহাদের হস্তে আপনাকে বিশ্বাস করণে আপদ জানিয়া তৎক্ষণাৎ স্বাধীন হইলেন তাহাতে মনসরের আপন সেনাপতিদিগকে তাহার সহিত যুদ্ধার্থে প্রেরণ করাতে তাহারা আবিস্তাজীদ্বারা দুইবার পরাজিত হইল। এইমতে আবিস্তাজী পূর্ণরূপে খোরাসানও জাবুলিস্থানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিয়া তাঁহার পুত্র আইজেককে রাজত্ব দিয়াছিলেন। তখন পর্য্যন্ত বোখারার রাজারা রাজবিদ্রোহিদিগকে অধীন করণাভিলাষ ত্যাগ করেন নাই। আইজেক সিংহাসনোপবিষ্ট হইবামাত্রেই সবক্তুজীন নামক তাঁহার অতি শক্তিমান্ সেনাপতির পরামর্শদ্বারা আপনার স্বাধীনতা বলদ্বারা মনসরকে স্বীকার করাইবার অভিপ্রায়ে মনসরের রাজ্য আক্রমণ করাতে সবক্তুজীন জয়ী হইয়া এক সন্ধি স্থির করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা খোরাসান রাজ্যস্বাধীন হইয়াছিল। তৎপরে আইজেক অতি সুখজনক বিষয়ে মগ্ন থাকিয়া শীঘ্র মারা-

পড়িলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেই সৈন্যরা তাহাদের প্রিয় সেনাপতি সবক্তুজীনকে গজাননের রাজা করিলেন। এই রাজাই পারস্য দেশীয় মহাখ্যাত্যাপন্ন সেসেনাইডস নামে খ্যাত রাজবংশ জাত ছিলেন। পরে মুসলমানেরা ঐ রাজ্যে আসিয়া তাহাহইতে উক্ত বংশীয় শেষ রাজা যেজ্ডার্ডকে দূরীকরণ পূর্ব্বক সেই রাজ্য স্বরাজ্যে সংলগ্ন করিল। ঐ যেজার্ড রাজবংশোদ্ভব হইয়াও এমত দরিদ্র হইলেন যে বাল্যাবস্থায় অলপ্তুজীনের নিকট বিক্রীত হইয়াছিলেন। অলপ্তুজীন ঐ বালকের মহৎবুদ্ধির অঙ্কুর জানিতে পারিয়া ক্রমে ২ তাহাকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তৎপরে ঐ যেজাড প্রজা সকলকে বশীভূত করিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসরে অর্থাৎ ইং রাজী ৯৭৭ শালে তিনি ভারতবর্ষে এক প্রস্তুত সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন তৎকালে গজ্জানন রাজ্যের নিকটস্থ লাহোর রাজ্যে জয়পাল রাজা ছিলেন। আলমনসুরের রাজাসময়ে মুসলমানেরা সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে পর লাহোরস্থ রাজারা সিন্ধু নদীর পশ্চিমাংশে স্থিত সাহসী পর্ব্বতীয় আফগান নামক জাতীয়দের সহিত দৃঢ় সংন্ধি করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ দৃঢ়রূপ অবরোধ হইয়াছিল ফেরিস্তা কহেন যে ঐ সময়াবধি মুসলমানদিগের ভারতবর্ষে আগমনের মুল্তান ব্যতীত অন্য কোন পথ ছিল না। আফগানেরা হিন্দুদিগের সহিত যে সন্ধি রাখিয়াছিল সবক্তুজীন তৎসন্ধি ভগ্ন করিয়া উহাদিগকে বলদ্বারা আপন পক্ষে রাখিলেন। এই রূপে সিন্ধু নদীর অন্যতীরস্থ ভারতবর্ষের অবরোধ নষ্ট হইলে নূতন ২ আক্রামকেরা লাহোর ও মুলতান রাজ্য অতি সুগমে অধিকার করিলেন। সবক্তুজীন ভারতবর্ষে প্রথম আক্রমণেই বহু দুর্গ অধিকার করিলেন ও অনেক২ দ্রব্য লুট করিয়া আপন রাজধানীতে আসিলেন। জয়পাল ভাবি আক্রমণ পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়া বহু সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক সিন্ধু নদী উত্তীর্ণ হইয়া মুসলমানদিগের রাজ্য আক্রমণ করাতে তাঁহার অভিপ্রায়ের বিপরীত ঘটিল অর্থাৎ পরাজিত হইয়া প্রতিবৎসর রাজস্বস্বরূপে মুদ্রা ও হস্তী প্রদানে স্বীকার করিলেন কিন্তু এককালে সমুদায় টাকা দিতে অ-

প্যারক হওয়াতে লাহোরে দিবার জন্য বিপক্ষ দলের সৈন্য সমস্তি-ব্যাহারে লইতে প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সবক্তুজীন সসৈন্যে আপন রাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছেন এই কথা জয়পাল স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া শুনিবামাত্রেই স্বীকৃত করদানে অস্বীকার করিলেন। তাঁহার দরবারে অর্থাৎ সভাতে বামভাগে ক্ষত্রিয় জাতীয় সৈন্যাধ্যরা ও দক্ষিণে ব্রাহ্মণেরা দণ্ডায়মান থাকিতেন। তিনি ঐ নূতন অংশকারী শত্রুর সহিত রণে যে ক্লেশ পাইয়াছেন তাহা ক্ষত্রিয়েরা তাঁহার স্মরণ করাইল এবং বিনতিপূর্ব্বক কহিল যে আপনি টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন ইহা যেন স্মরণে থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা দৃঢ়তা পূর্ব্বক কহিলেন যে গজাননের রাজাহইতে কিভয়আছে অতএব বৃথা করদানে প্রয়োজন নাই। অতি দুঃসময়ে তিনি ব্রাহ্মণদিগের মন্ত্রণা শ্রবণ করণ পূর্ব্বক সবক্তুজীনদ্বারা কারাগৃহে প্রেরিত সৈন্যদিগকে কারাগারে বদ্ধ রাখিলেন। সবক্তুজীন এই প্রতারণা শুনিবামাত্রেই সসৈন্যে জয়পালের রাজ্যোপরি স্রোততুল্য আইলেন তাহাতে জয়পাল তাঁহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ নিন্দিত কর্ম্ম জন্য আগত শত্রুর আক্রমণ নিবারণার্থে উত্তরদেশস্থ প্রধান২ হিন্দু রাজাদিগের সাহায্য প্রাপ্তি বিষয়ে সুসিদ্ধ হইলেন দিল্লীও আজমীর ও কালঞ্জর এবং কান্যকুব্জস্থ ভূপালেরা একলক্ষ সৈন্য সাহিত্যে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া লম্ঘানের সীমায় উভয় সৈন্য মুখামুখি করিলেম। হিন্দুরা অনায়াসেই পরাভূত হইলেন ও শত্রুরা নীলব নদীর তটাবধি তাহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিল। সেকালে হিন্দুরা সিন্ধুনদী পার হইতে কোন পাপ মনে না করিয়া ঐ নদী পারে ঐ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সবক্তুজীনের বিংশতি বৎসর রাজ্য করণ কাল মধ্যে হিন্দুদিগের সহিত যাবদীয় রণ হইয়াছিল তন্মধ্যে এই যুদ্ধ শেষ হইল। ইংরাজী৯৯৭ শালে তিনি মরিলে পর প্রথমে ইস্মেল্ নামক তৎপুত্র উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন এই ইস্মেল্ কিয়ৎ মাসান্তে মহাখ্যাতাপন্ন গজাননের মহম্মদ নামক তাঁহার ভ্রাতার অধীন হইয়াছিলেন।।

এই রাজা হিন্দুদিগের রাজ নিয়মের প্রতি যে সাংঘাতিক আঘাত করিয়াছিলেন তাহার বিষয় কহিবার পূর্ব্বে তৎকালীন ভারতবর্ষের অবস্থা সংক্ষেপরূপে বর্ণনা করিতে হয়। নর্ম্মদা নদীর উত্তরস্থ

দেশ নীচে লিখিত রাজাদিগের মধ্যে বিভক্ত ছিল। দিল্লী তুয়ার বংশীয় রাজাদিগের অধিকারে ছিল রাথুর ইতিহাস মতে রাথুরেরাই কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন কিন্তু যুক্তিদ্বারা বোধ হয় ঐ রাজ্যে কোড়ারা রাজা ছিল। মিয়ররাজ্যে ঝিলোটদিগের অধিকার ছিল আর গুজরাট সোলান্‌কিশ্‌ দিগের অধিকারে ছিল। পূর্ব্ব কথিত যে কোন এক রাজাকে অধীন রাজারা প্রভু স্বীকার করিতেন। দিল্লী ও কান্যকুব্জ রাজ্যের সীমা কালীনদী ছিল। সিন্ধুনদীর পশ্চিমাবধি যাবদীয় দেশে দিল্লীশ্বরের প্রাধান্য ছিল এবং দিল্লীর ভূপতির প্রজাবর্গের মধ্যে এক শত অষ্টজন প্রধান ভৃত্য ছিল তন্মধ্যে অনেকেই নাম মাত্র রাজা ছিলেন। কান্যকুব্জের উত্তরসীমা হিমালয় শ্রেণী, পূর্ব্বসীমা বারাণসী ও পশ্চিম সীমা বন্দেলখণ্ড ও দক্ষিণ সীমা মিয়র দেশ ছিল। ঐ মিয়রের উত্তর সীমায় আরাবেলি পর্ব্বত ও দক্ষিণে ধরদেশীয় কান্যকুব্জের অধীন প্রমরা রাজ্য এবং পশ্চিমে গুজরাট রাজ্যে মিলিত ছিল। ঐ গুজরাটের পশ্চিম সীমা সিন্ধুনদী দক্ষিণে মহাসমুদ্র উত্তরে বালুকাময় ভূমি। বৈদ্য জাতিরা বঙ্গদেশে রাজা ছিলেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণসীমার প্রান্তভাগে বহুকালাবধি মাদুরার রাজারা স্বাধীন ছিলেন কিন্তু কালক্রমে তানজুরের রাজাদিগের শক্তি বিস্তার হইলে উক্ত রাজারা হীনবল হইয়াছিলেন। প্রমাণ দ্বারা বোধ হয় যে ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলের পশ্চিম দেশ সকল যাদব রাজাদিগের অধিকারে ছিল ঐ যাদবেরা রাখাল জাতীয় ছিলেন। ঐ রাজ্যের উত্তরে খন্দেশ প্রদেশ সোলান্‌কী রাজাদিগের অধিকারে ছিল। মহম্মুদের ঘোর আক্রমণ কালে ভারতবর্ষীয় রাজারা স্ব ২ প্রধান হইয়া তদ্দেশকে বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহারা স্বীয় মতের ভিন্নতা হওয়াতে তদাক্রমণে বাধা দিতে অশক্ত হইয়াছিলেন।

মুসলমান জাতীয় মধ্যে গজানবস্থ মহম্মুদই প্রথমে ভারতবর্ষে চির রাজ্য স্থাপন করেন এবং তিনি যখন পিতৃ মরণান্তে সিংহাসনে উত্তরাধিকারী হন তখন ত্রিংশদ্বর্ষবয়স্ক ছিলেন। তিনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া চারি বৎসর পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্যে নিয়ম স্থির ও সমুদায় রাজবিদ্রোহিদিগকে দমন করিয়াছিলেন।

ইংরাজি ১০০১ শালে তিনি হিন্দুদিগের সহিত ধর্ম্ম যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দ্বাদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। আগষ্ট মাসে তিনি দশ সহস্র সৈন্য সাহিত্যে গজানন হইতে আসিয়া পিতৃ শত্রু পেসোয়ারের রাজা জয়পালের সহিত যুদ্ধ করাতে হিন্দু সৈন্যরা পরাজিত হইল এবং জয়পাল ও তাঁহার হস্তগত হইলেন। দ্বিতীয় বার এতদ্রূপ পরাস্ত হইলে স্বীয় পুত্র আনন্দপালকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া চিতারোহণ পূর্ব্বক পঞ্চভৌতিক শরীরের পরিত্যাগ দ্বারা ক্লেশের অন্ত পাইলেন। মহম্মুদ সিন্ধুনদীর পশ্চিম প্রদেশে মুসলমান শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন এবং আনন্দপালকে করাধীন করিলেন। তৎপরেই আনন্দ পালের অধীন রাজারা লাহোরের উক্ত নূতন রাজাকে কর প্রদানে অস্বীকার করিলেন বোধ হয় তাঁহারা আনন্দপাল দ্বারাই উক্ত বিষয়ে সাহস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতি বিখ্যাত উক্ত পরামর্শি রাজাদিগের মধ্যে ভুটনিয়ের রাজাও গণ্য ছিলেন মহম্মুদ তদ্বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিকেনীর অরণ্যের উত্তর প্রান্তভাগে ভুটনিয়ের রাজার দুর্গ স্থাপিত ছিল তিন দিবস বেষ্টনের পরে তদ্দুর্গ অধিকৃত হইল এবং তদ্দেশীয় রাজা জয়কর্ত্তার হস্ত হইতে মোচনেচ্ছায় হইল স্বীয় খড়্গ দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিলেন। ইংরাজী ১০০৫ (এক সহস্র পঞ্চম) শালে আনন্দ পালের পরামর্শ দ্বারা মুলতানের শাসনকর্ত্তা দাউদ মহম্মুদের অধীনতা ত্যাগ করাতে মহম্মুদ ঐ রাজবিদ্রোহে প্রবৃত্তি দায়কের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে অধীন করাতে দাউদও অধীনতা স্বীকার করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিক কর দানে প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরাজী ১০০৮ (এক সহস্র অষ্টম) শালে মহম্মুদ দাউদের বিষয়ে কুপরামর্শ জন্য আনন্দপালকে দণ্ড করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া চতুর্থবার হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন। আনন্দপাল পূর্ব্বেই উক্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া নিকটবর্ত্তি হিন্দু রাজাদিগের নিকট এতাদৃশ সম্বাদ পাঠাইলেন যে ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান দিগকে দূরী করণে সকলে ঐক্য হওয়া উচিত। উজ্জয়িনী ও গোয়ালিয়া ও কালঞ্জর ও কান্যকুব্জ ও দিল্লী এবং আজমিরের ভূপালেরা স্ব২ সৈন্য একত্র করণ পুরঃসর আনন্দপালের সাহায্যার্থে আগ-

গমন করিলেন। হিন্দুরা মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধার্থে কদাপি এবম্প্রকার সৈন্য সংগ্রহ করেন নাই। কথিত আছে যে বনিতারাও আপন২ অঙ্গের আভরণ বিক্রয় করিয়া তদ্যুদ্ধের সাহায্য করিয়াছিলেন। হিন্দু সৈন্যরা সিন্ধুনদীর সম্মুখে আসিয়া পেশওয়ারে শিবির স্থাপন করিল ঐ স্থলে মুসলমানেরাও অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে উভয় সৈন্যই চত্বারিংশৎ দিবসাবধি মুখামুখি রহিল। অবশেষে মহম্মদ এক প্রস্তুত ধানুষ্ক সৈন্য লইয়া আক্রমণ করিলেন কিন্তু গোক্কর জাতীয় এক দল সৈন্য নগ্নকায়া তাহাদিগকে দূরীকৃত করিল ঐ গোক্কর জাতীয়রা বিহত ও সিন্ধুনদীর মধ্যস্থলে বসতি করিত এবং তাহাদিগকেই আধুনিক জাতবংশের পূর্ব্বপুরুষ কহা যায় ঐ যুদ্ধে পঞ্চ সহস্র মুসলমান হত হয় এবং তদ্দিবসীয় যুদ্ধের জয়ে সন্দেহ ছিল কিন্তু হিন্দু সেনাপতি আনন্দপালের হস্তী ভীত হইয়া পলায়ন করাতে গোলযোগ হইল তাহাতে হিন্দুরা নানা স্থানী হইল এবং তন্মধ্যে বিংশতি সহস্র মনুষ্য রণশায়ী হইয়াছিল॥

তৎপরবৎসরে মহম্মদ স্বমতাবলম্বী করণরূপ যুদ্ধার্থে পঞ্চম বার ভারতবর্ষে আগমন করিলেন তিনি অতিবিখ্যাত জ্বালামুখী অর্থাৎ আগ্নেয় পর্ব্বতের অন্তঃপাতি নাগোরকোট প্রদেশে ভীম নামক দুর্গের প্রতি জয়াভিলাষে গমন করিলেন ঐ স্থল প্রচুর ধন ও শক্তির জন্য খ্যাতছিল। ভারতবর্ষের ভূপতিরা ঐ দুর্গের অজেয়তায় দৃঢ়রূপ বিশ্বাসে আপনাদিগের সকল সম্পত্তি তথায় সঞ্চয় করিয়াছিলেন। মহম্মদ অনায়াসেই তদ্দুর্গ জয় করিলেন এবং লুটের অসংখ্য সম্পত্তি লইয়া গজনিতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তথায় এক মেলা করিয়া আপন প্রজাবর্গকে ভারতবর্ষের লুটের সম্পত্তি দেখাইলেন॥

ইংরাজী১০১১ (এক সহস্র একাদশ) শালে মহম্মদ শুনিলেন মুসলমানেরা যদ্রূপ মক্কাকে মান্যকরে তদ্রূপ ভারতবর্ষের তীর্থস্থান অতি প্রাচীন ধনাঢ্য স্থানেশ্বরকে হিন্দুরা মান্যকরেন তিনি ঐস্থলকে লুটকরিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। মহম্মদ আনন্দপালের সন্ধির নিয়মানুসারে আপন সৈন্যদিগকে পথদিতে কহিলেন এবং কথিত আছে যে আনন্দপাল তাঁহাকে ও তাঁহার সৈন্যদিগকে ভোজ্যদ্রব্যাদিদ্বারা সন্তুষ্টকরিয়াছিলেন। আনন্দপাল

নিজ ভ্রাতাকে প্রতিনিধিরূপে মহম্মুদের নিকটে এই কথা বলি-তে পাঠাইলেন যে স্থানেশ্বর হিন্দুদিগের দেবস্বরূপে গণনীয় আছে যদ্যপি মহম্মুদের স্বধর্ম্মানুসারে হিন্দুধর্ম্ম আক্রমণকরা কর্ত্তব্য তাহা নাগরকোট ভ্রষ্টকরাতেই সম্পূর্ণ করিয়াছেন এবং এইক্ষণে যদ্যপি মহম্মুদ স্থানেশ্বর আক্রমণ না করেন তবে আমি ঐ স্থানেশ্বরের বার্ষিক রাজস্ব আপন ইচ্ছায় প্রদান করিব মহম্মুদ যেরূপ সাহসদ্বারা উৎসাহী হইয়াছিলেন তাহা আনন্দ-পালের প্রতি উত্তর করণে প্রকাশ পাইল। মহম্মুদ উত্তর করি-লেন যে মুসলমানদিগের যথার্থ ধর্ম্ম প্রমাণে যতই দেবপূজক-দিগকে তন্মতাবলম্বী করিবেন ততই মহম্মুদের খ্যাতিবিস্তার ও তন্মতাবলম্বিদিগের স্বর্গ হইবে। আরোকহিলেন যে ভারতব-র্ষহইতে বিগ্রহ পূজার সমূলোৎপাটন করিতে ঈশ্বরীয় সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি তবে কি প্রকারে আমি স্থানেশ্বর ত্যাগকরিব। এই উত্তর দ্বারা হিন্দুরা জানিলেন যে মুসলমান হইতে বৃথা আশাকরা মাত্র। দিল্লীর রাজা হিন্দুস্থানস্থ সকল ভূপালদিগকে দূতদ্বারা বিজ্ঞাপন করিলেন যে তাঁহারা সকলে সসৈন্যে আসিয়া ঐ সর্ব্ব সাধারণের দেবালয় রক্ষা করেন, পরে ঐ ভূপালেরা তাঁহার সাহা-য্যার্থে না আসিতে২ মুসলমানেরা আগমন করিয়া ঐ দেবালয় লুট করিল এবং দেবপ্রতিমা সকল ভগ্ন করিল কিন্তু তন্মধ্যে অতি প্রধান প্রতিমা সকল মুসলমানদিগের পদতলে দলন করণ জন্য গজনিনে প্রেরণ করিলেন। এবং যুদ্ধে ধৃত দুই লক্ষ হিন্দুরা দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া গজনিনে প্রেরিত হইল আর অসংখ্য দাস দ্বারা গজনিন হিন্দু নগরের তুল্য দৃশ্য হইয়াছিল ।।

স্থানেশ্বর লুট করণের পর কয়েক বৎসরাবধি ভারতবর্ষে যুদ্ধাদি হয় নাই কিন্তু ১০১৭ শালে এক লক্ষ পদাতিক ও বিংশতি সহস্র অশ্বারূঢ় আর লুট করণাভিপ্রায়ে তদ্দলাক্রান্ত লোভী বিংশতি সহস্র ধর্ম্মযোদ্ধার সহিত মহম্মুদ হিন্দুস্থানে পুনরাগমন করিলেন। বোধ হয় যে তিনি প্রথমে মিরট নগর আক্রমণ করিলেন কিন্তু তদ্দেশীয়রা অধিক অর্থ প্রদান করাতে ঐ দেশ লুট হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। তিনি সে স্থল হইতে মহাবনে গমন করিলেন ঐ মহাবন বৃন্দাবনের রাজার রাজধানী ছিল ঐ রাজা পরাজিত হইয়া

স্বীয় বনিতা সমভিব্যাহারে পলায়নপরায়ণকালে শত্রুরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইল তদ্দৃষ্টে আপন রক্ষার কোন উপায় না পাইয়া-স্ত্রীকে কলঙ্কহইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে প্রথমে খড়্গদ্বারা স্বস্ত্রীর বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিলেন তৎপরে তদ্দ্বারা আপনিও হত হইলেন। তদনন্তর মুসলমানসৈন্যেরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থল মথুরাতে আগমন করিল। ঐ নগর মন্দিরদ্বারা শোভিত ছিল এবং দেবালয় সকল নানাবিধ রত্নদ্বারা খচিত ছিল, মহম্মুদ খড়্গহস্তে ঐ নগরে প্রবেশ করণপূর্ব্বক দেবপ্রতিমা সকল নষ্ট করিলেন আর তন্মধ্যে বহুমূল্য ধাতুনির্ম্মিত প্রতিমা গলাইলেন। দৃঢ়রূপে নির্ম্মাণ অথবা অত্যুত্তমসৌন্দর্য্যহেতু অত্যল্প মন্দির রক্ষা হইয়াছিল। মহম্মুদ ঐ নগরহইতে গজানের শাসনকর্ত্তাকে এক লিপিতে লিখিয়াছিলেন যে ভক্তব্যক্তির ধর্ম্মবিষয়ে যেমত দৃঢ় বোধ হয় এই নগরে তদ্রূপ দৃঢ় অট্টালিকা এক সহস্র আছে তন্মধ্যে অনেকেই সংমরমর প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অসংখ্য মন্দির আছে আর এই নগরের বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় যে সহস্র২ ডিনর মুদ্রা ব্যয়ব্যতীত এতদ্রূপ নগর নির্ম্মিত হয় নাই। ও দুই শত বৎসরের ন্যূনকালে এমত নগর নির্ম্মাণ করা দুষ্কর মহম্মদ মথুরার ধন ও সৌন্দর্য্য বিষয়ের প্রথমাবস্থার প্রমাণ করিয়াছেন তাহা ইতিহাসে লেখা অত্যাবশ্যক। এই নগরের লুটের দ্রব্যমধ্যে পদ্মরাগ মণিনির্ম্মিতনয়নবিশিষ্টা স্বর্ণের পাঁচটী প্রতিমা পাইয়াছিলেন ও অন্য এক প্রতিমার শরীরে তিনি এক বহুমূল্য নীলকান্তমণি পাইলেন এবং একশত উষ্ট্রের ভার পরিমাণে রৌপ্যময়ী একশত প্রতিমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥

মহম্মদ যড়্‌বিংশতি দিবসাবধি মথুরায় থাকিয়া তথাকার অসহ্য ক্ষতি করণানন্তর পরে কান্যকুব্জে গমন করিলেন। যবন ইতিহাসবেত্তারা কহেন যে সেই স্থানে মহম্মুদ এমত এক নগর দেখিলেন যে তাহার অগ্রভাগ গগনস্পর্শি ছিল ঐ নগর বিংশতি শত বৎসরের অধিক পর্য্যন্তও হিন্দু রাজধানী ছিল এবং ঐ নগরের সীমা পঞ্চদশ ক্রোশাবধি ছিল আর তাহার ঐশ্বর্য্যের বিবরণ বিশ্বাসের যোগ্য নহে। ঐ রাজ্যের রাজাদিগের এতাবৎ সৈন্য ছিল যে তাঁহাদিগের সৈন্যের গমনকালে পশ্চাদ্ভাগের সৈন্যেরা তাম্বুহইতে নির্গত না

হইতেই অগ্রভাগের সৈন্যরা রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইত। কথিত আছে যে তাঁহাদিগের যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত অশীতিসহস্র সৈন্য ছিল এবং বর্ম্মাবৃত ত্রিংশত সহস্র অশ্বারূঢ় ছিল আর তিন লক্ষ পদাতিক ও দুই লক্ষ ধনুর্দ্ধারী ও যুদ্ধকুঠারধারী ও তদ্ব্যতীত গজারোহির এক বৃহৎ দল ছিল। ঐ নগরের ঐশ্বর্য্যশালিত্ব পশ্চাদ্বর্ত্তী বর্ণনাদ্বারা বোধ হইতেছে তাহাতে ত্রিংশত সহস্র তাম্বুলীর আপণ ও ষষ্টি সহস্র বাদ্যকর ছিল। ঐ মহানগরে কোয়ারারায় ভূপতি ছিলেন তিনি আপনাকে প্রধান ও মহত জ্ঞান করিতেন কিন্তু তিন মহানগরের পতনদৃষ্টে তিনিও অধীন হইবার বাঞ্ছায় আপন স্ত্রী ও পুত্রসমভিব্যাহারে মহম্মুদের শিবিরে গমন করিয়া নম্রতাপূর্ব্বক কৃপা প্রার্থনা করিলেন তাহাতে মহম্মুদ ক্ষমা করিলেন ঐ রাজধানীতে মহম্মুদ তিন দিবস থাকিয়া তৎপরে যুদ্ধেধৃত এমত অধিক হিন্দুদিগকে লইয়া গজাননে প্রত্যাগমন করিলেন সে দুই টাকার ন্যূনেও হিন্দুভৃত্যক্রয়করিতে পাওয়া যাইত তাঁহার এই যুদ্ধের লুটের দ্রব্যের মূল্য পঞ্চাশত্ লক্ষ মুদ্রাহইয়াছিল কিন্তু প্রমাণদ্বারা বোধ হয় যে তদপেক্ষায় অধিকমূল্য দ্রব্য পাইয়াছিলেন যেহেতু আমরা তৎকালীন মুদ্রার মূল্য অবগত নহি। ইহা লেখা উচিত যে আমরা যে ফেরস্তার মত সর্ব্বদা মান্য করি তন্মতে মথুরাও মিরট আক্রমণ হইবার অগ্রেই এই নগর আক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু প্রমাণদ্বারা বোধ হয় যে মহম্মুদের পথিমধ্যে উক্ত দুই নগর থাকাতে কান্যকুব্জ আক্রমণ করিবার অগ্রেই ঐ দুই নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তদ্দৃষ্টে কান্যকুব্জের ভূপালেরা সহজেই অধীনতা স্বীকার করিলেন। ফেরিস্তা উত্তম ভূগলবেত্তা ছিলেন না একারণ আমরা অতি সহজে অনুভব করি যে অন্য ২ দুই নগর আক্রমণের পূর্ব্বে কান্যকুব্জের আক্রমণ লেখাতে তাঁহার ভ্রম হইয়াছে কিন্তু তাঁহার সাধারণ মতের যথার্থতা বিষয়ে তাঁহা দোষার্পণ করিনা॥

ভারতবর্ষস্থ নগরের শোভা দৃষ্টে মহম্মুদ আনন্দে মগ্ন হইয়া গজাননে প্রত্যাগমন পুরঃসর স্বীয় রাজধানী শোভিত করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তিনি সুন্দরপ্রস্তরদ্বারা এক মসজিদ নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করিলেন তদ্দৃষ্টে সকলেই চমৎকৃত হইলেন আর ঐ নগরসমীপে

স্বভাবতআশ্চর্য্যদ্রব্যালয় এবং নানাবিধ ভাষায় রচিত পুস্তকে পূরিত এক পুস্তকাগার স্থাপন করিলেন আর হিন্দুদিগের অট্টালিকারসৌন্দর্য্য দৃষ্টে গৃহাদি নির্ম্মাণবিদ্যাবিষয়ে তিনিও রত হইলেন আরো যেসকল রাজধানী তিনি জয় করিয়াছিলেন তদপেক্ষায় আপন রাজধানী উত্তম করিতে অভিলাষী হইলেন। তদ্দৃষ্টে তাঁহার রাজ্যের কুলীনেরা পরস্পর স্বীয় অট্টালিকা শোভিত করিতে সচেষ্ট হইলেন. তৎপূর্ব্বে ঐ নগর অতি বিশ্রী ছিল এইক্ষণে আসিয়ার অন্য ২ নগরাপেক্ষায় গজানিন অত্যৈশ্বর্য্যশালী হইল এবং নানাবিধ উত্তমোত্তম স্বাভাবিক ও আলঙ্কারিক পুষ্পদ্বারা ভূষিত হইল ।।

মহম্মুদের রাজত্বের শেষকালীন কতিপয় বৎসরের বিবরণ ত্যাগ করিলাম কারণ তৎকালেও ঐরূপ বহুযুদ্ধাদি হইয়াছিল তন্মধ্যে কানাকুজ্জের ভূপতি মহম্মুদের অধীনতাস্বীকার করাতে কালঞ্জরাধিপতিদ্বারা হত হইলেন অতএব মহম্মুদ ঐ কালঞ্জরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে আমরা একেবারে সর্ব্বাপেক্ষায় মহম্মুদের মহাবিখ্যাত যে শেষ যুদ্ধ তাহা বর্ণনা করি। ইংরাজী ১০২৪ শালে গজানিনহইতে ৩০০০০ (ত্রিংশত্ সহস্র) অশ্বারূঢ় আর অনেক যুদ্ধেচ্ছুক সৈন্যের সহিত গুজরাট রাজ্যে ডিউনগরে সোমনাথ আক্রমণ করিতে গমন করিয়া এক মাসের মধ্যে মুলতানে উপস্থিত হইলেন তৎপরে বিংশতি সহস্র উষ্ট্র সাহিত্যে বালুকাময় ভূমি পার হইয়া পথিমধ্যে আজমীর অধিকার করিয়া লুট করিলেন অবশেষে সোমনাথের নিকট আসিয়া অন্তরীপমধ্যে তিনদিগে সমুদ্রবেষ্টিত এক দুর্গ দেখিলেন ঐ দুর্গের প্রাচীরের উপরে বহুসংখ্যক সৈন্য ছিল। মহম্মুদ সেখানে গতমাত্রেই হিন্দুরা দূতদ্বারা অবগত হইলেন যে মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে বহুদুঃখ দিয়াছে অতএব উহাদিগকে একাঘাতে মারিবার জন্য পরমেশ্বর এস্থানে তাহাদিকে আনয়ন করিয়াছেন। অতিবিশ্বাসযোগ্য বিবরণে লিখিত আছে যে এইস্থলে মহাদেবের এক অনাদি লিঙ্গ ছিল বোধ হয় যে যৎকালে শিবার্চ্চনার প্রবলতা হইয়াছিল তৎকালেই ভারতবর্ষের অনেকাংশে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছিল পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মহাকালনামক অন্য এক শিব-

রাজ উজ্জয়িনীতে স্থাপিত ছিলেন। এই সোমনাথের শিব স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া পূজিত হইতেন॥

মুসলমানেরা ঐ সোমনাথ অনায়াসে যজ করিতে পারেন নাই ঐ স্থলরক্ষকেরা অতি কঠিনরূপে যুদ্ধকরিল এবং নিকটস্থ ভূপালেরা স্বং সৈন্য একত্র করিয়া প্রাচীরের নীচে শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু মহম্মদ শেষে জয়ী হইলেন। ঐ সাহায্যকারক রাজারা পরাজিত হইলেন এবং পঞ্চসহস্র সৈন্যের থানা পতিত হইলে মন্দিরের ব্রাহ্মণেরা রক্ষায় নিরাশ হইয়া নগরহইতে নৌকারোহণপূর্ব্বক সমীপস্থ এক উপদ্বীপে পলায়নপরায়ণ হইলেন। মহম্মদ সোমনাথনগরে প্রবেশ করিয়া মন্দিরের সম্মুখে এক অতি বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকা দেখিলেন তন্মধ্যে ষট্‌পঞ্চাশত্‌ স্তম্ভোপরি স্থাপিত এক মন্দিরের মধ্যে উচ্চে প্রায় একাদশ হস্ত ও তলে চারিহস্ত পরিমিত এক সোমনাথের মূর্ত্তি ছিল এবং তদুপরি এক চন্দ্রাতপ বিস্তৃত ছিল আর ঐ মন্দিরের ছাত ছয়টা রত্নময়প্রস্তরে খচিত স্তম্ভোপরি স্থাপিত ছিল ঐ সোমনাথের মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া মুসলমানদিগের জয়চিহ্নস্বরূপ ঐ সকল খণ্ড গজানেনে বৃহৎ মসজিদের সম্মুখে নিঃক্ষেপ করিতে আজ্ঞা করিলেন আর২ খণ্ড মক্কা ও মদীনাতে পাঠাইলেন। এই বিষয়ে এক জনশ্রুতি আছে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যে মহম্মদ যৎকালে ঐ প্রতিমা চূর্ণ করিতে আজ্ঞা করিলেন তখন ব্রাহ্মণেরা মহম্মদের ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন এবং ঐ মূর্ত্তিরক্ষার্থে অনেক মুদ্রা দিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু মহম্মদ তাঁহাদের প্রার্থনা নাশুনিয়া ঐ মূর্ত্তিকে নষ্ট করিতে আজ্ঞা দিলেন আর ব্রাহ্মণেরা যত টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন তদপেক্ষাও অধিক ধন ঐ প্রতিমার মধ্যে পাইলেন॥

ভারতবর্ষমধ্যে সোমনাথ অতিধনাঢ্য ও প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ছিল আমরা শ্রুত আছি যে একবার গ্রহণকালে তথায় দুই তিন লক্ষ যাত্রিরা একত্র হইয়াছিল আর সেই প্রতিমাপূজার নিমিত্তে দুই সহস্র গ্রামের কর নিরূপিত ছিল এবং পঞ্চশত ক্রোশান্তহইতে গঙ্গাজল আনিয়া প্রত্যহ ঐ প্রতিমার স্নান করাইত আর দুই সহস্র ব্রাহ্মণ উহার যাজনাকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন এবং পঞ্চশত

নর্ত্তকী নিযুক্ত ছিল ও তিনশত জন বাদ্যকর আর উদাসীনদিগের ক্ষৌর করিবার নিমিত্তে তিনশত নাপিত নিযুক্ত ছিল এক প্রদীপের আলোকেতে ঐ প্রতিমার তাবৎ গৃহময় আলোক হইত কারণ সেই প্রদীপের তেজ মন্দিরমধ্যবর্ত্তি রত্নময়প্রস্তরে পড়িলে তাহা সমুদায় মন্দিরে প্রতিবিম্বিত হইত। মহম্মদ ঐ স্থান লুটকরিয়া এতাদৃশ ধন প্রাপ্ত হইলেন যে তৎকালে কোন ভূপতির ধনাগারে তাদৃশ ধন ছিল না। কথিতআছে যে ঐ স্থানের উত্তমতা ও সৌন্দর্য্য দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়া তথায় স্বরাজ্যের রাজধানী করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান মন্ত্রিরা এই উক্তিদ্বারা বারণ করিলেন যে তাঁহার রাজ্যের পশ্চিমসীমাহইতে উক্তস্থল অধিক দূর হইবে আর সেইস্থলেই তাঁহার রাজ্যের আপদ আছে তাহাতে তিনি ঐ নগরহইতে গমন করিবার পূর্ব্বে দেবীসাল্‌মনামক একজনকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন কিন্তু সেনামের প্রকৃতার্থ পাওয়া যায়না। তিনি সিন্ধিয়াদিয়া গজানানে প্রত্যাগমন করিলেন তথাকার অরণ্যে তাঁহার সৈন্যেরা অতিক্লেশ পাইল। এই সকল ঘটনার পাঁচবৎসরপরে অর্থাৎ ইংরাজী১০৩০শালে এই মহাজয়ী ত্রিষষ্টি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তিকালে পরলোক গত হইলেন।।

তিনি ভারতবর্ষে যে প্রকার ক্লেশও হানি করিয়াছিলেন তৎপূর্ব্বে কোন জয়ী এতাদৃশ করেন নাই। ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশস্থ রাজকীয় কর্ম্মে অতি গোলযোগ হইয়াছিল ও তিনি প্রধান২ নগর লুট ও দগ্ধ করিয়াছিলেন আর উত্তম২ ক্ষেত্রে শস্যাদি হয় নাই এবং তথাকার দুর্ভাগ্যব্যক্তিমধ্যে সহস্র২ জনকে ধৃত করিয়া এক অপরিচিত দূরদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু মহম্মদ যে দেবপূজকদিগের জয় করিয়া তাহাদিগকে অতিশয় ক্লেশ দিয়াছিলেন তাহাতে বাগদাদের কালিফ তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য ও ধর্ম্ম রক্ষকরূপে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে আনুকূল্য করিতেন তাহা তাঁহার যেমত ধন ও শক্তি ছিল তদনুসারে হয় নাই। তিনি মধ্যম মনুষ্যাকৃত ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার শরীর বৃহৎ বা খর্ব্ব ছিলনা আর তাঁহার বদনে ক্ষুদ্র বসন্তের বহু চিহ্ন ছিল। তিনি তেজস্বিমধ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও অসত্যোভয়ী ছিলেন। চরিত্রে প্রতিহিংসক ও অকর্ম্মী ছিলেন।

এবং তিনি মহদ্ব্যক্তিসদৃশ মতিমান্ ছিলেন। তিনি এমত সাম্রাজ্যশাসন করিতে তৎকালোপযুক্ত পাত্র ছিলেন আর অর্থোপার্জনে প্রিয় ছিলেন কিন্তু ঐ অর্থের ব্যবহার জানিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে ভারতবর্ষহইতে প্রাপ্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য ও রত্নাদিসকল আপন সম্মুখে রাখিতে আজ্ঞাকরিলেন যে তদ্দৃষ্টে আপন নয়ন সফল করিবেন। সেই সকল বস্তুর উপরে স্থির দৃষ্টি করিয়া তিনি রোদনকরিতে লাগিলেন তিনি অতি শীঘ্র ঐ ধন ভোগ বর্জ্জিত হইবেন ইহা জানিয়াও কোন দরিদ্র অথবা উপযুক্ত পাত্রকে দানকরিলেন না। এবং তিনি তাহার পর দিবস নিজ যাবদীয় সৈন্য পদাতিক ও অশ্বারূঢ় আর গজারূঢ়দিগকে আপন সম্মুখে আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন তদনন্তর কিরূপে এমত শুভদৃষ্টি ত্যাগকরিবেন ইহা বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিলেন। সিন্ধুনদীর পূর্ব্ব তটস্থ দেশ ব্যতীত যে সকল দেশ তিনি পুনঃ২ উচ্ছিন্ন ও নষ্ট করিয়াছিলেন তাহাতে অধিক কাল বাসকরেন নাই কিন্তু উক্ত নদীর অন্যতীরের পর্ব্বতস্থিত রাজধানীহইতে উৎক্রোশ পক্ষির তুল্য হিন্দুস্থানের ধনাঢ্য প্রদেশে আগমন পুরঃসর বহুমূল্য দ্রব্য লুট করিতেন। তাঁহার পিতা সবক্তজীন গজানন ও কাবুল ও বাল্‌ক এবং কান্দাহারের কিয়ৎ প্রদেশ তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার জয়ের এমত শীঘ্রতা ও বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে ত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যে এক দিগে পারস্য মোকানা অবধি আরল্ নামক সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং অন্যদিগে কার্দিস্থানস্থ পর্ব্বত অবধি শতদ্রুনদী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি হইয়াছিল। এমত মহাপরাক্রমশালী ব্যক্তি সাম্রাজ্যাধিপতি হইয়াও আপনি দেবতা ভগ্নকারী নামে খ্যাত হইতে মনে অতি গৌরব মানিতেন॥

অষ্টম অধ্যায়।

মসুদের রাজ্যাভিষেক। সেলজুকদিগের ভারতবর্ষে দৌরাত্ম্য। তুগ্রল্‌বেগ। দেকানে শিবার্চ্চনার বৃদ্ধি। শ্রীচন্দ্রদেবকর্ত্তৃক কান্যকুব্জে রাথুর রাজ্য স্থাপন। মাদুদের সিংহাসনোপবিষ্ট হওন। হিন্দুদিগের পুনঃশক্তি প্রাপ্তি। ইব্রাহিম ও মুসাউদের রাজত্ব। ঘোরী বংশীয়দিগের বৃদ্ধি গজাননে মহমুদের বংশলোপ॥

মহমুদের মহম্মদ ও মাসুদ নামক দুই ঔরসজাত যমজ সন্তান ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ ধীর ও দয়াশীল এবং মৃদুস্বভাব হইয়াও আপন পিতার স্নেহপাত্র হইয়াছিলেন। অতএব তৎপিতা সকল বাদানুবাদের অন্যথা করিয়া নিয়মপত্রদ্বারা তাঁহাকে সমুদায় রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সহোদর মাসুদ পিতৃতুল্য বিক্রমশালী ও উগ্র ছিলেন। আর অনুমান হয় তাঁহার পিতা আপনার লোকান্তর হইলে যে বিবাদ ঘটবে তন্নিবারণজন্যে জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদকে মাবরল্নিএর রাজশাসনের ভার আর কাস্পিয়ন্ সমুদ্রের পূর্ব্ব দক্ষিণে স্থিত প্রাচীন হাইকানিয়ার মধ্যে জার্জন নগরে রাজধানী করিয়া দিয়াছিলেন আর তাঁহার রাজ্যের পশ্চিম খণ্ডশাসন করিতে মাসুদকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহম্মদ সিংহাসনোপবিষ্ট হইবামাত্রেই মাসুদ তাঁহাকে লিপিদ্বারা স্বাভিপ্রায় জ্ঞাত করিলেন যে সাম্রাজ্যাধিকার নিমিত্তে বিবাদ করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই কেবল স্বকীয় খড়্গের বলদ্বারা যে তিন প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন তাহাই দেন আর তাঁহার নামে খুতবা পড়িতে হইবে। কিন্তু মহম্মদ এই প্রার্থনায় সম্মত নাহওয়াতে তাঁহার ভ্রাতা মাসুদ যে প্রজাদিগের ও কুলীনদিগের মন বশীভূত করিয়াছিলেন তাহাতে নির্ভর করিয়া সসৈন্যে গজনিনে প্রত্যাগমন করিলেন পরে ঐ নগরের নিকটবর্ত্তি তেকিয়াবাদ নগরে উভয় সৈন্য শ্রেণীক্রমে যুদ্ধ করাতে মাসুদ জয়ী হইলেন। আর তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ অন্ধ হইলেন॥

যে বৎসরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল সেই বৎসরেই মাসুদ সিংহাসনে বসিলেন তিনি যৌবনাবস্থার প্রতিজ্ঞা শেষাবস্থার চরিত্রদ্বারা পালন করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বকালে ক্রমশঃ সাম্রাজ্যের হ্রাস হইয়াছিল। শেল্জুকনামে খ্যাত তার্কমন অর্থাৎ অসভ্য জাতীয়রা আগমনপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চিমদিগস্থ রাজ্যে আক্রমণ পুরঃসর সর্ব্বদাই উৎপাত জন্মাইতে লাগিল যাবৎগজনিবিদ্ রাজ্যের একাংশ তাঁহাদিগকে নাদিলেন তাবৎ ঐ অবিশ্রান্ত শত্রুরা ক্রমাগত ঐ সকল রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল তাহাতে তদ্দেশীয় রাজা উক্ত আক্রমণে মনোযোগী হওয়াতে ভারতবর্ষীয় লোকদিগের উপকার বোধ হইয়াছিল কারণ

পূর্ব্বদিক্ জয় ও লুট করিতে তাঁহারা মনোযোগ করিলেন না। ইংরাজী১০৩৩ শালে মাসুদ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া কাশ্মীর জয় করেন। পরবৎসরে তাঁহার রাজ্যের পশ্চিম প্রদেশহইতে শেলজুকদিগকে দূরীকরণ পুনর্ব্বার স্থির করিয়া তাঁহার ভারত-বর্ষীয় সৈন্যদিগের সেনাপতিরূপে জয়সেনকে প্রেরণ করিলেন এই প্রমাণদ্বারা বোধ হয় যে মুসলমানেরা এমত পূর্ব্বেও হিন্দু-সৈন্যদিগকে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং হিন্দুরাও সিন্ধুনদী পার হইয়া তাঁহাদিগের জয়কর্ত্তার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে কোন আপত্তি করেন নাই। ইংরাজী১০৩৬শালে মাসুদ নিজ মন্ত্রিদিগের মত নামানিয়া হিন্দুস্থান পুনরাক্রমণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন কিন্তু ঐ মন্ত্রিরা কহিয়াছিলেন যে তাঁহার রাজ্যহইতে শেলজুকদিগকে দূরীকরণে সাম্রাজ্যস্থ সমুদায় সৈন্যের আবশ্যকতা আছে। তিনি যমুনা নদীর পশ্চিম ত্রিংশত্ ক্রোশান্তে হানসী নামক দুর্গ আক্রমণ করিয়া তথাকার সকল দেব মন্দির সমভূমি করিলেন ও সেখানকার সমুদায় ধন লইয়া আইলেন। তিনি আপন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া নিজপুত্রকে মুলতানের শাসনকর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিলেন বোধ হয় এক্ষণে ঐ মুলতান রজনিবিদ্ রাজ্যের সহিত চিরস্থায়িরূপে মিলিত আছে। মাসুদ স্বরাজ্যে নাথাকাতে তাঁহার শত্রু শেলজুকদিগের শক্তির অতি-শয় বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং তাহার সভাসদেরা কহিলেন যে যদ্য-পিও কোন কালে ঐ শেলজুকেরা পিপীলিকাতুল্য ছিল কিন্তু এইক্ষণে উহারা অতিশয় কালসর্প অর্থাৎ পরাক্রমশালী হইয়াছে। শীতকালে মাসুদকে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থে মাবরল্নিঅরে গমন করিতে হইল তথায় অনেক যুদ্ধের পর তিনি পরাভূত হই-লেন। তগরল্বেগনামক শেলজুকজাতীয় গজাননাবধি তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল ও ঐ নগর অধিকারকরণপূর্ব্বক ভূপতির অশ্ব-শালা ও নগরের কিয়দংশ লুট করিল। এই সকল পুনর্ভীতিজনক আক্রমণ নিবারণার্থে মাসুদশেলজুকদিগকে আপন রাজ্যের স্থান দিতে স্বীকৃত হইলেন তাহাতে তাহারা সম্মত হইয়াও অতি শীঘ্র পুনর্ব্বার আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে মাসুদ তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আপনাকে অপারক জানিয়া

নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষে গমন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তন্নিমিত্তে তিনি ভিন্ন২ দুর্গহইতে সকল ধন সংগ্রহ করিয়া উষ্ট্রের উপরে বোঝাই করিয়া লাহোরে গমন করিলেন এবং তিনি নয়বৎসর পূর্ব্বে যে ভ্রাতা মহম্মদকে অন্ধ করিয়াছিলেন এই বিপদকালে তাঁহাকে আনিতে লোক প্রেরণ করিলেন। সিন্ধু নদীতীরে উপস্থিত হইলে মাসুদের সৈন্যরা তাঁহার রাজকোষহইতে লুটিতে আরম্ভ করিল এবং তাঁহার ক্রোধে ভীত হইয়া তাহার ভ্রাতাকে রাজা করিল। তখন দুই ভ্রাতার পরস্পরের অবস্থা পরিবর্ত্ত হইল। মহম্মদ কারাগারেরবন্ধনহইতে মুক্ত হইয়া রাজা হইলেন এবং মাসুদ রাজা থাকিয়া কারাগারে বদ্ধ হইলেন পরে ইংরাজী১০৭৪ শালে দশ বৎসর রাজ্য ভোগানন্তর ঐ কারাগারে হত হইলেন ॥

এই সময়ে ভারতবর্ষস্থ দেকান প্রদেশে শিবপূজার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল সোমনাথ নগর লুটকরণের কিয়ৎ কাল অগ্রে সোলাঙ্কী বংশীয়েরা গুজরাট ও খণ্ডেশ পূর্ণরূপে জয় করিলেন। ঐ বংশের অনংশাখান্তরা ভারতবর্ষের দেকানস্থ অনেক২ মহারাজ্য জয় করিলেন এই শেষ বংশীয় একজন ভূপালের রাজ্যকরণ সময়ে চিনবসব নামক এক জন শিবভক্ত স্বীয় মতের অনেক শিষ্য করিয়া দেকান দেশ হইতে জৈন ধর্ম্ম প্রায় রহিতকরণানন্তর ঐ মতের পরিবর্ত্তে শিবোপাসক অর্থাৎ শৈব করিয়াছিলেন ঐ রাজ্যাধিপতি পূর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগপুরঃসর পরধর্ম্মাবলম্বনরূপ নূতন নিয়ম নিবারণার্থে সচেষ্ট হওয়াতে তন্মতাবলম্বীরা তাঁহাকে বধ করিল ॥

পূর্ব্বেই প্রায় উক্ত হইয়াছে যে কান্যকুব্জের ভূপাল বিবেচনামতে গজানানের মহমুদের অধীনতা স্বীকার করাতে নিকটস্থ রাজারা তাঁহার প্রতি ক্রোধপুরঃসর তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার হিন্দু নামধারণ অনুপযুক্ত বলিয়া তাঁহাকে বধকরিল। অনুমানদ্বারা বোধ হয় যে তিনি কোরাবংশোদ্ভব মধ্যে শেষ ভূপতি ছিলেন। ঐ রাজার মৃত্যুর প্রতিফল জন্যে মহমুদ নবমবার ভারতবর্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন তাহাতে কান্যকুব্জের রাজসিংহাসন শূন্য হওয়াতে সকল সাহসিকদিগের প্রতি এক পথ হইল অর্থাৎ যাঁহারা উহা অভিলাষ করিতেন তাঁহারা অনায়াসেই লইতে পারিতেন।

শেষে শ্রীচন্দ্রদেব যিনি সেকোন প্রদেশে জৈন ধর্ম্ম রহিত হওনের ছয় বৎসর পূর্ব্বে স্বকীয় বাহুবলদ্বারা অদ্বিতীয় কান্যকুব্জ জয় করিয়াছিলেন তিনি ঐ পদাভিলাষী হইলেন। তিনি আপনাকে সূর্য্যবংশজাত কহিতেন আর প্রমাণদ্বারা বোধ হয় যে তিনিই কান্যকুব্জে রাথূর বংশীয় রাজাদিগের আদি সংস্থাপক ছিলেন। তৎকালেই শোলানকী বংশের অন্য শাখান্তরা সেকোনে ওয়ারেঙ্গোল রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন তৎপরে তাহা মুসলমানদিগের দক্ষিণ প্রদেশীয় ইতিহাসে অতিবিখ্যাতরূপে বর্ণিত আছে॥

মুসলমানদিগের বিবরণ পুনর্ব্বার কহি। মাসুদের পুত্র মাদুদ বাল্‌ক নগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তিনি প্রতারণাদ্বারা পিতৃবধ শুনিবামাত্রেই তৎক্ষণাৎ গজ্‌নীনে গমন করিলেন। তৎস্থানে আগমনমাত্রেই সেখানকার লোকেরা তাঁহাকে রাজবৎ সম্মান করিল। তৎপরেই অন্ধ মহম্মদের পুত্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলেন। তখন কেবল তাঁহার সহোদর মাদুদ বৈরী রহিলেন এই মাদুদ আপন খড়্গদ্বারা রাজ্যাধিকার করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। ইহাতে দুই ভ্রাতার যুদ্ধ হওয়াতে তাঁহার ভ্রাতা মাদুদ জয়ী হইলেন। পরে শয্যার উপরি তাঁহার ভ্রাতা মাদুদের মৃতদেহ দেখাগেল। ঐ স্বদেশীয় বিরোধ ও রাজ্যের পশ্চিমাংসে শেলজুকদিগের শক্তি বিস্তার হওয়াতে হিন্দুরা পুনর্ব্বার সাক্ষী হইলেন মুসলমান ইতিহাসবেত্তা তাঁহাদিগকে শৃগালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যেহেতু পূর্ব্বে তাঁহারা গর্ত্ত অর্থাৎ রাজ্য হইতে বহির্গত হইতেন না কিন্তু তৎকালে সিংহসদৃশ হইয়াছিলেন। দিল্লীর রাজা বহু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করণপুরঃসর হান্‌সী ও স্থানেশ্বর ও অন্যান্য নগর পুনরধিকার করিলেন এবং চারিমাস পর্য্যন্ত বেষ্টনের পর নাগরকোট তাঁহার হস্তগত হইল। পুনর্ব্বার মন্দির সকল নির্ম্মিত হইল এবং মুসলমান কর্ত্তৃক যে সকল প্রতিমা নষ্ট হইয়াছিল তাহা পুনর্ব্বার নূতন হইল আর ব্রাহ্মণদিগের ছলদ্বারা ঐ সকল দেব প্রতিমা পূর্ব্ববৎ মান্য ও প্রসিদ্ধ হইল এবং সর্ব্বদেশহইতে ঐ সকল প্রতিমা পূজাকরণার্থে সহস্র২ লোক আসিতে লাগিল ও রাজারা বহুধন দান করাতে তথায় পূর্ব্বে মুসলমানেরা যাদৃশ ধন লুট করিয়াছিল তৎতুল্য প্রচুরধন হইল হিন্দুরাজারা জয়

দ্বারা প্রত্যাশাপন্ন হইয়া লাহোর বেষ্টন করিলেন ঐ নগর মুসলমানদিগের অধিকারমধ্যে ভারতবর্ষের রাজধানীছিল। সপ্তমাসাবধি বেষ্টিত হইলে অকস্মাৎ বলবৎ আক্রমণদ্বারা হিন্দুরা দূরীকৃত হইলেন। এবং ইংরাজী ১০৪৯ শালে মাদুদ নয়বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া মরিলেন কিন্তু তাঁহার রাজত্ব কালে হিন্দুরা যেং রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বলপূর্ব্বক রক্ষাকরিয়াছিলেন ॥

তদনন্তর গজানেনে নয়বৎসরাবধি ক্রমাগত চারিজন রাজা হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের নামের গোলযোগপ্রযুক্ত বিশেষ করণে আবশ্যক নাই। ইংরাজী ১০৫৮ শালে সুলতানএবরাহীম রাজা হইয়াছিলেন বর্ণনাদ্বারা অবগত হওয়াযায় যে তিনি বিদ্যাবান্ ও মাধুর্য্য স্বভাববিশিষ্ট এবং মুসলমানিধর্ম্মের যথার্থ মতাবলম্বীছিলেন। কথিত আছে যে তিনি স্বীয় লেখনীদ্বারা বারম্বার কোরান প্রতিলিপি করিয়া ঐ উত্তম লিখিত পুস্তক সকল মক্কা ও মদীনার পুস্তকাগারে রাখিয়াছিলেন কিন্তু তৎকর্ম্ম রাজাপেক্ষা বরং লেখকের যোগ্য হইতেপারে। তাঁহার বংশের পুরাতন শত্রু শেলজুক তারকোমেনেরা তাঁহার রাজ্যে পুনরুৎপাত করাতে তাহারা আর আক্রম নাকরে এই নিয়মদ্বারা উক্ত উৎপাত নিবারণার্থে তিনি তাহাদিগের জিতরাজ্য তাহাদিগকেই দিলেন। এবং বোধ হয় তাহারাও উক্ত নিয়মে বদ্ধছিল। তিনি নিজ রাজ্যের পশ্চিম দেশীয় ভয়ানক শত্রু হইতে মুক্তহইয়া পূর্ব্বদেশীয় হিন্দুদিগের প্রবলতার হ্রাসজন্য তথায় স্বসৈন্যে গমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তাঁহারপূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষায় তিনি ভারতবর্ষের অনেকাংশ অধিকার করিয়া এক লক্ষের অধিক হিন্দু ধরিয়া গজানেনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তিনি চল্লিশ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া ইংরাজী ১০৯৮ শালে পরলোক গমন করিলেন ॥

ইব্রাহিমের পর তৎপুত্র মুসাউদ ঐ রাজ্যে উত্তরাধিকারী হইলেন ঐ মুসাউদের অতি মৃদু ও দয়ালু স্বভাব ছিল তাঁহার ষোড়শ বৎসর রাজ্য করণ কালে দেশীয় বিবাদ বা বিদেশীয় উৎপাত কিছু হয় নাই। তৎপরে তিনি নিজ পুত্র অর্সলানকে রাজ্য প্রদান করিলেন এই রাজা বহরাম ব্যতীত তাবত্ আপনার ভ্রাতৃ দিগকে কারাবদ্ধ করিয়া রাজ্য করণে প্রবৃত্ত হইলে ঐ বহরাম আ-

ইংরাজী ১১৮৩ শালে গজ্জানিনস্থ রাজাদিগের সাম্রাজ্য ধ্বংসানন্তর ঘোরি বংশীয়দিগের অধিকার হইল ।।

নবম অধ্যায় ।

বারাণসীর রাজা । কান্যকুব্জস্থ রাথুরেরা । দিল্লীর তুআরেরা । স্বদেশীয় বিবাদ । জয়চন্দ্রের আত্মশ্লাঘা । দিল্লীর শেষরাজা পৃথী রাজা । ভোর্জরাজা । ঘোরি মহম্মদের বংশাবলি । তৎকর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণ ও কাগরের যুদ্ধ । গুজরাট এবং কান্যকুব্জের জয় । মহম্মদের মৃত্যু ।।

ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের রাজ্য সংস্থাপক মধ্যে দ্বিতীয়রূপে গণ্য এবং গজ্জানিনস্থ মহমুদাপেক্ষা হিন্দুদিগের প্রধান শত্রু ঘোরি বংশীয় মহম্মদের বিবরণ এবং কীর্ত্তি বর্ণনাকরিবার পূর্ব্বে গজনিবিদরাজ্যের শেষাবস্থাবস্থিত হিন্দুদিগের সংক্ষেপ বিবরণ লেখন অস্মদাদির কর্ত্তব্য ।।

প্রামান্য জনক ইতিহাসদ্বারা বোধ হয় যে ঘোরি বংশীয় মহম্মদের রাজত্বের পূর্ব্বেই গঙ্গাতটস্থ প্রদেশে কান্যকুব্জের ভূপালেরা মহাপরাক্রান্ত ছিলেন না । কথিতআছে যে পাল উপাধি প্রাপ্ত বারাণসীর রাজারা অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন । কিন্তু ইহাতে এই বিস্ময় বোধ হয় যে তাঁহারা বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন । ইংরাজি ১০৭০ শালে এই বংশের আদিপুরুষ ভূপাল নামক রাজার পুত্র রাজপাল পিতৃসিংহাসনে উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন তৎপুত্র সূর্য্যপাল উড়িস্যাবধি রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন । ঘোরীয় মহম্মদের আক্রমণের পূর্ব্বেই উক্তরাজবংশ লোপ হইয়াছিল ও নিকটস্থ রাজারা ঐ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন বঙ্গদেশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সিংহ বঙ্গদেশের একাংশ বেহার ও গৌড় অধিকার করিয়াছিলেন তৎকালে অন্য অংশ কান্যকুব্জের রাজা অধিকার করিলেন এই রাজার প্রতিবাদী না থাকাতে অহঙ্কারদ্বারা আচরণের এমত পরিবর্ত্ত হইল যে তদ্দ্বারা তাঁহার বংশ এবং রাজ্যের লোপ হইয়াছিল ।।

পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে কান্যকুব্জের কোরাবংশীয় শেষ রাজা মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করাতে মারাপড়িয়াছিলেন এবং চন্দ্রদেব তদ্রাজ্য অধিকার করিয়া কান্যকুব্জে রাথুর

বংশ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথম চন্দ্রদেব অবধি ঐ বংশীয় শেষ রাজা জয়চন্দ্র পর্য্যন্ত পঞ্চজন রাজত্ব করিয়াছিলেন।।

আমরা আরো কহিয়াছি যে ইংরাজী৯০০শালে তুয়ার বংশীয় রাজারা দিল্লীর শূন্য সিংহাসন অধিকার করিয়া এমত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন যে উত্তর প্রদেশ সকলেই তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রধান কহিত। উক্ত বংশীয় শেষরাজার মাতামহ অনঙ্গপালের দুই কন্যা ছিল তন্মধ্যে আজমীরের চোহান জাতীয় সোমেশ্বর নামক অধীন রাজার সহিত এক কন্যার বিবাহ হইয়াছিল আর কান্যকুব্জের রাথর বংশীয় রাজার সহিত অন্য কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। যৎকালে কান্যকুব্জের রাজারা দিল্লীর রাজাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতেন তখন চোহান রাজা সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদিগকে সাহয্য করিতেন আর তৎকালে সোমেশ্বর ঐ রাজার প্রিয়তমা কন্যাকে বিবাহ করাতে সোমেশ্বরের পুত্র পৃথীরাজাকে তাঁহার মাতামহ দিল্লীর সিংহাসনোপবিষ্ট করিবার নিমিত্ত পোষ্যপুত্র করিলেন। তিনি অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রমকালে রাজা হইলেন। বারাণসীর রাজাদিগের বংশ লোপ হওয়াতে কান্যকুব্জের রাজার রাজ্য ও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল তিনিই দিল্লীর ঐ বালক রাজার প্রধান শক্তি অমান্য করিলেন এবং তদ্বিষয়ে গুজরাটের রাজা তাঁহাকে উৎসাহী করিয়াছিলেন ও দিল্লীর রাজার সহিত কান্যকুব্জের রাজার যত যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে গুজরাটের রাজা তৎপক্ষ হইয়াছিলেন কারণ চোহান বংশীয় রাজারা দিল্লীর রাজাকে সাহায্য করিতেন এইরূপে যখন ঘোরীয় মহম্মদ ভারতবর্ষীয় উত্তরাংশের রাজাদিগের হিন্দুনাম সমূলোৎপাটন করিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন ঐ রাজারা সজাতীয় সাধারণ ধর্ম্মে ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে ঐক্য না হইয়া বরং গোপনে পরস্পর বিচ্ছেদ করিতেছিলেন ও প্রকাশ্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন হিন্দুস্থানের পশ্চিমস্থ প্রদেশে রাজাদিগের দুই দল হইয়াছিল তাঁহাদিগের পরস্পরের ঐক্য ছিলনা তন্মধ্যে একাংশে গুজরাটও কান্যকুব্জের রাজারা ছিলেন এবং অন্য দলে দিল্লীও আজমীরের চোহান এবং চিতোরের রাজারা ছিলেন। এইরূপ বিবাদ করাতে তাঁহারা সামান্য শত্রুরদ্বারা পরাভূত হইয়াছিলেন এবং অতি প্রাচীন সময়াবধি ভারতবর্ষ এইরূপ অবস্থায় ছিল। হিন্দুদিগের

পরস্পরে বিশ্বাস না থাকাতে তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে কখনই ঐক্য হইতে পারেননা। হিন্দুদিগের পরস্পরে যদ্রূপ অবিশ্বাস থাকাতে মুসলমানেরা এই ভারতবর্ষ জয়করিয়াছিল অদ্যাপিও হিন্দুদিগের মধ্যে পরস্পরে তদ্রূপ অবিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে আছে। এবিষয়ে আমরা কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ করিনা যে এই নিমিত্তে ভারতবর্ষীয় রাজারা কোন বিদেশিশত্রুদিগের প্রতি প্রতিবন্ধক হইতে অথবা তাহাদের রাজ্য উৎপাটন করিতে অক্ষম ছিলেন। পরস্পর বিশ্বাসই স্বাধীনতার মূলাধার অতএব যাবৎ ঐ বিশ্বাস না হইবে তাবৎ ভারতবর্ষীয় লোকেরা রাজশাসনবিষয়ে অবশ্য অধীন থাকিবে ।।

কোন২ ইতিহাসকর্ত্তারা ইহা লিখিত আছে যে কান্যকুব্জের শেষ রাজা জয়চন্দ্র দিল্লীর রাজার প্রতি দ্বেষ প্রযুক্ত ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে ঘোরীয় মহম্মদকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকীর কর্ম্ম প্রমাণানুসারে যথার্থ বিশ্বাস যোগ্য নহে। সে যাহাহউক জয়চন্দ্র ভারতবর্ষের প্রধান প্রভুরূপে মান্য হইয়া ঐ গৌরব রক্ষার্থে অতিসমারোহপূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই বিষয়ে এক প্রাচীন উক্তি আছে যে ঐ বলি সমাপ্ত হউক বা না হউক কিন্তু তাহাতে বহুবিপদ্ঘটে অযোধ্যাধিপতি দশরথ এই বিষয়ে সুসিদ্ধ হইয়াও নিজ পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে হারাইয়াছিলেন এবং তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রকে বনে গমন করিতে হইল ও সেই বনে তিনি আপন স্ত্রীকে হারাইয়াছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও উক্ত যজ্ঞাভিলাষী হওয়াতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দূরীকৃতের ন্যায় অনেক বৎসরাবধি ভারতবর্ষের নিবিড় কাননে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এবং হিন্দুদিগের শেষ রাজা জয়চন্দ্র এই উৎসাহে উৎসাহী হইয়া আপন রাজ্যচ্যুত হইলেন ও ইহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল ।।

যৎকালে কান্যকুব্জের রাজা এই অশ্বমেধ করিবার ঘোষণা করিলেন তৎকালে ভারতবর্ষের উত্তরখণ্ডের রাজারা তথায় আগমনপুরঃসর তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত করিলেন কিন্তু চোহান বংশীয় প্রথম ও দিল্লীর শেষ রাজা পৃথীরাজ তাঁহার বৈরির প্রধানতা অমান্য করিলেন। এবং এবিষয়ে চিতোরের রাজা তাঁহাকে বি-

শেষরূপে সাহায্য করিলেন। এই মহৎ যজ্ঞের এমত নিয়ম আছে যে অতিনীচকর্ম্মাবধি সকল কর্ম্মই রাজারা স্বহস্তে নিষ্পন্ন করিবেন। এই যজ্ঞে দিল্লীর রাজা স্বয়ং না আসিবাতে তাঁহার এক স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দ্বারে দাসস্বরূপে দ্বারপাল কর্ম্মে রাখিলেন। ঐ মহাসমারোহযুক্ত সভাতে ভারতবর্ষস্থ যেং রাজারা অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন কান্যকুব্জের রাজা প্রাচীন ব্যবহারানুসারে আপন কন্যাকে তাঁহাদিগের মধ্যে ইচ্ছানুসারে স্বয়ম্বরা করিতে স্থির করিলেন। কথিত আছে যে তাহাতে দিল্লীর রাজা পৃথীরাজ যিনি অতিসাহসী ছিলেন ও যুদ্ধকর্ম্মে সানন্দ থাকিতেন তিনি তৎকালে অথবা তৎপরে কান্যকুব্জের রাজকন্যাকে হরণ করিয়া জয়পূর্ব্বক লইয়া যাইলেন। যৎকালে ঘোরীয় মহম্মদ উক্ত রাজাদিগের রাজ্যে আগমনপূর্ব্বক ক্রোধপ্রকাশ করিতেছিলেন তৎকালে ভারতবর্ষীয় রাজারা এতদ্রূপ মূর্খতায় কালযাপন করিতেছিলেন॥

মুসলমানদিগের ভয়ানক আক্রমণবিষয় লিখিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় শেষ রাজা ভোজরাজের সম্ভ্রমসূচক গুণ বর্ণনাকরি। তিনি প্রমারা বংশীয় রাজা ছিলেন যদ্যপিও তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-সৌভাগ্যের হ্রাস হইয়াছিল তথাপি তিনি উজ্জয়িনী এবং ধরা নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই ক্ষুদ্ররাজ্যের রাজা সিন্ধুর পুত্র নাহওয়াতে মুঞ্জবৃক্ষের ঝোপমধ্যে এক সন্তান পাইয়া তাহাকে পোষ্যপুত্র করিয়া তাহার নাম মুঞ্জ রাখিলেন। ঐ সিন্ধু রাজা প্রমারা বংশীয় মধ্যে কিজন্যে তাঁহাকে পোষ্যপুত্র করিয়াছিলেন এতদ্বিষয় জ্ঞাপনার্থে এক গুপ্ত স্থানে তাঁহাকে লইয়াগেলেন। কিন্তু তৎকালে সিন্ধু রাজার কনিষ্ঠা স্ত্রী সেই গৃহে লুক্কায়িত থাকিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং মুঞ্জ ঐ বিষয়ের প্রচার নিবারণার্থে যে বিষয় ছয় কর্ণগোচর হয় তাহা গোপনে থাকেনা এই বাক্য কহিয়া ঐ স্ত্রীর মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে সিন্ধুর এক পুত্র জন্মিল তাহার নাম সিন্ধুল রাখিলেন। তৎপরেই মুঞ্জ রাজা হইলেন এবং সিন্ধুরাজা উক্ত সিন্ধুলকে মুঞ্জহস্তে সমর্পণ করিয়া দেকানদেশে গমন করিলেন কিন্তু ঐ দুরাত্মা তৎকৃতজ্ঞতায় মনোযোগ নাকরিয়া ঐ সিন্ধুলের চক্ষুরুৎপাটন করিলেন। পূর্ব্বেই

গণকেরা কহিয়াছিল যে সিন্ধুলের পুত্র ভোজরাজ সেই রাজ্যে রাজা হইবেন এই বার্ত্তা মুঞ্জের কর্ণগোচর হইবামাত্রেই তাহার প্রতি হিংসা করিয়া ঐ বালককে বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু তদাজ্ঞা প্রতারণাপূর্ব্বক গুপ্ত রহিল। পরে অতিশীঘ্রই তিনি এই পাপকর্ম্মজন্য মনস্তাপে মগ্ন হইলেন কিন্তু ঐ বালক হত হয় নাই এই বাক্য শুনিবামাত্রেই তিনি বিষাদে হর্ষশালী হইলেন। তখন ভোজরাজকে আপন সিংহাসনোপবিষ্ট করিয়া একদল প্রচুর সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বয়ং এক রাজ্যস্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া ভারতবর্ষের দক্ষিণে আগমন করিয়া পরাভূত হইলেন ও অতি কঠোর যাতনাভোগ করিলেন। ভোজরাজ পিতৃপুরুষের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যাবিষয়ে সাহায্য করাতে তাঁহার রাজত্ব অতিবিখ্যাত হইল আর বিদ্যার উৎসাহপ্রযুক্ত তাঁহার সভা অতিবিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাতুল্য হইয়াছিল এবং তিনি যে ঐ রাজা বিক্রমাদিত্যের বংশোদ্ভব ছিলেন ইহাও বিলক্ষণরূপে বোধ হইল ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিগহইতে রাজবাটীতে যে অসংখ্য পণ্ডিতেরা আগমন করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদিগকে রাজবৎ সম্মান করিলেন। কবিরা তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং অদ্যাপিও তাঁহার নাম মনুষ্যমাত্রেরই স্মরণে আছে সপ্তশত বৎসর গত হইল উক্ত ভোজরাজ রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং শেষ কালীন হিন্দুরাজাদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ বিদ্যাপ্রতিপালক ছিলেন আধুনিক পণ্ডিতেরা যদ্যপিও এতদ্রূপ বিশেষ বিবরণ অবগত নহেন তথাপি শ্রীরামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠিরের সহিত তাঁহার নামের সাদৃশ্য রাখিয়াছেন॥

ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের দ্বিতীয় রাজবংশসংস্থাপক ঘোরী মহম্মদের বিবরণ এইক্ষণে আমরা কহি তিনি ভারতবর্ষীয় উত্তরস্থ হিন্দুরাজাদিগের রাজদণ্ড ভগ্ন করিয়া তাঁহাদিগের মুকুট পদতলে দলিত করিয়াছিলেন। মুসলমান কবি ও ইতিহাসবেত্তারা উক্ত বংশীয় রাজাদিগকে মিথ্যাপ্রশংসাদ্বারা অতিপ্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভবরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রামাণ্য কারণদ্বারা বোধ হয় যে ইজউদ্দীনহসিসন ঐ বংশীয় রাজাদিগের যথার্থরূপে প্রধানতার আদিসংস্থাপক ছিলেন। তিনি গজা-

ননের মসাউদ রাজার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া এমত দয়া প্রাপ্ত হইলেন যে ঐ রাজা এক নিজ কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন এবং ঘোররাজ্যপ্রদান করিলেন । ঐ কন্যার গর্ভে ইজউদ্দীনের সপ্তজন পুত্র জন্মিল ও তাঁহারা সপ্তনক্ষত্রনামে বিখ্যাত হইলেন । উক্ত পুত্রদিগের মধ্যে দুইজন রাজবংশ স্থাপক ছিলেন তন্মধ্যে কুতবউদ্দীননামক গজানানের সম্রাট্ বইরামের কন্যাকে বিবাহ করণানন্তর রাজপদ লইলেন এবং ফিরোজখোকে রাজধানী করিলেন । উক্ত রাজা বইরাম তাঁহাকে বধ করিলেন এবং ঐ কর্ম্মদ্বারা ঘোরীয় ও গজানানস্থ দুই রাজবংশের বিবাদ হওয়াতে গজানানের রাজবংশ ধ্বংস হইল ও তদ্দ্বারা বিবাদের শেষ হইল । ইজউদ্দীন কুতবউদ্দীনের পিতা ছিলেন পরে কুতবউদ্দীন ঘোর ও গজানানে রাজা হইয়া আপন কনিষ্ঠভ্রাতা মহম্মুদকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন এমত ঐ দৌরাত্ম্য সময়ে যে মহম্মুদ সকল যুদ্ধেতে জয়ী হইয়াও ২৯ উনত্রিংশদ্বৎসরাবধি তাঁহার দুর্ব্বল ভ্রাতার মৃত্যুপর্য্যন্ত বিশেষ অনুগত ছিলেন এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করা উচিত ।।

গজানানের শেষ রাজা সুলতানখসরুমল্লীককে অধীন করিয়া ইংরাজী ১১৯১ শালে মহম্মুদ হিন্দুস্থানে গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং তদবধি অতিবেগে ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিলেন তদ্দারা তাবৎ হিন্দু রাজারা সিংহাসনহইতে দূরীকৃত হইলেন মুসলমান রাজাদিগকে দিল্লীর সিংহাসনোপবিষ্ট করাতে ঐ মহাআক্রমণের শেষ হইল । পাঠক মহাশয়েরা মনোযোগ করিয়া থাকিবেন যে গজানানের মহম্মদের উত্তরাধিকারিরা দুর্ব্বল ও লোভরহিত ছিলেন আর তাঁহাদিগের বংশের আদি রাজা গজানানের মহম্মদ হিন্দুরাজা হইতে বলপূর্ব্বক সম্মুখস্থ মুলতান ও লাহোর প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার উত্তরাধিকারিরা তৃপ্ত ছিলেন এবং তাঁহারা গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশে কখন২ আক্রমণ করিতেন বটে কিন্তু আপনাদিগের সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষীয় কোন [illegible]দেশ মিলিত করিতে পারেন নাই । যখন২ মুসলমান রাজারা হিন্দুরাজাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতেন তখন হিন্দু রাজারা করপ্রদানদ্বারা আপনাদিগের রাজত্বরক্ষা

করিতেন এবং গজ্নানের সম্রাটেরা যত হীনবল হইলেন ততই হিন্দুরাজারা বলবন্ত হইয়াছিলেন। যৎকালে ঘোরীয়েরা প্রধান হওয়াতে গজ্নানের সাম্রাজ্য মগ্ন হইয়াছিল তৎকালে মুসলমান-দিগের ভারতবর্ষ আক্রমণের চিহ্নমাত্র পাওয়া যাইতনা ঐ সময়ে কেবল সিন্ধুনদীতটস্থ প্রদেশআক্রমণ হইয়াছিল সেই সকল প্রদেশ হিন্দুরা কখনই পুনঃপ্রাপ্ত হন নাই। তদনন্তর মুসল-মান রাজারা যে সকল দ্রব্য নষ্ট করিয়াছিলেন তাহার প্রতিকার হইল ও নূতন বসতি হইল এবং ঐ দেশ ধন ও প্রতিমাদ্বারা পূর্ব্ব-বৎ পরিপূর্ণ হইল আর হিন্দুরাজারা বহুকালাবধি পূর্ব্বের ন্যায় পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন। পরে ভয়ানক মহম্মদ্‌ত অপে-ক্ষা এক নূতন সংঘাতিক শত্রু উত্তরদেশ হইতে যাবদীয় হিন্দু রাজাদিগকে সমূলোৎপাটনপূর্ব্বক সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতেছিলেন॥

দিল্লীর রাজা পৃথীরাজ যদ্যপিও অবিবেচক তথাপি মহাবীর ছিলেন তিনি কান্যকুব্জের রাজাদিগের সহিত অনর্থক যুদ্ধ করিয়া স্বীয় বল নষ্ট করিয়াছিলেন। আর উক্ত যুদ্ধে তাঁহার একশত অষ্টজন প্রধান যোদ্ধৃমধ্যে চতুঃষষ্টিজন মারাপড়িল কথিত আছে যে ইংরাজী১১৯১শালে মহম্মদ প্রথম যুদ্ধে বিতণ্ডা নগর অধি-কার করিয়া আপনার পৈতৃক রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন তাহাতে পৃথীরাজ আপনার ও সাহায্যকারি রাজাদিগের দুই লক্ষ অশ্বারূঢ় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিতণ্ডার উদ্ধারার্থে গমন করিলেন। মহম্মদ এই বার্ত্তাশ্রবণানন্তর আপনি স্বীয় সৈন্যদিগের সেনাপতি হইয়া ঐ নগর রক্ষার্থে গমন করিলেন স্থানেশ্বর হইতে সপ্ত ক্রোশান্তরে তীরোরীনামক নগরে উভয় সৈন্য পরস্পর মুখামুখি হইয়া সংগ্রাম করিল। মহম্মদ অতিশয় সাহস প্রকাশকরণের পর যখন দেখিলেন যে আপনার সকল সৈন্যই পলায়ন করি-য়াছে তখন আপনিও তথাহইতে পলায়ন করিলেন। মহম্মদ ঘোররাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া যেহ সৈন্যের সাহসাভাবে যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে অপমানযুক্ত করিলেন। পরন্তু হিন্দুরাজারা ঐ বিতণ্ডা নগরে যুদ্ধার্থে ক্রমিক গমন করিয়া এক বৎসর বেষ্টনের পর ঐ নগর অধিকার করিলেন॥

ইতিহাসে লিখিত আছে যে পৃথীরাজ রাজ্যপালনবিষয়ে মনো-
যোগী না হইয়া বরংঅলস হইয়া কেবল অন্তঃপুরেই আসক্ত
থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার শত্রু মহম্মদের চরিত্র ইহার বিপরীত
ছিল। তিনি গতদুর্দশাবিষয়ই কেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন তাঁহার
এক বন্ধুকে কহিলেন যে আমার মনঃপীড়া ব্যতীত রাত্রিতে সুখে
নিদ্রা হয় না ও দিবসে সুস্থ থাকিনা। তৎপরে পৌত্তলিকোপাসক-
দিগের নিকট আপনার সম্ভ্রম শুধরিতে তদভাবে নরং শরীর পা-
তের প্রতিজ্ঞা করিলেন তদনন্তর পুনঃ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং
যেং সেনাপতিদিগকে অপমানগ্রস্ত করিয়াছিলেন এক ধার্মিকব্যক্তির
অতিশয় বিনতিদ্বারা তাঁহাদিগকে স্বং পদে নিযুক্ত করিলেন
আর সিথিয়াদেশের অতি ভয়ানক অশ্বারূঢ়মধ্যে বিংশতি সহস্র
উত্তমোত্তম অশ্বারূঢ় লইয়া সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি প্রথম
দূতদ্বারা পৃথীরাজকে মুসলমান ধর্মাবলম্বী হইতে আহ্বান করি-
লেন এবং কহিলেন যে যদ্যপি ইহা নামানেন তবে এইক্ষণেই
প্রতিফল পাইবেন তাহাতে পৃথীরাজ সাহংকারে উত্তর পাঠাই-
লেন তৎকালে পৃথীরাজ এতাদৃশ লম্পটতাতে মগ্ন ছিলেন যে মুস-
লমান সৈনারা তাঁহাকে অনায়াসেই ধরিতে পারিত তাহারা
তৎকালে হিন্দুস্থানে বেগবান্ স্রোতের ন্যায় নষ্ট করিতে লাগিল
কিন্তু পৃথীরাজ উক্ত আপদহইতে তাঁহার ভগিনীপতি চিতোরের
রাজার উদ্যোগদ্বারা রক্ষা পাইলেন। সমরসীনামক চিতোরের
অতি বীর্য্যবান্ এক সেনাপতি ত্রিসহস্র অতি উত্তম সৈন্য সাহিত্যে
দিল্লীর রাজার সাহায্য করিতে গমন করিলেন কিন্তু তন্মধ্যে অত্যল্প
ব্যক্তি প্রত্যাগত হইয়াছিল। এই ঘোরযুদ্ধে ভারতবর্ষীয়
উত্তরপ্রদেশস্থ গুজরাট ও কান্যকুব্জের দুই বলবন্ত রাজারা
দিল্লীর রাজার প্রতি অতিশয় দ্বেষপ্রযুক্ত সাহায্য ব্যতীত যুদ্ধ
দর্শী হইলেন এবং ঐ রাজাকেই যুদ্ধ করণে নিযুক্ত রাখিলেন আর
দিল্লীর পতন হইলে তাঁহাদিগের রাজ্যে আক্রমণকারির অব-
রোধমাত্র থাকিবে না তাহা ক্ষণমাত্র মনে করেন নাই যদ্যপি এবি-
ষয়ে তাঁহারা অনুকূল হন নাই তথাপিও ন্যূনাধিক সাদ্ধশত রা-
জারা দিল্লীর রাজার পক্ষ হইলেন এবং কথিত আছে যে অস-
ম্পূর্ণ গণনা করিলেও ঐ যুদ্ধে তিন লক্ষ অশ্বারূঢ় ও তিন সহস্র গজা-

ক্য ও এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক পদাতিক রণস্থলে একত্র হইয়াছিল। এই মিলিত ভূপতিরা মহম্মদকে সমাচার পাঠাইলেন যে যদ্যপি তাঁহার মঙ্গলেচ্ছা থাকে তবে উপদ্রোহ ব্যতিরেকে প্রত্যাগমন করুন তাহাতে মহম্মদ অতি বিনতিপূর্ব্বক এই প্রত্যুত্তর করিলেন যে তিনি কেবল তাঁহার ভ্রাতার প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছেন যদ্যপি আপনারা অনুমতি করেন তবে এ বিষয়ে তাঁহার মত জানিতে পাঠানযায়। এই বাক্যে হিন্দুরাজারা অল্পবুদ্ধিদ্বারা বিশ্বাস করিয়া ঐ রজনী কেবল আমোদ প্রমোদে যাপন করিলেন। হিন্দুরা নির্ভয় হওয়াতে মহম্মদ সময় পাইয়া তাঁহার সমুদায় সৈন্য সাহিত্যে রাত্রিমধ্যে কাগরনামক নদীপার হইয়া পরদিন প্রাতে শত্রুরা অহিতাচারীর সুখহইতে চৈতন্য নাহইতেই আক্রমণকরিতে আরম্ভ করিলেন। মহম্মদ একত্রস্থিত হিন্দুদিগের বহুসৈন্য সমীপে যুদ্ধার্থে আপন সৈন্যচয় প্রেরণ করিলেন তাহারা হীনবল হইলে দিবা-বসানে স্বয়ং পশ্চাদ্ভাগস্থিত অকৃতযুদ্ধ সৈন্যসাহিত্যে অগ্রসর হইয়া সম্মুখবর্ত্তি শত্রুসৈন্যদিগকে ছেদন করাতে হিন্দুরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। চিতোরের রাজা রজপুত সৈন্যদি-গের সেনাপতি হইয়া যুদ্ধেতে অতিবীর্য্যপ্রকাশপূর্ব্বক মারা-পড়িলেন। দিল্লীর ভূপতি শত্রুহস্তে পতিত হইলেন এবং শত্রুরা হিন্দু শিবির মধ্যে অসংখ্য ধন পাইল এই পরাজয়সম্বাদ প্রচার হইলে প্রধান২ রাজা মহম্মদের অধীন হইলেন। পূরন্তু মহম্মদ স্বয়ং চিতোরে গমন করিয়া তাহা জয়করণপূর্ব্বক তথাকার বহু-সংখ্যক লোকদিগকে বধ করিলেন তৎপরে দিল্লীবেষ্টনার্থে গমন করিলেন কিন্তু তথাকার রাজার পরলোক হওয়াতে তাঁহার উত্ত-রাধিকারি পুত্র মহম্মদের অধীন হইলেন তাহাতে মহম্মদ দিল্লী আক্রমণ করিলেনন। তৎপরে তাঁহার প্রিয়দাস কুতবউদ্দীনকে দিল্লীর নিকটবর্ত্তিস্থানে বহুসৈন্যের অধ্যক্ষ রাখিয়া স্বয়ং গজ্‌নে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে যাবদীয় প্রসিদ্ধস্থান দেখিলেন সে সকল লুট করিলেন। কুতব আপন প্রভুর ন্যায় তেজস্বী ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন তিনি অতি শীঘ্র মিরট নগর অধিকার করিয়া ঐ স্থলে আপন রাজধানী করিলেন। তাহাতে এই জনশ্রুতি হইল

চাঁদনামক কবি হিন্দুরাজাদিগের উক্ত শেষ যুদ্ধসম্বন্ধীয় বিব-
রণের সংকবিতাদ্বারা এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তদ্গ্রন্থশ্রবণে
হৃদয় আর্দ্র হয় এবং তাহার মহাখ্যাতিপ্রযুক্ত প্রসিদ্ধ মহাভা-
রতের সহিত অতিশয় সাদৃশ্য আছে। ঐ চাঁদ বীররসরচনে মহা-
কবি ছিলেন এবং রাজপুতনদেশের রাজাবলিবর্ণনাকরিয়াছেন।
আধুনিক রাজপুতবংশের ষটত্রিংশত্ জাতীয়েরা অদ্যাপিও উক্ত
গ্রন্থে পূর্ব্বপুরুষের যুদ্ধকীর্ত্তি দৃষ্টি করিয়া উৎসাহী হয় তাহারা
হিমাচলের উচ্চতাহইতে আগত মেঘসদৃশ যুদ্ধের তরঙ্গ পান
করিয়াছিল অর্থাৎ ঘোরীয় মহম্মদের আক্রমণকালে অতিশয়
বাধা পাইলেও বীরসদৃশ যুদ্ধ করিয়াছিল ।।

মহম্মদ তৎপরেই আপন ভ্রাতার মৃত্যু শুনিয়া গজনিনে গমন
করিয়া তথাকার রীত্যনুসারে রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন কিন্তু অধিক
কাল তাঁহার রাজ্যভোগ হয় নাই তিনি শেষে তাঁহার রাজ্যের
পশ্চিমসীমা বিস্তার করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে
পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে হইল । নীলাব নদীতীরস্থ
গোক্ষুরনামক এক অসভ্য যোদ্ধৃজাতিরা মুসলমানদিগের প্রতি বহু-
কালাবধি এমত অনিষ্টাচার করিয়াছিল যে তদ্দ্বারা পেসওয়ার ও
ভারতবর্ষ মধ্যে গতায়াতের অতিশয় বাধা হইয়াছিল । মহম্মদ
তাহার স্বাভাবিক বিক্রমের সহিত আক্রমণ করাতে তাহাদিগকে
কেবল আপনার অধীনতাস্বীকার করাইলেন এমত নহে আরো
মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী করিলেন তৎপরে তাঁহার গজনিনে প্রত্যা-
গমনকালে পথিমধ্য তাম্বুতে নিদ্রিত ছিলেন এমতসময়ে
উক্ত গোক্ষুর জাতীয় দুই জন তাঁহাকে বধ করিল। তিনি বত্রিশ
বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ঊনত্রিশ বৎসর ভ্রাতার নামে
[illegible] তিন বৎসর স্বীয় নামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি
অপরিমিত ধন রাখিয়া মরিলেন আর তিনি যেসকল ধন পাইয়া-
ছিলেন তন্মধ্যে পাঁচমন হীরক ছিল এবং ইহাদ্বারা অন্যধনের
সংখ্যা হইতে পারে তিনি ভারতবর্ষে নয়বার যুদ্ধ করিয়া ঐ দেশ
লুট করণপূর্ব্বক যতধন পাইয়াছিলেন তদ্দ্বারাই উক্ত ধনসঞ্চয়
করিয়াছিলেন ।।

যে একদাসম্বারা দিল্লীর সিংহাসন অধিরূঢ় হইয়াছে। এ
দিল্লীতে হিন্দুদিগের রাজত্বের লোপ হইল॥

যাবত্ কান্যকুব্জ ও গুজরাটস্থ রাজারা মহম্মদকর্ত্তৃক
রাজ্য পতিত হওনে সানন্দ হইয়া তাঁহাদিগের শত্রুকে দে
তাবত্ তাঁহাদিগকেও তদবস্থায় পতিত হইতে হইল। মহম্ম
কালাবধি গজ্‌নীনে না থাকিয়া পুনর্ব্বার নূতন সৈন্য সংগ্রহ
সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইয়া জয়চন্দ্রনামক কান্যকুব্জের শেষ
সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন চন্দোয়ার এবং ইটাওয়া
মধ্যস্থলে এক যুদ্ধ হওয়াতে হিন্দুরাজা পরাজিত হইয়া গ
তীরাঘাতে মারা পড়িলেন। এই যুদ্ধে হিন্দুদিগের অসংখ্য
মারাপড়িল মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধার্থে কান্যকুব্জের রা
শত হস্তী আনয়ন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে নবতিটা
ধৃত হইল এবং তন্মধ্যে একটা শ্বেত হস্তী ছিল ইহাতে
হয় যে তৎকালে কান্যকুব্জের রাজারাও বৌদ্ধমতাবলম্বী
মহম্মদ জয়ীরূপে গমন করিয়া অসনিনামক দুর্গ যেখানে
সঞ্চিত ধন ছিল তাহা অধিকার করিয়া বারাণসীগমনপূর্ব্ব
দায় নগর লুট করিলেন ও এক সহস্র মন্দির নষ্ট করিলেন
ইতিহাসক লিখিয়াছেন যে মুসলমানেরা এতদ্রূপ জয়দ্বারা
দেশের সীমাবধি গমন করিয়াছিলেন কিন্তু ইহার সত্যাস
স্থির করা দুষ্কর। গঙ্গাতীরস্থ হিন্দুরাজাদিগের শক্তি স
ধ্বংস করিয়া মহম্মদ অপরিমিত লুটের ধন লইয়া সিন্ধুনদ
আপন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন তৎকালে উত্তর
পরাক্রান্ত রাজাদিগের মধ্যে নারওয়ালানামক গুজরাটে
ধানীর রাজা কেবল স্বাধীন ছিলেন তৎপর বৎসরে কত
ঐ রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তথাকার চতুর্দিগস্থ নগর
লেন এবং তাঁহাকে অধীন করিলেন। এইরূপে উত্তরদি
স্থানের রাজারা অত্যল্পকাল অর্থাৎ তিন বৎসরের মধ্যে
রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং তৎকালাবধি বর্ত্তমানকালপর্য্যন্ত
আপনাদিগের পরাক্রম পুনর্ব্বার পায়েন নাই দিল্লী জয়
পর যে অত্যল্পঅবশিষ্ট দুর্গ ছিল তাহা একে২ পারগ সতব
হস্তগত হইল॥

দশম অধ্যায় ॥

জঙ্গীষখাঁ কর্তৃক জয়করণ। দিল্লীর সম্রাট্ কুতবউদ্দীন, বঙ্গদেশে বখ্তিয়ার খীলিজীর জয়। আসাম দেশে তাঁহার যুদ্ধার্থেগমন। তাঁহার পরাভব হওন ও মৃত্যু। অল্টমষ। সুলতান রিজিয়া। নাজীর উদ্দীন। বাল্লীন। কৈকোবাদ ও ঐ বংশের লোপ॥

ঘোরীয় মহম্মদের রাজত্বের শেষে জঙ্গীষ খাঁ মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন কাস্পীয়ন্ সমুদ্র ও চীন এবং সাইবিরিয়া নামক দেশের মধ্যে যে উচ্চ পরিসরস্থানে পূর্ব্বে হান্স ও তুর্ক জাতিয়েরা বাস করিত তৎকালে তাহাতেই নানা জাতীয় যোদ্ধৃ রাখালেরা বাসকরিত তাহাদিগের কোন স্থানেই স্থির বসতি ছিলনা তাহারা যখন আপনাদিগের জীবিকাপেক্ষা অধিক সংখ্যক হইল তখন খড়্গ হস্তে দক্ষিণ প্রদেশে গমন করিয়া তদ্দেশ বাসিদিগকে দূর করিয়া আপনারাই সেইসকল স্থল অধিকার করিল। এবম্প্রকারে দক্ষিণে জঙ্গীষ খাঁ কর্তৃক আক্রমণেরপূর্ব্বে অনেকবার আক্রমণ হইয়াছিল কিন্তু জঙ্গীষের আক্রমণ দ্বারা ইউরোপের মধ্যস্থলাবধি আসিয়ার পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ নষ্ট হইয়াছিল। এতাদৃশ ত্রয়োদশ রাখাল জাতিরা ও তাহাতে চত্বারিংশৎ সহস্র মনুষ্য জঙ্গীষের পিতার অধীনে ছিল। জঙ্গীষখাঁ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে চতুর্দ্দিগস্থ উক্ত জাতীয় মধ্যে আপন রাজ্য স্থাপন করিয়া তাহার বিস্তারার্থে দূরস্থজাতীয় দিগকে অধীন করিতে প্রস্তুত হইলেন। মোগলদিগের যে এক সর্ব্বসাধারণ সভা হইয়াছিল তাহাতে জঙ্গীষ পশমের বস্ত্রোপরি বসিয়াছিলেন তদবধি স্মরণার্থে সেইবস্ত্র পবিত্র রূপে মান্য হইয়া বহুকালপর্য্যন্ত রক্ষিত ছিল এবং মোগল জাতীয় ও তাতার জাতীয়রা জঙ্গীষকে মহাখাঁ অর্থাৎ সম্রাট্ করিয়াছিলেন তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই ও লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন না এবং তাঁহার তুল্য তজ্জাতীয় অনেকেই মূর্খ ছিল। তিনি কেবল স্বীয় আন্তরিক বুদ্ধি মহিমা এবং সঙ্গিদিগের বাহুবলের সাহায্য দ্বারা মনুষ্যমধ্যে যশোলাভ করিয়াছিলেন॥

তিনি যেকাননমধ্যে বাসকরিতেন তথাকার সমুদায় জাতীয়দিগকে অধীন করিয়া উত্তরস্থ সকল রাখাল জাতীয়ের রাজা হইলেন উক্ত জাতীয় মধ্যে কোটীং মেষপালক ও সৈন্য ছিল

অতি শীঘ্রই দিল্লীতে কুতবের অধিকার হইল। সুতরাং উক্ত স্থলে মহম্মদের নায়েব রহিলেন তিনি হিন্দুদিগের স্বাধীনতা নষ্ট করণে ব্যগ্র হইয়া তাঁহার প্রভু মহম্মদ অপেক্ষা হিন্দু সাম্রাজ্য অধিক নষ্ট করিয়াছিলেন। যদ্যপি তাঁহার আজ্ঞাধীন এক দল জয়শীল সৈন্য ছিল ও আপনিও মহাপরাক্রমী ছিলেন এবং প্রভুর দৃষ্টির অতিদূরে ছিলেন তথাপি অতিশয়রূপে প্রভুর আজ্ঞাধীনে থাকিয়া কালক্রমে স্বাধীন হইবার মানসে নিঃসন্দেহ রহিলেন॥

ভারতবর্ষে প্রাচীন রাজাদিগের রাজধানীতে মুসলমানেরা রাজশাসন স্থাপন করিয়া তাহার অধিক বিস্তার করণে মানস করিল ঐ বিস্তারের ভার কুতবউদ্দীনের প্রতি অর্পিত হইল তাহাতে তিনি হিন্দুস্থানের উত্তরস্থ রাজাদিগকে জয়করিবামাত্রেই বেহার জয় করণার্থে বখতিয়ার খিলজী নামক সেনাপতির সহিত একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। ঐ বখতিয়ারকে কুতব দাসরূপে ক্রয় করিয়াছিলেন এবং বখতিয়ার যদ্যপিও কুরূপ ছিলেন তথাপি প্রভুস্থানে আপন গুণপ্রকাশ দ্বারা উচ্চপদাভিষিক্ত হইলেন। ইংরাজী ১১৯৯ শালে ঐ বখতিয়ার সসৈন্য বেহারে গমন করিয়া তথাকার রাজধানী লুটকরণপুরঃসর ঐ দেশ জয় করিয়া দুই বৎসরের মধ্যে লুটের ধন লইয়া দিল্লীতে আপন প্রভুর সমীপে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার অত্যন্ত মর্য্যাদা প্রাপ্তি দৃষ্টে অনেকেই তাহার শত্রু হইল এবং ঐ শত্রুরা তাঁহার প্রতি প্রভুস্নেহ ভঙ্গ নিমিত্ত কৌশল করিতে লাগিল এক দিবস রাজদরবারে বেহারের জয়বিষয়ে কথোপকথন হওয়াতে উক্ত হিংসক সভাসদেরা কুতবকে মন্ত্রণা দিলেন যে ঐ জয়করিবার সাহস হস্তীর সহিত মল্ল যুদ্ধেই জানাযাইতে পারে তখন কুতব তাঁহার সেনাপতির প্রতি হিংসা প্রযুক্ত মন্ত্রিদিগের প্রস্তাবে সম্মত হওয়াতে এক মত্ত হস্তী উক্তবীর সমীপে প্রেরিত হইল তাহাতে বখতিয়ার চতুরতাপূর্ব্বক ঐ পশুর প্রথম আঘাত এড়াইয়া দ্বিতীয়বারে তাহার শুণ্ডে এমত বলপূর্ব্বক প্রহার করিলেন যে তাহাতে ঐ হস্তী চীৎকারধ্বনি করিয়া পলাইল। তদ্ব্যাপার দর্শনে বখতিয়ারের শত্রুরা অপ্রতিভ হইলেন কিন্তু তদ্দ্বারা তিনি কুতবের নিকট অধিক সম্ভ্রান্ত হইয়া উচ্চপদাভিষিক্ত হইলেন কুতব পুনর্ব্বার তাঁহাকে বেহার রাজ্যভারে নিযুক্ত করিয়া বঙ্গদেশ জয় করিতে আজ্ঞা করিলেন॥

বঙ্গদেশে বহুকালাবধি বৈদ্য জাতীয়রা রাজা ছিলেন এবং উক্ত রাজারা এক প্রকার শক সৃজন করিয়াছিলেন ঐ রাজাদিগের রাজ্যচ্যুতি হওনের পর অনেক শতবৎসর পর্য্যন্ত ঐ শক ব্যবহারে থাকিয়া আকবর সাহ কর্ত্তৃক লোপ হইল। তৎকালে বঙ্গদেশে লক্ষ্মণ সেন রাজা ছিলেন এতদ্দেশের তিনি হিন্দুদিগের শেষ রাজা ছিলেন এবং তখন তিনি অশীতিবর্ষ বয়স্ক ছিলেন। তিনি পিতৃমরণান্তে জন্মিয়াছিলেন এবং এতদ্দেশীয় ইতিহাসকেরা লিখেন যে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার জন্মিবার পূর্ব্বে জ্যোতিষ গণনা দ্বারা ভবিষ্যৎ কহিয়াছিলেন যে ঐ গর্ভে গর্ভধারিণীর মৃত্যু হইবে। ঐ শিশু পুত্র জন্মিবামাত্রেই সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন এবং তিনি দীর্ঘকাল রাজত্বকরণ ও দানশীলতা ও কৃপা ও ন্যায়মতে বিচারদ্বারা অতি বিখ্যাত ছিলেন। নবদ্বীপে তাঁহার রাজসভা হইত কিন্তু কখনং প্রাচীন গৌড় অথবা লক্ষ্মণাবতী নগরে থাকিতেন এবং কাশীর রাজাদিগের ভগ্নদশাকালীন বোধ হয় যে উত্তর দেশাবধি স্বরাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন॥

নবদ্বীপের রাজসভাসদেরা সুতরাং বখ্‌তিয়ারের মানস জানিতে পারিলেন এবং কথিত আছে যে ব্রাহ্মণেরা উক্ত রাজার সমীপে গিয়া কহিলেন যে তাঁহাদিগের প্রাচীন গ্রন্থে এক ভবিষ্যদ্বাক্য আছে যে বঙ্গদেশে তুরকী জাতীয়ের অধিকার হইবে আরো কহিলেন আমরা অবগত হইয়াছি যে নিরূপিত কাল উপস্থিত হইয়াছে তন্নিমিত্তে তাঁহারা ভূপতিকে মন্ত্রণা দিলেন যে শত্রুদিগকে বাধা দিতে সৈন্যদিগকে শ্রেণীবদ্ধ না করিয়া বরং রাজ্যের দূরবর্ত্তি নির্জ্জনস্থানে পলায়ন করুন। কিন্তু রাজা বৃদ্ধাবস্থায় হীনবল হইয়াও তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না তাহাতে সভাসদ কুলীনেরা এবং মান্য ব্যক্তিরা আপনং পরিবার ও ধন সম্পত্তি উড়িস্যাতে প্রেরণ করিলেন॥

বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের জয় করণাপেক্ষা পরাজিত রাজাদিগের অপমানজনক অন্য ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাস মধ্যে বর্ণিত নাই। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি যে দিল্লীশ্বর অতি সাহসী সৈন্য লইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করাতে তাঁহার সৈন্যের মৃত শরীরেতে রণস্থল আচ্ছাদিত হইয়াছিল তাহাতে তিনি স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্য

চ্যুত হইলেন। কান্যকুব্জের রাজা স্বাধীনতা রক্ষার্থে অতি সাহসপূর্ব্বক রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। চিত্তোর ও গুজরাটের রাজারাও অতিশয় সাহসীরূপে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতাচ্যুত হইলেন কিন্তু বঙ্গদেশ বিনা যুদ্ধে পরাধীন হইয়াছিল যদ্যপিও বখ্‌তিয়ার বঙ্গদেশের সম্মুখে দুইবৎসরাবধি ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহাকে বাধাদিতে কোন উদ্যোগ হয় নাই। তাঁহার সসৈন্যে নবদ্বীপে গমনকালে কোন শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ হইলনা তৎপরে তৎস্থানের অত্যাল্পদূরে আপন সৈন্য রাখিয়া কেবল সপ্তদশ সৈন্যের সহিত নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তৎস্থানের রাজার পারিষদদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন তৎকালে রাজা ভোজন করিতেং লোকদিগের চিৎকারধ্বনিতে ভীত হইলেন এবং শুনিলেন যে শত্রুরা দ্বারমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে তিনি এক গোপনীয় দ্বার দিয়া পলায়ন পূর্ব্বক এক ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া অত্যন্ত দ্রুত দাঁড় বাহিয়া উড়িস্যাতে গমন করিলেন এবং যদবধি জগন্নাথ সমীপে না যাইলেন তদবধি বিশ্রাম করেননাই। এই প্রকারে বঙ্গদেশে হিন্দুরাজাদিগের স্বাধীনতার অন্ত হইল॥

বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপ প্রবেশ করিয়া সৈন্যদিগকে ঐ নগর লুট করিতে আজ্ঞা করিলেন পরে গৌড়দেশে গমন করিয়া পূর্ব্বমত বিনা যুদ্ধে অনায়াসেই ঐ দেশ অধিকার করিলেন এবং তদ্রূপ দৌরাত্ম্য করিলেন। সমুদায় হিন্দুদের মন্দির ভগ্ন করিয়া ঐ সকল দ্রব্য দ্বারা মসজিদ ও চতুষ্পাঠী এবং সরাই নির্ম্মাণ করিলেন। এক বৎসরের মধ্যেই সমুদায় দেশ তাঁহার অধিকৃত হইল তৎকালাবধি পলাশীর যুদ্ধ দ্বারা মুসলমানদিগের রাজ্যচ্যুত হওন পর্য্যন্ত পাঁচ শত পঞ্চান্ন বৎসর এইরূপদীর্ঘ কালের মধ্যে বঙ্গদেশের স্বাধীনতার পুনঃপ্রাপ্তি নিমিত্তে হিন্দুরা কখনই উদ্যোগমাত্র করেন নাই॥

বখ্‌তিয়ার বঙ্গদেশ জয়করিয়া থিবেট ও ভুটান দেশ জয় করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু এদেশবাসি মৃদুব্যক্তি অপেক্ষা হিমালয় পর্ব্বত বাসি উগ্রস্বভাবযুক্ত লোকদিগকে জয় করা অতি দুঃসাধ্য তাহা তিনি বিশেষ রূপে অবগত হই-

-লেন। এইকার্য্য যদ্রূপ দুঃসাধ্য ছিল তিনিও তদ্রূপ শঠতা পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইতে মনস্থ করিয়া যে পর্ব্বত দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে তাতার ও চীন দেশের প্রভেদ হইয়াছে তদাক্রমণার্থে দশ সহস্র অশ্বারূঢ় লইয়া গমন করিলেন। অনুমান হয় যে বখ্‌-তিয়ার আসামে বৃহ্মপুত্র নদতীরস্থ মিককা পর্ব্বত শ্রেণী দিয়া গমনকালে একব্যক্তিকে পথদর্শকরূপে লইলেন। তিনি পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তিকে মুসলমানধর্ম্মাক্রান্ত করিয়াছিলেন। যদ্যপিও উক্ত নদ ভোগবতী নামে বিখ্যাত তথাপি গঙ্গাপেক্ষায় তিন গুণে বিস্তৃত ও সমুদ্রের সহিত তাহার সঙ্গম আছে অতএব তাহাকে বৃহ্মপুত্র বিনা অন্য কহা যায় না। ঐ সৈন্যরা দশ দিবসাবধি উক্ত নদের তীর দিয়া গমন করিল তৎপরে দ্বাবিং-শতি খিলান বিশিষ্ট এক প্রস্তর নির্ম্মিত সেতু উত্তীর্ণ হইয়া চলিল। পরে পঞ্চদশ দিবসাবধি অতি দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইয়া থিবেট দেশের অতিবিস্তৃত স্থানে উপস্থিত হইলেন তৎপরেই এক দৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত নগরে গমন করিলেন তাহাতে তন্নগর বাসিরা তাঁহাদিগকে অতিসাহসপূর্ব্বক বাধাদিয়াছিলেন। তদ্দেশ বাসিদের সাজোয়া কেবল বংশ নির্ম্মিত ও রেসমে গাঁথা অথবা বদ্ধ ছিল। এক দিবস তুমুল সংগ্রাম হইলে মুসলমানেরা শত্রুদিগের অত্যল্প সৈন্য ধরিয়া আপনাদিগের শিবিরে প্রত্যা-গমন করিল আর তাহাদিগ হইতে অবগত হইল যে সার্দ্ধ সপ্ত ক্রোশন্তে প্রাচীরে বেষ্টিত কর্ম্মপত্তন নামক নগর আছে তাহাতে বৃাহ্মাণ এবং ভুটান লোকেরা বাসকরেন এবং তাঁহাদিগের ভূপতি খ্রীষ্টমতাবলম্বী আর তাঁহার অধীনে অতি সাহসী অসংখ্য তাতা-রীয় সৈন্য আছে এবং তথাকার বাজারে প্রত্যহ এক সহস্র অথবা সার্দ্ধ সহস্র টাঙ্গন নামে খ্যাত ক্ষুদ্র ঘোটক বিক্রয় হয়। ইহা শ্রবণে বখ্‌তিয়ার ভীত হইয়া অবিলম্বে পলায়ন করিতে মনস্থ করিলেন তদ্দেশীয়রা শস্য ও অন্যং ভক্ষ্যদ্রব্য দগ্ধকরাতে পথি-মধ্যে তাঁহার গমনকালে অনেক বাধা জন্মাইল। অবশেষে বখ্‌-তিয়ার অতি ক্লেশে বৃহৎ সেতু সমীপে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে যেপথ রক্ষার্থে আপন সৈন্য রাখিয়াছিলেন সেইপথ আসামের রাজা অধিকার করিয়া উক্ত সেতুর দুই খিলান ভগ্ন করিয়াছেন

তদৃষ্টে অতি অসন্তুষ্ট হইলেন। পরে আসামবাসিরা মুসলমান-দিগকে বেষ্টন করাতে তাহারা রক্ষার্থে নদীপারে পথ দেখিতে সচেষ্ট হইল। তাহাতে স্রোতদ্বারা বিস্তর সৈন্য ভাসিয়া গেল এবং অত্যল্প পারে আসিল তন্মধ্যে তাহাদিগের সেনাপতি ছিলেন তাঁহার বহু সৈন্য বিনাশ হইলে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিলেন পরে এই বঙ্গদেশে আগমনের প্রথমাবধি তিন বৎসরের পরে সন্তাপিত হইয়া মরিলেন। তদনন্তর বঙ্গদেশ এক শত বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর সাম্রাজ্যে মিলিত রহিল আর বঙ্গদেশ দিল্লী হইতে অতি দূরে থাকাতেও দিল্লীর সম্রাট্ ঐ বঙ্গদেশের সমুদায় বিষয় সুবদার অর্থাৎ প্রতিনিধি দ্বারা অবগত হইতেন এবং তাঁহারাই স্বাধীন হইতে বারম্বার চেষ্টাকরিয়াছিলেন এবং কেহ২ বা সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন।।

ইংরাজি ১২০৬ শালে ঘোরী মহম্মদের মৃত্যু হইল আর তাঁহার বিনাপুত্রে পরলোক হওয়াতে তাঁহার উত্তরাধিকরী হওন মিমিত্ত অতি বিবাদ উপস্থিত হইলে ঐ সাম্রাজ্যস্থ প্রজা মধ্যে দিল্লী-র শাসন কর্ত্তা কুতব অতি প্রবল ছিলেন কিন্তু ঘোরীয় মহম্মদের মহম্মদ নামে ভ্রাতৃপুত্র ঘোর দেশ অধিকারে রাখিয়াছিলেন। এল্‌ডোজ্ নামে অন্যএক শাসনকর্ত্তা কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিলেন এবং ভারতবর্ষে কুতব রাজা হইলেন তাহাতে এল্‌-ডোজ্ তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে আসিয়া তাঁহার নিকট পরাভূত হই-লেন। কুতব জয়ী হইয়া গজাননে গমন পুরঃসর তথাকার ভূপতি হইলেন কিন্তু তাহার অল্পকাল পরেই তিনি অলস হইয়াছিলেন এইবার্ত্তা এল্‌ডোজ্ শুনিয়া অকস্মাৎ তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে আগ-মন করিয়া সেস্থান হইতে তাঁহাকে ভারতবর্ষে দূর করিলেন। ঐ সময়াবধি কুতব কেবল ভারতবর্ষে সন্তুষ্ট রহিলেন সুতরাং কুত-বকে ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের আদি রাজা যথার্থরূপে কহিতে হয় আর যদ্যপিও তিনি বহুকালাবধি রাজ্য ভোগ করেননাই কারণ প্রভু মহম্মদের মৃত্যুরপাঁচবৎসর পরেই অর্থাৎ ইংরাজী১২১০শালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল তথাপি তিনি অতি বিজ্ঞতা ও সম্ভ্রমপূ-র্ব্বক ভারতবর্ষের রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ঐ সময়েই খারাজিমবাসী টেকস্ সিন্ধুনদীর পশ্চিমে এক নূতন ও বলবৎ

সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ রাজা পারস্য দেশ সমুদায় জয় করিয়া কিঞ্চিৎপরেই এল্‌ডোজের সহিত যুদ্ধকরিয়া গজানন ও ঘোর এবং সমুদায় সিন্ধুনদীর পশ্চিম প্রদেশ আপন সাম্রাজ্যে মিলিত করিলেন॥

কুতবউদ্দীনের মৃত্যু হইলে আরমনামক তাঁহার পুত্র দিল্লীর সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু তদবধি অনায়ত্ত এমত বৃহৎসাম্রাজ্য শাসন করিতে তিনি সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য ছিলেন সুতরাং একবৎসরের মধ্যেই সমস্‌উদ্দীনআল্‌তমস্‌ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন এই সমস্‌উদ্দীন মহাবংশজাত কিন্তু বাল্যাবস্থায় দাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিলেন কুতব তাঁহাকে ক্রয়করিয়া তাঁহার চরিত্রের মহৎ লক্ষণ দৃষ্টে স্বীয় কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহাকে রাজ্য মধ্যে অতি উচ্চপদাভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ইংরাজী১২১১শালে আল্‌তমস্‌ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া পচিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই রাজার রাজত্বের দশমবৎসরে অতিবৃহৎ কারাজিমরাজ্যেশ্বর জেলালউদ্দীন মোগল কর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া ভারতবর্ষে পলায়নকালে আল্‌তমসের সৈন্যদ্বারা বাধা পাইয়াছিলেন। প্রদেশেং স্থাপিত মুসলমান শাসনকর্ত্তারা স্বাধীন হইতে অভিলাষী হওয়াতে তাঁহাদিগকে দমন করিতে আল্‌তমসের বহুকালপেক্ষ হইয়াছিল। উক্ত সুবাদারদিগের মধ্যে বাঙ্গালাদেশস্থ শাসনকর্ত্তা বহুকালাবধি রাজকর আটক করিয়াছিলেন। আল্‌তমস্‌ ঐ সুবাদারের দমনার্থে গমনপূর্ব্বক তাঁহার রাজধানী গৌড় অধিকার করিয়া স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা চালাইয়া ঐ সুবাদারিতে স্বীয় পুত্রকে নিযুক্ত করিলেন। যে হিন্দুরা তদবধি পূর্ণরূপে পরাজিত হন নাই তিনি তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে গমন করিলেন এবং এক বৎসর বেষ্টনের পরে গোয়ালিয়র লুট করিয়া তথাহইতে মালোয়াতে গমন করিয়া উজ্জয়িনী নগর অধিকার করিলেন এবং তথায় বারশত বৎসর পূর্ব্বে রাজাবিক্রমাদিত্যকর্ত্তৃক মহাকালের যে মহা ঐশ্বর্য্যশালী মন্দির স্থাপিত ছিল তাহা নষ্টকরিলেন এবং তথাকার দেবপ্রতিমা ও দেবীর প্রতিমূর্ত্তি লইয়া দিল্লীর বৃহৎ মসজিদের প্রবেশদ্বার ভগ্ন করিয়া ছিলেন॥

আলতমসের মরণান্তে তৎপুত্র রাজা হইয়া যৌবনাবস্থায় কুক্রি-য়াতে রত হইলেন তাহাতে কুলীনেরা তাঁহাকে ছয়মাসের মধ্যেই সিংহাসনচ্যুত করিয়া আলতমসের কন্যা সুলতানা রিজিয়াকে সিংহাসনে বসাইলেন। এই স্ত্রী অতিবুদ্ধিমতী ছিলেন এবং পিতৃ সত্ত্বে রাজশাসনের ভারথাকাতে তৎকর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছিলেন। প্রথমে ঐ রাজ্ঞী অতিপ্রতাপ ও সদ্বিবেচনাদ্বারা সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন কিন্তু তৎপরে এবিসিনিয়া দেশের এক অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি অতিশয় সানুগ্রহ হইয়া উচ্চপদাভিষিক্ত করাতে এবং ঐ ব্যক্তির সহিত তাঁহার অতিশয় প্রণয় হওয়াতে কুলীনেরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। তাঁহারা ঐ রাজ্ঞীকে ধরিয়া বিতণ্ডানামক দুর্গে বদ্ধ রাখিলেন এবং ঐ রাজ্ঞী তথাকার শাসনকর্ত্তাকে মুগ্ধ করিয়া বিবাহ করিলেন। পরে উক্ত শাসনকর্ত্তার সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট হইবার নিমিত্তে অতি কঠিন উদ্যোগদ্বারা দুই যুদ্ধ করিয়া দুইবারেই পরাভূত হইলেন। উক্ত শেষ যুদ্ধে রাজ্ঞী ও তাহার স্বামী শত্রুহস্তে পতিত হইয়া মারাপড়িলেন। তিনি সার্দ্ধ তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ রাজ্ঞীর পর বইরাম ও মুসাউদ রাজা হইয়া ছয় বৎসরের অধিক রাজ্য ভোগ করেন আই আর ইংরাজী১২৪৪শালে তাঁহাদিগের রাজত্ব কালে কেবল মোগলেরা থিবেটদিয়া আগমন পূর্ব্বক সমুদায় বঙ্গদেশীয় পূর্ব্ব প্রদেশে উৎপাত করিয়াছিল তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই স্মরণীয় ঘটনা হয় নাই। আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে জঙ্গীষখাঁর সন্তানেরা সম্পূর্ণরূপে চীনদেশ জয়করিয়াছিলেন আর এই বোধ হয় যে উক্ত বংশীয়েরা চীন রাজ্যের সম্মুখস্থ প্রদেশ হইতে বাঙ্গালা আক্রমণার্থে সৈন্য প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কোন২ স্থানে কথিত আছে যে চীনদেশীয়রা উক্ত আক্রম করিয়াছিল ফলতঃ তাহা মোগলদিগের শেষ মহাআক্রমণ হইয়াছিল ॥

আলতমসের পুত্র নাজিরউদ্দীন বাল্যাবস্থায় বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি ইংরাজী১২৪৬শালে দি-ল্লীর সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। আর তিনি পিতৃরাজ্ঞী কর্ত্তৃক কারাগারে বদ্ধ হইয়া যথোচিত ক্লেশ প্রাপ্তে এমত অর্থহীন

ছিলেন যে স্বীয় লিখিত পুস্তক বিক্রয়দ্বারা স্বকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এই অবস্থাভোগে তিনি পরিমিতাচার ও জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া পণ্ডিতব্যক্তিদি-গকে অকাতরে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন এবং কবিরা তাঁহার প্রশংসা করণার্থে পরস্পর প্রতিযোগিতাচরণ করিয়াছিলেন তিনি আপনার শ্যালক বালিন নামে খ্যাত বুলবনকে প্রধান মন্ত্রী করিলেন তৎকালে বালিন রাজকীয় মন্ত্রণায় ও যুদ্ধে সমান-রূপে নিপুণ ছিলেন তন্নিমিত্তে তাঁহাকে উক্তকর্ম্মে নিযুক্ত করাতে সদ্বিবেচনা হইয়াছিল এবং তাঁহার রাজত্বকালে দেশের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল ও যে কয়েক হিন্দুরাজারা তখন পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিলেন তাঁহাদিগকে অধীনকরণে রাজশাসন দৃঢ় হইল। মোগল অধিকারে গজানন ও কাবুল ও কান্দাহার ও বাল্‌ক এবং হিরট থাকাতে তাঁহার রাজ্যের প্রধান আপদ কেবল সাম্রাজ্যের পশ্চিমেই রহিল সুতরাং সিন্ধুনদী রক্ষাকরাই তাঁহার অত্যাবশ্যক হইল। তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর ভ্রাতৃপুত্র সেরখাঁ সভামধ্যে সর্ব্ব-গুণান্বিত হওয়াতে তাঁহার প্রতি উক্তকর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়া-ছিল। তিনি যে কেবল মোগলদিগের আক্রমণ হইতে পাঞ্জাব ও মুলতান রক্ষাকরিলেন এমত নহে কিন্তু তৎপরতা নিমিত্ত একদল অশ্বারূঢ় সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে সুশিক্ষিত করিয়া তৎ-সহকারে গজাননহইতে মোগলদিগকে দূরীকরণপূর্ব্বক অল্পকাল জন্যে ঐ গজানন দিল্লী সম্বলিত করিলেন॥

নাজিরউদ্দীনের সপ্তম বৎসর রাজত্বকালে ইমাদউদ্দীন নামক ব্যক্তি প্রভুর অনুগৃহীত বালিনকে কর্ম্মচ্যুত করিবার মানসে তাঁহার প্রভুর মনোভঙ্গ করিতে ও পশ্চিম দেশের শাসনকর্ত্তা সেরখাঁকে প্রতারণাদ্বারা কর্ম্মচ্যুত করিতে কৌশল করিলেন। তদনন্তর ইমাদউদ্দীন মহারাজকে এমত বশীভূত করিয়াছিলেন যে প্রধান মন্ত্রীর সমুদায় সুহৃদবর্গকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। পরে তাঁহার বিচারে সর্ব্বসাধারণের এমত অপ্রীতি হইল যে দশ প্রদেশের অধ্যক্ষেরা তাঁহাদিগের কার্য্যের দুর্দ্দশা বালিনকে অবগত করাইলেন এবং তাঁহাকেই শাসনের ভার লইতে বিনতি করিলেন এই অধ্যক্ষেরা আপনাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত

আলতমসের মরণান্তে তৎপুত্র রাজা হইয়া যৌবনাবস্থায় কুক্রিয়াতে রত হইলেন তাহাতে কুলীনেরা তাঁহাকে ছয়মাসের মধ্যেই সিংহাসনচ্যুত করিয়া আলতমসের কন্যা সুলতানা রিজিয়াকে সিংহাসনে বসাইলেন। এই স্ত্রী অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং পিতৃ সত্ত্বে রাজশাসনের ভারথাকাতে তৎকর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছিলেন। প্রথমে ঐ রাজ্ঞী অতিপ্রতাপ ও সদ্বিবেচনাদ্বারা সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন কিন্তু তৎপরে এবিসিনিয়া দেশের এক অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি অতিশয় সানুগ্রহ হইয়া উচ্চপদাভিষিক্ত করাতে এবং ঐ ব্যক্তির সহিত তাঁহার অতিশয় প্রণয় হওয়াতে কুলীনেরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। তাঁহারা ঐ রাজ্ঞীকে ধরিয়া বিতণ্ডানামক দুর্গে বদ্ধ রাখিলেন এবং ঐ রাজ্ঞী তথাকার শাসনকর্ত্তাকে মুগ্ধ করিয়া বিবাহ করিলেন। পরে উক্ত শাসনকর্ত্তার সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট হইবার নিমিত্তে অতি কঠিন উদ্যোগদ্বারা দুই যুদ্ধ করিয়া দুইবারেই পরাভূত হইলেন। উক্ত শেষ যুদ্ধে রাজ্ঞী ও তাহার স্বামী শত্রুহস্তে পতিত হইয়া মারাপড়িলেন। তিনি সার্দ্ধ তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ রাজ্ঞীর পর বইরাম ও মুসাউদ রাজা হইয়া ছয় বৎসরের অধিক রাজ্য ভোগ করেন নাই আর ইংরাজী১২৪৪শালে তাঁহাদিগের রাজত্ব কালে কেবল মোগলেরা থিবেটদিয়া আগমন পূর্ব্বক সমুদায় বঙ্গদেশীয় পূর্ব্ব প্রদেশে উৎপাত করিয়াছিল তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই স্মরণীয় ঘটনা হয় নাই। আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে জঙ্গীসখাঁর সন্তানেরা সম্পূর্ণরূপে চীনদেশ জয়করিয়াছিলেন আর এই বোধ হয় যে উক্ত বংশীয়েরা চীন রাজ্যের সম্মুখস্থ প্রদেশ হইতে বাঙ্গালা আক্রমণার্থে সৈন্য প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কোন২ স্থানে কথিত আছে যে চীনদেশীয়রা উক্ত আক্রম করিয়াছিল ফলতঃ তাহা মোগলদিগের শেষ মহাআক্রমণ হইয়াছিল ॥

আলতমসের পুত্র নাজিরউদ্দীন বাল্যাবস্থায় বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি ইংরাজী১২৪৬শালে দিল্লীর সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। আর তিনি পিতৃরাজ্ঞী কর্ত্তৃক কারাগারে বদ্ধ হইয়া যথোচিত ক্লেশ প্রাপ্তে এমত অর্থহীন

ছিলেন যে স্বীয় লিখিত পুস্তক বিক্রয়দ্বারা স্বকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এই অবস্থাভোগে তিনি পরিমিতাচার ও জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া পণ্ডিতব্যক্তিদিগকে অকাতরে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন এবং কবিরা তাঁহার প্রশংসা করণার্থে পরস্পর প্রতিযোগিতাচরণ করিয়াছিলেন তিনি আপনার শ্যালক বালিন নামে খ্যাত বুলবনকে প্রধান মন্ত্রী করিলেন তৎকালে বালিন রাজকীয় মন্ত্রণায় ও যুদ্ধে সমানরূপে নিপুণ ছিলেন তন্নিমিত্তে তাঁহাকে উক্তকর্ম্মে নিযুক্ত করাতে সদ্বিবেচনা হইয়াছিল এবং তাঁহার রাজত্বকালে দেশের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল ও যে কয়েক হিন্দুরাজারা তখন পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিলেন তাঁহাদিগকে অধীনকরণে রাজশাসন দৃঢ় হইল। মোগল অধিকারে গজানন ও কাবুল ও কান্দাহার ও বাল্‌খ এবং হিরট থাকাতে তাঁহার রাজ্যের প্রধান আপদ কেবল সাম্রাজ্যের পশ্চিমেই রহিল সুতরাং সিন্ধুনদী রক্ষাকরাই তাঁহার অত্যাবশ্যক হইল। তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর ভ্রাতৃপুত্র সেরখাঁ সভামধ্যে সর্ব্বগুণান্বিত হওয়াতে তাঁহার প্রতি উক্ত কর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি যে কেবল মোগলদিগের আক্রমণ হইতে পাঞ্জাব ও মুলতান রক্ষাকরিলেন এমত নহে কিন্তু তৎপরতা নিমিত্ত একদল অশ্বারূঢ় সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে সুশিক্ষিত করিয়া তৎসহকারে গজাননহইতে মোগলদিগকে দূরীকরণপূর্ব্বক অল্পকালের জন্যে ঐ গজানন দিল্লী সম্বলিত করিলেন ॥

নাজিরউদ্দীনের সপ্তম বৎসর রাজত্বকালে ইমাদউদ্দীন নামক ব্যক্তি প্রভুর অনুগৃহীত বালিনকে কর্ম্মচ্যুত করিবার মানসে তাঁহার প্রভুর মনোভঙ্গ করিতে ও পশ্চিম দেশের শাসনকর্ত্তা সেরখাঁকে প্রতারণাদ্বারা কর্ম্মচ্যুত করিতে কৌশল করিলেন। তদনন্তর ইমাদউদ্দীন মহারাজকে এমত বশীভূত করিয়াছিলেন যে প্রধান মন্ত্রীর সমুদায় সুহৃদ্‌বর্গকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। পরে তাঁহার বিচারে সর্ব্বসাধারণের এমত অপ্রীতি হইল যে দশ প্রদেশের অধ্যক্ষেরা তাঁহাদিগের কার্য্যের দুর্দ্দশা বালিনকে অবগত করাইলেন এবং তাঁহাকেই শাসনের ভার লইতে বিনতি করিলেন এই অধ্যক্ষেরা আপনাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত

সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মহারাজের সহিত যুদ্ধ করাতে মহারাজ তাহা-দিগের সহিত রণস্থলে যুদ্ধ করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহাদিগের অভি-প্রায়ে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু তাঁহাদিগের প্রার্থনাসামান্যমাত্র কেবল অযোগ্য প্রধান মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে বালিনকে পুনঃ স্থাপন করিতে পণ ছিল কারণ তাঁহার পরামর্শে সাম্রাজ্যের অতিশয় সৌভাগ্য হইয়াছিল। মহারাজ তাঁহাদিগের মতে সম্মত হইয়া সভাহইতে ইমাদউদ্দীনকে দূর করিয়া বালিনকে পুনঃ পদাভিষিক্ত করিলেন ॥

ইংরাজী ১২৫৮ শালে জঙ্গিষখাঁর পৌত্র হুলাকু মহারাজের সহিত সম্ভাষ করিতে এক দূত প্রেরণ করিলেন তাহাতে মহারাজ আপনার সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ঐ দূতকে দেখাইতে অতি আড়ম্বরী-পূর্ব্বক ও আরোপিতবাক্যদ্বারা তাঁহার সহিত সম্ভাষ করিলেন। উজীর ঐ সম্ভাষকরণার্থে পঞ্চাশৎ সহস্র অশ্বারূঢ় ও দুই সহস্র গজারূঢ় লইয়া চলিলেন। পরে তথায় উপস্থিত হইলে সর্ব্বপ্রকারে ঐশ্বর্য্য জানাইতে এক দরবার হইল। তদনন্তর তিনি মহারাজের সমীপে সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন মোগলদিগের দৌরাত্ম্যদ্বারা যে পঁচিশজন রাজা স্বরাজ্যহইতে দূরীকৃত হইয়া সেইরাজ্যে মহা-রাজের শরণাগত ছিলেন তাঁহারাও তৎকালীন মহারাজের চতু-র্দ্দিগে দণ্ডায়মান ছিলেন। এই দূতদ্বারা কোন বিশেষকর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় নাই তৎকালাবধি মোগলেরা দিল্লীর মহারাজের অধিকারে বিরক্ত হইয়া হিন্দুস্থান আক্রমণ করিতে আর চেষ্টা করিলেন না।

ইংরাজী ১২৬৬ শালে নাজীরউদ্দীন মরিলেন তাঁহার পর তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বালিন সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া যথার্থতা ও সুশাসনে এমত খ্যাত হইলেন যে পারসাও তাতারদেশীয় রাজারা তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে প্রার্থনা করিলেন তথাচ ঐ মহারাজ আপনার অতি বিখ্যাত ভ্রাতৃপুত্রসেরখাঁ যাঁহার বিবরণ আমরা পূ-র্ব্বেই লিখিয়াছি তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত না করিবাতেইতিহাসলেখ-কেরাতাঁহার অপবাদ লিখিয়াছেন ঐ মাহারাজ আপনার কর্ম্মকারি দিগের চরিত্র বিলক্ষণরূপে অবগত হইয়া উপযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও উচ্চপদে নিযুক্ত করেন নাই আরো এক নিয়ম-দ্বারা হিন্দুর পদবৃদ্ধি নিবারণ করিয়াছিলেন। সিন্ধুনদীর পশ্চি-

মস্থ যেসকল রাজারা মোগলদিগের দ্বারা স্বীয়২ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আপন রাজ্যে আশ্রয় দেওয়াতে তিনি আপনার রাজত্বের অতিশয় গৌরব মনে করিলেন। আর মুসলমানদিগের রাজত্বমধ্যে তাঁহার রাজত্বে দিল্লীর রাজসভা অত্যন্ত উজ্জ্বল ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল। এবং তাঁহার সভাতে অতিপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি থাকাতে তাহা ভূষিত হইয়াছিল এবং ঐ পণ্ডিতেরা মাহারাজ হইতে প্রচুর ধন পাইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে যাবদীয় রাজা হইয়াছিলেন সেসকল অপেক্ষা তাঁহার রাজগৃহ ও পারিষদের ঐশ্বর্য্যে তিনি সর্ব্ব প্রধান হইয়াছিলেন। তিনি যে সকল ব্যবস্থা স্থাপনকরিতেন তাহা অতি কঠিন বোধ হইত। পরন্তু তিনি অতিশয় কঠোর পরিমিতাচারী হইলেন তদ্দ্বারা তাঁহার বাল্যাবস্থার অপরিমিতাচারিতা লুপ্ত হইল।।

গুজরাটের অধিপতি মোগল অধীনতা ত্যাগ করাতে তাহা পুনর্গ্রহণার্থে তাঁহার মন্ত্রীরা পরামর্শ দিলেন তাহাতে তিনি সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক এই উত্তর করিলেন যে তাঁহার রাজ্যের উত্তরও পশ্চিমদিগে মোগলদিগের দৌরাত্ম্য থাকিতে আপনার যে অধিকার আছে তাহা বৃদ্ধি না করিয়া বরং তাহাই রক্ষাকরা। তাঁহার পক্ষে সুপরামর্শ ইংরাজী১২৭৯শালে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা তোগরলখাঁ রাজ বিদ্রোহী হইলেন। এই সাহসী শাসনকর্ত্তা উড়িস্যাদেশের জগন্নগরেররাজার সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিয়া শতং হস্তীও বহুধন লইয়া আসিলেন এবং এই বিষয়ের কোন সম্বাদ মাহারাজকে জানাইলেন না। তাহার কিয়ৎকাল পরেই জনশ্রুতিদ্বারা মহারাজের মৃত্যু শুনিয়া আপনিই বঙ্গদেশের স্বাধীন রাজা হইলেন। মহারাজ তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে ক্রমেং দুইদল সৈন্যপ্রেরণ করাতে উভয়েই পরাস্ত হইল। পরে তাঁহার নির্লজ্জ প্রজারা তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করাতে সুতরাং মহারাজকে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং রণস্থলে গমন করিতে হইল তাহাতে তিনি বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অতিশয় বর্ষাকালে বঙ্গ দেশে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন। তোগরল সসৈন্যে তদ্দেশ পরিত্যাগ করণপূর্ব্বক আপনার হস্তী ও ধনাদি লইয়া উড়িস্যাতে প্রস্থান করিলেন

তাহাতে মহারাজের সৈন্যরা অতিশীঘ্র তাঁহার পশ্চাৎ২ গমন করিয়া যদ্যপিও দেশের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল তথাপি বিপক্ষের কোন সন্ধান পাইল না। তদনন্তর এক দিন মল্লিক মুকদর নামক মাহারাজের একজন সেনাপতি চল্লিশ জন অশ্বারূঢ়ের সহিত গমন করিয়া দৈবাৎ তোগরলের শিবিরের সন্ধান পাইয়া তাহা যুদ্ধদ্বারা লইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন ধারাবাহি ইতিহাসকেরা উক্ত যুদ্ধ অবিশ্বাস্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পরে তিনি কতকগুলিন সৈন্যের সহিত তোগরলের শিবিরে গিয়া তোগলের তাম্বু অন্বেষণ করিতে২ যেখানে মহাসভা হইতেছিল তথায় বলপূর্ব্বক গমন করিয়া বালিন রাজার জয় হউক এই শব্দ করিয়া বাধাকারিদিগকে ছেদন করিতে লাগিলেন। তোগরল ভাবিলেন যে মহারাজের সকল সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে এই জ্ঞানে অশ্বারোহণ করিয়া বিপক্ষ সৈন্য না আসিতে২ অতিবেগে মহানদী উত্তীর্ণ হইতে গমন করিলেন মল্লিক অতিশীঘ্র তাঁহার পশ্চাৎ২ গমন করিয়া তোগরল যে সময়ে সন্তরণদ্বারা নদীপার হইতেছিলেন তৎকালে বাণদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে তোগরল তৎক্ষণাৎ ঘোটকহইতে জলে পড়িলেন এবং মল্লিক জলের মধ্যে লম্ফ দিয়া তাঁহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তীরে আনিয়া তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন পরে সেই ছিন্ন মস্তক লইয়া মহারাজের শিবিরে গমন করিলেন। তোগরলকে না দেখিয়া তাঁহার সৈন্যরা ভীত হইয়া আপনাদিগের রক্ষার্থে চতুর্দিগে পলাইতে লাগিল কিন্তু বিপক্ষ দলেরা তাহাদিগের পশ্চদ্গামী হয় নাই পরে যদ্যপিও বালিন ঐ মহাকীর্ত্তিশালি মল্লিককে অবিজ্ঞ কহিয়া নিন্দাকরিলেন তথাপি ঐ মহাকীর্ত্তি নিমিত্ত তাঁহাকে পারিতোষিক দিলেন। কিন্তু মহারাজ স্বীয় নির্দয়তাদ্বারা জয়ের গৌরব নষ্ট করিলেন। কারণ তিনি ঐ রাজবিদ্রোহীর নির্দোষি আবলবৃদ্ধবনিতাদি পরিজনদিগকে বধ করিলেন এবং তিনি এমত রাগ প্রকাশ করিলেন যে মৃত তোগরল পূর্ব্বে যে এক শত সন্ন্যাসিকে মিথ্যা ধর্ম্মে আনুকূল্য করিয়াছিলেন তাহাদিগকেও নষ্ট করিলেন। তদনন্তর তিনি করাখাঁ নামক নিজপুত্রকে বঙ্গদেশের শাসনকর্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিয়া তিন বৎসরের পরে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন ॥

তখন ঐ চঞ্চল মোগলেরা সিন্ধু নদীর তীরে পুনর্ব্বার আসিয়া মুলতান দেশ অধিকার করিয়াছিল। তাহাতে মহারাজের পুত্র মহম্মদ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিয়া তাহাদিগকে তৎস্থান হইতে দূরকরিলেন। তাহার পর বৎসর পারস্য দেশের পূর্ব্বাংশের রাজা তৈমুরখাঁ বহু সৈন্য লইয়া মোগলদিগের পরাভবের প্রতিফল দিবার নিমিত্ত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। তাহাতে ঘোরতর রক্তারক্তি সমর হইয়া মহম্মদ জয়ী হইলেন এবং জয়ী হইয়া এতদূরপর্য্যন্ত শত্রুদিগের পশ্চাৎ২ গমন করিলেন যে মোগলদিগের যে দুই সহস্র সৈন্য এক বনে গুপ্তভাবে ছিল তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি তুমুল যুদ্ধ করিয়া পরে শত্রুদিগের দলের আধিক্য হওয়াতে আঘাতে পরিপূর্ণ শরীর হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অশীতিবর্ষবয়স্ক বালিন আপন বংশের তিলক পুত্রের মরণ শুনিয়া শোকসাগরে মগ্ন হইলেন এবং তাহাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এক বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া ইংরাজী ১২৮৬ শালে মরিলেন।।

মহারাজ তাঁহার পুত্র করাখাঁর পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রিয় মৃত পুত্র মহম্মদের পুত্র কই খোসরুকে উত্তরাধিকারি পদে নিযুক্ত করিলেন তাহাতে দিল্লী নগরের ফৌজদারী আদালাতের প্রধান বিচারকত্ত। প্রধান সভাসদদিগকে একত্র করিয়া করাখাঁর পুত্র কৈকোবাদকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি দিলেন কারণ খোসরু বালক অজিতেন্দ্রিয় ও উগ্রস্বভাব দ্বিতীয়ত বঙ্গদেশে করাখাঁর অনেক পরাক্রমী সৈন্য আছে অতএব তাঁহার বংশকে রাজ্য না দিলে তিনি যে ইহাতে প্রতিফল দিবেন এমত সম্ভাবনা হয় কৈকোবাদ রাজত্ব প্রাপ্তিমাত্রেই সুখে মগ্ন হইলেন এবং রাজত্বের ভার তাঁহার মন্ত্রী নিজামউদ্দীনের প্রতি অর্পণ করিলেন ঐ বিশ্বাস ঘাতকী নিজাম উদ্দীন তাঁহার নির্ব্বোধ ও বালক প্রভুকে সর্ব্বসাধারণের ঘৃণাস্পদ করিয়া স্বয়ং সিংহাসন প্রাপ্ত্যর্থে সচেষ্ট হইতে লাগিলেন। করাখাঁও দিল্লীর ঐ সকল ব্যবহার পূর্ব্বেই অবগত হইয়া আপন পুত্রের নিকটে পত্রদ্বারা তাঁহার ভাবি সঙ্কট বিষয়ে সৎপরামর্শ প্রদান করিলেন কিন্তু তাঁহার পরামর্শ নিস্ফল হওয়াতে তিনি সসৈন্যেদিল্লীতে গমন করিলেন তাহাতে তাঁহার পুত্র স্বীয়মন্ত্রীর

মন্ত্রণাদ্বারা আপন সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক পিতার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। উভয় সৈন্যরা গোগরা নদীর উভয় পার্শ্বে শিবির করিল প্রাচীন রাজা এই যুদ্ধ অনিবার্য্য জানিয়া সৈন্যদিগের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তৎপুত্রকে করুণাজনক এক পত্র অতি বিনতি পূর্ব্বক লিখিয়া তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। তাহাতে ঐ পুত্রের দয়া হইল এবং পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহার কুমন্ত্রী পরামর্শদ্বারা এইস্থির করাইল যে সম্রাট্‌কে যাদৃশ মান্য করিতে হয় তাঁহাকে তাদৃশ মান্য করিতে হইবে। তাহাতে তাঁহার পিতা আপন পুত্রকে দেখিবার অবকাশ ত্যাগ না করিয়া বরং তাঁহার ঐ প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। হঠাতে তাম্বু পড়িল এবং কৈকোবাদ সিংহাসনোপরি বসিয়া তাঁহার পিতার আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন পিতা তাঁহার সম্মুখে দৃষ্টির মধ্যে আসাতেই তাঁহার প্রতি আজ্ঞা হইল যে স্থানেং তিনবার প্রণাম করিবেন আর তখন এক নকীব উচ্চৈঃস্বরে এই কহিতে লাগিল যে করাখাঁ জগদধিপতির অধীন হইতে স্বয়ং আসিতেছেন। পরে ঐ সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ রাজা এপ্রকার অপমানদ্বারা দুঃখ সাগরে মগ্ন হওয়াতে তাঁহার অশ্রুপাত হইল তাহাতে ঐ পুত্র আর এমত দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে নামিয়া আপন পিতার স্কন্ধোপরি বদন রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই সকলস্নেহের রোদনাদি সমাপ্ত হইলে পর ঐ যুবা আপন পিতাকে সিংহাসনে আরোপণ করিয়া আপনি তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন সমাপ্ত হইলে পিতা পুত্রের সকল বিষয়ই শান্তি ও মিত্রতা পূর্ব্বক স্থির হইল এবং বিংশতি দিবসাবধি বহুবার আহ্লাদ সূচক সাক্ষাৎকার হইল। করাখাঁ তাঁহার পুত্রকে আর দেখিতে পাইবেন না এইমনে করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় হওন কালীন তাঁহাকে অনেক সৎপরামর্শ দিলেন বিশেষত ঐ কুমন্ত্রিকে ত্যাগ করিতে কহিলেন। কিন্তু ঐ যুবরাজ দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ সকল সৎপরামর্শ বিস্মৃত হইয়া পুনর্ব্বার সুখাভিলাষী হইয়া পূর্ব্বমতে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন তদ্দ্বারা অতি ত্বরায় তাঁহার মৃত্যু হইল। রাজসভার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে ঐ

নির্ব্বোধ এবং ভ্রষ্টাচারি যুবা তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না। তাহাতে মোগলেরা মহারাজের পক্ষ হইলেন। এবং খিলিজীরা আপনাদিগের একজনকে সিংহাসনোপবিষ্ট করণে কৌশল করিতে লাগিলেন তৎকালে মহারাজ আপন অট্টালিকায় পীড়িত ছিলেন অনন্তর উভয় দলের সৈন্যরা রণস্থলে উপস্থিত হইল খিলিজীরা মোগল সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করিয়া যে তাম্বুতে মহারাজের শিশুপুত্র ছিল তাহাতে প্রবেশ করিয়া জয় চিহ্নরূপে ঐ শিশুকে লইয়াগেল আর তৎপরেই খিলিজীদিগের সেনাপতি জেলালউদ্দীন মহারাজের বধার্থে এক দল হত্যাকারককে রাজবাটীতে প্রেরণ করিলেন তাহারা তৎস্থানে গিয়া যষ্টিদ্বারা মাহারাজের মস্তক চূর্ণ করিয়া তাঁহার মৃত শরীর গবাক্ষদ্বারদিয়া নদী মধ্যে নিক্ষেপ করিল এই রক্তারক্তি কঠিন কর্ম্মদ্বারা ঘোরীবংশের শেষ হইল। জেলালউদ্দীন ঐ শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করাতে খিলিজী বংশদ্বারা মুসলমানদিগের তৃতীয় রাজবংশ স্থাপন হইল ॥

একাদশ অধ্যায়।

জেলালউদ্দীন খিলিজী বংশ স্থাপন করেন। আলাউদ্দীন দেকান আক্রমণ করেন। তিনি পিতৃবধ করেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণ। তাঁহার রাজশাসনের রীতি এবং গুজরাটে ও চিতোরে তাঁহার যুদ্ধযাত্রা। কাফুর দেকান জয়করেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যু। তাঁহার চরিত্র এবং কীর্ত্তি। খিলিজীদিগের বংশ লোপ। গাজিবেগ তোগলক সিংহাসনারোহণ করেন॥

গজানন ও ঘোরীয় মসলমান রাজত্বে হিন্দুদিগের স্বাধীনতার পক্ষে অতি মন্দ হইয়াছিল এবং খিলিজী নামক তৃতীয় রাজবংশদ্বারাও তদ্রূপ হইয়াছিল। গজাননের মহম্মুদ উত্তরস্থ রাজাদিগকে জয়করিয়া সিন্ধুনদীতটস্থ সমুদয় প্রদেশ আপন রাজ্যে সংলগ্ন করিয়াছিলেন। তদনন্তর দুইশত বৎসর পরে ঘোরীয় মহম্মদ নর্ম্মদানদীর উত্তরস্থ সমুদায় হিন্দুরাজ্যের সমূলোৎপাটন করিয়া ঐ নদী অবধি হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত স্বশক্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহার এক শত বৎসর পরে খিলিজীরা নর্ম্মদা নদীর সীমা উত্তীর্ণ হইয়া দেকান অবধি মুসলমানদিগের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন॥

খিলিজীবংশীয় আদি রাজা জেলালউদ্দীনের সিংহাসনোপবিষ্ট হওন কালে তিনি সপ্ততিবর্ষবয়স্ক ছিলেন। তিনি রাজ্যশাসনে দৃঢ়ীকৃত হইয়াই হত প্রভুর শিশুপুত্রকে বধকরিলেন। তিনি কেবল এই নির্দয় কর্ম্মদ্বারা কলঙ্কী হইয়াছিলেন পরে অনুপযুক্ত পাত্রকে অত্যন্ত কৃপা করাতে তাঁহার রাজত্বে দোষ হইল। তদ্দারা কুকর্ম্ম বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং কুলীনেরাও তাঁহাকে অমান্য করিলেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণ করণেই এক রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল এবং তন্নিবারণার্থে রাজা আপন পুত্রকে তথায় প্রেরণ করিলেন। তাহাতে ঐ রাজবিদ্রোহিরা পরাভূত হইয়া মহারাজের নিকট প্রেরিত হইলে মহারাজ তাঁহাদিগের অপরাধ দণ্ডব্যতীত ক্ষমা করিলেন। এই অবিবেচিত কর্ম্ম দৃষ্টে তাঁহার সভাসদেরা অসন্তুষ্ট হইয়া ঐ রাজবিদ্রোহিদিগের চক্ষুরুৎপাটন করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন তাহাতে রাজা উত্তর করিলেন আমি বৃদ্ধ হইয়াছি অতএব এইক্ষণে আর হত্যা না করিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়॥

দেকান জয় করাতে খিলিজীবংশীয়দিগের রাজত্ব বিখ্যাত হইয়াছিল। স্থানেশ্বরের যুদ্ধের এক শত বৎসর পরেই ইং ১২৯৩ শালে মহারাজের ভ্রাতুপুত্র আলাউদ্দীন চন্দরির দক্ষিণস্থ হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে রাজাজ্ঞা পাইলেন। তিনি অতিশীঘ্র তাঁহার নিজ করাদেশের রাজধানীতে গমন করিলেন এবং তথায় অষ্ট সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অতিসাহসপূর্ব্বক নর্ম্মদা নদী পার হইয়া দেবগড়ের হিন্দু রাজার সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। তথাকার রাজা রামদেব ঐ নগরহইতে ক্রোশান্তে আসিয়া সসৈন্যে সাক্ষাৎ করাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইল ও তাহাতে হিন্দুরাজা পরাভূত হইলেন। এবং জয়কর্ত্তা ঐ নগর হস্তগত করিয়া লুটকরিলেন। অনন্তর আলাউদ্দীন এই সমাচার প্রচার করিলেন যে দেকানে তাঁহার অনেক মুসলমান সৈন্য গমন করিতেছে তন্মধ্যে অগ্রসর এই যৎকিঞ্চিৎ আসিয়াছে। এই সম্বাদদ্বারা দেকানের অন্যং হিন্দুরাজারা ভীত হইয়া রামদেবের যুদ্ধে সাহায্য করিলেন না। তাহাতে রামদেব নিজ রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া আলাউদ্দীনকে কহিলেন যে যদ্যপি তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন তবে তাঁহাকে অধিক ধন দিবেন এবং ঐ মুসলমান রাজাও

তাহাতে সম্মত হইয়া আপনার শিবির ভগ্ন করিয়া গমন করেন এমত সময়ে রামদেবের পুত্র সৈন্য সংগ্রহ করিতে২ মুসলমানদিগের তৃতীয়াংশতুল্য সৈন্যের সহিত আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং তাহারা পূর্ব্বে যে সকল ধন লুট করিয়াছিল তাহা রাখিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা করিলেন। এই আস্পর্দ্ধায় যুদ্ধ করা আবশ্যক হইল। আলাউদ্দীন তাহাতে অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন আর আলাউদ্দীন যে মল্লিক নসরুত নামক সেনাপতিকে দুর্গ বেষ্টনার্থে নিযুক্ত করিয়াছিলেন যদ্যপিও ঐ সেনাপতি প্রভুর আজ্ঞা ব্যতীত আপন স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিতে না আসিতেন তবে আলাউদ্দীন যে ঐ যুদ্ধে পরাস্ত হইতেন ইহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু শত্রুরা ঐ সৈন্যকে দিল্লিহইতে যে সকল সৈন্য আসিতেছিল তাহাই জ্ঞান করিয়া সভয় হইয়া পলায়ন করিল। রামদেবের পুত্র পিতার অগোচরে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে উক্ত সন্ধির কাঠিনত্ব বৃদ্ধি হইল। বোধ হয় ইহাতে হিন্দুরাজার অসংখ্য ধন দিতে হইয়াছিল। আলাউদ্দীন লুটেরদ্বারা হিন্দুরাজা হইতে ছয়শত মন মুক্তা দুই মন হীরক ও পদ্মরাগমণি মরকতমণি ও নীলকান্তমণি এবং এতৎ তুল্য বহুমূল্য ধাতু পাইয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান মন অপেক্ষা তৎকালীন মনের পরিমাণ অল্প থাকিবেক এই সকল লুটের ধন লইয়া প্রথমাগমনের পঞ্চবিংশতিতম দিবসে গৃহযাত্রা করিলেন। এবং মালওয়া ও গন্দানা এবং খণ্ডেশ এই বিপক্ষ দেশ দিয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে গমন করিলেন। মুসলমানদিগের ইতিহাসমধ্যে যাবদীয় যুদ্ধ বর্ণিত আছে তন্মধ্যে এই যুদ্ধ অত্যন্ত সাহসিক বর্ণিত আছে এবং ইহাই দক্ষিণস্থ রাজাদিগের অত্যন্ত দুর্দ্দশার মূল হইয়াছিল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ এই যুদ্ধ হওয়াতে দক্ষিণস্থ প্রদেশ সমূহের ধন ও ক্ষীণতার প্রকাশ পাইয়াছিল এবং মুসলমানেরা অনায়াসে তদ্দেশ জয়করিবার উপায় জানিয়াছিলেন ॥

মহারাজের নিকট অতিত্বরায় এই সম্বাদ প্রেরিত হইল যে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র দেবগড় জয় করিয়া দিল্লীস্থ সকল রাজাপেক্ষা অসংখ্য ধন পাইয়াছেন। এবং বৃদ্ধ জেলালউদ্দীন ঐ ধনসকল

আপনার জ্ঞান করিলেন কিন্তু তাঁহার চতুর সভাস্থরা অনায়াসেই বিবেচনা করিলেন যে ঐ জয়ী আপন প্রাণ সংশয়ে অন্যের উপকারার্থে ঐ ধন সঞ্চয় করেন নাই। অনন্তর কেহ২ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিতে পরামর্শ দিলেন কিন্তু তাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই মন্ত্রণা করিলেন যে যাবৎ তিনি রাজবিদ্রোহী নাহন তাবৎ কোন উপায়ের আবশ্যক নাই। আলাউদ্দীন রাজসভায় আপনার বিপক্ষদিগকে জ্ঞাত হইয়া আপনার মনস্থ কাহাকেও প্রকাশ না করিয়া মহারাজকে ধরিতে সম্পূর্ণরূপে শঠতা করিতে লাগিলেন। আলাউদ্দীন কৌশলদ্বারা মহারাজকে বশীভূত করিতে তথায় আপন ভ্রাতাকে এই কথা কহিয়া মহারাজের প্রবৃত্তি লওয়াইতে প্রেরণ করিলেন যে মহারাজ স্বয়ং করায় গিয়া ভ্রাতৃপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেই উক্ত ধন পাইবার উপায় হইবে। তখন মহারাজ অশীতি বৎসরবয়স্ক ছিলেন তথাপি আর কতদিন ভোগ করিবেন তাহা মনে না করিয়াও ধন লোভে মত্ত হইয়া সসৈন্যে করায় গমন করিলেন। পরন্তু আলাউদ্দীনও সসৈন্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বিশ্বাসঘাতক আল্মস্ বেগনামক নিজ ভ্রাতাকে মহারাজের এতদ্রূপ প্রবৃত্তি লওয়াইতে প্রেরণ করিলেন যে নিকটে আসিয়াছেন অতএব সাক্ষাৎ করিতে এত অধিক লোক সহিত লইয়া যাইবার আবশ্যকতা নাই। তাহাতে ঐ অশীতিবর্ষবয়স্ক প্রাচীন রাজা তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে প্রায় একাকী গমন করাতে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রের সৈন্যরা তাঁহাকে বেষ্টনকরণপুরঃসর তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ করিল এবং ঐ মস্তক একটা বর্ষায় বিদ্ধ করিয়া আপনার শিবির মধ্যে সমারোহ করিলেন॥

আলাউদ্দীন এই মহাগর্হিত হত্যাতে অপরাধী হইয়া বিলম্ব না করিয়া দিল্লীতে গমন করিলেন এবং ঐ মৃত রাজার পুত্রকে দূর করিয়া ইংরাজী ১২৯৬শালে স্বয়ং সিংহাসনারোহণ করিলেন। পরে তিনি এই দুষ্কর্ম্মহইতে সর্ব্বসাধারণের মন আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত কৌতুক দেখাইয়া সকলকে পরিতুষ্ট করণপূর্ব্বক ভুলাইলেন এবং কুলীনদিগকে সম্ভ্রান্ত করিয়া তাহাদিগের বিসম্বাদ দূর করিলেন। আলাউদ্দীনের রাজত্ব সময়ে পশ্চিমস্থ

মোগলদিগের এবং দক্ষিণস্থ হিন্দুদিগের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার সিংহাসনোপবিষ্ট হওনের এক বৎসর পরে তিনি গুজরাটাধিপতির সহিত যুদ্ধার্থে সৈন্য প্রেরণ করিলেন যদ্যপি পূর্ব্বকালীন মুসলমানেরা গুজরাটের রাজাকে বারম্বার পরাভূত করিয়াছিল তথাপি তিনি সম্পূর্ণরূপে অধীন হন নাই। ভাগিলনামক নূতন বংশীয় রাজারা ঐ রাজ্যস্থ প্রাচীন সোলাস্কী বংশীয় রাজাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন তৎকালাবধি মুসলমানদিগের রাজত্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ একশত ষড়বিংশতি বৎসর ঐ গুজরাটে ভাগিলেরা রাজত্ব করিয়াছিলেন। অনন্তর যৎকালে ঐ গুজরাট পূর্ব্বকার মুসলমানদিগের আক্রমণ জন্য অপকার রহিত এবং পূর্ব্বের তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হইতে ছিল এমত সময়ে আলাউদ্দীন সসৈন্যে গুজরাটে যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। পূর্ব্বদেশের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ সোমনাথ তীর্থে মহাদেবের মন্দির পুনর্নির্ম্মিত হইয়া পূর্ব্বমত দেবপ্রতিমা ও পুরোহিতদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু গুজরাটস্থ ও সুরতস্থ উত্তম ভূমিতে স্রোতস্তুল্য ঐ নূতন আক্রমণ অকস্মাৎ উপস্থিত হওয়াতে তথাকার মনুষ্যের শ্রমের স্মরণ সূচক উত্তমোত্তম দ্রব্য লইয়া ঐ দেশকে নষ্ট করিল। প্রাচীন নরহোলা রাজ্যের লোপ হইল আর আজমীরের আকর হইতে সংমরমরপ্রস্তরদ্বারা গ্রথিত উত্তমোত্তম অট্টালিকাতে পরিপূর্ণ ও মহাঐশ্বর্য্যশালী পত্তন নগরও উচ্ছিন্ন হইল আর সোমনাথের মন্দিরের সম্মুখে এক মসজিদ স্থাপিত হইল বুদ্ধের প্রতিমা দূরে নিঃক্ষিপ্ত হইল আর এতদ্দেশীয় অমূলক ধর্ম্ম বিশিষ্ট বুদ্ধমতের এবং পুরাণের গ্রন্থসকল একত্রে দগ্ধ হইল আলাউদ্দীন লুটকরিয়া যতদ্রব্য পাইলেন তন্মধ্যে কাফুরনামক অতিসুন্দর এক দাস এবং নিরুপমা কমলা দেবী নাম্নী রাজপত্নী এই দুই অত্যুত্তম দ্রব্য পাইয়াছিলেন। আলাউদ্দীন উক্তস্ত্রীকে আপন অন্তঃপুরে রাখিলেন আর কাফুর রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া সম্ভ্রান্ত হওন পূর্ব্বক কালক্রমে দক্ষিণদেশীয় রাজাদিগের প্রধান শত্রু হইলেন॥

ঐ গুজরাটের যুদ্ধ সমাপ্ত হইবামাত্রেই মোগলদিগের দুইলক্ষ অশ্বারূঢ় সৈন্য সিন্ধুনদীর তটে উপস্থিত হইয়া ঐ নদীর তটাবধি

দিল্লীর সীমা পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ নষ্ট করিয়া দিল্লী নগর বেষ্টন করিল তৎকালে সেই নগর অন্য দেশীয় পরাজিত সৈন্যে পরিপূর্ণ ছিল। এই বৃহৎ জনতা হইবাতে অতি শীঘ্রই দুর্ভিক্ষ হইল। অবশেষে খাদ্যাভাবে দুর্নামে মরণাপেক্ষা খড়্গহস্তে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবার জন্যে দিল্লীর রাজা শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তিন লক্ষ অশ্বারূঢ় সৈন্য সমভিব্যাহারে নগর হইতে বাহির হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন আর জাফর খাঁ নামক তৎকালের অতি প্রসিদ্ধ যোদ্ধাকে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সৈন্যের সেনাপতিত্ব ভার দিলেন। উভয় সৈন্য যুদ্ধারম্ভ করিল এবং বিপক্ষ দলস্থ যে সৈন্যরা জাফরখাঁর প্রতিরোধ করিয়াছিল তিনি অতিবেগে আক্রমণপূর্ব্বক তাহাদিগের ব্যূহ ভেদ করিলেন। এই অগ্রগমন রক্ষার্থে মহারাজ তাঁহার ভ্রাতাকে আজ্ঞা করাতে তিনি হিংসা করিয়া রাজাজ্ঞা হেলন করিলেন। জাফর অতি সাহসপূর্ব্বক বিপক্ষদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া বলবান্ সৈন্যদিগের সীমা ছাড়াইয়া পঞ্চদশ ক্রোশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বিপক্ষের নূতন তেজস্বী একদল সৈন্যদ্বারা পুনর্ব্বার আক্রান্ত হইয়া অতি অসম্ভব বীর্য্য দর্শাইয়া খণ্ড২ হইয়া কাটা পড়িলেন। মোগলেরা জাফরের নাম শ্রবণে এমত ভয় করিত যে যখন তাহাদিগের অশ্ব চমকীয়া উঠিত তখন তাহারা অনুমান করিত যে জাফর ভূত হইয়া সম্মুখে আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অসৎ প্রভু তাহার মহাশক্তিতে ভয়প্রযুক্ত কহিলেন যে মোগলদিগকে জয় করণাপেক্ষা তাঁহার সেনাপতির মৃত্যুতে অধিক সহর্ষ হইয়াছেন॥

রাজাদিগের মধ্যে আলাউদ্দীনের অসাধারণ বুদ্ধি ছিল কিন্তু তিনি অসম্ভবাভিলাষী ছিলেন এবং তাহা নিষ্পন্ন করিতে অক্ষম ছিলেন। তিনি মহম্মদের ন্যায় এক নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার মানস করাতে তাঁহার মন্ত্রিরা নানাবিধ উপদেশ দ্বারা বহু ক্লেশে তাহা হইতে তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিল। বিদ্যা বিষয়ে তাঁহার এমত তাচ্ছল্য ছিল যে তিনি লিখিতে ও পড়িতে অক্ষম ছিলেন কিন্তু তিনি অধিকবয়স্ককালেপারস্যভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাতে পূর্ণরূপে পারদর্শী হইয়াছিলেন। তিনি রাজত্ব করণের তৃতীয় বৎসরে এক মহৎ ব্যক্তির অপমান করাতে ঐ ব্যক্তি রিস্থম্বর নামক ভার-

ভবর্ষীয় অতি কঠিন দুর্গের চোহন বংশীয় হামির নামকরাজার শরণাগত হইয়াছিল তাহাতে আলাউদ্দীন হিন্দুরাজার নিকট ঐ অপরাধিকে দাওয়া করিলে হিন্দুরাজা অতি মহত্ত্বপূর্ব্বক এই উত্তর করিলেন যে সূর্য্যদেব অতি শীঘ্রই পশ্চিমদিগে উদয় হইলেও এবং সুমেরুপর্ব্বত সমভূমি হইলেও অভাগ্য শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় দানের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কদাপি করিবেন না। রিন্তম্বর দুর্গে অবিলম্বে বেষ্টন আরম্ভ হইবাতে অবশেষে পরাধিকার হইল। কিন্তু তাহা রক্ষার্থে মহাবলী হামির পতিত হইলেন ও তাঁহার পরলোক হওয়াতে তাঁহার রমণীরা জীবিত থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া চিতারোহণ করিলেন। এই যুদ্ধে আগমন জন্য আলাউদ্দীন আপনার রাজ্যে না থাকাতে তাঁহার রাজ্যের স্থানেং নানাপ্রকার গোলযোগ হইয়াছিল। আলাউদ্দীন আপন রাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার মন্ত্রিদিগকে আহ্বান করিয়া একত্র করণ পূর্ব্বক উক্ত গোলযোগের কারণ জানিতে ও তাহা কিরূপে নিবারণ হয় এমত উপায় করিবার মানসে এক সভা স্থাপিত করিলেন। তাহাতে ঐ মন্ত্রিরা কহিলেন যে রাজকার্য্যে মহারাজের মনোযোগ না হওয়াতে ও মদিরার অতিরিক্ত ব্যবহার হওয়াতে এবং কুলীনদিগের অন্যং জাতীয়দিগের সহিত বিবাহ দ্বারা অতি নিকট সম্বন্ধ হওয়াতে এবং সমানরূপে ধন বিভাগ করিয়া না দেওয়াতে উক্ত বিবাদ হইয়াছে। এই সকল উৎপাত নিবারণ জন্যে রাজা রাজকার্য্যে অতিশয় মনোযোগী হইলেন এবং রাজকীয় মদ্যাগারের সমুদায় মদিরা পথে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রজাদিগকেও মদ্যপানে নিষেধ করিলেন। আর বিনা অনুমতিতে কুলীনদিগকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। এবং বিত্ত বিষয়ের অসমতা নিবারণ জন্য সকল প্রজাদিগকে একরূপেই দরিদ্র করিলেন। আর তিনি ক্ষুদ্রবিষয়েও দৃঢ় মনোযোগ করিলেন ও খাদ্য দ্রব্যের মূল্য নিয়মাধীনে রাখিলেন। এইরূপে সকল বিষয়ের পরিবর্ত্ত করিয়া পুনঃ সৈন্যসংগ্রহ করিয়া গণনা দ্বারা দেখিলেন যে ৪৭৫০০০ অশ্বারূঢ় সৈনা প্রস্তুত আছে।।

তাঁহার রাজত্বে ইংরাজী১৩০৩শালের রাজত্ব চিরস্মরণীয় আছে। কেননা ঐ বর্ষে তিনি একদল সৈন্য বঙ্গভূমির মধ্যদিয়া

উজেলন দেশে প্রেরণ করিলেন এবং মিউয়র দেশীয় রাজাদিগের চিত্তোরনামক রাজধানী আক্রমণ করণার্থে স্বয়ং গমন করিলেন তদ্দেশীয় ইতিহাসমতে এই আক্রমণ তাঁহার দ্বিতীয় বার হইয়াছিল। প্রথমবারে তদ্দেশীয় ভীমনামক রাজার পরমসুন্দরী ভার্য্যা পদ্মাবতীর প্রতি আসক্ত হইয়া তদ্দেশ আক্রমণ করেন। আলাউদ্দীন ঐ রাজাকে কহিয়াছিলেন যদ্যপি তিনি স্বেচ্ছায় আপনার পত্নী তাঁহাকে অর্পণ করেন তবে উক্ত বেষ্টনে ক্ষান্ত হইবেন। তাহাতে হিন্দুরাজা অসম্মত হওয়াতে আলাউদ্দীন কেবল দর্পণ দ্বারাই ঐ স্ত্রীর প্রতিবিম্ব দেখিতে প্রার্থনা করিলেন এবং রাজাও তাহাতে সম্মত হইলেন তৎপরে আলাউদ্দীন দৃঢ় বিশ্বাসে ভর করিয়া সামান্য পারিষদের সহিত নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রিয়তম দ্রব্যকে দর্শন করিলেন। ভীমও তদ্রূপ দৃঢ় বিশ্বাসপূর্ব্বক আলাউদ্দীনের শিবিরে প্রত্যাগমন কালে সংগী হওয়াতে শত্রুর খলতায় পতিত হইয়া কৃতযুরূপে ধৃত হইয়া মুক্ত্যর্থে স্ত্রী না দেওন পর্য্যন্ত বদ্ধ রহিলেন। এই সম্বাদ তাঁহার ভার্য্যার নিকট প্রেরিত হইলে তিনি এই নিয়মে আপনাকে অর্পণ করিতে সম্মত হইলেন যে বিপক্ষের শিবিরে গমন করিবার সময় তাঁহার মর্য্যাদানুরূপ অনুচর সঙ্গে যাইবে। অনন্তর সাতশত ডুলির মধ্যে অস্ত্রধারী সৈন্য পুরিয়া এই প্রচার করিলেন যে তাহায়ত তাঁহার সহচরীরা আছে এই সকল সৈন্য সাহিত্যে মুসলমানদিগের শিবিরে গমনপূর্ব্বক চতুরতা দ্বারা এক খান ফিরত ডুলিতে আপনার স্বামীকে পলায়নে পরায়ণ করিলেন। শত্রুদিগের শিবিরের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া ভীমনৃপতি তথাহইতে দ্রুতগামি অশ্বোপরি আরোহণ পূর্ব্বক অতি শীঘ্র চিত্তোরে প্রত্যাগমন করিলে তৎক্ষণাৎ আলাউদ্দীন ঐ নগরের চতুর্দিগ বেষ্টন করিলেন। ঐ স্থল রক্ষার্থে মিউরের বহু সৈন্য নষ্ট হইল রাজাকেও পলাইতে হইল এবং বোধ হয় পদ্মাবতী ও তৎকালে চাতুর্য্যদ্বারা পলাইয়াছিলেন। ইংরাজী ১৩০৩ শালে আলাউদ্দীন পুনর্ব্বার চিতোর বেষ্টন করাতে তাহার রক্ষার্থে এক জন ব্যতিরেকে সকল রাজপুত্রেরা নষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ এক জন রাজপুত্র রাজবংশের লোপ নিবারণার্থে পিতার অনুরোধক্রমে পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলেন। মুক্ত

হওনের উপায় না দেখিয়া নগরমধ্যে এক বৃহৎ চিতা প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে আরোহণ করিয়া নগরস্থ মহৎবংশোদ্ভব স্ত্রীরা প্রাণত্যাগ করিলেন। তদনন্তর রাজা অবশিষ্ট যোদ্ধসাহিত্যে নগরদ্বার দিয়া অতিবেগে বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎপরে মুসলমানদিগের মহারাজ ঐ নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে নগর রক্ষাকারিদিগের মৃত শরীরে সমুদায় পথ ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং তাঁহার প্রিয়তমা পদ্মাবতী অন্যঃ স্ত্রী-দিগের সহিত চিতারোহণ পূর্ব্বক মরিয়াছেন এবং নগরের পথ উক্ত চিতার ধূমে ব্যাপ্ত হইয়াছে পরে মুসলমান রাজা ঐ নগরে কিছুকাল থাকিয়া ঐ নগরের অট্টালিকার সৌন্দর্য্য প্রশংসা করিলেন তথাপি ঐ স্থানের দেবমন্দির ও প্রসিদ্ধ অট্টালিকা সকল ভগ্নকরিয়া বহুবিধ দৌরাত্ম্য করিলেন ঐ দৌরাত্ম্য হইতে ভীমরাজার ও তাঁহার রাজ্ঞী পদ্মাবতীর অট্টালিকা কেবল রক্ষা পাইল এবং ঐ দেশ ও তন্নগর এক ঝালেররাজ্যাধিপতিকে দত্ত হইল॥

একদল সৈন্য চিতোর বেষ্টনার্থে গমন করাতে এবং অন্যদল দক্ষিণ জয়করণার্থে গমন করাতে উভয় দল মধ্যে কেহই রাজ্যে না থাকাতে মোগলেরা সাহসযুক্ত হইয়া এক লক্ষ বিংশতি সহস্র সৈন্য সাহিত্যে পুনর্ব্বার সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইয়া আগমনপুরঃসর সমুদায় দেশ ধ্বংস করিয়া দিল্লীর সীমাবধি সমুদায় স্থান লুট করিল। কিন্তু ঐ মোগলেরা তথাহইতে কিরূপে দূরীকৃত হইয়া-ছিল তাহা ইতিহাসকেরা লিখেন নাই কিন্তু কেবল দিল্লীর মহারাজ এক সিদ্ধপুরুষের আরাধনা করিয়া দেবসাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এতাবন্মাত্র লিখিয়াছেন। পরে ইংরাজী ১৩০৫ শালে ও ১৩০৬ শালে ঐ মোগলেরা পুনর্ব্বার সিন্ধুনদী পার হইয়া আ-গমন করিয়া দুইবারের যুদ্ধেতেই পরাভূত হইয়াছিল। মহারাজ ঐ মোগলদিগকে ভয় দর্শাইবার নিমিত্তে যুদ্ধেধৃত ব্যক্তিদিগের মস্তকচ্ছেদন করিয়া তাহাদের ছিন্ন মস্তকদ্বারা দিল্লীতে এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে এবং তাহাদিগের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে দাসত্বরূপে বিক্রয় করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। উক্ত যুদ্ধের পর ঐ মহারাজের রাজত্ব সময়ে কেবল আর একবার মাত্র মোগলেরা আক্রমণ

করিয়া তাহাদিগের পুনঃ২ দৌরাত্ম্য হইতে একেবারে ক্ষান্ত হই-য়াছিল। ঐ সকল যুদ্ধেতে মহারাজ যে প্রসিদ্ধরূপে জয়ী হইয়াছিলেন তাহাতে গ্রন্থকারেরা দৈব সাহায্য বলিয়া অনুমান করিয়াছেন॥

দেব গড়ের রাজা দিল্লীস্থ মহারাজকে কর প্রেরণ না করাতে তাঁহার বিপক্ষে বহু সংখ্যক সৈন্য পুনঃ প্রেরিত হইল তন্মধ্যে সেনাপতিপদে মল্লীক কাফুর নিযুক্ত হইলেন আমরা তাঁহার বিষয় পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ঐ মল্লীক মহারাজের এমত অনুগ্রহ পাত্র হইলেন যে সকল সভাসদ অপেক্ষা উচ্চপদাভিষিক্ত হইলেন মল্লীকও যুদ্ধবিজ্ঞ ও রাজনীতিজ্ঞ হওয়াতে উক্ত পদের যোগ্য পাত্র ছিলেন। মহারাজ যে অভিপ্রায়ে মল্লীককে উচ্চপদাভিষিক্ত করিলেন তাহাতে নিরাশ হয়েন নাই কেননা মল্লীক কাফুরও সকল দুরূহ কর্ম্মেই সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন বিশেষতঃ ইতিহাসকেরা কাব্যরূপে লিখিয়াছেন যে মহারাজ আলাউদ্দীনের রাজ্ঞী যৎকালে হিন্দুছিলেন তখন ঐ রাজ্ঞী পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসে দেউল দেবী নাম্নী যে কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন সেই দেউল দেবীকে কাফুর ধরিয়াই কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন উক্ত দেউল দেবী মাতৃ সদৃশ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ছিলেন। দিল্লীতে ঐ দেউল দেবীকে আনয়ন করিলেপর দিল্লীর রাজপুত্র তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। দেবগড়ের রাজা কাফুর কর্তৃক পরাভূত হইয়া দিল্লীর রাজসভায় আনীত হইয়া মহারাজ সমীপে অপরাধ স্বীকার করাতে এবং উত্তরকালে মহারাজের অধীন থাকিবার প্রতিজ্ঞা করাতে তিনি স্বরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। তৈলঙ্গদেশীয় ওয়ারাঙ্গল নগর জয়করণার্থে যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা সেই যুদ্ধে অসিদ্ধ হওয়াতে ঐ নগর অধিকার করণ জন্যে মল্লীক কাফুর প্রেরিত হইলেন কিন্তু তিনি অনেক মাসাবধি বেষ্টন করিয়া তাহা অধিকার করিলেন। এবং তথা হইতে প্রচুর লুটেরদ্রব্য লইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন তৎপর বৎসর মুসলমানি রাজ্য বিস্তার করণার্থে মল্লীক কাফুর দেকান দেশে পুনঃপ্রেরিত হইলেন এবং তিনি তিন মাসপরে দ্বারসমুদ্রনামক নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। ঐ নগরের নামদ্বারা উহাকে সমুদ্র তীরস্থ বোধ হয় কিন্তু তাহা সেরিঙ্গপাটাম হইতে পঞ্চাশৎ

ক্রোশ উত্তরে আছে। কাফুর সমুদ্র তীরাবধি গমন করিয়া কর্ণাটের রাজার রাজ্য উচ্ছিন্ন করিলেন এবং তথাকার মন্দির মধ্যস্থ স্বর্ণময়ী দেবপ্রতিমা লুটকরিলেন এবং সমুদ্র তটে এক মস্জিদ নির্মাণ করাইলেন এবং অল্পকালগতে মৃত্তিকা মধ্যস্থিত প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন কথিত আছে যে নবতি সহস্র মনের অধিক স্বর্ণ মহারাজকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। যদিও সেকাল দেশে রৌপ্যের অত্যল্প ব্যবহার ছিল এবং স্বর্ণই সাধারণে ব্যবহার করিত তথাপি প্রমাণদ্বারা তাহা অবিশ্বাস্য বোধ হয়। মহারাজ উক্তধন আপনার সভাসদ্দিগকে ও বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে বাঁটিয়া দিলেন কিন্তু কথিত আছে যে মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত পঞ্চাশৎ সহস্র মোগল যাহারা রাজ্যের সুস্থিরতার আপদ্জনক হইয়াছিল তাহাদিগকে অতিশয় নির্দয়রূপে হত্যা করণ জন্য মহারাজের পূর্ব্বোক্ত দানকীর্ত্তি সর্ব্বসাধারণে অতি শীঘ্রই বিস্মৃত হইল ॥

যদ্যপিও মহারাজ এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার রাজত্ব সময়ে দেশের যেরূপ সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল এমত পূর্ব্বে কখন হয় নাই। অতিদূর দেশীয়দিগের প্রতি ও তাঁহার যথার্থ নিয়ম ও সদ্বিচার হইয়াছিল। আর যেরূপ ইন্দ্রজালিকের যষ্টিগুণে হঠাত্ দ্রব্য নির্ম্মাণ হয় তদ্রূপ শীঘ্রতায় ঐ মহারাজের সমুদায় রাজ্যমধ্যে বিশেষত দিল্লীতে নয়ন সুখজনক অট্টালিকা ও মস্জিদ ও স্নানাগার ও দুর্গ ও বিদ্যালয় প্রভৃতি নির্ম্মিত হইবাতে রাজ্যের উত্তম শোভা হইয়াছিল। ঐরূপ আলাউদ্দীন সৌভাগ্যের সীমাবধি উত্তীর্ণ হইয়া আপনি রঙ্গরসে আসক্ত হইলেন। মহারাজের এইরূপ ব্যবহার হইবাতে প্রজামধ্যে অতি সম্ভ্রান্ত মল্লীক কাফুর সিংহাসনপ্রাপ্তিজন্যে অভিলাষ করিতে লাগিলেন। আর মহারাজের বলের হ্রাসানুসারে ঐ রাজ্যের নানা প্রদেশে রাজবিদ্রোহ হইতে লাগিল এবং এই সকল উৎপাতদ্বারা মহারাজ মনস্তাপপ্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার পীড়ার অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইল। তিনি বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া ইংরাজী ১৩১৬শালে লোকান্তরগত হইলেন। এবং মহারাজ যে দাসকে উচ্চপদাভিষিক্ত করিয়াছিলেন সেই ভৃত্যই বিষদ্বারা তাঁহার

প্রাণত্যাগের কারণ এমত সন্দেহ হইয়াছিল। গজাননের মহ-ম্মুদ ব্যতিরেকে তাঁহার পূর্ব্বকালীন সকল অপেক্ষা তিনি অধিক ধন এবং শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রা-টদিগের তালিকার মধ্যে তিনি দুঃসাধ্যসাধক ও অতি বল-বান্ ভূপতি ছিলেন। আর দ্বিতীয় সেকন্দররূপে আপনার যে উপাধি মুদ্রায় মুদ্রিত করিয়াছিলেন তিনি তদুপযুক্তই ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বকালীন রাজারা যে সকল হিন্দুরাজাদিগকে জয় করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন তিনি তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া-ছিলেন। অতি দর্পকারি যে নরহোলা নগর প্রাচীন ধার ও অবন্তী নগর ও মান্দোর এবং দেবগড় প্রভৃতির সোলানকী ও প্রমুরা ও তক্ষক এবং সমুদায় অগ্নি কুলস্থ রাজাদিগের তিনি শেষ করি-য়াছিলেন ॥

মল্লীক কাফুর তাঁহার প্রতিপালক প্রভুর মৃত্যু হইলে মহারাজের দুই জ্যেষ্ঠপুত্রের চক্ষু উৎপাটন করিয়া এক শিশু পুত্রকে সিংহাস-নোপবিষ্ট করিলেন তাহাতে তাঁহার নাম মাত্রে আপনি রাজত্ব করিবার আশাকরিলেন কিন্তু পঞ্চত্রিংশত দিবসের মধ্যে কর্ম্মা নেরা তাঁহাকে বধকরিয়া মবারিক খিলিজীকে রাজাকরিলেন; এই রাজা তাঁহার সিংহাসনোপবিষ্ট হওনের মুলাধার ব্যক্তি-দিগকে বধকরণপূর্ব্বক আপনার অতি সামান্য ভৃত্যাদিগকে কুলীন-পদস্থ করিয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। এই মহারাজ তাঁহার পিতার অতি কঠিন ও অতি উত্তমং ব্যবস্থা পরিবর্ত্ত করিলেন কেননা তাঁহার নিয়মে গোলযোগ ছিল। গুজরাট রাজ্যা-ধিপতি রাজবিদ্রোহী হওয়াতে তাঁহাকে তিনি পরাভূত করিলেন এবং দেকান দেশে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া নূতন জিত প্রদেশে স্বশক্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কোন কুক্ষণে মহারাজ প্রিয়পাত্র মল্লীক খুসরুকে আপন সিংহাসনের নিকট এমত উচ্চপদ দিলেন যে তদ্দ্বারা প্রায় তাঁহার সিংহাসনোপবিষ্ট হইতে অভিলাষ জন্মিল। মল্লীকখসরু আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি জন্যে মহারাজকে সকল প্রকার কুকর্ম্মে রত করাইলেন। যেসকল কুকর্ম্মে অতিরিক্তরূপে রত করিয়াছিলেন তাহা আমাদিগের বক্তব্য নহে। মহারাজ সম্পূর্ণরূপে কুপথগামী হইয়া মর্য্যাদাহীন হইলে খসরু তাঁহাকে বধ-

করিলেন তাহাতে খিলিজী বংশীয় রাজত্বের একেবারে শেষ হইল। ঐ বংশোদ্ভব চারিজন রাজা হইয়াছিলেন এবং ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসর দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের রাজত্বকালে মোগলদের অধিকার হইবার পূর্ব্বে দিল্লী রাজ্যের সীমার অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসঘাতদ্বারা খসরু রাজা হওয়াতে কুলীনেরা তাঁহার অতিশয় অসম্ভ্রম করিয়াছিল এবং দৌরাত্ম্য করণ জন্যে সকল লোকেই তাঁহাকে ঘৃণাকরিত তিনি এক বৎসর রাজত্ব না করিতেং গাজিবেগ তগ্লক নামক মুলতান ও দেবলপুরের অধিপতি এক প্রস্তুত অতি পরাক্রান্ত সৈন্য সাহিত্যে দিল্লীতে আগমনপূর্ব্বক ঐ দৌরাত্ম্যকারি সম্রাটকে পরাজয় করিয়া সকল কুলীনদিগের সম্মতিদ্বারা সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

গয়াসউদ্দীন মহম্মদ তগলক। তাঁহার দৌরাত্ম্য এবং দৌলতাবাদ নগরকে রাজধানী করিতে উদ্যোগকরেন। নিম্নের রাজা স্বাধীন হওন। দেকানস্থ রাজা রাজবিদ্রোহী হন। ফিরোজ তগলকের বৃত্তান্ত ও তাঁহার নম্রস্বভাব ও উন্নতি। বঙ্গদেশে রাজবিদ্রোহ ও তাহার মৃত্যুর পরাবধি দশবৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যমধ্যে গোলযোগোৎপত্তি। মালওয়ার রাজা ও গুজরাটের রাজা ও খণ্ডেশের রাজা ও জুয়ানপুরের রাজাদিগের রাজবিদ্রোহ। তৈমুর। তিনি দিল্লী অধিকার করেন এবং পলায়নকরেন। খিজরখাঁ সায়েদ বংশস্থাপন করেন ॥

তগলক রাজদণ্ড গ্রহণ করণানন্তর গয়াসউদ্দীন নাম ধারণ করিয়াছিলেন তিনি পূর্ব্বে বালিনের দাস থাকিয়া নানা কর্ম্মদ্বারা উচ্চপদপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে মুলতানের শাসন কর্ত্তৃপদ প্রাপ্ত হইয়া ঐ পদদ্বারা সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। তিনি অতিবলপূর্ব্বক রাজ্যের সমুদায় ব্যাপার স্থিরকরিয়াছিলেন ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি বিষয়ে উৎসাহ করিয়াছিলেন এবং বিদ্যানব্যক্তিদিগকে আপন সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার মরণান্তে তৎপুত্র আলিফখাঁই ঐ সিংহাসনে উত্তরাধিকারী হইবেন এমত ঘোষণা হইল ও গতরাজার রাজত্বকালে গোলযোগ হওন জন্যে দেকান দেশীয় রাজাকে দমন করণার্থে তাঁহার পুত্র আলিফখাঁকে সসৈন্যে তথায় প্রেরণ করিলেন। আলিফখাঁ তৈলঙ্গদেশে গমনপূর্ব্বক

ওয়ারঙ্গল নগর বেষ্টন করিলেন কিন্তু তাঁহার প্রধান সৈন্যাধ্য-ক্ষেরা তাঁহাকে ত্যাগকরিয়া পলায়ন করাতে তন্মধ্যে কেবল তিনি তিন সহস্র সৈন্য লইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। আলিফখাঁ পুনরায় নূতন সৈন্যসংগ্রহ করিয়া দ্বিতীয়বার দেকানে গমন পূর্ব্বক বহুসহস্র হিন্দুদিগের বধকরিয়া ওয়ারঙ্গল নগর অধিকার করি-লেন এবং তথাকার রাজাকে সপরিবারে ধরিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। তৎকালে বঙ্গভূমি হইতে দৌরাত্ম্যের সমাচার দিল্লীতে আসাতে গয়াসউদ্দীন স্বয়ং তথায় গমন করিলে তথাকার সুবা-দার তাঁহার আজ্ঞাধীন হইলেন আর কথিত আছে যে গয়াসউ-দ্দীন তাঁহাকে রাজচিহ্ন ধারণ করিতে আজ্ঞাদিলেন। তাঁহার দিল্লীতে প্রত্যাগমনকালে আফগানপুরে তৎপুত্র আলিফখার সহিত সাক্ষাৎ হইল ঐ আলিফখাঁ পিতার অভ্যর্থনা জন্য তথায় তিন দিবসের মধ্যে অল্পকালস্থায়ী এক কাষ্ঠময়ী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন। পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইলে উভয়েই সহর্ষে ভোজন করিতে বসিলেন তদনন্তর রাজপুত্র পিতার নিকট বিদায়ের অনুমতি লইয়া গমন করিবামাত্র ঐ অট্টালিকা পতিত হইল এবং তাহাতে ঐ রাজার ও তাঁহার অনেক বন্ধুদিগের প্রাণ হানি হইল। এতদ্রূপ বিপদ হওয়াতে সকল লোকেই মনে করিলেন যে আলিফ খাঁ স্বয়ং সিংহাসনারোহণার্থে এতদ্রূপ কৌশল করিয়াছিলেন কে-ননা তাহারপর তিনদিবসের মধ্যেই ইংরাজী১৩২৫শালে তিনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া মহম্মদ তুগলকনাম ধারণ করিয়াছি-লেন॥

কথিত আছে যে তাঁহার শরীর দোষ ও গুণে মিলিত ছিল তন্মধ্যে যে অতিশয়রূপে উন্মত্ততা ছিল তাহা বিলক্ষণরূপে সপ্র-মাণ হইতেপারে যেহেতু তাঁহার রাজত্বে তাঁহার নির্ব্বোধতাদ্বারা তৎসাম্রাজ্যের যত দুর্দ্দশা হইল তৎপূর্ব্বে তাদৃশ হয় নাই। কিন্তু আরো এক বিষয়ে কথিত আছে যে তৎকালে তিনি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত রাজা ছিলেন এবং সর্ব্ব প্রকার বিদ্যাতে পারদর্শী ছিলেন অধি-কন্তু গ্রীক জাতীয় দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞানী ছিলেন। এবং তিনি বিদ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন আর যুদ্ধে দুঃসাহসপ্রযুক্ত নির্ভয় ছিলেন। কিন্তু অন্য বিষয়ে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব কালীন রাজা অপেক্ষা স্বেচ্ছা-

চারী ও নির্দয় ও দৌরাত্ম্যকারী ছিলেন। পরমেশ্বরের সৃষ্টপ্রাণি মাত্রের শোণিত নির্গত করিতে তিনি কিঞ্চিন্মাত্র দয়াকরিতেন না। তাঁহাকে দণ্ড করিতে প্রবৃত্ত দেখিলে বোধ হইত যে তাঁহার সমুদায় মনুষ্যকে নির্ম্মূল করিবার বাসনা ছিল। তিনি রাজকীয় কর্ম্মকারি কতকগুলি ভৃত্যকে বধ না করিয়া কোন সপ্তাহেই ক্ষান্ত হইতেন না। তাঁহার রাজত্বের প্রথমেই রাজ্যের পশ্চিম প্রদেশে মোগলেরা পুনর্ব্বার আগমন করিয়া উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল তাহাতে মহারাজ তাঁহাদিগকে প্রতিফলদিতে আপনি অপারক হইয়া বহুসংখ্যক মুদ্রাদানদ্বারা অপমানস্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্থানত্যাগ করাইয়া সৈন্য লইয়া প্রত্যাগমন করাইলেন। এই দুর্নাম শুধরাইবার জন্য দক্ষিণ দেশে যুদ্ধার্থে গমন করিয়া সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইলেন এবং যে সকল দূরদেশে তাঁহার শক্তি ক্ষীণরূপে স্থাপিত ছিল তাহা তখন দিল্লীরাজ্যের নিকটস্থ প্রদেশের ন্যায় তাহার সহিত মিলিত হইল। কিন্তু তাঁহার নির্ব্বোধতাজন্য নর্ম্মদানদীর দক্ষিণস্থ জিত প্রদেশের রাজারা তৎসাম্রাজ্য হইতে পৃথক্ হইয়া মহারাজের মৃত্যুর পূর্ব্বেই স্বাধীন হইয়াছিল॥

তিনি তৎসাম্রাজ্যস্থ ভূমির এমত গুরুতর করগ্রহণ স্থির করিলেন যে তদ্দেশীয়ের প্রতি তাহা অতি অযোগ্য হইল। কৃষকেরা ও গ্রাম্য লোকেরা ভূমি আবাদ না করিয়া অরণ্য মধ্যে পলায়ন করিল তদ্দ্বারা দুর্ভিক্ষ হইয়া উত্তমং প্রদেশ সকল নষ্ট হইল। মহারাজ আরো তাঁহার প্রজাদিগের ক্লেশবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত এক প্রকার অতিমন্দ তাম্রমুদ্রা স্বেচ্ছাধীন মূল্যে চালাইলেন তাহাতে রাজ্যে অর্থসম্বন্ধীয় ব্যাপারে অতি গোলযোগ হইল। মহারাজ লোকদিগের নিকট যে ঋণগ্রস্ত ছিলেন তাহা উক্ত উপায়দ্বারা পরিশোধ না হওয়াতে মহারাজ আপনার লেখনীর এক আঁচড়দ্বারা তাহা একেবারে লোপকরিলেন। যখন মহারাজ দেখিলেন যে তাঁহার ধনাগার শূন্য হইয়াছে ও সকল প্রজারাই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধারহিত হইয়াছে তখন আপনি ঋণহইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত চীনদেশ আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন তিনি পূর্ব্বেই উক্ত দেশের ধনাদি অবগত ছিলেন। তিনি আপন মন্ত্রিদিগের পরা-

ধর্ম্ম অন্যথা করিয়া আপন ভ্রাতৃপুত্রকে একলক্ষ সৈন্যের সেনাপতিত্বপদে নিযুক্ত করিয়া চীনদেশে প্রেরণ করিলেন তিনি বৃহৎ হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া চীনদেশের সীমাপর্য্যন্ত গমন করাতে চীনদেশের বহু সংখ্যক সৈন্যেরা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দূরকরিয়া তাহাদিগের পলায়ন কালেও এমত দৌরাত্ম্য করিল যে এই বিপদের সম্বাদ দিতে কেহ স্বদেশে প্রত্যাগত হইল না। এবং যেং সৈন্য তথাহইতে রক্ষা পাইয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আইল মহারাজ তাহাদিগকেই বধ করিলেন।।

খোরাশিপ নামক মহারাজের ভ্রাতৃপুত্র পূর্ব্বে সাগরের অধিপতি ছিলেন কিন্তু ইংরাজী১৩৩৮শালে স্বয়ং রাজসিংহাসনোপবিষ্ট হইবার জন্যে উচ্চাভিলাষী হইয়া মহারাজের সেনাপতিদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহাতে মহারাজ স্বয়ং রণস্থলে যুদ্ধার্থে গমন করাতে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র ঐ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া পুথমে কম্পিলা দেশীয় হিন্দুরাজার আশ্রয়ার্থে গমন করিলেন পরে তথাহইতে দক্ষিণে দ্বারসমুদ্র রাজ্যের রাজার শরণ লওয়াতে এই হিন্দুরাজা খোরাসিপকে মহারাজের হস্তে অর্পণ করিলে মহারাজ তাঁহার জীবনাবস্থায় শরীরের চর্ম্ম তুলিতে আজ্ঞা করিলেন। মহম্মদ দক্ষিণে যুদ্ধার্থে যাত্রাকরিয়া দেবগড়ে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানের সৌভাগ্য দেখিয়া এমত মোহিত হইলেন যে ঐ স্থানকে আপন রাজধানী করিবার জন্য তাঁহার স্বাভাবিক উন্মত্ততা দ্বারা দিল্লী নগর শূন্য করিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতিকে তাহাদের স্বীয়২ সম্পত্তি ও গো মেষ প্রভৃতি লইয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবগড়ে যাত্রা করিতে আজ্ঞা দিলেন। আর তাহাদিগের গমনকালে পথে ছায়া করিবার নিমিত্ত পথের দুইধারে বৃহৎ বৃক্ষ রোপণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে যদ্যপিও তিনি দেবগড়নাম পরিবর্ত্ত করিয়া দৌলতাবাদনাম রাখিলেন তথাপি দিল্লীর বসতি হীন হইয়াও দৌলতাবাদ উত্তম হইলনা। এক দিবসের মধ্যেই কোন রাজধানী স্থাপিত করাযায় না। যদ্যপিও তাহা বৃদ্ধি করিতে ভূয়২ উদ্যোগ করাযায় তথাপি তাহাতে কেবল দুঃখ ব্যতীত ফল দর্শেনা। তিনি ঐ নূতন রাজধানীতে বসতি বৃদ্ধি করণার্থে উচ্চ ও নীচ উভয় পদস্থ রাজকর্ম্মকারিদি-

গকে স্বপরিবার লইয়া তথায় বাসকরিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে মুলতানের সুবাদার মল্লীক বইরাম রাজাজ্ঞা হেলনকরিলে মহারাজ তাঁহাকে দণ্ড করিবার জন্য তথায় স্বয়ং গমন করিলেন পরে তাঁহাকে দণ্ড করিয়া প্রত্যাগমনকালে দিল্লীর পথদিয়া গমন করিলেন। দিল্লী নগরের নিকটবর্ত্তী হইবাতে মহারাজের সৈন্য মধ্যে অনেকেই স্ব২ জন্ম ভূমিতে পলায়ন করিতে লাগিল এবং তাহাতে মন্দ সম্ভাবনা ভাবিয়া তন্নিবারণার্থে ঐ প্রাচীন রাজ-ধানীতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিলেন তাহাতে সকলের এমত বোধ হইল যে তিনি একেবারে নূতন রাজধানী ত্যাগ করিয়া তথায় বাস করিলেন। কিন্তু নূতন রাজধানী স্থাপনের মনোরথ পুনর্ব্বার তাঁহার মনে উদয় হইল এবং তাহা পূর্ণকরিবার জন্য দ্বিতীয়বার ঐ দিল্লী নগর ভগ্ন করিয়া তথাকার সকল লোক সম-ভিব্যাহারে দৌলাতাবাদে বাসকরিতে গমন করিলেন। এইরূপে সহস্র২ লোকের পরিজনদিগকে সম্পূর্ণরূপে দরিদ্র করণানন্তর আপনার ঐ কল্পনা দুঃসাধ্য বোধ করিয়া ঐ অভাগা লোকদিগকে দিল্লীতে গমন করিতে অনুমতি দিলেন কিন্তু প্রত্যাগমন কালে তন্মধ্যে অনেকেই দুর্ভিক্ষজন্য মরিল। তিনি এমত নির্দ্দয় ও স্বেচ্ছা-চারী ছিলেন যে তাহা বিশ্বাসযোগ্য হয় না। কোন এক কারণ বশত অকস্মাৎ কান্যকুব্জেতে গমন করিয়া ক্ষুদ্রদোষ ব্যতিরেকেও তদ্বাসি ও তাহার নিকটবর্ত্তি ব্যক্তিদিগকে বধ করিলেন। আর দক্ষিণদেশে একবার গমনকালে তাঁহার দন্তপীড়া হওয়াতে তিনি এক দন্ত হীন হইলেন তাহাতে রাজযোগ্য অতি জাঁকজমকের সহিত বীরনগরে উক্ত দন্তের কবর দিলেন ও তাহার উপর এক উত্তম সমাজ নির্ম্মাইতে আজ্ঞা করিলেন এই কীর্ত্তিদ্বারা বহুকা-লাবধি তাঁহার উন্মত্ততার এক স্মরণীয় প্রমাণ ছিল। তিনি অধিক রাজস্ব লওয়াতে রাজ্য নিঃশেষ হইল আর কৃষিকার্য্যের দুঃখ নিবৃত্তি করিবার জন্যে তাঁহাকে রাজকোষ হইতে ধনব্যয় করিতে হইল। কিন্তু উক্ত অনাহারি কৃষকেরা যে আগামি টাকা পাইয়া ছিল স্বীয় ভক্ষদ্রব্য ক্রয়দ্বারা তাহা ব্যয় হইল সুতরাং ভূমিতে কর্ষণ হইল না। তাঁহার নানাবিধ বিপদ হইতে লাগিল তিনি অবশেষে মনে বিবেচনা করিলেন যে পেগম্বরের ধর্ম্মে উত্তরাধি-

কারী কালিফের আজ্ঞানুবর্ত্তী না হওয়াতেই উক্ত বিপদ ঘটি- য়াছে তাহাতে কালিফের আজ্ঞা প্রাপ্তি নিমিত্ত আরবদেশে এক প্রতিনিধি দ্বারা অতি উত্তমং উপঢৌকন পাঠাইলেন। তদনন্তর কালিফের প্রেরিত প্রতিনিধি তাঁহার নিকট আসিতেছে এই সমা- চার পাইবামাত্রেই মহম্মদতগলক উক্ত প্রতিনিধির অভ্যর্থনা জন্য আপন রাজধানী হইতে ছয় ক্রোশ অগ্রসর হইলেন এবং কালিফের পত্র প্রাপ্ত হইয়া আপন মস্তকোপরি রাখিলেন। অন- ন্তর আপন-পিতা প্রভৃতি পূর্ব্বকালীন রাজা যাহারা কালিফের বিনাঅনুমতিতে উচ্চপদস্থ হইয়াছিলেন সর্ব্বসাধারণের স্তবের পুস্ত হইতে তাহাদিগের নাম কাটিতে আজ্ঞা দিলেন আর আপ- নার তৈজসাদি ও পরিচ্ছদাদিতে কালিফের নাম মুদ্রাঙ্কিত করি- লেন।।

এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে উক্ত রাজার অপরিমিত কর্ম্ম বর্ণনাকরা দুঃসাধ্য কারণ তিনি অদ্ধ নীর এবং অদ্ধ বাতুল ছিলেন বিশে- ষতঃ উক্ত ঘটনায় কিছুই নীতি শিক্ষা হয় না ঐ কর্ম্মের ফল তাঁহার প্রতি প্রজাদিগের মনোভঙ্গ ও তাঁহার রাজ্যের নানা প্রদেশে রাজবিদ্রোহ হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বেই রাজ্যের সুবাদারেরা প্রথমে স্বাধীন হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারাই মুসলমানেরা ভারতবর্ষে অধিকারচ্যুত হইয়াছিলেন তাহার সার্দ্ধ দুই শত বৎসরের পর আকব্বর ভূপতির রাজত্বে উক্ত সুবাদারদিগকে শাসনদ্বারা অধীন করাতে ভারতবর্ষের অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইল। তিনি মৃত্যুবৎসরে তাতাদেশীয় রাজাকে শাস্তিদেওন জন্য সিন্ধুনদী তটে স্বয়ং গমন করিয়াছিলেন। ঐ তাতা নগরের ত্রিংশৎক্রোশ অন্তরে উপস্থিত হইয়া মহরম করিবার জন্য তথায় দশদিন বিশ্রাম করিলেন এবং তৎকালে অপরিমিত মৎস্য আহার করাতে তাঁহার জ্বর হইল। অস্থির স্বভাব প্রযুক্ত রোগোপযুক্ত বিশ্রাম করিতে নাপারিয়া তিনি এক ক্ষুদ্র পোতে অর্থাৎ জাহাজে আরো- হণ পূর্ব্বক গমন করিয়া উক্ত নগরের ত্রিংশত্ ক্রোশ অন্তরে উপ- স্থিত হইয়া ইংরাজী১৩৫১শালে মরিলেন তিনি সপ্ত বিংশতি বৎসর বিবাদে ও অসুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন।।

মহম্মদ তগলকের রাজত্বের শেষে চিতোরের রাজবংশজাত হামির নামক এক জন ঐ প্রদেশে প্রবেশ করিয়া মহারাজের প্রতিনিধিকে জয় করিয়া আপনি কেবল স্বাধীন হইলেন এমত নহে আরো মিউয়রের সীমাবিস্তীর্ণ করিয়া তদ্বংশের পূর্ব্বপুরুষদিগেরতুল্য গৌরব পুনঃপ্রকাশ করিলেন। তৎকালে তিনিই ভারতবর্ষের উত্তরস্থ হিন্দু রাজাদিগের মধ্যে স্বাধীন ছিলেন। ভারতবর্ষের অন্যং রাজবংশের পূর্ণরূপে লোপ হইল আলাউদ্দীন যে উদয়পুরের রাজাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন তাঁহারা তৎকালে প্রবল হইয়া দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত অতিবর্দ্ধিষ্ণুরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন পরে যৎকালে সুলতানবাবরের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে মুসলমানেরা জয়ী হইয়াছিলেন তৎকালেই তাঁহারা পরাভূত হইলেন ।।

আরো দেকানদেশ প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর রাজার অধীন থাকিলেও মহম্মদ তগলকের রাজত্বের শেষ সময়েই ঐ প্রদেশের সুবাদার তাহাহইতে ভিন্ন করিয়া তাহাকে স্বাধীনরূপে স্থাপিত করিয়াছিল। দেকানের পরাক্রান্ত ও মান্য মুসলমান রাজাদিগকে সাধারণে বামনি বংশজাত কহিত। মহম্মদ তগলকের উত্তরাধিকারী নির্ব্বিরোধ স্বভাব যুক্ত রাজা ছিলেন এবং তিনি পূর্ব্বোক্ত রাজবিদ্রোহী প্রদেশ সকল যাহা নর্ম্মদা নদী ব্যবধানে ভিন্ন ছিল তাহাতে আপনার শক্তি পুনঃস্থাপনের কোন উদ্যোগ করেন নাই সেই হেতু প্রায় দুইশত বৎসরের অধিক পর্য্যন্ত দিল্লীর সহিত দেকানদেশের কোন যোগ ছিলনা। সুতরাং আমরাও দেকানের বিষয় অন্য এক অধ্যায়ে কহিব ইহাতে মুসলমানদিগের সাম্রাজ্যের ঘটনার ইতিহাসে কোন ব্যাঘাত হইবেনা ।।

মহম্মদ তগলকেরপর তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র ফিরোজ তগলক রাজা হইলেন তাঁহার চরিত্র পূর্ব্বোক্ত তাঁহার পিতৃব্যের চরিত্রের বিপরীত ছিল যেহেতু তিনি অতি ধীরস্বভাবপ্রযুক্ত অতিবিখ্যাত ছিলেন। যৎকালে তাঁহার পিতৃব্য মহারাজের মৃত্যু হইল তৎকালে তিনি শিবিরে থাকিয়া যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কর্ম্মকারিদিগের সম্মতিদ্বারা রাজা হইয়াছিলেন। তাহাতে দিল্লীবাসী নবতি বৎসর বয়স্ক মৃত রাজার কুটুম্ব খোয়াজা জিহাননামক ব্যক্তিএক ষষ্ঠবৎসর বয়স্ক বাল-

তকে মহম্মদ তগলকেরপুত্র কহিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট করিলেন। এবং রোগ হয় তাহাও সত্য হইবে কিন্তু উক্ত বিষয়ে বিবাদ সম্ভাবনায় অনিবারণ জন্য সদ্বিবেচনা দ্বারা কুলীনেরা ফিরোজের পক্ষ হইলেন তাহাতে খোয়াজাজিহানকেও তৎপক্ষ হইতে হইল। ইংরাজী ১৩৫১ শালে ফিরোজ দিল্লীতে আগমন করিয়া যাবৎ বার্দ্ধক্য ও দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত অক্ষম না হইলেন তাবৎ প্রজাদিগের যথার্থ বিচার করিয়াছিলেন এবং অতি মহত্তরূপে সাম্রাজ্যের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালীন রাজার কুক্রিয়া জন্য যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল যদ্যপিও তাহাতে অনেকবার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তথাপি নিরুদ্বেগে থাকিতে তুষ্টছিলেন এবং তাহা প্রতিপালনার্থে যখন তাঁহার রাজ্যের উত্তমং প্রদেশ সকল অনধীন হইয়াছিল তাহাতে তিনি কোন রাগ না করিয়া সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি দেশের উন্নতি দেখিতে সহর্ষ থাকিতেন তাহার নিদর্শন জলসেচন বৃদ্ধি করণ জন্য নদীপার পর্য্যন্ত পঞ্চাশটা বাঁধ ও চত্বারিংশৎ মসজীদ ও ত্রিংশত্ বিদ্যালয় ও বিংশতি রাজকীয় অট্টালিকা ও একশত সরাই অর্থাৎ উত্তীর্ণস্থান ও দুইশত নগর ও ত্রিংশত্ কুণ্ড ও এক শত চিকিৎসালয় ও পঞ্চ গোরের উপরস্তম্ভ ও সাধারণের ব্যবহারার্থে একশত স্নানঘাট ও দশটা স্মরণার্থস্তম্ভ ও সাধারণের ব্যবহারার্থে দশটা কূপ এবং সার্দ্ধশত সেতু নগরের এই সকল নির্ম্মাণ দ্বারা প্রকাশ আছে॥

পূর্ব্ববর্ত্তিরাজার রাজত্ব সময়ে মিউর ও দেকান দেশ তাঁহার সাম্রাজ্য হইতে পৃথক হইয়াছিল ইহা আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি। এই ফিরোজ রাজার রাজত্বকালে সিন্ধিয়ায় ও বাঙ্গালায় রাজবিদ্রোহ হওয়াতে সাম্রাজ্যের সীমা অতি সঙ্কোচিত হইয়াছিল। মহম্মদ তগলকের রাজত্বকালে তিনি যখন বাতুলবৎ দিল্লীস্থ লোকদিগকে দৌলতাবাদে প্রেরণ করিতে নিযুক্ত ছিলেন তখন ফকীরউদ্দীন বঙ্গদেশে আপনি স্বাধীন হইলেন এবং স্বনামে স্তব পাঠ ও মুদ্রা চলন করিলেন। ইতিহাসকেরা তাঁহাকেই বাঙ্গালা রাজ্যের প্রথম স্বাধীন রাজা কহিয়াছেন কিন্তু দিল্লীর মহারাজ তাঁহাকে রাজবিদ্রোহী ভিন্ন জ্ঞান করেন নাই। ইংরাজী ১৩৪০ শালে ফকির উদ্দীন রাজা হইলেন তাহার দুইবৎসর পরে আলি-

মবারিকনামক ব্যক্তি তাঁহাকে বধ করিল এবং ঐ আলিমবারিক-কেও তাঁহার পালিত ভ্রাতা হাজিএলিয়াস বধ করিল এই হাজি-এলিয়াসের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশ পুনর্জয় করণার্থে মহারাজ ফিরোজ আগমন করিয়া তাহাতে নিরাশ হইয়া হাজির সহিত ১৩৫৬শালে সন্ধিকরিলেন এবং তাঁহাকে স্বাধীন কহিয়া তাঁহার রাজ্যের সীমা নিরূপণ করিলেন। অতএব যে সকল স্বাধীন মুসলমান রাজারা বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের এই আরম্ভ আর সাধারণে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বী অর্থাৎ পূর্ব্বদেশীয় রাজা কহিত। যে হাজিপুরনামক নগর এক্ষণে সাম্বৎসরিক মেলা ও ঘোড়দৌড় জন্য উত্তমরূপে বিখ্যাত আছে তাহা হাজিএলিয়াস স্থাপিত করিয়াছিলেন আর তদ্দ্বারা অনুমান হয় যে এই রাজাররাজ্য উত্তর বেহার অবধি গণ্ডকীনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ৷৷

চত্বস্ত্রিংশদ্বৎসর রাজত্ব করণানন্তর ইং১৩৮৭শালেফিরোজআপন পুত্র মহম্মদকে রাজ্যভার দিয়াছিলেন ঐ মহম্মদ দ্বিতীয় তগলক-নামে বিখ্যাত ছিলেন। ঐ যুবরাজ রাজশক্তি পাইবামাত্রেই সুখে মগ্ন হইলেন এবং তিনি রাজসভা হইতে বিজ্ঞ পিতৃমন্ত্রিদিগকে দূর করিলেন। তাহাতে উক্ত মন্ত্রিরা ঐ যুবরাজের কয়েক জন স্বীয়ের সহিত ঐক্য হইয়া এক লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করণপূর্ব্বক দিল্লীনগরে প্রবেশ করিলে নগর রক্ষার্থে নিযুক্ত রাজ সৈন্যেরা বহুমত যত্ন করিতে লাগিল। তাহাতে দুই দিবসাবধি অতি তুমুল সংহার হওয়াতে মৃত সৈন্যের শবদ্বারা নগরের সমুদায় পথ ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তৃতীয় দিবসে নগরস্থ সমুদায় লোক একত্র হইয়া যোদ্ধৃদিগের ক্রোধ সম্বরণ জন্য প্রাচীন রাজাকে যোদ্ধৃদি-গের মধ্যস্থলে রাখিলেন। ঐ বৃদ্ধ রাজাকে দেখিয়া তাঁহার পুত্রের দলক্রান্ত সৈন্যেরা যুবরাজকে ত্যাগকরিয়া বৃদ্ধ রাজার সহিত মিলিল তাহাতে ফিরোজ পুনর্ব্বার রাজশক্তি ধারণ করিলেন। কিন্তু আপনাকে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করণে অসমর্থ বুঝিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ফতেখাঁর পুত্র গয়াসউদ্দীনকে রাজ্যভার দিলেন পরে ইংরাজী১৩৮৮শালে নবতি বৎসর বয়স্ক হইয়া মরিলেন। ঐ রাজা অতিজ্ঞানী ও ধীর ও কর্ম্মে তৎপর ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বে রাজ্যের লোক সকল অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী এবং সুখী

হইয়াছিল। ইউরোপীয়েরা য়িহুদিদিগকে যাদৃশ ঘৃণাকরে ভারত-বর্ষীয়েরা আফগানদিগকে তদবধি তাদৃশ ঘৃণাকরিত ঐ আফ-গানেরা য়িহুদিবংশোৎপন্নরূপে কথিত আছে এই রাজাই প্রথমে তাহাদিগকে নির্ভয় করিয়াছিলেন ॥

উক্ত সম্রাটের মৃত্যুর পর দশবৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে ন্যূনাধিক চারিজন রাজা হইয়াছিলেন। আর সমুদায় রাজ্যমধ্যে অরাজকেরন্যায় অতিশয় মন্দ অবস্থা হইয়াছিল। সমুদায় প্রদে-শের শাসনকর্ত্তারা সাম্রাজ্যের হীনবল দেখিয়া সন্ধি ভগ্ন করি-লেন এবং ইতিহাসে লিখিত সকল জয়ী অপেক্ষা তৎকালে অতি ভয়ানক জয়ী আগমন পুরঃসর হিন্দুস্থান আক্রমণ করিল। ফিরো-জের পৌত্র গয়াসউদ্দীন সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া অতি গরিষ্ঠ ই-ন্দ্রিয় সুখে মগ্ন হওয়াতে পঞ্চমাস মধ্যেই হত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র আবুবেকর সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু যে সকল মোগলেরা মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছিল তাঁহারাই পূর্ব্ব-কথিত দ্বিতীয় মহম্মদতুগলক যিনি ফিরোজের সময়ে সিংহাস-নোপবিষ্ট হইয়া তাহা হইতে চ্যুত হইয়াছিলেন তাঁহাকে এই সম্বাদ পাঠাইলেন যে এক্ষণে রাজ্য অধিকারী হইতে সচেষ্ট হও। তাহাতে তিনি একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিল্লীতে যুদ্ধার্থে আগমন করিয়া পরাভূত হইলেন। তৎপরে অনেক হিন্দু ও মুসল-মান রাজাদিগের সাহায্য প্রাপ্তে পুনর্ব্বার সিংহাসন প্রাপ্ত্যর্থে চেষ্টাকরাতে দ্বিতীয়বারও পরাজিত হইলেন। তৃতীয়বার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রতারণাপূর্ব্বক আবুবেকরকে দিল্লী হইতে বিংশতি ক্রোশ অন্তরে জলেশ্বর নামক স্থলে দূরকরিয়া আপনি অতি ত্বরায় রাজধানীতে আগমন করিয়া তাহা অধিকার করি-লেন। তাহাতে আবুবেকর তৃতীয়বার তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহাকে জয় করিলেন। কিন্তু কিয়ৎপরেই আবুবেকরের সেনাপতিরা তাঁহাকে ত্যাগকরাতে আপন রক্ষার্থে তাঁহাকেও পলাইতে হইল এবং তাঁহার বৈরী দিল্লীতে আগমন করিয়া দ্বিতীয়বার সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া সুখ্যাতিব্যতীত ছয়বৎ-সর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলেন। তৎপরে হুমায়ূননামক তাঁহার পুত্র প্রথমে উত্তরাধিকারী হইলেন কিন্তু অল্পকাল মধ্যে হুমায়ূনের

মৃত্যু হইলে তৃতীয় মহম্মদ তগলকনামক তাঁহার ভ্রাতা সিংহাসনারোহণ করিলেন ভারতবর্ষে যাবদীয় সম্রাট্‌ছিলেন তন্মধ্যে তিনি অতি দুর্ভাগ্য ছিলেন। তিনি তৎকালে অল্পবয়স্ক ছিলেন সুতরাং সভাসদেরা কুপরামর্শ করিতে লাগিল এবং তদ্দৃষ্টে প্রদেশাধ্যক্ষেরা রাজবিদ্রোহী হইল। তৎকালে ঐ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে রাজ্যের নানা স্থানে ভিন্নং দলের কুপরামর্শ ও ধূর্ত্ততা বিষয়ে লেখা কেবল পাঠক মহাশয়দিগকে বিরক্ত করামাত্র। দিল্লী নগর মধ্যে দুইরাজা বাস করিয়া পরস্পর অস্ত্র ধরিয়া তিনবৎসর পর্য্যন্ত এমত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন যে তাহাতে নদীর স্রোতের ন্যায় নগরের পথে যোদ্ধৃদিগের শোণিত বহিয়াছিল। অবশেষে একবলখাঁ নামক এক ব্যক্তি নগর মধ্যে এমত শক্তি পাইলেন যে তাহাতে তৎপ্রভু কেবল নামমাত্রে মহারাজ রহিলেন॥

এই সকল কলহ হওয়াতে রাজকীয় শক্তি ও মর্য্যাদার এমত হানি হইল যে তাহাতে মালওয়া ও খণ্ডেশ ও গুজরাট এবং জয়ানপুর এই চারি প্রদেশ স্বাধীন হইল। ফিরোজ মহারাজের রাজত্ব সময়ে মালওয়ার সুবাদারি পদে দিলোয়ারখাঁ ঘোরী নিযুক্ত ছিলেন পরে ফিরোজের মৃত্যু হইলে রাজ্যমধ্যে গোলযোগ হইয়াছিল তৎকালে তিনি স্বাধীন হইয়া প্রথমত ধার নগরে যে স্থানে ভোজরাজার রাজধানী ছিল তথায় বসতি করিয়া তৎপরে মান্দনামক অতি কঠিন দুর্গে বসতি করিয়াছিলেন। ঐ ধার রাজ্য ভোজ রাজার রাজধানীরূপে অতি বিখ্যাত ছিল। সুলতান উপাধিদ্বারা মালওয়ার ঐ রাজবংশীয়েরা বিখ্যাত ছিলেন। গুজরাটের শাসনকর্ত্তার অত্যাচারের বিষয় দ্বিতীয় মহম্মদ তগলকের কর্ণগোচর হওয়াতে তদ্দমনার্থে পূর্ব্বে হিন্দু থাকিয়া পরে মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত জাফরখাঁ নামক ব্যক্তি মোজাফরখাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া প্রেরিত হইলেন এবং মহারাজ তাঁহাকে কেবল রাজব্যবহার যোগ্য পাটলবর্ণের তাম্বু ও শ্বেত বিতান দিয়াছিলেন। এই মত পরাক্রম প্রাপ্ত হইয়া এবং দিল্লীর রাজাকে হীনবল দেখিয়া মোজাফরখাঁ যে স্বাধীন হইয়াছিলেন তাহা আশ্চর্য্য জনক নহে। ফিরোজের সাম্রাজ্যকালে দেকানস্থ খণ্ডেশ প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে মল্লিক রাজা নিযুক্ত হইয়া-

ছিলেন পরে ঐ মল্লিকও অন্যং সুবাদারের ন্যায় দিল্লীর রাজার দুর্ব্বলতা দৃষ্টে রাজাধীনতা ত্যাগকরিয়া স্বাধীন হইলেন। তিনি মালওয়া নিবাসী দিলওয়ারখাঁর সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন কিন্তু বোধ হয় যে তিনি আপনাকে গুজরাটের রাজার আজ্ঞাধীন মনে করিতেন। ফলতঃ উক্ত তিন নূতন রাজ্যমধ্যে গুজরাট রাজ্য বহুকালাবধি অতি প্রধান ছিল। খণ্ডেশের রাজবংশীয়েরা ফেরোখীনামক উপাধি দ্বারা বিখ্যাত ছিলেন। তৃতীয় মহম্মদ তগলকের মন্ত্রী খোয়াজাজিহান জুয়ানপুর রাজ্য স্থাপন করেন ঐ মন্ত্রী উক্ত প্রদেশের সুবাদারি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তৎকালের গোলযোগে রাজোপাধি গ্রহণ করিলেন। তিনি জুয়ানপুরেই বাসকরিতেন আর অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত যে ঐ রাজ্যের স্বাধীন রাজত্ব এবং অতি ঐশ্বর্য্য ছিল তাহা ঐ নগরের ভগ্ন দশা দেখিলেও সপ্রমাণ হয়। খোয়াজাজিহান গোরকপুর ও ভেরক ও দুয়াব এবং বেহার আপনার রাজ্যে সংলগ্ন করিয়া এমত পরাক্রমশালী ও ভয়ানক হইয়াছিলেন যে বঙ্গদেশের ভূপতি হইতেও কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। জুয়ানপুরের রাজবংশীয়েরা সরকী উপাধি দ্বারা বিখ্যাত আছেন এবং সর্ব্বদা তাঁহাদিগকেই পূর্ব্বদেশীয় রাজাকহে। এইরূপ ইংরাজী চতুর্দশ শত শাকের শেষে দিল্লী সাম্রাজ্য পতিত হইল তাহার অধীন কেবল রাজধানীর নিকটস্থদেশ মাত্র ছিল। কিন্তু তৎকালে উত্তমং প্রদেশে রাজারা স্বাধীন ছিলেন এবং তাঁহারা নিষ্কর ছিলেন ও স্বীয়ং নামে মুদ্রা চালাইয়াছিলেন এবং স্বনামে খুতবা পাঠকরাইয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের এইরূপ দুর্দশা শ্রবণ করিয়া দুর্দশা বৃদ্ধি করিতে তেমরলেন পশ্চিমস্থ উত্তমোত্তম দেশ নাশক অসভ্য ও নির্দ্দয় সৈন্য সাহিত্যে এই সাম্রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন॥

ইতিহাসে লিখিত জয়ি মধ্যে তৈমুর অতি নির্দয় ও মহৎ মোগল জাতীয় উত্তম বংশোদ্ভব রাজাছিলেন আর তাঁহার পরিবারেরা বহুকালাবধি জঙ্গিষ খাঁর সন্তানদিগের দাস ছিল। তৈমুর সপ্তবিংশতি বৎসর বয়সে তাঁহার প্রভু খোরাসান এবং ট্রানসক্সীয়েনা রাজ্যের রাজাকে কোন অতি মহৎ কর্ম্মদ্বারা তুষ্টকরাতে ঐ রাজা তৈমুরকে পুরস্কার দিবার নিমিত্ত আপনার সহোদরার সহিত

তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাহার পর চারি বৎসরের মধ্যে তৈমুর ঐ রাজার অধীনতা ত্যাগকরিলেন এবং তাঁহার শ্যালকের মৃত্যুর পর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সামরকন্দ নগরে বসতি করিয়াছিলেন। যৎকালে তাঁহার চতুর্দ্দিগস্থ সমুদায় রাজ্যের হ্রাস হইল এবং তাহাতে নূতন রাজ্যস্থাপন করিতে কেবল সাহসীর অপেক্ষা ছিল এমতকালে তৎকর্ম্মোপযুক্ত তৈমুর তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহার অসীম জয় দ্বারা জিত প্রদেশের রাজারা সহজেই অধীনতা স্বীকার করিলেন আর তিনি আসিয়ার নাশ-কর্ত্তা এবং ইউরোপমধ্যে অতি ভয়নাক হইয়াছিলেন। তিনি মনুষ্য নাশদ্বারা নিষ্ঠুর আনন্দ করিতেন এবং তিনি কখনং বহু-মনুষ্য বধ করিয়া মৃত মনুষ্যদিগের ছিন্ন মুণ্ডদ্বারা স্তম্ভ নির্ম্মাইয়া আমোদ করিতেন তিনি তিন বৎসরের মধ্যেই সমুদায় পারস্যদেশ ছিন্নভিন্ন করিলেন। এবং অতি দ্রুততা পূর্ব্বক মহাতাতারদেশে যুদ্ধ করিয়াছিলেন পরে বলগানদীতীরে উত্তীর্ণ হইয়া সমুদায় ইউরোপকে সভয় করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের সাম্রাজ্যের গোলযোগ শ্রবণ করিয়া তৈমুর আসিয়ার পশ্চিমস্থ বহুদেশ যে রূপে অধিকার করিয়াছিলেন তদ্রূপ ভারতবর্ষ অধি-কার করিতে মনস্থ করিয়া আপনার পৌত্র পীর মহম্মদকে সসৈন্যে তথায় প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তিনি মুলতান রাজ্যে অতিশয় বাধা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পিতামহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজী ১৩৯৮শালের১২সেতম্বর তৈমুর দ্বিনবতি দল আশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া সিন্ধুনদীতে পারযোগ্য স্থানদিয়া পার হইলেন। তাহার সপ্তদশ শত বৎসর পূর্ব্বে সেকন্দর সাহ সেই স্থানদিয়া পার হইয়াছিলেন। অটক নদী হইতে দিল্লীতে গমনকালে তৈমুর তাঁহার পৌত্র পীর মহম্মদের সৈন্যের সহিত একত্র হইবার জন্য তথাহইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে গমন করিলেন। উক্ত মোগল সৈন্যরা মিলিত হইয়া বহুসৈ-ন্য সাহিত্যে ভোটনিয়ের অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থল বেষ্টন করিল তাহাতে তদ্দেশবাসীরা ঐ নগর ও দুর্গ ছাড়িয়াদিল কিন্তু পীরমহম্মদকে রোধকরিতে যে সকল ব্যক্তিরা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছি-লেন তৈমুর তাহাদিগকে বধকরিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে দুর্গ স্থিত সৈন্যেরা পুনঃ অস্ত্রধারণ করিয়া স্বীয়২ স্ত্রী পুত্রদিগকে

বধকরিয়া আপনারদিগের প্রাণপণে অতিশয় সংগ্রাম করিল। তাহারা যেরূপে মরিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহাদিগের তাহাই হইল তাহা দর্শনে তৈমুর ক্রুদ্ধ হইয়া নগর মধ্যে যাহাকে জীবিত দেখিলেন সকলকেই বধকরিলেন এবং নগর দগ্ধকরিয়া ছারক্ষার করিলেন। তৎপরে সুরসতী নগর আক্রমণ করণপূর্ব্বক দগ্ধকরিয়া তৎস্থান বাসিদিগকে বধ করিলেন। তদনন্তর তৈমুর যমুনানদী পার হইয়া দুয়াবে উত্তীর্ণ হওয়াতে দিল্লীর মহারাজের সৈন্যেরা একবলখাঁনামক সেনাপতির আজ্ঞাধীনে তাঁহার পশ্চাৎধাবমান হইয়া কিছু করিতে না পারিয়া তন্নগরে প্রত্যাগমন করিল তাহাতে তৈমুর আক্রমণ করিবার সন্ধানার্থে ঐ নগরে আইলেন। তৎকালে তৈমুরের শিবিরে যুদ্ধেধৃত বহুব্যক্তি ছিল তাহাদিগের খাদ্য যোগাওন তৈমুরের দুঃসাধ্য হইয়াছিল। একজন মুসলমান ইতিহাসক লিখিয়াছেন যে ঐ খাদ্যাভাব জন্য ও তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই নাস্তিক ছিল এই উভয় কারণে তন্মধ্যে একলক্ষব্যক্তিকে বধ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তৎপরে সৈন্য লইয়া তৈমুর আগমন করাতে দিল্লীর মহারাজও সুসজ্জিত একশত বিংশতি গজারূঢ় এবং বহুসৈন্য সাহিত্যে সংগ্রামার্থে অগ্রসর হইলেন তাহাতে যুদ্ধকালে প্রথম আঘাতেই গজারূঢ়েরা ভূমিতে পতিত হইল তখন ঐ হস্তীরা মাহুতশূন্য হইয়া অতিশয় তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক মহারাজের সৈন্যের পশ্চাৎভাগে ধাবমান হওয়াতে ঐ সৈন্যেরা অত্যন্ত ভীত হইল। তৈমুরের সুশিক্ষিত সৈন্যেরা মহারাজের সৈন্যদিগের এইরূপ গোলযোগ দেখিয়া বলপূর্ব্বক আক্রমণ করাতেই মহারাজ সসৈন্যে পলায়ন করিলেন। তৈমুরের সৈন্যেরা নগরের প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত পশ্চাৎধাবমান হইল। মহারাজ রাত্রিমধ্যে গুজরাটে পলায়ন করিলেন এবং তাঁহার মন্ত্রী স্বরক্ষার্থে বিরণ নগরে পলায়ন করিল। পরে নগর মধ্যে যে সকল প্রধান লোকেরা ছিলেন তাঁহারা ঐ স্থল জয়কর্ত্তাকে দিতেচাহিলেন তাহাতে জয়ী কহিলেন বহুধন দিলেই রক্ষাপাইবা। তদনন্তর শুক্রবার তৈমুর স্বীয়াভীষ্ট সিদ্ধি হওয়াতে অতিশয় সমারোহ করিয়া অসভ্য আনন্দে মগ্ন রহিলেন আর উক্তকীর্ত্তিদ্বারা আপনাকে ভারতবর্ষীয় মহারাজরূপে প্রচার করাইলেন কিন্তু তখন অবধি

তাম্বুতথা হইতে তুলেন নাই অতএব শিবিরে থাকিয়া উক্ত কর্ম্মাদি নিষ্পন্নকরিয়া ছিলেন। ইতিমধ্যে নগরের কয়েক জন প্রধান বাণিজ্য কারকেরা তৈমুরকে ধন না দিয়া স্ব২ গৃহমধ্যে দ্বার বদ্ধ করিয়া রহিলেন সুতরাং তাহাদিগের দমনার্থে তাম্বু হইতে তৈমুরকে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইল। মোগল সৈন্যরা জয়ে প্রফুল্ল হইয়া লুটকরিবার ইচ্ছায় দৌরাত্ম্য ব্যতিরেকে রহিলেন না নগর বাসিরা আপনাদিগের ধনাদি শত্রু গৃহীত বুঝিয়া এবং বনিতাদিগের অপমান দেখিয়া আপনারাই স্ব২ স্ত্রীপুত্রদিগকে বধকরিলেন আর আপনাদিগের গৃহাদিতে অগ্নিদিয়া খড়্গহস্তে সৈন্যদিগের সম্মুখে আইলেন। নগরস্থ অগ্নি শিখা অতি উচ্চ হওয়াতে তৈমুর তাম্বুতে থাকিয়া তদ্দর্শনদ্বারা উক্ত গোলযোগের প্রথম সমাচার জানিতে পারিলেন। অনন্তর ঐ তৈমুর তাম্বু হইতে সমুদায় সৈন্য নগর মধ্যে ছাড়িয়াদিলে তাহারা কিপর্য্যন্ত দৌরাত্ম্য করিল তাহা বর্ণনাপেক্ষায় অনুমানদ্বারা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। ঐ যুদ্ধে নগর বাসিরা মহার্ঘে আপনাদিগের প্রাণ বিক্রয় করিল অর্থাৎ প্রাণপণে চেষ্টাকরিল। কিন্তু ঐ যুদ্ধের বিবরণ লেখক কহেন যে অবশেষে নগর বাসিদিগের মৃত্যুদ্বারাই তাহারদিগের অসীম সাহসের নিবৃত্তি হইয়াছিল। উত্তর ভারতবর্ষের লুটদ্বারা যাবদীয় ধন ঐ রাজধানীতে দুইশত বৎসরের মধ্যে সঞ্চিত হইয়াছিল। ঐ জয়ী সে সমুদায় ধনই লইলেন। উক্ত ধন বিষয়ে এমত বাহুল্যরূপে লিখন আছে যে তাহা বিশ্বাস্যনহে॥

তৈমুর ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত ঐ নগরে বাসকরিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলেন কারণ সাম্রাজ্য অধিকার করণে তাঁহার মানস ছিলনা কেবল আপন গৌরব প্রকাশ করিতে ও লুটের ধন লইতে চেষ্টাছিল তাহা সম্পন্ন হইল। তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে মিরট নগর অধিকার ও নষ্টকরিয়া যেস্থল হইতে মহাপুণ্যময়ী নদী অর্থাৎ গঙ্গা নির্গতা হইয়াছেন সেইপর্য্যন্ত পৌত্তলিক হিন্দুদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। পরে হিমালয় পর্ব্বতের ধার অবধি গমনকরিয়াই সর্ব্বস্থানেই অতিশয় নাশ ও দৌরাত্ম্য করিয়া সিন্ধুনদী তটে উপস্থিত হইয়া মুলতান ও দেবলপুরের সুবাদারিতে খিজরখাঁ নামক একব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু তাঁহার কর্ত্তৃক হিন্দুস্থান আক্রান্ত হওয়াতে তদ্দেশীয়দিগের পরস্পর বিবাদ ও যুদ্ধ যে পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহাতে মনোযোগ না করিয়া তৈমুর কেবল হিন্দুস্থানের মহারাজনামধারণ করিয়াই কাবুলদিয়া সামারকাণ্ড দেশে প্রত্যাগমন করিলেন ।। ইংরাজি ১৩৯৮ শালে তৈমুর আক্রমণ করিয়া প্রস্থান করেন তদনুবধি ১৪১৪ শাল পর্য্যন্ত ষোড়শ বৎসরের মধ্যে যে অত্যল্প প্রদেশ দিল্লীর মহারাজের অধীন ছিল তাহাও পরস্পর বিবাদ ও যুদ্ধ করিতে লাগিল। তৎকালে ভারতবর্ষীয় প্রদেশ মাত্রেই রাজ শাসনের স্থিরতা বা সুনিয়ম ছিলনা। ক্ষুদ্রং প্রদেশের সুবাদারেরা প্রত্যেকেই আপনাদিগের অধিকার মধ্যে রাজবিদ্রোহী হইয়া স্বাধীকার রক্ষা করণে অক্ষম রাজার অধীনতা ত্যাগকরিল সেই সময়ে মহম্মদ তুগলক হীন বল প্রযুক্ত কেবল নাম মাত্রে সম্রাট্ ছিলেন অতএব জীবনাবধি যথার্থ রাজপরাক্রম ভোগকরিতে পারেন নাই। যেরাত্রিতে তৈমুর দিল্লীসংমুখে তাঁহার সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন সেই রাত্রিতেই মহম্মদ তুগলক গুজরাটে পলায়ন করিয়াছিলেন কিন্তু উক্ত স্থানের রাজা তাঁহাকে অনাদার করাতে তিনি অতি শীঘ্রই তৎস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক মালওয়ার রাজা দিলোয়ারজঙ্গের নিকট গমন করিয়া তাঁহার শরণ লইলেন। তৎপরেই তিনি দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে তৈমুরের দৌরাত্ম্যের শেষ হইয়াছে কিন্তু একবলখাঁ তাঁহার প্রধান মন্ত্রীনামে রাজ্যাধিকারী হইয়া সকল শক্তি গ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং মহম্মদকে অবশেষে কেবল কান্যকুব্জের কর লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। কিন্তু তৎকালে উক্ত মন্ত্রী রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন এবং বিদ্রোহি রাজাদিগকে দমন করিবার চেষ্টাকরাতে কয়েক প্রদেশের সুবাদারেরা অধীন হইয়াছিল কিন্তু তদ্দ্বারা অধিক লোভাকৃষ্ট হইয়া মুলতান ও দেবলপুরের সুবাদারিতে তৈমুর কর্ত্তৃক নিযুক্ত খিজরখাঁর সহিত অতি অহঙ্কারপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া পরাভূত হইয়া ইংরাজী ১৪০৫ শালে মারাপড়িলেন ।।

অতঃপর দুর্ভাগ্য মহম্মদ দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বাভাবিক হীনবল হইয়াও প্রাণপণে চেষ্টাকরাতে যথার্থ মহারাজ

হইলেন। কিন্তু খিজরখাঁ রাজসিংহাসনকে প্রায় স্বাধিকৃত জ্ঞান করিয়াছিলেন ঐ মহাসম্মানাকাঙ্ক্ষী সেনাপতি মহারাজকে দুইবার বেষ্টন করিয়াছিলেন কিন্তু খিজরখাঁ দুইবারেই অসিদ্ধ হইয়া উক্ত বেষ্টন ত্যাগকরিয়া পলায়ন করিলেন। তথাহইতে খিজরখাঁ স্থানান্তর হওনের পর মহম্মদ এক দিবস মৃগয়া করিতে গিয়াজ্বর গ্রস্ত হইলেন পরে ঐ রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত বিনা গৌরবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদ্যপিও তিনি উক্ত কালমধ্যে কখন২ সিংহাসনোপবিষ্ট হইতেন তথাপি কখন রাজ্যভোগকরিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যু হইলে তগলক বংশীয় রাজাদিগের সাম্রাজ্যের শেষ হইল। তাঁহার মরণের পর দুইবৎসর মধ্যে ষষ্টি সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া খিজরখাঁ তৃতীয়বার যুদ্ধার্থে দিল্লীতে আগমন করিয়া ইংরাজী১৪১৪শালে সিংহাসনারোহণ করিয়া সায়দনামক মুসলমানদিগের পঞ্চম সম্রাটবংশ স্থাপন করিলেন।।

দিল্লীশ্বরের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত যে২ রাজ্য নূতন স্বাধীন হইয়াছিল তন্মধ্যে তখন পর্য্যন্ত যে সকল প্রদেশ দিল্লীশ্বরের নিকটে থাকিয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিত তদন্তঃপাতি জুয়ানপুরও অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় দিল্লীর রাজার অধীনতা ত্যাগকরিয়া তাঁহাকে বহুক্লেশ দিয়াছিল এবং তৎকালে দিল্লীস্থ সম্রাট্ ঐ জুয়ানপুরের রাজাকে দমন করণার্থে গুরুতর উদ্যোগ করিয়াছিলেন। দিল্লীতে সায়দবংশ স্থাপন হওনের পূর্ব্বে অর্থাৎ যৎকালে দিল্লীর অধীনস্থ রাজারা দিল্লীশ্বরের অধীনতা ত্যাগকরিয়াছিলেন সেই সময়ে দিল্লীর সম্রাট্ জুয়ানপুর অধিকার করণার্থে তিনবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষের সৈন্যেরা গঙ্গার উভয়তীরে থাকিয়া কেবল পরস্পর মুখামুখি করিয়া সংগ্রাম না করিয়াই পলায়ন করিয়াছিল। যে ভূপতি জুয়ানপুরে প্রথমে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহার মরণানন্তর ইবরাহেম সাহনামক তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাজা হইয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষে যাবদীয় প্রতিষ্ঠান্বিত ভূপতি ছিলেন তন্মধ্যে তিনিই যশস্বী ছিলেন। যদ্যপিও তিনি অনেকবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তথাপি স্বীয় রাজ্যের লোকদিগকে অবিরোধে রাখিতে

এবং বিদ্যাবৃদ্ধি করিতে অতিশয় আনন্দিত হইতেন। তাঁহারি রাজত্বে জুয়ানপুরের রাজসভা এমত সুশীলা ও বিখ্যাত হইয়াছিল যে তদ্দারা দিল্লীর নির্ণাম হইয়াছিল। ইব্রাহেম চত্বারিংশৎবৎসর পর্য্যন্ত অতিসুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সায়দ বংশ। বিলোলিলোদীর অতিশয় পরাক্রম প্রাপ্তি। আলাউদ্দীনসায়দকে রাজ্য চ্যুত করিয়া তিনি দিল্লীতে রাজা হন। মালওয়ার রাজা সুলতান হুসং। চিতোর। মামুদখাঁ খিলিজি মালওয়া রাজ্যের সিংহাসনোপবিষ্ট হন। তাহার চরিত্র ও যুদ্ধকীর্ত্তি। তিনি গুজরাট রাজ্য অধিকার করেন ॥

ইংরাজী১৪১৪শালাবধি ১৪৫০শাল পর্য্যন্ত ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসরমাত্র সায়দবংশীয় রাজারা দিল্লীতে রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। সায়দ বংশের উৎপত্তি পেগম্বর অর্থাৎ মহম্মদ হইতে হয় ইহা যথার্থ অথবা কাল্পনিক ইহার কিছুই স্থির নাই। এই বংশের প্রথম সম্রাট্ খিজরখাঁ সপ্ত বৎসরের অধিক রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রজা থাকিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়াছিলেন এজন্য তাঁহার প্রতি দ্বেষ নিবারণার্থে রাজনাম ধারণ না করিয়া তৈমুরের সুবাদার নামে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁহারি নাম মুদ্রায় ও খুতবাতে রাখিয়াছিলেন। কতিপয় ক্ষুদ্র রাজারা তাঁহার রাজত্বকালে তাঁহার অধীনতা ত্যাগকরিলে তিনি যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে অধীন করিয়াছিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে প্রধান ব্যক্তিরাই স্বাধীন ছিলেন ॥

ইংরাজী১৪২১শালে তৎপদে তাঁহার পুত্র মুবারিক উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায় উক্ত প্রকার যুদ্ধে বিরক্ত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলেন। পঞ্জাব নিবাসি জসরথখাঁ নামক একজন দস্যু স্বদেশীয় বহু লোককে আপনার অধীনে রাখিয়া মুবারিকের বলবন্ত শত্রু হইয়াছিল। মুবারিক তাহাকে দমনার্থে অনবরত সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহার কিছু করিতে পারেন নাই। মহারাজের সৈন্যেরা তাহাকে যখন বিরক্ত করিত তখন তিনি আপনি পর্ব্বতের দুর্গমস্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া মহারাজের সৈন্যেরা রণস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর্ব্বত

হইতে নীচে আসিয়া বহুমূল্য যেং দ্রব্য পাইতেন তাহা লইয়া প্রস্থান করিতেন। তিনি এমত অহঙ্কারী হইলেন যে নিকটবর্ত্তি রাজাদিগের সহিত মিল করিয়া মহারাজকে অতিশয় বিরক্ত করিতেলাগিলেন। মুবারিক অতি প্রশংসা যোগ্য ছিলেন এবং তিনি কখন ক্রোধ করিতেন না এজন্যে অতিশয় মান্য ছিলেন কিন্তু তৎসময়োপযুক্ত তেজস্বী ছিলেননা। তাঁহার সিংহাসনোপবিষ্ট হওনকালে দিল্লীরাজ্যের যেপর্য্যন্ত সীমাছিল তিনি তদপেক্ষায় বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। ইংরাজী১৪৩৫শালে কতিপয় হিন্দুরা এক মসজিদের ভিতর তাঁহাকে বধ করিলেক কিন্তু তিনি ঐ হিন্দুদিগের কোন অপকার করেন নাই ।।

মুবারিককে বধ করিবার নিমিত্ত যে ষড় যন্ত্র হইয়াছিল তন্মধ্যে সরবর উলমুলক প্রধান ছিলেন এই উলমুলক মৃত সম্রাটের পুত্র মহম্মদকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিলেন এবং তাহাতে মহম্মদও তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন। সরবর উলমুলক ও হিন্দু জাতীয় মিত্রদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন এবং কুলীখাঁকে আপনার নায়েবি কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। পূর্ব্বরাজার রাজত্ব কালে যে সকল কুলীনেরা ধনশালী হইয়াছিলেন উক্ত মন্ত্রী তাঁহারদিগের সম্পত্তি অপহরণ করিবার ইচ্ছা করাতে তাঁহারা ঐ অভিলাষ অবগত হইয়া রাজবিদ্রোহী হইলেন। তাহাতে তদ্দমনার্থে কুলীখাঁ প্রেরিত হইলেন। কিন্তু ঐ প্রিয়পাত্র ও উচ্চাভিলাষী হইয়া সসৈন্যে রাজবিদ্রোহিদিগের সহিত মিলকরিলেন এইরূপে মিলিত সৈন্যেরা দিল্লীতে মহারাজের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিল। কিন্তু দিনেং মন্ত্রীর দলস্থদিগকে ক্ষীণ দেখিয়া মহারাজ ঐ বিদ্রোহিদিগের সহিত সন্ধি করাতে অবশেষে তাহাদিগের ক্রোধে ঐ মন্ত্রীকে বধ করিলেন। পরে ঐ রাজবিদ্রোহি কুলীনেরা রাজশাসনের ভার স্বহস্তে পাইয়া আপনাদিগকে ও নিজ বন্ধুবর্গকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন এবং কুলীখাঁকে প্রধান মন্ত্রী করিলেন। ইতিমধ্যে মহারাজ তাঁহার পিতার অনবরত বিরক্তকারি শত্রু জসরতকে দমনার্থে গমন করিয়া ঐ জসরতের সমুদায় দেশ লুটকরিলেন। পরে মহম্মদ দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া সুখে আসক্ত হইলেন তাহাতে রাজশাসনের

শৈথিল্য হইল এবং বিলোলি লোদীনামক আফগান জাতীয় উচ্চাভিলাষী একজন মুলতান দেশ অধিকার করিলেন কিন্তু তিনি মহারাজের সৈন্য কর্তৃক পরাজিত হইলেন। তৎপরে ঐ বিলোলিলদী পুনশ্চ নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মহারাজের সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া দিল্লীতে মহারাজের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু দিল্লীতে আসিবার পূর্ব্বে মহারাজকে এই সমাচার পাঠাইলেন যে যদ্যপি তিনি আপন প্রধান মন্ত্রিকে বধ করেন তবে যুদ্ধ না করিয়া বিলোলিলোদী তাঁহার অনুগত হইবেন। এবং মহারাজও এমত কাপুরুষ ছিলেন যে বিলোলি লোদীর প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলেন। তাহাতে মহারাজের এইরূপ কাপুরুষত্ব দেখিয়া অন্যান্যরা মহারাজকে অমান্য করিতে লাগিল। ঐ সময়ে মালওয়ার রাজা দিল্লী হইতে ক্রোশান্তে সসৈন্যে যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন। তাহাতে মহারাজ বিলোলিলোদীর সাহায্য প্রার্থনা করিলে বিলোলি লোদীও ক্ষীণবল মহারাজকে রক্ষাকরিতে ত্বরায় আসিয়া মালওয়ার রাজার সহিত যুদ্ধ করিলেন কিন্তু তাহাতে কোন নিষ্পত্তিজনক ফল হইল না। পরন্তু সেই রজনীতে মালওয়ার রাজা কুস্বপ্ন দেখিয়া সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এবং মালওয়ার রাজার সৈন্যেরা মহারাজের এমত ভীতিজনক ছিল যে তাহাদিগের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত ঐ সন্ধিতে মালওয়ার রাজা শেষ নিয়ম করিতে বাঞ্ছাকরিলেন মহারাজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। তৎপরে অতি শীঘ্রই এক সন্ধি হইল। কিন্তু তৎকালে বিলোলি লোদী পূর্ব্বাপেক্ষা মহারাজকে অধিক তুচ্ছ করিয়া ঐ সন্ধিপত্রের নিয়ম অমান্য করিলেন এবং মালওয়ার রাজার সৈন্যদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। এইরূপ জয় হইলে মহারাজ ঐ মহাপরাক্রমশালী বীরকে নূতন উপাধি দিয়া তাঁহার পুরস্কার করিলেন এবং তদবধি তাঁহাকে মুলতানের রাজশাসনে দৃঢ়রূপে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু বিলোলি লোদী উক্ত রাজবিদ্রোহী জসরতকে দমন না করিয়া আপন সৈন্য সংগ্রহ করণপূর্ব্বক দিল্লীতে যুদ্ধার্থে গমন করিয়া চারিমাস অবধি দিল্লী নগর বেষ্টন করিলেন কিন্তু কিছুই করিতে পারি-

লেন না। সায়দ মহম্মদ কোন সুখ্যাতি ব্যতিরেকে দশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া ইংরাজী ১৪৪৫ শালে মরিলেন। এবং তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন তৎপদে উত্তরাধিকারী হইলেন॥

আলাউদ্দীন সায়দ তাঁহার পিতা অপেক্ষায় অধিক হীনবল ছিলেন তন্নিমিত্তে ঐ রাজবংশের শীঘ্রই পরিবর্ত্তের সম্ভাবনা হইল। এই নির্ধন রাজার অধিকার কেবল দিল্লীর পার্শ্বস্থ অল্প স্থানেই ছিল। ঐ সাম্রাজ্যের নানাস্থানে ত্রয়োদশ রাজারা স্বাধীন হইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ নির্ব্বোধ আলাউদ্দীন রাজ্যের চতুর্দ্দিগস্থ রাজাদিগের ভয়ে সদা শঙ্কিত থাকিয়াও আপন রাজ্য রক্ষার্থে কোন উদ্যোগ না করিয়া বুদাউনের উদ্যানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তৎকালে বিলোলি লোদী দিল্লী রাজধানী অধিকার করিবার নিমিত্ত মহারাজকে ভয় দশাইতে লাগিলেন মহারাজ তন্নিবারণের উপায় চিন্তা করিতে মন্ত্রিগণকে সভামধ্যে আহ্বান করিলেন। তাহাতে মন্ত্রিরা প্রতারণাপূর্ব্বক মহারাজকে কহিল যে এই সকল বিপদের মূলাধার প্রধান মন্ত্রী হামিদকে পদচ্যুত করুন তাহাতে মহারাজও তাহাদেগের চক্রে পতিত হইয়া তাঁহার প্রধান মন্ত্রিকে নষ্ট করিবার জন্য কারাবদ্ধ করিলেন কিন্তু ঐ মন্ত্রী বুদাউন হইতে পলাইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজবাটীর যাবদীয় স্ত্রীছিল সে সকলকে মহারাজের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার ধন লইলেন এবং বিলো-লিলোদীকে সিংহাসনোপবিষ্ট হইতে আহ্বান করিলেন। তাহাতে ঐ উচ্চাভিলাষী প্রধান সেনাপতি দিল্লীতে গমন করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন আর তদবধি সায়দ বংশীয় রাজত্বের লোপ হইল। ঐ নির্দ্দোষী মহারাজ রীতিমত আপন সিংহাসন উক্ত সেনাপতিকে দিয়া আপনি সহর্ষে সুখজনক উদ্যানে গমন করিলেন এবং তাঁহার স্থানে সুখি ভোগ করিতে লাগিলেন। ঐ রূপে অ-ষ্টাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত গ্রাম্যসুখভোগ করিয়াছিলেন। ইংরাজী ১৪৫০ শালে সায়দ বংশের শেষ হইয়াছিল॥

অতঃপর আমরা ঐ ষট্ত্রিংশত্ বৎসরের মধ্যে গুজরাট ও মালওয়া এবং খণ্ডেশ রাজ্যের সংক্ষেপে বিবরণ করি। মালওয়ারাজ্যে যে দিলওয়ার সুলতান প্রথমে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন ইংরাজী

১৪০৫শালে তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি তৎসিংহাসনে নিজপুত্র সুলতান হুসংকে উপবিষ্ট করিয়াছিলেন। এই সুলতান হুসং অতি চঞ্চল ও অসভ্য ছিলেন যদ্যপিও সপ্তবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদাই যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিতেন তথাপি কোন যুদ্ধে জয়ী হন নাই। সাধারণে সন্দেহ করেন যে তিনি পিতৃহত্যা করিয়াছিলেন তাহাতে দিলওয়ার সুলতানের প্রিয় সুহৃদ মোজফ্ফরসাহ নামক গুজরাটের রাজা এই অনুমেয় পিতৃহত্যাকারির সহিত যুদ্ধার্থে অতি শীঘ্রই সসৈন্যে তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে আসেধ করিলেন এবং নিজ সেনাপতি মধ্যে এক জনকে মালওয়ার রাজশাসনের ভার দিয়া গমন করিলেন। গুজরাটের রাজার পৌত্র আহম্মদের বন্দিশালায় সুলতান হুসং বদ্ধ রহিলেন কিন্তু মালওয়াতে কতিপয় ব্যক্তি রাজবিদ্রোহী হইলে হুসংকে কারাহইতে মুক্ত করিতে আহম্মদ আপন পিতামহের প্রবৃত্তি জন্মাইলেন। তদবধি ঐ হুসং উক্তানুগ্রহ স্মরণ করাপেক্ষায় পূর্ব্বোক্ত অপমানই উত্তমরূপে স্মরণে রাখিলেন। হুসং আপন পৈতৃক সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রাজ্যের সমীপস্থ রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন কিন্তু অন্যং অপেক্ষায় গুজরাট অধিকার করিতে অতিশয় মনোযোগ করিতে লাগিলেন গুজরাট তখন ঐ আহম্মদ সাহের অধিকারে ছিল। উক্ত নিকটবর্ত্তী ভূপালদিগের পরস্পরের নামাসিধ সংগ্রামের বিবরণ লেখা কেবল পাঠক মহাশয়দিগকে বিরক্তকরামাত্র কেননা উক্ত সকল যুদ্ধে রাজার শক্তি বৃদ্ধি না হইয়া বরং লোকদিগের সুখনাশ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে এই মাত্র লেখা উচিত যে মালওয়ার বিন্ধ্যগিরি পর্ব্বতে মান্দনামক এক অতি কঠিন দুর্গ ছিল তথাহইতে নর্ম্মদানদী দেখাযাইত আহম্মদ কোন সময়ে ঐ দুর্গ বেষ্টন করাতে প্রায় ছয়মাস পর্য্যন্ত এই বেষ্টন থাকিবে হুসং ইহা মনে স্থির করিয়া পথি মধ্যে ঘোটক বিক্রয়িরূপে ছদ্মবেশে লুট করিতেং উড়িস্যায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ দেশের রাজবাটীহইতে বহুমূল্য গজাদি লুট করিলেন। কিন্তু মান্দতে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন যে তখন পর্য্যন্তও আহম্মদসাহ বেষ্টন করিয়া আছেন॥

আমরা গত এক অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে ইংরাজী চতুর্দ্দশ শত শালে সর্ব্বসধারণে রাজাজ্ঞালঙ্ঘন করেন তখন হিন্দুজাতীয় চিতোর অথবা মিউয়ার রাজ্যের মহীপাল কেবল স্বাধীন হইয়াছিলেন ও ঐ স্বাধীনতা দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত ছিল। সুলতান হুসংরাজার রাজত্বকালে উক্ত হিন্দুরাজ বংশোদ্ভব কুম্ভনামক ব্যক্তি তথায় রাজা ছিলেন তিনি কুমলনিয়র রাজ্যের সংস্থাপক অতি প্রসিদ্ধ রাজা পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত মিউয়ারে রাজত্ব করিয়া শিল্পবিদ্যা ও দুর্গ ও উত্তমং অট্টালিকা ও জয়বিষয়ক স্তম্ভদ্বারা ঐ স্বরাজ্যকে অতি শোভিত করিয়াছিলেন॥

সুলতান হুসং আপনার অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া ইংরাজী ১৪৩২শালে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গিজনীখাঁকে সিংহাসনাভিষিক্ত করিতে স্থির করিলেন কিন্তু মহম্মদখানামক তাঁহার প্রধান মন্ত্রিকে রাজ্যকার্য্যে অতি পরিপক্ব দেখিয়া মনে সন্দেহ করিলেন যে পাছে তিনি রাজপুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করেন তন্নিমিত্তে রাজা স্ববংশের স্বত্ব রক্ষা জন্য ঐ মন্ত্রিকে শপথদ্বারা স্বীকার করাইলেন। তৎপরে সুলতান হুসংরাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রগিজনীখাঁ রাজা হইলেন যদ্যপিও কুলীনেরা ঐ গিজনীখাঁকে গুরুতর বাধা দিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার প্রধান মন্ত্রীই তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করেন পরে ঐ রাজা মহম্মদের প্রতি ভগ্নচিত্ত হওয়াতে তিনি বুঝিলেন যে যখন প্রভু তাঁহার প্রতি কৃতঘ্নতা সন্দেহ করিয়াছেন তখন তাঁহার প্রাণ রক্ষা হওয়াভার কারণ প্রভুর সন্দেহের পরেই প্রায় হত্যা হইয়াথাকে সুতরাং তিনি বিষপান করাইয়া রাজার প্রাণ নষ্ট করিয়া ইংরাজী১৪৩৫শালে আপনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন তাহাতে মালওয়া রাজ্যে খিলিজী বংশীয় নূতন রাজা প্রথমে স্থাপিত হইলেন।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে মোজফরখাঁ গুজরাটে প্রথম মুসলমানি রাজ্য সংস্থাপক ছিলেন। এই মোজফরখাঁ ইংরাজী১৪১১ শালে আহম্মদসাহ নামক তাঁহার পৌত্রকে সিংহাসন দান করিয়াছিলেন। এই রাজা মতিমান্ ও সাহসী ছিলেন এবং তিনি একত্রিংশত্ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন ঐ রাজত্বকালে নিকটস্থ মুসলমান অথবা গুজরাটস্থহিন্দু রাজারা যাঁহারা তখন

পর্য্যন্ত পরাভূত হন নাই তাঁহারদিগের সহিত সর্ব্বদাই কেবল যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রথম রাজত্ব সময়ে সবরমতী নদী-তটে এক নূতন রাজধানী স্থাপিত করিয়া স্বনামে তাহার নাম আহম্মদাবাদ রাখিলেন। তাহাতে মুসলমান ইতিহাসকেরা তাঁহাকে অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন এবং ঐ নগরকে ভারতবর্ষ মধ্যে অথবা পৃথিবী মধ্যে অতি উৎকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আহম্মদ দক্ষিণ জয় করণকালে মাহিমনামক উপদ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন তদবধি তাহার নাম বোম্বাই হইল। তৎপরে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া দেকান দেশস্থ বাম্নি জাতীয় রাজার সৈন্যদিগের সহিত তাহার সংস্পর্শ হইল। দেকানের রাজাও সমুদ্রতীর হইতে আপনাদিগের অধিকারের উত্তর সীমা বিস্তার করিতে সচেষ্ট ছিলেন তাহাতে উভয় দলমধ্যে যুদ্ধ হইল। তৎপরে মহম্মদ খিলিজী কর্তৃক মালওয়া রাজসিংহাসন অপহৃত হইয়াছে ইহা শুনিয়া আহম্মদ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সসৈন্যে গমন করিলেন কিন্তু ঐ রাজা স্বীয় বুদ্ধির উজ্জ্বলতায় ঐ যুদ্ধে জয়ী হইয়া নিস্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। ১৪৪৩শালে আহম্মদ সাহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মহম্মদ সাহ তৎপদে উত্তরাধিকারী হইলেন এই রাজাকে তাঁহার প্রজারা মহাকৃপালু উপাধি দিয়াছিলেন কিন্তু ঐ রাজার চরিত্র শ্রবণে বোধ হয় যে তিনি উক্ত প্রধান পদের অযোগ্য ছিলেন। আহম্মদ সাহা মালওয়ার মহম্মদকে যে অপমানগ্রস্ত করেন তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ থাকিয়া প্রতিফল দিবার জন্য নব্য মহম্মদ সাহের দুর্ব্বলতায় সময় পাইয়া একলক্ষ সৈন্য সাহিত্যে তথায় গমন করিলেন। তাহাতে দুর্ব্বল রাজা মহাদ্বীপস্থ অধিকার ত্যাগকরিয়া সেস্থান হইতে পলায়ন করিয়া ডিউনামক উপদ্বীপে লুক্কায়িত রহিলেন ঐ স্থলে তাঁহার রাজকর্ম্ম কারিরা রাজ্ঞীকে কুমন্ত্রণা দিয়া তাঁহারি দ্বারা বিষপান করাইয়া ইংরাজী১৪৫১শালে রাজার প্রাণ নষ্ট করাইলেন। তৎকালে গুজরাট মহমুদের অধিকারে রহিল এবং তাহার স্বাধীন রাজত্ব লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল তাহাতে তাহার রক্ষা বিষয় পশ্চাৎ লেখাযাইবে। লোদি ইংশোদ্ভব আফগান জাতীয় রাজাদিগের দিল্লীতে রাজত্ব বিষয়

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বিলোলি লোদী। দিল্লীর সহিত জুয়ানপুরের সংযোগ। সেকন্দর লোদি। ইবরাহিম লোদী। সুলতান বাবর। মোগল রাজত্ব স্থাপন। গুজরাট হইতে মালওয়ার মহম্মদশাহের দূরীকৃত হওন। মিউয়ারের রাণাবংশীয় কুম্ভ। মালওয়াতে গয়াসউদ্দীনের আলস্যপূর্ব্বক রাজত্ব করণ। গুজরাটাধিপতি মহম্মদশাহের কীর্ত্তি। গুজরাটদেশস্থদিগের পোর্তুগিস জাতীয়দিগের সহিত জলপথে যুদ্ধ। মালওয়ার শেষ রাজা মহম্মদের পরাজয় এবং ঐ রাজ্যের স্বাধীনতার শেষ॥

ইংরাজী১৪৫০শালে বিলোলি লোদি অপহরণ দ্বারা দিল্লীতে রাজা হইয়া তাঁহার প্রভু মহারাজকে কিঞ্চিৎ ভূমি দিয়া বুদাউনের উদ্যান আবাদ করিতে প্রেরণ করিলেন তিনি আফগান জাতীয়দিগের প্রথম রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত জাতীয়েরা সিন্ধুনদীর পশ্চিমতটে বাস করিয়া পারস্য এবং হিন্দুস্থানে বিশেষরূপে বাণিজ্য করিত। তাহাতে সকলে উক্ত জাতীয়দিগকে ঘৃণা করিত কিন্তু ফিরোজ রাজা হইয়া তাহাদিগকে সমাদর করিয়াছিলেন। উক্ত রাজবংশ মধ্যে ক্রমে তিনজন ছটসপ্ততি বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিলোলির পিতামহ ইবরাহিম ফিরোজের রাজসভায় গমন করেন এবং তথায় এমত মান্য হইলেন যে মহারাজ তাঁহাকে মুলতানের রাজশাসনপদে নিযুক্ত করিলেন পরে বিলোলি ঐ পদ প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু তাহাতে বিলোলির কুটম্বেরা অনেক কঠিন বাধা দিলেও অবশেষে তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ কুটম্বেরা দিল্লীর মহারাজকে এই বিষয়ের সম্বাদ অবগত করাতে বিলোলির সহিত যুদ্ধার্থে একদল সৈন্য প্রেরিত হইল তাহাতে বিলোলিলোদি আপনার সম্বুদ্ধিদ্বারা তাহাদিগের জয়েচ্ছা নিমূর্ল করিলেন। বিলোলিলোদী দিন২ যত প্রবল হইতে লাগিলেন মহারাজ ততই ক্রমে২ দুর্ব্বল হইলেন। তিনি বিবিধ উপায় দ্বারা দিল্লীতে যেরূপেরাজা হইয়াছিলেন আমরা তদ্বিষয় পূর্ব্বেই লিখিয়াছি তন্নিমিত্তে তাহার পুনরুক্তি করণে আবশ্যক নাই। হমিদ খাঁই তাঁহাকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিবার মূলাধার ছিলেন। বিলোলি

প্রথমে হমিদ খাঁকে প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়া পরে তাঁহার অতিশয় শক্তি ও প্রাদুর্ভাব দেখিয়া আপনি সিংহাসনে দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইবামাত্রেই ঐ মন্ত্রিকে পদচ্যুত করিলেন। বিলোলি অতিশয় সাহসী ছিলেন অতএব অধিকারস্থ দেশ সকল পৃথক্ হওয়াতে দিল্লীরাজ্যের সীমা অল্প দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেননা পূর্ব্বে যে সকল প্রদেশ অধিকৃত থাকিয়া পরে স্বাধীন হইয়াছিল তিনি তাহা পুন অধিকার করিতে অতিশয় ব্যগ্র হইলেন। তাহাতে কতিপয় ক্ষুদ্র রাজাদিগকে তিনি অধীন করিলেন তন্মধ্যে জয়ানপুরের রাজাকে দমনার্থে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে ঐ জয়ানপুরের রাজা দিল্লীর মহারাজের অধীনস্থ রাজ্যের সীমায় থাকিয়াও রাজবিদ্রোহী হওয়াতে তৎকালে ঐ জয়ানপুর শক্তি ও ধনে এমত ঐশ্বর্য্যশালী ছিল যে দিল্লীর নাম প্রায় লোপ করিয়াছিল। জয়ানপুর দিল্লীর রাজার চক্ষুশূল হইয়া ছিল সুতরাং বিলোলি দিল্লীর সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া দুই বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ব অথাৎ পূর্ব্বদেশীয় রাজা নামে খ্যাত জয়ানপুরের রাজার সহিত বারবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোন নিষ্পত্তি হয় নাই। তৎপরেই জয়ানপুরের রাজা মহম্মদ সাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারবিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইল। বিলোলিও ঐ রাজ্যে পুনঃ২ দৌরাত্ম্য করাতে তৎকালে ঐ রাজ্যের রাজা হুসিসনখাঁ স্বরাজ্যে দৌরাত্ম্য দেখিয়া বিলোলির সহিত চারি বৎসরের নিমিত্তে এক সন্ধি করিলেন সেই সময়ে পঞ্জাবের রাজা রাজবিদ্রোহী হইলে বিলোলি রাজধানী হইতে তদ্দমনার্থে গমন করাতে হুসিসন হঠাত্ স্বসৈন্যে দিল্লীতে যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন এবং তন্নিমিত্তে বিলোলিকে অতি ত্বরায় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে হইল। তাহাতে অনেকবার যুদ্ধ হইলেও কোন নিষ্পত্তিজনক ফল হইলনা তদ্দ্বারা কেবল পূর্ব্ব সদৃশ কাল্পনিক ও ক্ষণস্থায়ী এক সন্ধি হইল। দিল্লীতে বিলোলির অষ্টাবিংশতি বৎসর রাজত্ব কালেও জয়ানপুরের রাজার শক্তি অটল ছিল কিন্তু তাহার পরেই ঐ রাজ্যের ভগ্নদশা উপস্থিত হইল॥

বিলোলি দিল্লীর মহারাজা সায়দ আলাউদ্দীনকে রাজ্যচ্যুত করিলে তিনি বুদাউননামক স্থলে যে জায়গীর ছিল

তাহাতে নিরুদ্বেগে গমন করিয়া আপন মানসিক সুখ ভোগ করিয়া তাঁহার রাজ্যচ্যুত হওনের অষ্টাবিংশতি বৎসর পরে অর্থাৎ ইংরাজী ১৪৭৮ শালে মরিলেন। পরে জয়ানপুরের রাজা হুসিসন সাহ তাঁহার ঐ জায়গীর অপহরণ করিয়া সাহসী হইলেন এবং বিলোলিকে অনুপস্থিত দেখিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত লুট করিতেং গমন করিলেন। তজ্জন্যে বিলোলি অতি ত্বরায় আপন রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া হুসিসনের সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিলেন তাহাতে হুসিসন সাহই জয়ী হইলেন। এবং তন্নিমিত্তে তাঁহার সহিত বিলোলি পুনঃসন্ধি করিলেন তাহাতে এই স্থির হইল যে গঙ্গার পূর্ব্বদিগস্থ সমুদায় প্রদেশ জয়ানপুরের রাজার অধিকারে থাকিবে এবং গঙ্গার পশ্চিমদিগস্থ প্রদেশ সকল দিল্লীর রাজার অধিকার হইবে। এইরূপে গঙ্গা দ্বারা উভয় রাজ্যের সীমা হইল। হুসিসন ঐ সন্ধিতে নির্ভর করিয়া অসাবধানতাপূর্ব্বক আপন রাজ্যে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন এমত সময়ে বিলোলি হঠাৎ আক্রমণ করত তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। পরন্তু দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে উভয় দলস্থরাই জয় জন্য বিবাদ করাতে এক অলীক সন্ধি হইল এবং পরস্পরে স্বং রাজ্যের এক নূতন সীমা স্থির করিলেন। বিলোলি যে বিশ্বাসঘাতকী হইয়াছিলেন তাহা হুসিসনের মনে জাজল্যমান রহিল। এই নিমিত্তে তিনি নূতন সৈন্য পুনঃসংগ্রহ করিয়া বিলোলির সহিত পুন যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ফিরিস্তা নামক ইতিহাসক কহেন যে পরমেশ্বর জয়ানপুরের রাজার প্রতিকূল হইয়াছিলেন এজন্যে এক বৎসরের মধ্যে যে চারিবার যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে হুসিসন পরাভূত হইলেন। বিলোলি অতি বলপূর্ব্বক জয় করিতেং হুসিসনের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া গমন করত তাঁহাকে স্থানেং দূর করিলেন পরে হুসিসন স্বরাজ্য মধ্যে থাকিতে নাপারাতে তাঁহাকে স্বরক্ষার্থে অন্যরাজ্যে পলায়ন করিতে হইল। মহারাজ জয়ানপুরে প্রবেশ করত ঐ রাজ্য নষ্ট করিয়া তাহার যেং প্রদেশ প্রায় অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল সেই সকল প্রদেশ দিল্লী রাজ্যে পুনঃসংলগ্ন করিলেন। তৎপরে বিলোলি ঐ দেশের রাজশাসনের ভার স্বীয়পুত্র বারবিকের হস্তে অর্পণ করিলেন।।

বিলোলি স্বীয় প্রাচীনাবস্থা জানিয়া উত্তরকালে নিজপুত্রের মধ্যে বিবাদ না জন্মে এনিমিত্তে আপন পুত্রদিগকে বিভাগ দ্বারা রাজ্য নিরূপণ করিয়াদিলেন। বিলোলি লোদী তাঁহার জেষ্ঠপুত্র যিনি পরে সেকন্দর লোদীনামেখ্যাত হইয়াছিলেন তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনোপবিষ্ট করিলেন কিন্তু তাঁহার অন্যং পুত্রদিগকে ও প্রত্যেক ভ্রাতৃপুত্রকে একং প্রদেশ অংশ করিয়াদিলেন। বিলোলি অষ্ট ত্রিংশদ্বৎসর রাজত্ব করিয়া ইংরাজী ১৪৮৮ শালে মরিলেন। তিনি অতি পরিণামদর্শী ও ধার্মিকরূপে গণ্য ছিলেন আরো তিনি পরিমিতাচারী ও রাজনীতি বিষয়ে অতি সতর্ক ছিলেন এবং পণ্ডিতদিগের স্বপক্ষ ছিলেন।।

রাজার মৃত্যু হওয়াতে সিংহাসন শূন্য হইবামাত্রে কুলীনেরা সেকন্দর লোদির স্বার্থ বারণ করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিয়া কহিলেন যে সেকন্দর লোদির মাতা এক স্বর্ণকারের কন্যা ছিলেন। সেকন্দর লোদি তাহাদের কুমন্ত্রণা নিষ্ফল করিয়া সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক অষ্টাবিংশতি বৎসর রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহোদরেরা যেং প্রদেশ স্বীয়ং অংশে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই সকল প্রদেশ হইতে তাঁহাদিগকে অনধিকারি করণপুরঃসর তাহা আপন রাজ্যে তিনি পুনঃ সংলগ্ন করিতে মনোযোগ করিলেন। তাহাতে বারবিক ব্যতিরেকে অন্যং ভ্রাতাদিগকে অধিকার করিতে অনায়াসেই সুসিদ্ধ হইলেন। ঐ বারবিক আপন অংশে জুয়ানপুর রাজ্য পাইয়াছিলেন তিনি যুদ্ধদ্বারা স্বরাজ্য রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। মহারাজ তদ্যুদ্ধে জয়ী হইয়া তৎকালোপযুক্ত ব্যবহার না করিয়া কেবল তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন এমত নহে আরো বারবিককে উত্তরকালে কৃতজ্ঞ থাকিতে স্বীকার করাইয়া ঐ জুয়ানপুরের রাজ্য তাঁহাকে পুনঃ প্রদান করিলেন। জুয়ানপুরের সিংহাসনচ্যুত হুসিসন সাহের মনোবাঞ্ছায় প্রতিবন্ধ করিবার নিমিত্ত মহারাজ উক্ত যুক্তি করিয়াছিলেন কেননা হুসিসন সাহ বেহার রাজ্য পুনরধিকার করিয়া তাঁহার অবশিষ্ট পৈতৃক রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত্যর্থে বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে ছিলেন। সেকন্দরের রাজত্বের ষষ্ঠবৎসরে ঐ হুসিসন সাহ শেষে পরাজিত হইলেন এবং মহারাজের একলক্ষ সৈন্যরা

বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়াছিল। ঐ দুর্ভাগ্য হুসেন সাহ বঙ্গদেশে আশ্রয় পাইয়া প্রচ্ছন্নরূপে বাস করত তদবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

সেকন্দর যে বহুকাল সুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন তন্মধ্যে অনেককাল যুদ্ধে ক্ষেপ হইয়াছিল। যেং প্রদেশ পূর্ব্বে দিল্লীর রাজার অধীনতা ত্যাগ করিয়াছিল তন্মধ্যে সেকন্দর চন্দরি প্রদেশই কেবল পুনরধিকার করণে সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন। সেকন্দর যেং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ও যেং দেশ বেষ্টন করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা মহারাজের সাম্রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি না হইয়া কেবল উক্ত দেশ সকল নষ্ট হইয়াছিল সুতরাং ঐ সামুদায়িক যুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণনা করা পাঠকবর্গকে বিরক্ত করামাত্র। সেকন্দর অতি জ্ঞানী ও অতি সাহসী রাজা হইলেও দেবপূজক হিন্দুদিগের পক্ষে অতি পীড়াদায়ক শত্রু ছিলেন যেহেতু তিনি সর্ব্বদাই তাহাদিগের দেবমন্দির নষ্ট করিয়া ঐ সকল ইষ্টকাদি লইয়া তৎস্থানে মসজীদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মস্থান মথুরাতে গঙ্গাতটে মসজীদ নির্ম্মাণ করিয়া বাজার বসাইয়াছিলেন আরো তাহার পর হিন্দুদিগকে গঙ্গাস্নান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন ও যাত্রিরা তীর্থ যাত্রা করিলে যে নাপিতেরা তাহাদিগকে ক্ষৌর করিত মহারাজ তাহাদিগকে দণ্ডার্হ করিতেন হিন্দুপ্রজাদিগের প্রতি মুসলমান জাতীয় বিজয়িদিগের যেরূপ আচার হইত তন্মধ্যে সেকন্দরের ঐ ব্যবহার প্রকৃতরূপ ছিল।।

ইংরাজী ১৫১৭ শালে সেকন্দর লোদির পুত্র ইব্রাহিম লোদি পিতৃসিংহাসনে উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি তাঁহার সভাসদদিগের অপমান করাতে তাহারা তাঁহাকে অমান্য করিল তাহাতেই তদ্বংশীয়দিগের রাজ্য লোপের পথ হইল মহারাজের ভ্রাতা জেলালখাঁ ঐ কুলীনদিগের মন্ত্রণাদ্বারা সাহস প্রাপ্ত হইয়া জুয়ানপুরের রাজ্য প্রার্থনা করাতে তাহার অধিকার প্রাপ্ত হইলেও তৎপরে তাঁহার বন্ধুবর্গদ্বারা নিরাশ হইয়া আপন রক্ষার্থে গোয়ালিয়াতে পলায়ন করিলেন। ঐ ক্ষুদ্র গোয়ালিয়ার রাজ্য দিল্লীর অতি নিকটে ছিল এবং ঐ দেশের রাজারা প্রায় একশত বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীনরূপে রাজত্ব করিতেছিলেন এমত সময়ে

দিল্লীর মহারাজ ইব্রাহিম লোদি ঐ ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া ঐ স্থান লুটকরিলেন। জেলালখাঁ তথাহইতে পলায়ন করিয়া প্রথমে মালওয়ার রাজার শরণ লইলেন পরে সে স্থান হইতে পুনঃপলায়ন করিয়া অতি দক্ষিণে গমন করিয়া যে সময়ে গন্দয়োয়ানা নদীপার হইতেছিলেন এমত সময়ে তথাকার পর্ব্বতীয় লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া ঐ জেলালের ভ্রাতৃহস্তে সমর্পণ করিল। তাহাতে তিনি হান্সী নগরে কারাবদ্ধ করিতে আজ্ঞাদিলেন এবং পথিমধ্যে তাঁহাকে হত্যাকরিতে পথদর্শকদিগকে কহিলেন। একজন মুসলমান জাতীয় ইতিহাস লেখক এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে যেশক্তিরদ্বারা আপন সহোদরকে বধকরিতে প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে তাহারকি বশীকরণগুণআছে তদনন্তর মহারাজ তাঁহার সুবাদারদিগের প্রতি এমত সন্দেহ ও নির্দয় আচরণ করিতে লাগিলেন যে তাহাদিগকে রাজবিদ্রোহী হইতে হইল। করা প্রদেশের সুবাদার ইসলাম খাঁর পিতার ও ভ্রাতার উপর মহারাজ নির্দয় আচরণ করাতে তিনি ক্রুদ্ধহইয়া মহারাজের আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া এবং অন্যান্যের সাহয্য প্রাপ্ত হইয়া চত্বারিংশৎ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মহারাজের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে ইসলামের পিতাকে যদ্যপি কারাহইতে মুক্ত করেন তবে তাঁহারা অস্ত্র ত্যাগ করিবেন তাহাতে মহারাজঅহঙ্কারপূর্ব্বক অস্বীকার করাতে তাহাদিগের যুদ্ধকরিতে হইল তাহাতে ইসলামখাঁ মারাপড়িলেন এবং তাঁহার সৈন্যেরা সকলে পরাজিত হইল। তৎপরে মহারাজের আপন সভাসদের প্রতি পূর্ব্বে যে রূপ ক্রোধ হইয়াছিল তদপেক্ষা এক্ষণে অধিক বৃদ্ধি হইল। বেহারের সুবাদার বাহাদুর খাঁ আপনিই রাজনাম গ্রহণপূর্ব্বক একলক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং মহারাজের সৈন্যদিগকে যুদ্ধদ্বারা অনেকবার পরাজিত করিলেন। এবং মুলতানের সুবাদার দৌলত খাঁ ইবরাহিম লোদির হস্ত হইতে স্বচ্ছন্দতায় প্রাণ রক্ষা পাওয়া দুঃসাধ্য বুঝিয়া হিন্দুস্থান জয়করিতে কাবুলের রাজা মোগল জাতীয় বাবরকে বার্ত্তা পাঠাইলেন। কিন্তু বাবর কর্তৃক হিন্দুস্থানে আক্রমণ না হইতেই ইবরাহিমের ভ্রাতা আলাউদ্দীন যিনি কাবুলে পলায়ন করিয়াছিলেন তিনি এইক্ষণে সসৈন্যে

দিল্লীতে আসিয়া মহারাজের সৈন্যদিগকে পূর্ণরূপে জয় করিলেন কিন্তু দুরদৃষ্ট ক্রমে আলাউদ্দিন আপন সৈন্যদিগকে দিল্লী লুট করিতে অনুমতি করিলেন। তাহাতে তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে ঐ অবকাশ দেখিয়া ইবরাহিম আপনার যে অবশিষ্ট সৈন্য ছিল তাহা একত্র করণপূর্ব্বক আলাউদ্দিনের সৈন্যদিগকে পূর্ণরূপে জয় করিলেন। তাহার পর বৎসরে সুলতান বাবর সসৈন্যে ইবরাহিমের সহিত যুদ্ধকরিতে গমন করিলেন পানিপট দেশে এক যুদ্ধ হইলেই ইবরাহিমের মৃত্যু হইল এবং তাঁহার সমুদায় সৈন্যেরা পরাজিত হইল আর তদবধি অর্থাৎ ইংরাজী ১৫২৬ শালে ভারতবর্ষীয় রাজ্য মোগল বংশীয় রাজাদিগের হস্তগত হইল ॥

আফগান বংশীয়রা যে কালীন দিল্লীতে রাজত্ব করেন তখন মালওয়া ও গুজরাট এবং মিউবের রাজারা প্রায় পঞ্চাশত্ বৎসরাবধি স্বাধীনরূপেরাজ্য ভোগ করিতেছিলেন তৎকালীন ঘটনা আমরা এক্ষণে লিখিব। খণ্ডেশ রাজা তাহার নিকটবর্ত্তী মালওয়া ও গুজরাট এই দুই মহাপরাক্রমশালী রাজ্যের সর্ব্বদাই অধীন হইয়াছিল। ইং রাজি ১৪৫০শালে যখন বিলোলি লোদি দিল্লীর সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন তখন আহাম্মদ সাহের উত্তরাধিকারী কুতব গুজরাটের রাজা মহম্মদ সাহ মালওয়া রাজ্যাধিপতি মহম্মদ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আপনরাজ্যের প্রান্তভাগে দূরীকৃত হইয়াছিলেন এবং তৎকালে মিয়র রাজ্যে মহাখ্যাত্য পন্ন কুম্ভরাজা রাজত্ব করিয়া ছিলেন ।

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে গুজরাটাধিপতি স্বীয় সভাসদ্দিগকে অপমান করাতে তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া রাজসমক্ষেদারা বিষপানে রাজার প্রাণ নষ্ট করাইয়া তাঁহার পুত্র কুতব সাহকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিয়া আপনারা স্বাধীন হইবার জন্যে গুরুতর চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎকালে মালওয়া রাজ্যাধিপতি মহম্মদ গুজরাট রাজ্য লুটকরিতেং ঐ রাজ্যের রাজধানী আহম্মদাবাদে উপস্থিত হইয়া তথাহইতে দেড়ক্রোশ দূরে এক ঘোরতর যুদ্ধকরিলেন তাহাতে মালওয়ার রাজার সৈন্যেরা আশ্চর্য্যরূপে পরাভূত হইল এবং তাহাদিগকে ঐ দেশ হইতে পলাইতে হইয়াছিল। কথিত আছে যে মালওয়ার রাজা মহম্মুদ ঐ যুদ্ধে প্রথম বা ঘোর

রার পরাভূত হইয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি অন্য কোন যুদ্ধে কদাচ পরাজিত হয়েন নাই ভারতবর্ষে যাবদীয় মুসলমান জাতীয় রাজা রাজত্ব করেন তন্মধ্যে তিনিই অতি বলবান্ রাজা ছিলেন। ঐ মালওয়ার রাজা আপনাকে যুদ্ধে অপারক দেখিয়া ত্রয়োদশ অশ্বারূঢ় সৈন্য সাহিত্যে বলদ্বারা সকল প্রতিবন্ধতে গুজরাটের রাজার তাম্বুতে গিয়া জয়চিহ্ন লইলেন। ইংরাজী১৪৫৩শালে ঐ যুদ্ধ হইয়াছিল। মহম্মুদ তদবধি উত্তর ভারতবর্ষে উৎপাত ব্যতিরেকে রাজত্ব করিয়াছিলেন কেননা তাহার পরবৎসর বিয়েনা নগর পর্য্যন্ত উত্তরদিগে যুদ্ধ করিতে গমন করিয়া আজমিরে আপন পুত্রকে সুবাদারি পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তথাহইতে প্রত্যাগমনকালে প্রথমে দেকান দেশীয় বামনী রাজার সহিত যুদ্ধকরিয়া তৎপরে খণ্ডেশাধিপতির সহিত এবং সর্ব্ব শেষে চিতোরের রাণাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।।

ইংরাজী১৪৫৬শালে মিউয়ার রাজ্য জয় করিবার জন্যে মহম্মুদ গুজরাটের রাজা কুতবসাহকে অবগত করাইলেন যে উভয়ের সৈন্য একত্র করিয়া ঐ রাজ্যের প্রদেশ সকল জয় করিব পরে জিত প্রদেশাদি উভয়ে বিভাগ করিয়া লইব তাহাতে ঐ বৎসরে চাম্পানিয়র নগরে উভয়ের মধ্যে একসন্ধি পত্র হইল তাহাতে উভয়েই স্বাক্ষর করিলেন তৎপর বৎসরে উভয় ভূপালের সৈন্যরা ভিন্ন২ পথদিয়া মিউয়ারে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল। কথিত আছে যে ঐ যুদ্ধে মিউয়ারের রাজা কুম্ভ গুজরাটের সৈন্যদ্বারা পরাজিত হইয়া চতুর্দ্দশ মন স্বর্ণ দানদ্বারা এক সন্ধি করিয়াছিলেন। তৎপরে মালওয়ার রাজার সৈন্যেরা ঐ দেশে প্রবেশ করিল এবং তাহাতে একজন মুসলমান জাতীয় ইতিহাস লেখক লিখিয়াছেন যে ঐ সৈন্যেরা প্রবেশ করিলে সে স্থানের রাজা রাণা মহম্মুদের অধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু অবশেষে এক যুদ্ধ হয় তাহাতে উভয় দলস্থরা জয়ী না হইয়া পলায়ন করিল। এই মহা আবশ্যক ব্যাপারের সময় এবং বৃত্তান্ত বিষয়ে যে ভিন্ন২ মত আছে তাহার সমাধানকরা দুঃসাধ্য। আবুলফজিল এবং রাজপুত জাতীয় ইতিহাস লেখকেরা কহেন যে ইংরাজী১৪৪০শালে মালওয়ার ও গুজরাটের রাজাদিগের সন্ধি হইয়াছিল আরো লিখেন

যে ঐ রাজারা একত্র হইয়া হিন্দুজাতীয় কুম্ভ রাজার সহিত যুদ্ধ করেন তাহাতে ঐ হিন্দুরাজা একলক্ষ পদাতিক সৈন্য লইয়া মালওয়া দেশে উক্ত রাজাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পূর্ণরূপে জয় করিলেন এবং মহম্মুদকে ধরিয়া চিতোরে আনিলেন আর তাঁহাকে মুক্তকরণার্থে কোন অর্থ না লইয়া তাঁহাকে প্রচুর ধন দিয়া মহত্তের ন্যায় মুক্ত করিলেন কিন্তু ফেরিস্তা উক্ত যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ লিখিয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে যে ইংরাজী১৪৫৩শালের পূর্ব্বে ঐ সন্ধি হয় নাই এবং মহম্মুদের পৃতহওন বিষয়ে তিনি কিছু মাত্র লিখেন নাই সুতরাং তাঁহার ঐ লিখনানুসারে বোধ হয় যে মহম্মুদ ও কুম্ভের সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে কোন নিষ্পত্তি হয় নাই। আলি মহম্মদখাঁ গুজরাটের বিবরণ মধ্যে লিখিয়াছেন যে পূর্ব্বোক্ত মুসলমান জাতীয় দুইরাজাদিগের মধ্যে যে সন্ধি হয় তাহা ইংরাজী১৪৫৩শালে হইয়াছিল। সুতরাং এই সকল ভিন্নং মতদৃষ্টে ঐ যুদ্ধের যথার্থকাল নিরূপণ করা দুঃসাধ্য কিন্তু যদ্যপি আমরা আবুল ফজিল ও রাজপুত জাতীয় ইতিহাসলেখকদিগের মত প্রামাণ্য করি তবে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে তাহাতে পূর্ণজয় হইয়া থাকিবে। অনেক শতবৎসরের পরে এই যুদ্ধেই হিন্দুরাজারা মুসলমানদিগকে প্রথম জয় করিয়াছিলেন এবং ঐ জয় স্মরণ রাখিবার জন্যে মিউয়ারের রাণা চিতোরের সম্মুখে জয়সূচক এক অতি সুন্দর স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এই জয়সূচক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে তিনি দশ বৎসর যাপন করিয়াছিলেন ॥

তৎপরে মহম্মুদ মিউয়ার রাজ্যে বিনা বিশ্রামে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ মহম্মুদ একবারেই উত্তর দেশ হইতে আসিয়া ঐ মিউয়ার আক্রমণ করিলেন তৎপরে চিতোর হইতে পঞ্চদশ ক্রোশ অন্তরে মণ্ডল গড়ে আসিলেন আর তাহার অত্যল্প পরেই কুম্ভ যে কুম্ভলনিয়র নামক অতি বৃহৎ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলন তথায় সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি অতি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন এজন্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিতেন ইংরাজী১৪৬১শালে দেক্কানদেশে এক শিশু রাজা হইয়াছেন এবং তথাকার লোকেরা নানা বিবাদে বিরক্ত আছেন ইহা শ্রবণানন্তর মহম্মুদ সেই রাজ্য

জয় করিতে মনস্থ করিয়া ঐ রাজ্যের বিদরনামক রাজধানীতে সসৈন্যে গমন করিলেন ঐ নগরের প্রাচীরের নিকট এক যুদ্ধ হওয়াতে দিবসাবসানে মহম্মুদ জয়ী হইলেন কিন্তু ঐ ঋতুর শেষ হওয়াতে তথাহইতে তাঁহাকে স্বদেশে প্রস্থান করিতে হইল। তাহার পর বৎসর মহম্মুদ ঐ দেশে পুন আক্রম করিলেন তাহাতে ঐ রাজ্যের রাজমন্ত্রিরা তাঁহাকে বাধাদিতে অপারক হইয়া গুজরাটের রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন তাহাতে ঐ গুজরাটাধিপতি সসৈন্যে মালওয়া রাজ্যে আগমন করিয়া দেকান দেশীয়দিগের পক্ষে অনুগ্রহ করিলেন তৎকালে মহম্মুদ দৌলতাবাদের উর্ব্বরা ভূমি সকল নষ্টকরিতে ছিলেন সুতরাং ঐ স্থলের শিবির ভঙ্গ করিয়া স্বরাজ্য রক্ষার্থে তাঁহাকে যাইতে হইল। ইংরাজী ১৪৬৭শালে মহম্মুদের দেকানের রাজার সহিত একসন্ধিপত্র হয় তদ্দ্বারা উক্ত বিবাদের শেষ হইল এবং উত্তর কালে মহম্মুদের দৌরাত্ম্যাবারণ জন্যে দেকানের রাজা করুলা অথবা ইলিচপুর তাঁহাকে দিলেন। ঐ সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর হইলে দুইবৎসরের পরে অষ্টষষ্টি বৎসর বয়স্ক হইয়া মহম্মুদ মরিলেন উক্ত কালের মধ্যে চতুস্ত্রিংশ বৎসর তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। মালওয়া রাজ্যে যেং রাজা ছিলেন তন্মধ্যে তিনি অতি ক্ষমতাপন্ন এবং বলবান ছিলেন আরো তাঁহার রাজ্যের অত্যন্ত গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। যদ্যপি তিনি হিন্দুদিগের অনেক দেব মন্দির ভগ্ন করিয়া সেইং স্থলে মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তথাপি হিন্দু প্রজাদিগের সহিত মুসলমানদিগের নির্বিরোধে মিল থাকিবার জন্যে সহায়তা করিয়াছিলেন তিনি কদাচ কোন বৎসর যুদ্ধ ব্যতিরেকে থাকিতেন না সুতরাং তাম্বু তাঁহার গৃহের ন্যায় ছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্র বিশ্রাম স্থান ছিল॥

তাহার পূর্ব্ব বৎসরে ইংরাজী১৪৬৮শালে মহম্মুদের মহাবৈরী চিতোরের রাজা রাণাবংশীয় কুম্ভের মৃত্যু হইয়াছিল। এই রাজা আপন বীর্য্য ও জ্ঞানদ্বারা ঐ রাজ্যকে এমত যশস্বী করিয়াছিলেন যে তৎপূর্ব্বে তাদৃশ কদাচ হয় নাই। তাঁহার রাজত্বের পঞ্চাশৎ বৎসরে তৎ পুত্র তাঁহাকে বধকরিয়াছিল। রাজা অল্পকালের মধ্যেই অবশ্য পুত্রকে রাজ্যভার দিতেন কিন্তু তাঁহার পুত্র অল্পকাল

অপেক্ষা না করিয়া পিতৃ হত্যাকরাতে ঐ বংশে চিরস্থায়ী কলঙ্ক রাখিলেন। ঐ মহাপাপ সর্ব্বসাধারণের অগোচর রাখিবার জন্যে ইতিহাসকেরা রাজবংশাবলী গ্রন্থে তাঁহার নাম লিখেন নাই কিন্তু এইরূপ গুপ্ত রাখাতে ঐ পিতৃহত্যা পাতক অপ্রকাশ্য না থাকিয়া বরং দৃঢ়তাপূর্ব্বক সকলের গোচর হইয়াছে।।

মালওয়া রাজ্যের ঐ বলবান্ রাজা মহম্মদের মরণানন্তর তাঁহার পুত্র গয়াসউদ্দীন রাজা হইলেন কিন্তু তাঁহার চরিত্র পিতা অপেক্ষা বিভিন্ন ছিল। কেননা তিনি রাজা হইয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াই রাজমন্ত্রিদিগকে ও রাজকর্ম্মকারিদিগকে একমহা ভোজ দিলেন আর এক বক্তৃতা দ্বারা তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে তাঁহার মহাযশোরাশি পিতৃ সত্ত্বে চতুস্ত্রিংশদ্বৎসর পর্য্যন্ত রণস্থলে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন অতএব রাজকীয় কর্ম্ম এবং তন্মর্য্যাদা জন্য সুখ ভোগ করিয়া এক্ষণে কালযাপন করিবেন এবং রাজকর্ম্মের ভার নিজ পুত্র আবদলকাদরের প্রতি অর্পণ করিতে মানস করিয়াছেন। তাহাতে রাজা স্বীয় পুত্রকে প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়া অন্তঃপুরস্থ পঞ্চদশ সহস্র রমণীগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ঐ স্ত্রীগণ সমীপেও তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও মর্য্যাদা বিশেষরূপে ছিল। মহারাজের শরীর রক্ষার্থে ধনুস্তূণ ধারী পঞ্চশত তুরকীদেশীয় যুবতি পুরুষ তুল্য পরিচ্ছদ বৃত হইয়া সেনারূপে রহিল এবং অগ্নি অস্ত্রধারী অর্থাৎ বন্দুক ধারী এবিসিনিয়া দেশস্থ পঞ্চশত স্ত্রীরা তাঁহার নিকটে সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিত। ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের রাজত্বের বিবরণ মধ্যে ইহা প্রসিদ্ধরূপে লিখিত আছে যে ঐ মালওয়ার রাজা ত্রয়স্ত্রিংশদ্বৎসর পর্য্যন্ত অন্তঃপুরে সানন্দে উক্তরূপ সুখভোগ করিয়াছিলেন কিন্তু উক্ত কালের মধ্যে কেহই রাজবিদ্রোহী হয় নাই। তাঁহার রাজত্বের বিবরণ মধ্যে অত্যল্প ঘটনা আছে যাহা ইতিহাসে লিখনোপযুক্ত হয় সুতরাং আমরা এই মাত্র কহিতেপারি যে তাঁহার পুত্র বহুকালাবধি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন পরে ঐ রাজার অন্তিমকাল উপস্থিত বোধ করিয়া আপন ভ্রাতা কর্তৃক পদচ্যুত হওন ভয়ে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক ভ্রাতার অনুসন্ধানার্থে রাজবাটীতে গিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন। তাহারি অল্পদিবস পরে প্রাচীন রাজাকেও অন্তঃপুরে

মৃত দেখাগেল তাঁহাতে তাঁহার পুত্রকেই সকলে সন্দেহ করিলেন। অতঃপর আবদুল কাদর যাঁহাকে সকলে নাজির উদ্দীন কহে তিনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন তিনি দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করেন এবং তাহাতে ইন্দ্রিয়সুখ ও নির্দয়তা জন্য খ্যাত ছিলেন। ইংরাজী ১৫১২শালে তাঁহার পুত্র মালওয়ার শেষ রাজা দ্বিতীয় মহ-মুদকে রাজ্য দিয়া জ্বর রোগে মরিলেন॥

যৎকালে গয়াসউদ্দীন বিহ্বলরূপে সুখভোগ করেন এবং তৎপুত্র মালওয়া রাজ্যে নির্দয়রূপে রাজত্ব করিতেন তৎকালে তাঁহা-দিগের বৈরী প্রথম মহম্মদসাহ গুজরাটে সিংহাসনোপবিষ্ট ছিলেন এই রাজা ইংরাজী ১৪৫৯শালে রাজা হইয়া ইং-রাজি ১৫১১শাল পর্য্যন্ত অতি দীর্ঘকাল অর্থাৎ দ্বিপঞ্চাশৎবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহার সমকালবর্ত্তী মালওয়ার রাজা যদ্রূপ অতি আলস্য জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন তদ্রূপ মহম্মদ সাহ তৎপরতা জন্য খ্যাত ছিলেন। সুতরাং আমরা তাঁহার যুদ্ধকীর্ত্তি বিষয় কিঞ্চিৎ লিখি ইংরাজী ১৪৬৯শালে তিনি গুজরাটের দক্ষিণাংশে সুরতনামক প্রায়োপদ্বীপে জরনেল অথবা জরনর নগরে যুদ্ধার্থে গমন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যে সকল অতি কঠিন দুর্গছিল তন্মধ্যে জরনরের দুর্গও গণ্য ছিল তাহা ধ্বংস করণার্থে দিল্লীর মহারাজেরা সতত সচেষ্ট ছিলেনএবং যদ্যপি জনশ্রুতি সত্য হয় তবে ঐ দুর্গ অধিকার করিতে অনেক প্রাচীন হিন্দুরাজারা চেষ্টাকরিয়া ছিলেন বটে কিন্তু তাহা গুজরাটের রাজার অধিকারেই ছিল। ঐ দুর্গাধিকারী হিন্দুরাজবংশীয়রা ঊনবিংশতিশত বৎসর পর্য্যন্ত তাহা ভোগ করিয়াছিলেন। মহম্মদসাহ ঐ রাজ্যে তিন বার আগমন করিয়াছিলেন কথিত আছে যে প্রথম দুইবার আক্রমণে হিন্দু-রাজা অতি বিনতিপূর্ব্বক মহম্মদ সাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে প্রচুর ধনদিয়া তথা হইতে বিদায় করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ দুর্গ পূর্ণরূপে জয় না করিয়া তিনি অল্পকালও সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া অতি ত্বরায় ছলপূর্ব্বক তৃতীয়বার যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন। অবশেষে জরনেলের দুর্গ তাঁহার হস্তগত হইল এবং তথাকার রাজা মহম্মদ সাহের সহিত অনেক প্রকার বিচার করণান্তরে মুসলমানধর্ম্মাক্রান্ত হইলেন এবং ঐ প্রদেশস্থদিগকে

অনায়াসে মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত করিবার নিমিত্তে তথায় মুস্তুফাবাদ নামে এক নগর নির্ম্মাণ করিয়া মান্যবর মুসলমান ধর্ম্ম-প্রকাশক দিগকে তদ্ধর্ম্ম প্রকাশ করিবার ভার দিয়া তাহাদিগের ঐ নগরে বসতি করাইলেন ॥

ইংরাজী ১৪৭২ শালে গুজরাটাধিপতি কচনামক প্রদেশে যাত্রা করিয়া তাহা জয় করণানন্তর তথাহইতে অগ্রসর হইয়া সিন্ধিয়া রাজ্য অধীন করিলেন এবং তদ্দ্বারা সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত আপনার রাজ্যের সীমা বিস্তার করিলেন। তাহারি অল্পকাল পরে একজন ধার্ম্মিক মুসলমান যিনি পূর্ব্বে দেকানদেশীয়রাজসমীপে কর্ম্ম করিয়া কিছু ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন তিনি গুজরাটাধিপতির নিকট আসিয়া নিবেদন করিলেন যে পারস্য দেশের অরমজ নগরে প্রত্যাগমন কালে সমুদ্র তটস্থ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার নিকটবর্ত্তী এবং ভারতবর্ষীয় শেষ ভাগস্থ এবং সামুদ্রিক করগ্রহণের যোগ্য জগৎনামক নগর বাসিরা তাঁহাকে আঘাত করণপূর্ব্বক দ্রব্যাদি লুট করিয়াছে। ঐ জ্ঞানি ব্যক্তির প্রতি অপমান শ্রবণানন্তর রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সৈন্যেরা যদ্যপিও তিন বৎসরাবধি শিবিরে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়াছিল তথাপি উক্তধার্ম্মিক ব্যক্তির অপমান কারক ব্রাহ্মণদিগের সহিত যুদ্ধকরণার্থে তাহাদিগের ক্রোধ জন্মাইলেন এবং প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন। ফেরিস্তা উক্ত ব্রাহ্মণদিগকে দুরাচারিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে জগৎ নামক নগর অধীন হইল কিন্তু তদ্দেশ বাসিরা কেম্বের মহাখাল মধ্যস্থ বেট নামক উপদ্বীপে পলাইল। নাবিক তস্করেরা যে সকল দৌরাত্ম্য জন্য প্রসিদ্ধ আছে বোধ হয় তাহা ঐ উপদ্বীপবাসিদিগের ছিল। যদ্যপিও ঐ উপদ্বীপ চতুঃসীমায় তিন ক্রোশের ন্যূন ছিল তথাপি এমৎ অল্পস্থলে যৎকালে মহম্মদ আপনার জাহাজের বহর প্রস্তুত করিতেছিলেন এমৎ সময়ে তৎস্থল বাসিরা তাঁহাকে ন্যূনাধিক দ্বাবিংশতিবার আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু অবশেষে ঐ বেট উপদ্বীপ পূর্ণরূপে অধীন হইল ॥

চাম্পানিয়র পূর্ণরূপে অধীন করিবার মানসে ইং ১৪৮২ শালে মহম্মদ একদল পরাক্রমশালী সৈন্য লইয়া তথায় যাত্রা করিলেন ঐ চাম্পানিয়র হিন্দুদিগের স্বাধীন রাজ্য ছিল এবং তাহার রাজা

ধানী অতিউচ্চ পর্ব্বতোপরি অতি কঠিন দুর্গ দ্বারা বেষ্টিত ছিল রাজপুত জাতীয় বেনি রায় নামক তথাকার নৃপতি এমত প্রাচীন বংশোদ্ভব ছিলেন যে কোন প্রাচীন কথা অথবা কোন লিখনদ্বারা তাঁহার আদি নিরূপণ হয় না। গুজরাটের রাজা ঐ দুর্গের চতুর্দিগে বেষ্টনকরিলেন ঐ দুর্গের ভিতর এবং বাহিরে ষষ্টিসহস্র রাজপুত জাতীয় যোদ্ধা রক্ষক ছিল কিন্তু অবশেষে গুজরাটী সৈন্যদিগের সাহসদ্বারা ঐ দুর্গরক্ষকদিগকে অধীন হইতে হইল গুজরাটাধিপতি ঐ সকল সৈন্যদিগকে আত্মতুল্য বিশ্বাসী ও সাহসী করিয়া ছিলেন। ঐ বেষ্টনেতে রাজপুতজাতীয় মধ্যে অনেকেই মারাপড়িলেন কিন্তু বেনিরায় শত্রু দ্বারা ধৃত হইলেন এবং গুজরাটের রাজা তাঁহাকে এবং তাঁহার মন্ত্রিকে মুসলমানধর্ম্মাক্রান্ত করিবার জন্যে নানামত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে রাজার বাদানুবাদ নিস্ফল হওয়াতে উভয়কেই বধকরিলেন। যথার্থ প্রমাণ দ্বারা এই এক আশ্চর্য্য বোধ হয় যে মুসলমানেরা এতদ্দেশে ক্ষীণবল ছিল কেননা গুজরাট রাজ্যস্থাপন হইলে অশীতি বৎসরাবধি চাম্পানিয়র দুর্গ গুজরাটের মধ্যে থাকিয়া তথাকার রাজধানী হইতে দক্ষিণে পঞ্চত্রিংশৎক্রোশ অন্তরে অর্থাৎ এমত সন্নিকটে থাকিয়াও স্বাধীন ছিল। হিন্দুদিগের পুনরধিকার বারণ জন্যে ঐ নগরের নিকট মহম্মুদাবাদ চাম্পানিয়র নামক এক নগর নির্ম্মাণ করিয়া বোধ হয় তদবধি মহম্মুদ ঐ নগর ও প্রাচীন রাজধানী উভয়েতেই বাসকরিতেন।।

ঐ ভূপতির রাজত্বকালে ইংরাজী১৪৯৮শালে পোর্ত্তুগিষেরা প্রথমে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এই আবশ্যক ঘটনার বিষয় পরে আমরা বাহুল্যরূপে লিখিব সুতরাং ফেরিস্তা এতদ্বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন এইক্ষণে তাহাই লিখা বিস্তর তাহা এই যে তাহারা মালওয়া রাজ্যের তীরে উপস্থিত হইলে দশবৎসর পরে ঐ নাস্তিক ইউরোপ বাসিরা সমুদ্রে পরাক্রমী হইয়া অত্যল্প কালের পরেই গুজরাটের কোন বন্দরের কিছু স্থল আপনারদিগের বাসস্থান করিবার জন্যে অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিল মিসর দেশের রাজা মামেলুক ঐ পোর্ত্তুগিষদিগের ভারতবর্ষে আগমন দেখিয়া হিংসান্বিত হইয়া তাহাদিগকে বাধা দিবার

জন্যে সৈন্য পূরিত এক জাহাজের বহর প্রেরণ করিলেন তৎকালে গুজরাট হইতে একদল জাহাজী সৈন্য মহাখ্যাত মল্লীক এয়াজের সহিত আসিতে ছিল তাহাতে পথিমধ্যে উভয় দলস্থ সৈন্যরা একত্র হইয়া মাহিম হইতে অর্থাৎ পরে যাহার নাম বোম্বাই হইয়াছে তথাহইতে জাহাজ খুলিয়া পোর্ত্তুগিসদের যুদ্ধজাহাজের সহিত যুদ্ধ করিল ফেরিস্তা লিখেন যে তাহাতে শত্রুদিগের যুদ্ধের জাহাজ সমূহ ডুবিয়াছিল তাহার মূল্য প্রায় এককোটি মুদ্রার ন্যূন ছিল না আর ঐ যুদ্ধধর্ম্ম প্রমাণার্থে চারিশত তুরকী জাতীয় সৈন্যরা মরিলেও লোকেরা তাহাদিগকে যশস্বী বলিয়াছিল। এবং তিনবা চারি সহস্র পোর্ত্তুগিসেরা নরকে প্রেরিত হইয়াছিল। পোর্ত্তুগিস জাতীয় ইতিহাসক লিখেন যে ঐ যুদ্ধে তদ্দেশীয় কেবল একাশীতি জন হত হইয়াছিল এবং শত্রু মধ্যে ছয়শতজন হত হইয়াছিল ইং ১৫১১শালে মহম্মদ সাহের মৃত্যু হয় কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি অনেক যুদ্ধাদি করিয়াছিলেন তাঁহার তুল্য নামক অন্যান্য ব্যক্তি হইতে বিগরা উপাধি দ্বারা তাঁহার প্রভেদ করাযায় কারণ তিনি গো শৃঙ্গের ন্যায় তাঁহার গোঁপ মুচড়াইতেন এজন্যে অতি সম্ভ্রমণীয়রূপে তাঁহার উপাধি বিগরা হইয়াছিল গুজরাটী ভাষাতে বিগরা শব্দে গো বুঝায় তাহারপর তাঁহার পুত্র মোজফর সাহ তৎপদে উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন॥

ইংরাজী ১৫১২শালে দ্বিতীয় মহম্মদ মালওয়ার সিংহাসনেউপবিষ্ট হইলেন কিন্তু তাঁহার রাজত্বের প্রথম সময়েতেই তাঁহার মন্ত্রিরা তাঁহাকে বিরক্ত করিয়াছিল তাহারা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সাহেব খাঁকে রাজাকরিলেন। তাঁহার ঐ বিপদ সময়ে এক জন সেনাপতিই তাঁহার প্রতি কেবল কৃতজ্ঞ রহিল। ঐ ব্যক্তির নাম মেদনী রায় ছিল এবং তিনি হিন্দু জাতীয় ছিলেন। তিনি রাজার সাহায্যার্থে আপন সৈন্য আনয়নপূর্ব্বক ঐ রাজবিদ্রোহিদিগের সহিত যুদ্ধকরিয়া অধীন করণার্থে রাজাকে সক্ষম করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি রাজার অতি প্রিয় পাত্র হইয়া প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইলেন। এবং রাজ্য মধ্যে অতিশয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া স্বধর্ম্মাক্রান্ত হিন্দুদিগকে রাজকীয় সকল কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সরকারি যে সকল কর্ম্ম মুসলমানেরা আপনাদের

ন্যায্য জ্ঞান করিতেন তাহাতে এবং প্রকার নিয়োগ করণে তাঁহারা
ক্রুদ্ধ হইলেন কিন্তু তাহা কেবল তাঁহাদিগের উপদ্রোহকারি-
স্বভাব প্রযুক্তই হইয়াছিল। সুতরাং তন্নিমিত্তে মুসলমানেরা মে-
দনী রায়ের দুর্নাম সর্ব্বদাই করিতেন। ঐ মেদনীরায় এক অতি
প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন কিন্তু কেবল তিনি হিন্দুজাতীয় থা-
কাতে তাঁহার মহাদোষদিত। মুসলমানেরা রাজার নিকট মেদ-
নী রায়ের কুৎসা বিশিষ্ট আবেদন করাতে অবশেষে রাজা তাহাদি-
গের কথা শুনিয়া তাঁহার কেবল চত্বারিংশৎ সহস্র রাজপুত
জাতীয় সৈন্যদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন এমতনহে আরো ঐ মন্ত্রী-
কে নষ্ট করিবার জন্য হন্তাদিগকে নিযুক্ত করিলেন ঐ মন্ত্রী কে-
বল অল্প আঘাত পাইয়া সৌভাগ্যক্রমে পলাইয়াছিলেন। তাহাতে
উক্ত সৈন্যরা রাজার এইরূপ চরিত্র দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া আপনা-
দিগের স্বদেশীয় সেনাপতিকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিতে চাহিল
কিন্তু তাহাতে ঐ মন্ত্রী মহৎরূপে এই উত্তর করিলেন যে যদ্যপিও
আমার প্রাণ নষ্ট করিতে রাজা সচেষ্ট ছিলেন তথাপি রাজবিপক্ষে
অস্ত্রধারণ করিতে আমার কোন অধিকার নাই এবং মহারাজকে
আক্রমণ করা অপেক্ষায় বরং আমাকে যে দণ্ড দিতে চাহেন তাহা
লইতে প্রস্তুত আছি এই কহিয়া আপনার সৈন্য দিগকে স্ব২
স্থানে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা দিলেন। মহম্মুদ মেদনীরায়ের কৃতজ্ঞ-
তার প্রমাণ পাইয়া তাঁহাকে পূর্ব্ব পদে নিযুক্ত করণপূর্ব্বক বিশ্বাস
করিতে লাগিলেন কিন্তু ঐ মন্ত্রী তদবধি আপনার সাবধানতাজন্যে
অতি প্রবলাস্ত্রধারী শরীর রক্ষক ব্যতিরেকে রাজ সম্মুখে যাইতেন
না তাহাতে রাজা সন্দিগ্ধমনা হইয়া হঠাৎ এক দিন রজনীযোগে
আপনার মান্দোয়ার বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কেবল একজন
অশ্বারূঢ় আর অত্যল্প পরিচারক সাহিত্যে পথিমধ্যে কোন স্থানেই
বিশ্রাম না করিয়া গুজরাটে উপস্থিত হইলেন ।।

ইং১৫১৭সালে ঐ ব্যাপার হইয়াছিল। মহম্মুদ যেরূপে এবং যে
নিমিত্তে স্বরাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া মোজফর সাহের রাজ্যে
আসিয়া শরণ লইয়াছেন তাহা শুনিয়া মোজফর সাহ তাঁহাকে অতি-
শয় যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। ইহারি কিয়ৎকাল
পরে মোজফর সাহ হিন্দুদিগের সাহস ও পরাক্রম বৃদ্ধিদৃষ্টে ভীত

হইয়া ছিলেন গুজুরাট এবং মালওয়া রাজ্যের উত্তর সীমার মধ্যস্থলে যে মিউয়ার রাজ্য ছিল তাহাতে তৎকালীন রাণা বংশীয় সঙ্গ-নামক রাজা ছিলেন তাঁহার রাজত্বে তদ্দেশস্থরা অত্যন্ত সুখে ছিল। হিন্দু ইতিহাসকেরা লিখিয়াছেন যে এই রাজা অশীতি সহস্র অশ্বারূঢ় ও অতি সম্ভ্রান্ত সপ্তজন রাজা ও একশত ত্রয়োদশ জন বিখ্যাত সেনাপতি ও পঞ্চশত যুদ্ধহস্তী লইয়া রণক্ষেত্রে গিয়া মালওয়ার এবং দিল্লীর সৈন্যদিগকে অষ্টাদশবার যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন। এই রাজার রাজ্যের উত্তর সীমায় বাইয়েনা নামক নগরের নিকটস্থ পীত বর্ণ ক্ষুদ্রনদী ছিল পূর্ব্ব দিগে সিন্ধি নামক নদী ছিল দক্ষিণে মালওয়া রাজ্য এবং পশ্চিমে স্বদেশস্থ পর্ব্বতদ্বারা অভেদ্যরূপে বেষ্টিত ছিল। তাঁহার রাজপুতনা রাজ্য এরূপে দঢ়ীকৃত থাকাতে তিনি তাহার চতুর্দিগস্থ মুসলমান রাজাদিগের চিত্তোদ্বেগের মূলাধার হইয়াছিলেন। এই মুসলমান রাজারা মনে শঙ্কা করিয়াছিলেন যে এই মেদনী রায় রাণা সঙ্গের স্বদেশীয় ব্যক্তি পাছে তিনি মালওয়া রাজ্য জয় করণানন্তর উভয়ে মিলিত হইয়া গুজরাটের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে হিন্দুরাজত্ব পূর্ণরূপে স্থাপিত করেন। তন্নিমিত্ত মোজফর খাঁ বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করণ পূর্ব্বক মহম্মূদকে সমভিব্যাহারে লইয়া মালওয়ার মান্দো নামক রাজধানীতে যুদ্ধার্থে গমন করিলেন এবং তাহার রক্ষার্থে রাণা সঙ্গ না আসিতেং অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন যেহেতু তৎকালে ঐ রাজ্যের ভার মেদনী রায়ের পুত্র ভীম রায়ের হস্তে ছিল। তখন মেদনী রায়কেও আত্মরক্ষার্থে তাঁহার প্রভুর সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত চিতোরের রাণার সহিত মিলিয়া রণস্থলে অতুষ্টিপূর্ব্বক যাইতে হইল। যদ্যপিও ঐ মান্দো রক্ষার্থে ঊনত্রিংশৎ সহস্র সৈন্যেরা যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল তথাপি মিউয়ারের রাজার সৈন্যেরা তথায় আসিবার পূর্ব্বে তাহা শত্রুহস্তে পতিত হইল। তখন সুলতান মহম্মুদ সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া অতি ঘটাপূর্ব্বক তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তাকে ভোজ দিলেন এবং ভৃত্যবৎ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত রহিলেন এবং উত্তরকালে সুলতান মহম্মুদের বিপদে সাহায্য করিবার জন্যে মোজফর তথায় বহুসংখ্যক সৈন্য রাখিয়া স্বরাজ্যে

প্রত্যাগমন করিলেন কিন্তু মহম্মুদের অদৃষ্টে কখন সুখ হইল না। ইংরাজী১৫১৯শালে আপনার যে সৈন্যছিল এবং গুজরাটাধিপতি তাঁহার সাহায্যার্থে যে সৈন্য দিয়াছিলেন এই সকল লইয়া রাণাসঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন বহুদিবস পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া মহম্মদের সৈন্যরা অতি দুর্ব্বল এবং ক্লান্ত হইল কিন্তু তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা অতি সবল ছিল মহম্মুদ আপন সৈন্যদিগকে বলপূর্ব্বক শত্রুসৈন্য আক্রমণ করাইতে চেষ্টাকরিলেন তাহাতে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলেন। মহম্মদ স্বয়ং যাদৃশ সাহসী ছিলেন তাদৃশ অনভিজ্ঞও ছিলেন মহম্মুদ আপনাকে যুদ্ধে অপারক দেখিয়া কেবল দশজন অশ্বারূঢ় সৈন্য সাহিত্যে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে২ আঘাতে পূর্ণ হইয়া শত্রুহস্তেপতিত হইলেন। মহাদয়াশীল রাণাসঙ্গ স্বয়ং মহম্মুদের নিকটে থাকিলেন এবং তাঁহার ব্রণোপশম হইলে তাঁহার মুক্ত্যর্থে অর্থ না লইয়া তাঁহার রাজধানীতে তাঁহাকে ফিরিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু মহম্মুদের এইরূপ দুর্দ্দশা হওয়াতে ঐ রাজ্যের সুবাদারেরা তাঁহার অধীনতা ত্যাগকরিতে সচেষ্ট হইল মহম্মুদস্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন যে সকলেই তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করিতে লাগিল ॥

মোজফ্ফর সাহ মান্দো হইতে গুজরাটে প্রত্যাগত হইয়াও মিউয়ারের রাজপুতদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রায় তিনবৎসরাবধি সংগ্রাম হইয়া কোন পক্ষেই জয় হইল না, কেবল উভয় রাজ্যেরই উর্ব্বরা ভূমি নষ্ট হইয়া লোকের দিগের দুঃখ বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহাতে রাণা সঙ্গই বরং জয়ী হইয়াছিলেন কেননা তিনি কোন সুযোগক্রমে আহাম্মদাবাদ পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়া ঐ নগরের প্রাচীরের নিকট মোজফরকে পরাভূত করিয়াছিলেন অবশেষে এই উভয় রাজাদিগের মধ্যে একসন্ধি স্থির হইল এই সন্ধি করণের পঞ্চ বৎসর পরে অর্থাৎ ইং১৫২৬শালে গুজরাটের রাজা মরিলেন এবং প্রথমত তাঁহার জেষ্ঠপুত্র তৎপদে উত্তরাধিকারী হন তিনিও চারিমাসের মধ্যে হত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা তৎপদে উত্তরাধিকারী হইলেন পরে অল্পমাসের মধ্যে তাঁহার ভ্রাতা বাহাদুর সাহ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। এই শেষ রাজার প্রতি

তাঁহার পিতা কোন কারণ বশতঃ ক্রুদ্ধ হওয়াতে তিনি ভারতবর্ষের বহু দেশে ভ্রমণ করিয়া পরে কুলীন দিগের এবং প্রজাবর্গের সাধারণ সম্মতিতে সিংহাসনারোহণ করিলেন।

তদবধি মালওয়ারাজ্যের স্বাধীনত্বের শেষ হইল। গুজরাটের বাহাদুর সাহের এক ভ্রাতা মালওয়াতে পলাইয়া আসিলেন তাহাতে ঐ হত বুদ্ধি মহম্মদ প্রসন্নতাপূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং রাজ্য প্রাপ্তি জন্যে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন তিনি বাহাদুর সাহের গোষ্ঠী কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়াও এইরূপ কৃতঘ্নতা হওয়াতে বাহাদুর ক্রুদ্ধহইয়া তাঁহাকে গুরুতর প্রতিফল দিতে উদ্যোগ করিলেন। যখন পশ্চিমে এইরূপ ভয়ানক উদ্যোগ হইতে ছিল তখন হতভাগ্য মহম্মদ মিউয়ারের রাণার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তাহাতে ঐ রাণা অতি ত্বরায় গুজরাটের রাজার সহিত মিলিলেন। তদনন্তর মহম্মদ স্বীয় জয়ি যোদ্ধৃ দিগকে আহ্বান করিয়া বহু সম্মানপুরঃসর তুষ্টি করিলেন কিন্তু মহম্মদ এমত দুঃসময়ে যে এবম্প্রকার অধিক দান করিলেন তাহাতে বরং অন্যান্য লোকেরা তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিল ও সকলে একত্র হইয়া তাঁহার বিপক্ষ হইল। ইংরাজী১৫২৬শালে গুজরাটাধিপতির সৈন্যরা মান্দোতে যাত্রা করিল সৈন্যদিগের ঐ দেশের মধ্য দিয়া যাত্রাকালে মহম্মুদের সৈন্যরা তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া ঝাঁকে২ চতুর্দ্দিগ হইতে আসিয়া ঐ দলে মিলিল এবং তদ্দ্বারা মহম্মদের প্রতি সর্ব্বসাধারণের স্নেহের এমত বৈলক্ষণ্য হইল যে তাঁহাকে আপনার রাজধানীতে বদ্ধ থাকিতে হইল। মহম্মদ তাঁহার অধীনে কেবল তিন সহস্র সৈন্য রাখিয়া অসীম সাহসী রূপে রাজ্য রক্ষার্থে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহার দুর্গস্থিত সৈনারা সর্ব্বদা পরিশ্রম ও জাগরণ করাতে দুর্ব্বল হইয়া অবশেষে আর রক্ষা করিতে পারিলনা তাহাতে ইংরাজী১৫২৬ শালের ২০ মে তারিখে মান্দোর দুর্গের অতি উচ্চপ্রাচীরের উপর গুজরাটের সৈন্যরা জয়পতাকা স্থাপিত করিল। বাহাদুরসাহ ঐ পরাজিত রাজাকে অতি সম্ভ্রান্তরূপ আচরণ করিতে ও তাঁহাকে ঐ রাজ্য ফিরিয়াদিতে চাহিলেন কিন্তু তাহাতে ঐ পরাজিত রাজা তাঁহার সম্মুখে অহঙ্কার প্রকাশ করাতে ঐ জয়ী তাঁহাকে

এবং তাঁহার সপ্তজন পুত্রকে কারাবদ্ধ করিতে চাম্পানিয়রে প্রেরণ করিলেন। যখন তাঁহারা পথে যাইতে ছিলেন তখন এক দল ভীল জাতীয়েরা আসিয়া ঐ রক্ষাকারিসৈন্যদিগকে দোহদ স্থানে আক্রমণ করিল তাহাতে পাছে ঐ ধৃত রাজা পলায়ন করেন এই ভয়ে গুজরাটী সৈন্যরা তাঁহার এবং তাঁহার পুত্রদিগের মস্তকচ্ছেদন করিল। তাহাতে মালওয়ার মহম্মদখিলিজী বংশের কেবল এক পুত্র রহিল এবং ঐ মালওয়া রাজ্য প্রায় শত বৎসরের অধিক স্বাধীনতা ভোগ করিয়া যে বৎসরে মোগল বংশীয়েরা দিল্লীতে রাজা হইলেন সেই বৎসরে গুজরাটের সহিত একত্র হইল ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

দেকান দেশ জয় করণ। বিজয় নগরের উন্নতি দেকান দেশে রাজবিদ্রোহ। বাহমনি বংশ। আলাউদ্দিন। মহম্মদ। মোজাহিদ। ফিরোজ আহম্মদ সাহয়ালি। দ্বিতিয় আলাউদ্দীন। হুমায়ুন। নিজাম সাহ। মহমুদ সাহ ও তাঁহার রাজত্বে রাজ্যের উন্নতির শেষ। মহম্মদ গাওয়ানের বধ। ঐ রাজ্য ধ্বংস হইলে তাহা হইতে পঞ্চরাজ্যের উৎপত্তি।

পূর্ব্ব বৃত্তান্ত দ্বারা অবগত হওয়াযায় যে ইং ১২৯৪শালে নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ দেকান নামে খ্যাত প্রদেশে আলাউদ্দীনের অধীন মুসলমানেরা প্রথমে জয়করিয়াছিল তৎকালে আলাউদ্দীন দিল্লীর সম্রাট নিজ পিতার অনুমতিতে করা প্রদেশের সুবাদারি পদে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে তিনি দিল্লীতে রাজা হইয়া অল্প কালমধ্যেই দেকান দেশ পূর্ণরূপে জয় করিয়া তৎপ্রদেশাদি স্বরাজ্যে সংলগ্ন করিতে মনস্থ করিলেন। উক্ত রাজার রাজত্বকালে অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল তন্মধ্যে মলিক কাফুর নামক তাঁহার সেনাপতিই বহুবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ~~ঐ সকল যুদ্ধে~~ দেবগড় ও তৈলঙ্গনা ও মাইশোর প্রভৃতি হিন্দুরাজ্য সমূলে কম্পিত হইয়াছিল। উক্ত রাজ্য সকলের হ্রাস হইলে বিজয় নগর নামক রাজ্যের উন্নতি ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি হইল যদ্যপিও এই নগরের আদি বিষয়ে ভিন্ন২ বিবরণ আছে তথাপি অনুমান হয় যে যৎকালে তৈলঙ্গনার রাজধানী ওয়ারঙ্গল আলাউদ্দীনের হস্তগত

হইয়াছিল তৎকালেই বক ও হরিহর রাজারা উক্ত নগর হইতে পলাইয়া ঐ বিজয় নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্দেশীয় আখ্যান মতে লিখিত আছে যে যৎকালে ঐ দুই রাজা উক্ত নগর হইতে পলাইতে ছিলেন তখন অরণ্য মধ্যে বিদ্যারণ্য নামক ঋষিকে বাক্যযুদ্ধে পরাস্ত করাতে তিনি তাঁহাদিগকে ঐ নগরের শাসন কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিলেন ঐ বিদ্যারণ্য তুঙ্গভদ্রানদীতটে ঐ নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাহার নাম প্রথমে তাঁহার নামানুসারে বিদ্যা নগর ছিল পরে বিজয় নগর হইল অর্থাৎ জিত নগর। কোনং ইতিহাসকেরা অনুমান করেন যে যেস্থলে ঐ নূতন রাজধানী হইল শ্রীরামচন্দ্রের দক্ষিণে যুদ্ধার্থে গমন কালে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন যে হনুমান ও সুগ্রীব সেইস্থলে তাঁহাদিগের প্রাচীন রাজ্য ছিল। বাল্মীকি কবি উক্ত দুই ব্যক্তিকে বানররূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং কল্পিত ধর্মমতে তাঁহারা দেব তুল্য পূজ্য হইয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসকারক মহাশয় তদ্বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাঁহারাই দক্ষিণে রাজা থাকিয়া পশুবৎ অসভ্য কার্ণাট্যদিগের উপর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইংরাজী১৩৩৬শালে ঐ বিজয় নগর প্রথমে স্থাপিত হইয়াছিল ইহা ভিন্নং প্রাচীন জনশ্রুতি দ্বারাও ঐক্য হয়। ঐ রাজ্য অত্যাল্পকালের মধ্যেই বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তাহার অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল। তৈলঙ্গনা রাজ্যের ধ্বংসানন্তর এবং মাইসোর রাজ্যে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইলে মুসলমান রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করণক্ষম কোন রাজা দক্ষিণে ছিল না এবং যদ্যপি হিন্দুরাজ্য মধ্যে বিজয় নগরের উন্নতি না থাকিত তবে মুসলমানদিগের কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত জয় করিয়া স্বরাজ্য বিস্তার করিবার বাধা তৎকালে কিছুই হইত না॥

মুসলমানেরা ভারতবর্ষ মধ্যে যে স্বরাজ্য স্থাপন করিয়াছিল তাহা প্রথম মহম্মদ তগলকের রাজত্ব সময়ে খণ্ডং হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং দেকানে আলাউদ্দীনের জয়করণের ত্রিশৎকাশং বৎসরের পর ঐ রাজ্যের সুবাদারেরা রাজবিদ্রোহী হইয়া প্রথমে ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন মহম্মদ তগলক একদল সৈন্য লইয়া গুজরাটের রাজবিদ্রোহিদিগকে জয় করাতে তন্মধ্যে অনেকেই পলা-

গমন করিয়া দেকানে আশ্রয় লইয়াছিল তাহাতে মহারাজ তাহাদি-
গের প্রতি এমত ক্রুদ্ধ হইলেন যে দণ্ড দিবার জন্য তাহা-
দিগকে প্রেরণ করিতে দেকানের সুবাদার সমীপে আজ্ঞা
পাঠাইলেন। তাহাতে দেকান দেশের সুবাদার ঐ শরণাগতদি-
গকে মহারাজের দূতের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং ঐ রাজবি-
দ্রোহীরা নির্দয় মহারাজের চরিত্র জানিয়া পথিমধ্যে প্রকাশ্য-
রূপে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া দেকান দেশে প্রত্যাগত হইল পরে যে
সকল ব্যক্তিরা রাজার নিষ্ঠুরতা জন্যে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল
তাহাদিগের সহিত এবং কতিপয় হিন্দুরাজাদিগের সহিত অতি-
শীঘ্রই মিলিল অনন্তর তাহারা বহুসৈন্য সংগ্রহ করিয়া দৌলতাবাদ
অধিকার করিল এবং আফগানবংশীয় ইস্মেলকে দেকান রাজ-
নীপদিয়া মহারাজের সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল।
গঙ্গুনামক একজন গণক ব্রাহ্মণের দাস হোসনাখ্য এক ব্যক্তি তৎ-
পরতাদ্বারা ক্রমে মহারাজের নিকট পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এই
ক্ষণে তিনি ঐ রাজবিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিয়া ইস্মেল কর্তৃক
এক সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইলেন।।

মহম্মদ তগলক এই রাজবিদ্রোহিদিগের বিষয় শ্রবণানন্তর
তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের বিরুদ্ধে গমন করিয়া আলাউদ্দীন প্রথমে
দেকান দেশস্থ হিন্দুদিগের সহিত যে স্থলে যুদ্ধ করিয়াছিলেন
সেই স্থলে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন। তাহাতে তিনি
আশ্চর্য্যরূপে জয়ী হইয়া দৌলতাবাদ বেষ্টন করিলেন কিন্তু তৎ-
কালে দিল্লীতে এক রাজবিদ্রোহের সম্বাদ পাইয়া সৈন্য রাখিয়া
তদ্দমনার্থে তাঁহাকে তথায় যাইতে হইল। আর তিনি দৌল-
তাবাদে যেহ সেনাপতিদিগকে যুদ্ধার্থে রাখিয়াছিলেন তথাকার
রাজবিদ্রোহিরা তাহাদিগকে অতিশীঘ্র আক্রমণপূর্ব্বক পরাভূত
করিয়া নর্ম্মদানদী পর্য্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। ঐ
যুদ্ধে অতি সাহসী হোসন্ প্রধান সম্ভ্রম পাইয়াছিলেন তিনি মহা-
রাজের সেনাপতিকে বিদরে পরাস্ত করিয়া দৌলতাবাদে প্রত্যা-
গত হইলেন। নূতন রাজা ইস্মেল হোসনের প্রতি প্রজাদিগের
অধিক স্নেহ জানিতে পারিয়া অতিবিজ্ঞতাপূর্ব্বক তাঁহাকেই
সিংহাসন দিলেন ইংরাজী ১৩৪৭ শাব্দে হোসন্ দেকানের রাজা

হইয়া আলাউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব-প্রভু হিন্দুজাতীয় গণক যিনি পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন যে তুমি রাজা হইবে তাহার মর্য্যাদার্থে আপন উপাধিতে ব্রাহ্মণী অথবা বামনি শব্দযোগ করিলেন তাহাতে তদ্বংশীয়েরা ইতিহাস মধ্যে উক্তোপাধিদ্বারা প্রসিদ্ধ আছেন এই রাজা কুলবর্গ নামক নগরে রাজধানী করিলেন এবং তিনি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করণে সুবুদ্ধি প্রকাশ করিলেন আরো দেকান রাজ্যের যেহ প্রদেশ মুসলমানেরা কখন জয় করিয়াছিলেন তাহা এবং তৈলাঙ্গনাস্থ রায়ের বহুপ্রদেশ জয় করিয়া স্বরাজ্যে সংলগ্ন করিলেন। গঙ্গু ব্রাহ্মণ রাজার ধনাধ্যক্ষ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পরমানন্দিত রহিলেন। আলাউদ্দীনের রাজত্বের শেষ সময়ে কুলবর্গ রাজ্য নিম্নে লিখিতানুসারে চতুঃসীমাবদ্ধ ছিল ঐ রাজ্যের উত্তরে তৎকালীন দিল্লীশ্বরের অধিকারস্থ মালওয়া প্রদেশ ও উত্তর পূর্ব্ব দিগে করুলা নামক ক্ষুদ্ররাজ্য ও পশ্চিমে চৌল নামক নগরের বন্দর এবং সমুদ্রতীরও দক্ষিণে বিজয় নগর নামক রাজ্য এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে হিন্দুদিগের তৈলঙ্গনা রাজ্য ছিল। হোসন একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত অতি সুখে রাজত্ব করিয়া সপ্তষষ্টিবৎসর বয়স্ক সময়ে মৃগয়ায় অতি কঠিন পরিশ্রম করিয়া জ্বর রোগে পীড়িত হইয়া ইংরাজী ১৩৫৮ শালে মরিলেন॥

তাঁহার পুত্র মহম্মদ তৎপদে উত্তরাধিকারী হইলেন এই রাজা আপনার সভার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং দেকানে প্রথমে মুসলমানের মুদ্রা চলন করিয়াছিলেন ঐ মুদ্রার একদিগে পেগম্বরের ধর্ম্ম ও চারিজন প্রথম কালিফের নাম মুদ্রিত ছিল অন্যদিগে তৎকালস্থায়ী রাজার উপাধি এবং যে বৎসরে মুদ্রা চলন হইয়াছিল সেই শাল ছিল। নূতন রাজাকে দেখিয়া বিজয় নগরের এবং তৈলঙ্গনার রাজারা অবকাশ পাইয়া তাঁহাকে কহিলেন যে তোমার পিতা যেহ ভূমি বলদ্বারা কাড়িয়া লইয়াছেন এইক্ষণে তাহা ফিরিয়া দেও। মহম্মদ তৈলঙ্গনার রাজার বিরুদ্ধে দুইবার যুদ্ধার্থে গমন করিয়া তাঁহার পুত্রকে ধরিয়া তাঁহার জিহ্বা ছেদন করণানন্তর প্রজ্বলিত চিতার উপর নিক্ষেপ করিলেন। রাজার এই নির্দ্দয় কর্ম্মে তাঁহার

রাজ্যের চতুর্দিগস্থ লোকেরা এমত ক্রুদ্ধ হইল যে তাঁহাকে অতি-শয় অপমান করণপূর্ব্বক দেশ হইতে দূর করিল। অনন্তর ঐ রাজা অধিক সৈন্য সাহিত্যে ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধ করাতে তাঁহার তুষ্ট্যর্থে হিন্দুরাজাকে বহুমূল্য উপঢৌকন দিতে হইল এবং গলকণ্ডা দেশের পর্ব্বতোপরি দুর্গ ও তদধীন সমুদায় প্রদেশ তাঁহাকে ছাড়িয়াদিতে স্বীকৃত হইতে হইল তাহার পরেই তাঁহা-দিগের উভয়ের মধ্যে এক সন্ধিপত্র স্থির হইল তাহাতে তৈলঙ্গের রাজা মহম্মদকে এই অঙ্গীকার করাইলেন যে মহম্মদ দুই রাজ্যের সীমানিরূপণ করিবেন এবং উত্তরকালে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন না। তন্নিমিত্তে তৈলঙ্গাধিপতি আপনার নিমিত্তে বহুমূল্য যে সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা মহম্মদকে উপঢৌকন দিলেন। ঐ সিংহাসনের নাম তক্ত ফিরোজ ছিল এবং তৎকালাবধি বামনি বংশীয় রাজারা সমারোহি কর্ম কালীন তাহাতে বসিতেন। তৎপরে সেই রাজা ঐ সিংহাসনোপবিষ্ট হই-য়াছিলেন তাঁহারা এত রত্ন মণিমুক্তা দ্বারা ঐ সিংহাসনকে ভূষিত করিয়াছিলেন যে উত্তরকালে কোন বিপদ উপস্থিত হওয়াতে ঐ সিংহাসন ভগ্ন করিয়া চারি কোটি মুদ্রার অধিক মূল্য পাওয়া গিয়াছিল॥

দুই বৎসরাবধি তৈলঙ্গনাতে যুদ্ধ করণ জন্য সৈন্যদিগের ক্লান্তি দূর নাহইতেই মহম্মদ মত্তপ্রায় হইয়া বিজয় নগরের রাজাকে তাহার ধণাগার হইতে টাকাদিতে আজ্ঞা করিয়া হিন্দুরাজাকে অপমানগ্রস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ হিন্দু রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ প্রার্থনা করিলে মহম্মদ আপন সৈন্যদিগকে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিলেন। যদ্যপিও তখন বর্ষা দ্বারা কৃষ্ণা নদীর বৃদ্ধি হইয়াছিল তথাপি ঐ হিন্দুরাজা স্বসৈন্যে পার হইয়া মুদ-গল নামক নগর অধিকার করিয়া তথাকার সকলকেই নষ্ট করি-লেন মহম্মদ এই মহাবধের সম্বাদ শুনিয়া শপথ করিলেন যে যাবৎ ঐ পাষণ্ডদিগের মধ্যে এক লক্ষকে বধ নাকরেন এবং মুদ-গলস্থ যুদ্ধে মৃতব্যক্তিদিগের আত্মাকে আনন্দিত না করেন তদবধি আহার ও নিদ্রা ত্যাগ করিবেন। ইংরাজী১৩৬৮শালে এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। মহম্মদ আপনার পত্রকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত

করিয়া কুলবর্গ রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন এবং রাজ্যের সকল কার্য্য এমত রূপে স্থির করিলেন যে তাহাতে বোধ হইল যে তিনি আপন মৃত্যু স্থির করিয়াছিলেন । তদনন্তর তিনি তুঙ্গ-ভদ্রা নদীপার হইলেন দেকানস্থ মুসলমান জাতীয়দিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে ঐ নদী পার হইলেন তৎপরে হিন্দুসৈন্যদিগকে পরাভূত করিলেন এবং যে কেহ তাঁহার হস্তে পতিত হইল সেইসকলকেই বধ করিলেন । বিজয় নগরের রাজা কষ্টরায় পলাইয়া আপন অধিকারস্থ দেশের মধ্যে তিনমাসাবধি শত্রুদিগদ্বারা অনবৃত্ত হইয়া অবশেষে আপন রাজধানী মধ্যে তাঁহাকে লুক্কায়িত হইতে হইল । মহম্মদ ঐ স্থল বেষ্টন করিয়া এক মাসপরে দেখিলেন যে তিনি কিছুই করিতে পারেননা এবং তাঁহার এমত প্রকার বেষ্টনে শত্রুরা নির্গত হইবেনা তাহাতে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া চলিলেন । হিন্দু রাজারা মনে করিলেন যে তাহাদিগের ভয়ে মহম্মদ পলাইলেন এই বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহারা মহম্মদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন । কিন্তু মহম্মদ যে অবধি শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করণের যোগ্য কোন স্থল নাপাইলেন তদবধি কোন স্থলে বিশ্রাম করিলেন না এবং ফিরিয়া দেখিলেন না তিনি সেদিবস শীঘ্র শয়ন করিতে গমন করিলেন কিন্তু সেই রজনী মধ্যে শত্রুদিগের ছাউনি আক্রমণ করিবার নিমিত্ত মনস্থ করিয়া হঠাৎ আপনি সৈন্যদিগকে সুসজ্জীভূত হইতে আজ্ঞাদিলেন । হিন্দুরা সেই রজনীতে আমোদে প্রমত্ত ছিলেন এমতকালে মুসলমান সৈন্যদিগকে আপনাদিগের শিবির মধ্যে দৃষ্টি করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন । তাঁহাদিগের রাজা পলাইয়া রাজধানীতে গমন করিলেন রণভূমিতে দশ সহস্র হিন্দু পতিত হইল ধারে তৎপরে অধিক বধ হইয়াছিল কেননা মহম্মদ এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে হিন্দু সৈন্য ধরিলেই বধ করিবে । বিজয় নগরের রাজাকে অবশেষে সন্ধি প্রার্থনা করিতে হইল ঐ সন্ধিপত্রে মহম্মদ হিন্দু রাজার সহিত কেবল মর্য্যাদা সূচক নিয়ম করিলেন এমত নহে আরো বোধ হয় যে অধিক বধ করিয়াছিলেন এজন্যে খেদপূর্ব্বক এই স্বীকার করিলেন যে উত্তরকালে কোন অস্ত্রধারী অথবা অস্ত্র বর্জ্জিত প্রাণিমাত্রকেও বধ করিবেন না । এই প্রকারে মহম্মদ

তাঁহার শত্রুকে পরাভূত করিয়া পঞ্চলক্ষ হিন্দুদিগকে বধ করিয়াছিলেন এমত সপ্রমাণ হইতেছে যে মুসলমান ইতিহাসক এ বিষয়ে আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া লিখিয়াছেন। তদনন্তর মহম্মদ আপনার রাজ্যের উত্তমতা বৃদ্ধি করিতে মনোযোগী হইলেন তিনি সপ্তদশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ইংরাজী ১৩৭৫ শালে মরিলেন॥

তাঁহার পুত্র ঊনবিংশতি বর্ষ বয়স্ক মোজাহিদ সাহ তৎপদে উত্তরাধিকারী হইলেন। ঐ বংশীয় রাজাদিগের মধ্যে এই মোজাহিদ সাহ রাজশ্রীযুক্ত ছিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা বীর্য্যবান্ ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তিনি কেবল চারিবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাতে বিজয় নগরের রাজার স্থানে রাচুর ও মুদকল এবং কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যস্থিত দুয়াবের অন্তঃপাতি অন্য২ প্রদেশ চাহিয়াছিলেন এই জন্যে হিন্দু এবং মুসলমান জাতীয় রাজাদিগের মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদ হইত। তাঁহার এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। বিজয় নগরের রাজার সহিত মোজাহিদ যুদ্ধার্থে গমন করিবামাত্রেই তিনি পলায়ন করিলেন এবং ছয়মাস পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ণাট দেশ মধ্যে তাঁহার ভ্রমণ কালে মোজাহিদ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী ছিলেন। তৎপরে ঐ হিন্দুরাজা আপনার রাজধানীতে ফিরিয়া আইলে মুসলমানেরা তাহা বেষ্টন করিয়া যদ্যপিও তাহার আসন্ন ভূমি অধিকার করিলেন তথাপি কেবল দুর্গদ্বারা তাঁহাদিগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল অনন্তর হিন্দুরা দুর্গের বহির্ভূত হইল তাহাতে উভয়দল মধ্যে ঘোরতর সংগ্রামে মোজাহিদ জয়ী হইলেন বিজয় নগরের রাজাকে এইরূপ দমন করিয়া মোজাহিদ স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন আগমন কালে ঐ গত যুদ্ধে তাঁহার পিতৃব্যকে এক গুরুতর ভারার্পণ করাতে তিনি তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন তন্নিমিত্তে রাজা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহাকে প্রতিফল দিতে পথি মধ্যে ঐ পিতৃব্য তাঁহাকে বধ করিলেন। তাঁহার শত্রুর সহিত তুলনায় তাঁহার অতি ক্ষুদ্র রাজ্য থাকাতে ঐ যুদ্ধে তাঁহার অত্যন্ত যশোবিস্তার হইয়াছিল কেননা সেসময়ে বিজয় নগর রাজ্য এক সমুদ্র অবধি অন্য সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল এবং মালাবারের ও সিংহলদ্বীপের রাজাদিগকে বিজয় নগরের রাজা আপনার করাধীন জ্ঞান করিতেন॥

এই হত্যাকারী দাউদখাঁ সিংহাসনারোহণ করিলেন কিন্তু মোজাহিদ সাহের ভগিনী চত্বারিংশদ্দিবসের মধ্যেই তাঁহাকে বধ করিলেন। তৎপরে ঐ বংশ স্থাপকের মহম্মদ নামক যে এক পুত্র ছিল তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে ঐ স্ত্রীলোক অনুরোধ করিলেন। তাহাতে ঐ মহম্মদ ইংরাজী ১৩৭৮শালে সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা যাদৃশ যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন এই রাজা তাদৃশ রাজ্যের শান্তি বৃদ্ধি করিলেন তাঁহার রাজত্বে কেবল একবার রাজবিদ্রোহ হইয়াছিল। তিনি বিদ্যা এবং শিল্পবিদ্যাতে সাহায্য করিতেন এই নিমিত্তে প্রজারা তাঁহাকে দ্বিতীয় এরিষ্টাটল জ্ঞান করিত। তাঁহার রাজত্বে স্মরণোপযুক্ত ঘটনার মধ্যে পারস্য দেশস্থ হাফিজ নামক কবিকে তাঁহার সভায় আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। হাফিজ ঐ নিমন্ত্রণ প্রাপ্তে জাহাজারোহণ করিয়া আসিতেছিলেন এমত সময়ে প্রবল বায়ু হওয়াতে জাহাজ রক্ষা করণে শঙ্কা হইল তাহাতে ঐ কবি তটে যাইতে আজ্ঞা দিয়া আর তরঙ্গ মধ্যে যাইবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। তদনন্তর তিনি কবিতা দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা রচনা করিয়া তাহা রাজসমীপে প্রেরণ করাতে রাজা তাঁহাকে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা উপঢৌকন দিয়া ঐ উপায় অঙ্গীকার করিলেন। তিনি ঊনবিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া ইং ১৩৯৭ শালে মরিলেন এবং ক্রমে তাঁহার দুই পুত্রেরা তৎপদে উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা ছয় মাসের অধিক রাজত্ব করেন নাই॥

অতঃপর হত্যাকারি দাউদের পুত্র ফিরোজ সাহ সিংহাসনারোহণ করিলেন। তাঁহার এবং তদ্ভ্রাতার রাজত্ব সপ্তত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ইতিহাসবেত্তারা ঐ উভয় রাজত্বকে বামনি বংশের মধ্যে অতিশয় সৌভাগ্যরূপে লিখিয়াছেন। ফিরোজ চতুর্বিংশতি বার সংগ্রাম করিয়াছিলেন সুতরাং তাহাতে তাঁহার রাজ্য অবশ্য অতিশয় বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্ব এবং পর বর্ত্তি রাজাদিগের ন্যায় তিনিও বিজয় নগরের রাজাকে অধীন করিতে অভিলাষী হইয়া ঐ রাজ্য পুনঃ২ আক্রমণ করত সুসিদ্ধ হইয়া সমুদায় কর্ণাটদেশ অগ্নি ও অসিদ্বারা উচ্ছন্ন করিয়া ঐ বিজয় নগরের রাজার দর্প এমত চূর্ণ করিলেন যে

অবশেষে ঐ রাজা তাঁহার সহিত আপন কন্যাকে বিবাহ দিতে ও বার্ষিক এক কোটি টাকা কর স্বীকার করিলেন কিন্তু এতাদৃশ অধীনতা স্বীকার করাইলেও বিজয় নগরের রাজধানী এবং দুর্গ কখন লূটকরিতে সক্ষম হয়েন নাই। এই ফিরোজ রাজার রাজত্বকালে তৈমুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন। ফিরোজ তৈমূরের নিকট প্রতিনিধিদ্বারা বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া তাঁহার অধীনস্থ রাজাদিগের মধ্যে গণনীয় হইতে অতি বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন। তৈমুর তাঁহাকে মালওয়া এবং গুজরাটের রাজ্যভার দিলেন কিন্তু তৈমূর স্বেচ্ছায় অথবা ফিরোজের প্রার্থনায় উক্ত বিষয় দিয়াছিলেন তাহা কোন ইতিহাসমধ্যে দেখাযায় না। তৈমূরের নিকট হইতে দানপ্রাপ্তে ফিরোজের অভিপ্রায় ব্যক্ত হওয়াতে তাঁহারি অল্পকাল পূর্ব্বে যে দুই প্রদেশের সুবাদারেরা স্বাধীন হইয়াছিলেন তাহারা ভীত হইলেন এবং ফিরোজকে মনস্কাম সিদ্ধ করিতে না দিবার অভিপ্রায়ে উক্ত রাজান্তরা ফিরোজের রাজ্যের দক্ষিণ ও উত্তরে করুলা ও বিজয় নগরের রাজাদিগের সহিত মিলিলেন তাহাতে ঐ দুই মুসলমানরাজারা চত্তরতাপূর্ব্বক ফিরোজকে আক্রমণ করিলেন না। কিন্তু বিজয় নগরের রাজা তাঁহার সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ করত পরাভূত হওয়াতে তাঁহাকে বহুধন দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে হইল॥

ফিরোজ বিদ্যাবিষয়ে অতিশয় উৎসাহী ছিলেন এবং গ্রহনক্ষত্রাদি দর্শনার্থে এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যে২ দ্রব্য জন্য যে২ দেশ বিখ্যাত সেই২ দেশ হইতে সেই২ দ্রব্য স্বরাজ্যে আনয়ন জন্যে এবং পণ্ডিতদিগকে আপন সভায় আনিবার নিমিত্তে তিনি প্রতিবৎসর গোয়া ও চৌলের বন্দর হইতে জাহাজ প্রেরণ করিতেন। তজ্জাতীয় ধর্ম্মমতে তিনি বহুস্ত্রীর উপভোগ করিতেন আর ভিন্ন২ ত্রিয়োদশ জাতীয় অতি সুন্দরী স্ত্রীদ্বারা তাঁহার অন্তঃপুর সুশোভিত করিয়াছিলেন এবং ইহা কথিত আছে যে ঐ সকল স্ত্রীদিগের ভিন্ন২ ভাষায় কথোপকথন করিতে পারিতেন। তিনি প্রতি চতুর্থ দিবসে কোরানের অষ্ট পত্র লিখনের কাল নিরূপণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের

যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধে হিন্দুরা তাঁহার সৈন্যদিগকে পরাভূত করিয়া তম্মধ্যে অনেককেই বধ করিয়া ঐ মৃত ব্যক্তিদিগের ছিন্ন মস্তক দ্বারা রণ ভূমিতে এক মঞ্চক নির্ম্মাণ করিয়া ছিল। আরো অনেক নগর অধিকার করিয়া তথাকার মসজীদ সকল সমভূমি করণপুঃরসর তাহাদিগের পূর্ব্বকার কোপ শত্রুদিগের প্রতি একেবারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা জানাইয়াছিল। এই সকল উৎপাত ফিরোজের মনে প্রজ্বলিত হইল কিন্তু তৎকালে অতি প্রাচীনত্ব প্রযুক্ত কিছু করিতে পারেন নাই। মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তিনি আপন পুত্র হোসনকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন তাহাতে তাঁহার ভ্রাতা আপত্তি করাতে তাঁহার সহিত একবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সমুদায় সভাসদ্দিগকে তাঁহার ভ্রাতৃপক্ষ দৃষ্টে তাঁহাকেই রাজদণ্ড দিয়া দশদিবস পরে মরিলেন॥

আহম্মদ সাহ অনাবৃষ্টিকালে ঈশ্বরারাধনাদ্বারা একবার বর্ষণ করিয়াছিলেন তন্নিমিত্তে তিনি ওয়ালি অর্থাৎ মহাপুরুষ উপাধি পাইয়াছিলেন তিনি ইংরাজী১৪২২শালে ভ্রাতৃসিংহাসনোপরি আরোহণ করিয়া গত রাজার রাজত্বের শেষ সময়ে বামনিবংশীয়েরা যে অপমান প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা শুধরাইবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পরে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া বিজয়নগরের রাজা দেবরায়ের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। তাহাতে ঐ হিন্দু রাজা ঐ সাধারণ বৈরীর সহিত যুদ্ধ করণার্থে তৈলঙ্গনার রাজার সাহায্য প্রার্থনা করাতে ঐ রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন কিন্তু যৎকালে তাঁহার সাহায্যের আবশ্যক হইল তখন তাঁহার ঐ বন্ধুকে পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তুঙ্গভদ্রা নামক নদীর সম্মুখ কূলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় দলস্থ সৈন্যরা চত্বারিংশদ্দিবস পর্য্যন্ত পরস্পর মুখামুখি হইয়া রহিল এমত কালে আহম্মদ সাহ বলদ্বারা শত্রুদিগের মধ্যে পথ করিয়া দেবরায়ের সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া পূর্ণরূপে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। আহম্মদ সাহ হিন্দু সৈন্যদিগের পশ্চাদ্গামী হইয়া ঐ সমুদায় দেশে নির্দ্দয়রূপে লুট করিলেন। আর যুদ্ধধৃত সৈন্যদিগের প্রতি ব্যবহার করণ বিষয়ে পূর্ব্বকার সন্ধিপত্রে যে নিয়ম

স্থির হইয়াছিল তাহা একেবারে লঙ্ঘনকরিয়া অতি অসভ্য আনন্দে আবাল বৃদ্ধ বনিতা দিগকে একাদিক্রমে বধকরিলেন। যখনং তিনি একদা বিংশতি সহস্র সৈন্যবধ করিতেন তখন তিন দিবস পর্য্যন্ত তথায় স্থির থাকিয়া এক মহোৎসব করিতেন। পরে তিনি ঐ দেশ ধ্বংস করণানন্তররাজ ধানী বেষ্টন করাতে তথাকার রাজাকে তাঁহার সহিত সন্ধি প্রার্থনা করিতে হইল। তাহাতে আহম্মদ সাহ তাঁহাকে অবশিষ্ট রাজস্ব দিতে স্বীকার করাইয়া এক সন্ধি স্থির করিলেন। তদনন্তর আহম্মদ সাহ তৈলঙ্গনার রাজা যে বিজয় নগরের রাজার সাহায্য করিয়াছিলেন একজন্যে তাঁহার দণ্ডকরণার্থে তথায় যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। তিনি তাহাতে ওয়ারঙ্গল নামক তাঁহার রাজধানী লুট করিয়া তাহাতে যত সঞ্চিতধন ছিল সে সকলই লই-লেন। তৎপরে উত্তর দেশে যুদ্ধার্থে গমন করিয়া তথায় এক স্বর্ণের আকর প্রকাশ করিলেন এবং সেখানে যত হিন্দু দেব মন্দির ছিল তাহার সমূলোৎপাটন করিয়া সেইং স্থানে মসজীদ নির্ম্মাণ করি-লেন। তৎকালে তিনি গাবল নগরের দুর্গ নির্ম্মাণ অথবা পুন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন পরে তাহা বিরারের রাজধানী হইল।।

তিনি প্রত্যাগমনকালে তথাহইতে বিদর নগর দিয়া যাইতে তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া এমত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে তথায় পূর্ব্বে যে হিন্দু নগর ছিল সেই ভূমীতে আহম্মদাবাদ নামক এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন এবং প্রস্তরখননদ্বারা তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ হইয়াছিল তন্নিমিত্তে দক্ষিণ দেশের মধ্যে তাহা অতি অদ্ভুতকীর্ত্তি-রূপে গণনীয় আছে। ইং ১৪৩২ শালে উক্ত নূতন নগরের নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইল এবং তদবধি সেই নগরই রাজ্যের রাজধানী হইয়াছে। কলবর্গ বাসিরা স্বস্থানত্যাগ করাতে ঐ কলবর্গের নাম লোপ হইল। আহম্মদ সাহ মালওয়ার রাজার সহিত দুইবার সংগ্রাম করিয়া দুই বারেতেই তদপেক্ষায় জয়ী হইয়াছিলেন। পরে ঐ রাজার সহিত তৃতীয়বার যুদ্ধ প্রায় উপস্থিত হয় এমতকালে খণ্ডেশের রাজা মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে যুদ্ধ না হইয়া ঐ উভয় রাজাদিগের এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হইয়াছিল তাহাতে করলা মালওয়াধিপতির আর বিরার আহম্মদ সাহের থাকিল পরে গোয়া এবং বোম্বের মধ্যস্থিত পর্ব্বতের পশ্চিম তটে একপার্ট ভূমিতে যে কনকান নগর

ছিল তাহা জয় করিতে আহম্মদ সাহ আপন সেনাপতিদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে প্রথমত ঐ সেনাপতিরা সুসিদ্ধ হইয়া পরে উগ্রুকে জয়করিতে২ গুজরাটাধিপতির অধিকৃত নাহিম নগর অধিকার করাতে ঐ গুজরাটাধিপতির সহিত তাঁহারদের যুদ্ধ হইল তাহাতে যে নিমিত্তে তাঁহারা আসিয়াছিলেন তাহাও ব্যর্থ হইল। আহম্মদ সাহ দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ই০১৪৩৫ শালে মরিলেন॥

আহম্মদ সাহের পুত্র আলাউদ্দীন পিতৃপদে উত্তরাধিকারী হইলেন কথিত আছে যে বিজয় নগরের রাজা পঞ্চবৎসরের রাজস্ব আটক করাতে তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে ব্যবহারানুসারে তাঁহার প্রথম মনোযোগ হইল। এবং ঐ যুদ্ধে আলাউদ্দীন জয়ী হইলেন। খণ্ডেশের রাজা আপন কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন সেই কন্যা অপমানিতা হইয়াছেন এই ছলকরিয়া খণ্ডেশের রাজা আলাউদ্দীনের সিংহাসনোপবিষ্ট হওনের দুইবৎসর পরে তাঁহার সহিত সংগ্রাম প্রার্থনা করিয়া গুজরাটাধিপতিকে সাহায্যার্থে স্বপক্ষ করিলেন। বামনি বংশীয় রাজা মল্লিকউলতুজর নামক একজন মোগল জাতীয়কে সেনাপতি করিলেন কিন্তু ঐ সেনাপতি দক্ষিণ দেশীয় অথবা এবিসিনিয়াস্থ কোন সৈন্য সমভিব্যাহারে লইতে চাহিলেন না কারণ কন্‌কান নগরে কেবল তাহাদিগের দুরাচার জন্য পরাজয় হইয়াছিল। তৎপরে তিনি স্বদেশীয় অত্যল্প সৈন্য সাহিত্যে শত্রুর সহিত সমর করণার্থে গমনানন্তর বীর্য্য ও সেনাপতিত্বকর্ম্মে নিপুণতা দ্বারা শত্রুকে পরাস্ত করিয়া বুরহানপুর নামক রাজধানী অধিকার করিলেন এবং তথাকার রাজবাটীপ্রভৃতি দগ্ধ ও সমূলোৎপাটন করিলেন। রাজ্যেতে প্রত্যাগমনকালে তাঁহার প্রভু আলাউদ্দীন স্বয়ং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে কেবল বিখ্যাত মর্য্যদা দিলেন এমত নহে কিন্তু আরো আজ্ঞা করিলেন যে উত্তরকালে দক্ষিণদেশস্থ সৈন্যদিগের মধ্যে মোগলেরা অগ্রগণ্য হইবে। মোগলদিগের সহিত দক্ষিণ দেশীয় দিগের বহুকালাবধি যে শত্রুতা হইয়াছিল তাহার মূলাধার কেবল ঐ নিয়মই হইল॥

বিজয় নগরের রাজা দেবরায় ঐ সময়ে আপন সভাসদ্দিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে বামনি রাজার অপেক্ষায় তাঁহার রাজ্য বিস্তারে ও ধনে ও লোকসমূহে যদ্যপিও অতিশয় প্রধান হয় তবে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা ও তিনি স্বয়ং কিনিমিত্তে উক্ত রাজ্যকে রাজস্ব দিতেবাধ্য হইয়াছেন। তাহাতে তন্মধ্যে কেহ২ উত্তর করিলেন যে শাস্ত্রে দেবতাদিগের আজ্ঞা আছে তন্নিমিত্তেই দিতে হয়। অন্যরা কহিলেন যে মুসলমানদিগের অতি পরাক্রমী অশ্বারূঢ় সৈন্য ও একদল অতিনিপুণ ধানুষ্ক আছে এই নিমিত্তে এই যুক্তি স্থির করিয়া দেবরায় মুসলমান জাতীয় ধানুষ্কদিগকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের নিমিত্তে আপনার রাজধানীতে এক মসজীদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এবং পাছে তাহাদিগের মনে দুঃখ হয় এনিমিত্তে একখান কোরান আপন সম্মুখে রাখিতেন কেনন। তাহারা ঐ পুস্তককে প্রণাম করিবে কিন্তু ফলতঃ তিনি তাহাদিগের নিকট মান্য হইবার জন্যে এই ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহাতে অল্পকালের মধ্যে দুই সহস্র মুসলমান ও ষষ্টিসহস্র হিন্দু জাতীয় ধানুষ্ক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আলাউদ্দীনের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাহাতে দুই মাসের মধ্যে ঐ দুই রাজার মধ্যে তিন বার সংগ্রাম হইল এবং সমরেতে প্রায় উভয়েই সমান ছিলেন কিন্তু পরে দুইজন মুসলমান যোদ্ধারা হিন্দুদিগের হস্তে পতিত হওয়াতে আলাউদ্দীন এই শপথ করিলেন যে যদ্যপি এই দুই জনের প্রাণ নষ্ট হয় তবে তাহাদিগের প্রত্যেকের নিমিত্তে একলক্ষ হিন্দু বধ করিবেন। এই তর্জ্জনে হিন্দু রাজা ভীত হইয়া পূর্ব্বের রাজস্ব দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন॥

ঐ অভীষ্ট সিদ্ধি হওনের পূর্ব্বে আলাউদ্দীন ভারতবর্ষে অতি জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকরূপে খ্যাত ছিলেন পরে রঙ্গরসে মগ্ন হইয়া বৎসরের মধ্যে কেবল একবার অথবা দুইবার রাজকার্য্য করিতেন এবং সর্ব্বদা অন্তঃপুরেই কালযাপন করিতেন। ঐ সময়ে বুরহানপুরের জয়কারী মল্লিকউলতুজরকে কনকানে প্রেরণ করিলেন তাহাতে তিনি এক লুক্কায়িত স্থানে প্রতারণাদ্বারা আপন্ন হইয়া স্বসৈন্যে মারাপড়িলেন। যে সকল সৈন্য তথা হইতে

পলাইয়া রক্ষা পাইয়াছিল তন্মধ্যে অনেকেই রাজার দক্ষিণদে-শীয় সৈন্য দ্বারা হত হইল কারণ মোগলদিগের প্রতি তাহাদি-গের অতিশয় হিংসা ছিল। অবশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি বহুক্লেশে রক্ষা পাইয়া রাজার সম্মুখে আসিয়া যে প্রতারণা দ্বারা তাহা-দিগের সঙ্গিরা মারাপড়িয়াছিল তাহা নিবেদন করিল তাহাতে রাজা উক্ত প্রতারণাদলস্থদিগকে বধ করিতে আজ্ঞা করিলেন। এবং এই বিষয়ের সন্ধান দ্বারা ও তাঁহার শিক্ষাগুরুর এক লিপি প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ হওয়াতে রাজা আপনার কদা-চার ত্যাগকরিয়া পুন রাজকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে ইংরাজী১৪৫৪শালে রাজার পদতলে এক সংঘাতিক স্ফোটক হওয়াতে তাঁহাকে অন্তঃপুরে থাকিতে হইল তাহাতে তাঁহার মৃত্যু সমাচার সর্ব্বত্র ব্যক্ত হইলে মালওয়াধিপতি এবং তাঁহার কতি-পয় কুটুম্বরা রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার বৈরি-দিগের কুপরামর্শ ব্যর্থ হইল। পরে রাজা সচ্ছন্দতাপূর্ব্বক ত্রয়োবিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া কেবল শারীরিক ক্লেশে ইংরাজী ১৪৫৭শালে মরিলেন॥

তাঁহার পুত্র হুমায়ুন তৎপদে উত্তরাধিকারী হইলেন এই রাজা সার্দ্ধত্রিবৎসর অতি নির্দয়রূপে রাজত্ব করিয়া এক দিন মদিরাপানে বিহ্বল হইয়া থাকাতে তাঁহার ভৃত্যেরা তাঁহাকে বধ করিল। তৎকালে ইংরাজী১৪৬১শালে তাঁহার শিশুপুত্র নিজাম সাহ সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু রাজমহিষী এবং রাজ্যের দুইজন মন্ত্রিরা রাজকার্য্য করিতেন ঐ মন্ত্রিদ্বয়ের মধ্যে মহম্মদ গাওয়ান অতি খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদিগের উদ্যোগে মৃত রাজার রাজত্বে যেং মন্দঘটনা হইয়াছিল তাহা শুধরাইল। ঐ রাজ্যের নিকটস্থ রাজারা শুনিলেন যে এক শিশু সিংহাসনোপবিষ্ট আছেন তাহাতে তাঁহারা সুসময় পাইয়া রাজ্য লইতে চেষ্টা করিতে লা-গিলেন। উড়িস্যার রায়েরা অসীম সাহসী হইয়া রাজধানীর পঞ্চক্রোশের মধ্যে যুদ্ধার্থে আগমন করিয়া তথাহইতে দূরীকৃত হইলেন। মালওয়াধিপতি মহম্মদ ও তৈলঙ্গের এবং উড়িস্যার সৈন্যের সহিত মিলিয়া রণস্থলে আইলেন। ঐ সংগ্রামে ঐ বালক নিজাম সাহকে সৈন্যদিগের মধ্যভাগে রাখিয়া ঘোরতর সং-

গ্রাম হওয়াতে বামনি বংশীয় সৈন্যদিগের পার্শ্বস্থ্যা শত্রুদিগের পার্শ্বস্থিত সৈন্যদিগকে বিদ্ধ করিয়া জয়করেন এমত কালে সেকন্দর খাঁ নামক রাজার এক স্তনপায়ী ভ্রাতা জয়ি সেনাপতিদিগের মধ্যে এক সামান্য বিবাদ হওয়াতে অকস্মাৎ রাজাকে এবং রাজার যুদ্ধপতাকা লইয়া রণভূমি হইতে পলাইলেন। তাহাতে ঐ দিবসের যুদ্ধব্যর্থ হইল। মহমুদ জয়ী হইয়া আহম্মদাবাদ বিদর নগর অধিকার করিলেন কিন্তু তথাকার যুবরাজ আপন সভাসদ্দিগকে লইয়া ফিরোজাবাদে পলায়ন করিলেন। এবং তাঁহার চতুর্দিগস্থ দেশ ও অধিকৃত তুল্য হইল এবং সকলে মনে করিলেন যে বামনি বংশের শেষ হইল। এমত সময়ে উক্ত বংশ রক্ষার্থে গুজরাটাধিপতি মালওয়ার যুদ্ধার্থে সসৈন্যে গমন করিলেন সুতরাং মহমুদকে স্বরাজ্যরক্ষার্থে প্রত্যাগমন করিতে হইল। এই প্রকারে শত্রু হইতে আপন রাজ্য উদ্ধার হইলে অল্প কাল পরে অর্থাৎ রাজা হইয়া দুইবৎসর পরে নিজাম সাহ মরিলেন ॥

ইংরাজী১৪৬৩শালে তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ সাহ নবমবর্ষবয়সে সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। গত রাজত্বের ন্যায় রাজমহিষী এবং দুইজন মন্ত্রির রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। খোয়াজাজিহান নামক একজন মন্ত্রী এই রাজপুত্রের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে অধ্যক্ষতা করাতে ফিরোজ সাহের পর এই রাজা তদ্বংশের মধ্যে অতি বিদ্বান্‌রূপে গণ্য হইলেন। কিন্তু ঐ রাজপুত্র দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রম না হইতেই যখন অনুভব হইল যে তাঁহার উপদেশকর্ত্তা রাজ্যে অতিশয় প্রতিপন্ন হইয়াছেন তখন যুবরাজ মাতৃপরামর্শে তাঁহার উপদেশকর্ত্তাকে আপন সম্মুখে বধ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এমত অল্পবয়ক্রমেই ঐ সকল স্বেচ্ছাচারী রাজারা জীব হত্যায় রত ছিলেন। এই রাজার উত্তরেস্থিত মালওয়া রাজার অধিকৃত করুলানামক দুর্গ বেষ্টন করিতে এই রাজার রাজত্বে প্রথম যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই নগরও অধিকৃত হইয়াছিল কিন্তু এই অতি আশ্চর্য্য যে মালওয়ার রাজার মধ্যস্থতা দ্বারা তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা ত্যাগকরিয়াছিলেন। তাহারি অল্পকাল পরে রাজা প্রধান মন্ত্রী মহমুদ গাওয়ানকে কনকান নগরের সমুদ্রতীরস্থ স্থলে প্রেরণ করিলেন পূর্ব্বে ঐ স্থলের যুদ্ধে

দইবার প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ দেশের ভূপতিরা এবং বিশেষত কেহলনাধিপতি অনেক যুদ্ধ জাহাজ লইয়া মুসলমানদিগকে তথায় বাণিজ্য করিতে বাধাদিয়াছিলেন। তাহাতে মহম্মুদ গাওয়ান কেবল তীরস্থ স্থল অধিকার করিলেন এমত নহে আরো তাহার উপরি ভাগস্থ পর্ব্বতীয় দেশ অধিকার করিলেন পরে তথাহইতে জলপথ এবং স্থলদিয়া গোয়াউপদ্বীপ আক্রমণ করিতেগেলেন কিন্তু তাহাতে বিজয় নগরের রাজাদিগের অধিকার ছিল ঐ মহম্মুদ গাওয়ান তিন বৎসর পরে জয়ী হইয়া রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলে রাজা তাঁহাকে উপহারস্থিত মর্যাদান্বিত করিলেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকরণার্থে গিয়া এক সপ্তাহাবধি তাহার ভবনে রহিলেন॥

ইংরাজী১৪৭১শালে উড়িস্যাধিপতি রায়ের সাহায্য প্রার্থনাতে হোসন ভৈরী নামক তাঁহার সেনাপতির সহিত এক দল সৈন্য তথায় প্রেরিত হইল তাহাতে ঐ সেনাপতি তথায় গিয়া অম্বর রায়কে তাঁহার রাজ্যে পুনরভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহার প্রভুর নিমিত্তে কন্দাপলি ও রাজমন্দরী নগর জয় করিলেন। প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে মহম্মুদ সাহ ঐ হোসন ভৈরীকে উক্ত জয় করণের পুরস্কার দিবার নিমিত্তে তৈলঙ্গনার সুবাদারি পদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ রীতিতে ইমাদ উলমুলুককে বেরারের সুবাদারি পদে নিযুক্ত করিলেন কিন্তু রাজ্যের মধ্যে অতি গুরুতর দৌলতাবাদের সুবাদারি পদে মহম্মুদ গাওয়ানের পোষ্য পুত্র যুসফ আদিল্ খাঁকে নিযুক্ত করিলেন। যুসফ এইভার প্রাপ্ত হইয়া এমত ক্ষমতা ও প্রতাপ দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন যে তদ্দ্বারা রাজার নিকট তিনি অতিশয় সম্ভ্রান্ত হইলেন এবং তদবধি রাজা তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর ও যুসফের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এই সকল প্রসিদ্ধ রাজকর্ম্ম কারিদিগের এইরূপ সম্ভ্রম দেখিয়া দক্ষিণ দেশস্থ সেনাপতিরা তাহাদিগের প্রতি হিংসা করিতে এবং তাহাদিগকে বিনাশ করিবার উপায় চেষ্টাকরিতে লাগিলেন॥

এমতকালে ঐ দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইল এবং দুইবৎসর পর্য্যন্ত কোন শস্য জন্মিলনা। কন্দাপলী নগরের দুর্গ স্থিত সৈন্যরা সময় পাইয়া তাহাদিগের সেনাপতিকে বধ করিয়া ভীমরায়কে

ঐ দুর্গ অর্পণ করিল তাহাতে ঐ ভীমরায় উড়িস্যার রাজাকে এই সম্বাদ পাঠাইলেন যে দক্ষিণ দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হওয়াতে মুসলমানদিগের হস্ত হইতে তৈলঙ্গনা উদ্ধার করিবার এই উত্তম সময় তাহাতে উড়িস্যার রাজা বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থে আসিলেন তাহাতে তৈলঙ্গনার সুবাদার হোসন ভৈরীকে তৎ-স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে হইল। কিন্তু মহম্মদ গাওয়ানের পরামর্শ দ্বারা রাজা স্বয়ং রণভূমিতে গমন করিলেন তদ্দৃষ্টে উড়ি-স্যার রাজা এমত ভীত হইলেন যে তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য এবং অনেক দ্রব্য ক্ষতি করিয়া অতি বিনতি পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ধি প্রার্থনা করিলেন ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে পঞ্চবিংশতি হস্তী ছিল সেই হস্তী সকলকে ঐ রাজা আপনার প্রাণ হইতেও অধিক জানি-তেন। তদনন্তর মহম্মদ সাহ কন্দাপলি বেষ্টন করিয়া ছয়মাস পরে তাহা অধিকার করিলেন এবং তিন বৎসরাবধি তথায় থাকিয়া তথা-কার রাজশাসনের নিয়ম করিলেন। তৎপরে তৈলঙ্গনার রাজশা-সনের নিয়ম করিয়া নরসিংহ রায়ের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন মসলিপাটামের দক্ষিণতীর ব্যাপিয়া ঐ রাজার অধিকার ছিল। এই রাজা বিজয় নগরের রাজার অনেক প্রদেশ জয় করিয়াছি-লেন এবং বামনি বংশীয় রাজাদিগের রাজ্যের সম্মুখস্থ প্রদেশে অনেকবার উৎপাত করিয়াছিলেন। মহম্মদ সাহ এই রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে২ শুনিলেন যে মান্দ্রাজের নিকট কাঞ্চিবিরাম নগরে এক অতি বড় এবং প্রাচীন দেব মন্দির আছে সেই মন্দিরের প্রাচীর এবং মধ্যের ছাত স্বর্ণে মণ্ডিত আছে ইহা শুনিবামাত্রেই অশ্বারূঢ় সৈন্যদিগের মধ্যে ষট্‌সহস্র উত্তম অশ্বারোহী লইয়া তিনি তথায় যাত্রাকরিলেন এবং তাঁহার এমত দ্রুতগমন হইল যেতাঁহার সৈন্যদিগের মধ্যে কেবল চত্বারিংশদ্ব্যক্তি তাঁহার সহিত যাইতে পারিল। এই সকল সৈন্য সাহিত্যে মহম্মদ ঐ মন্দির আক্রমণ করিলে তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যেরা তাঁহার সহিত মিলিলেন। তাহা-তে ঐ মন্দির অধিকার করিয়া তন্মধ্যস্থিত সকল স্বর্ণ ও রজত লুট করিলেন॥

এই কীর্ত্তির পরেই বামনি বংশীয় রাজাদিগের গৌরবের শেষ হইয়াছিল। ঐ সময়ে ঐ রাজ্যের সীমার অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল

পশ্চিম সমুদ্র অবধি পূর্ব্বসমুদ্র পর্য্যন্ত অর্থাৎ কনকান্ অবধি মসলিপাটান পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। পাঠকমহাশয় অবশ্য জানিতে পারিবেন যে প্রধান মন্ত্রি মহম্মদ গাওয়ানের সুবুদ্ধিদ্বারা যেমত রাজ্যের আশ্চর্য্যরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল তাদৃশ রাজবুদ্ধিদ্বারা হয় নাই। ঐ মহম্মদ গাওয়ান তৎকালের এবং অন্য২কালের অতি মহদ্ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রভুর রাজ্য বৃদ্ধি হওয়াতে এক নূতন নিয়মের আবশ্যকতা বুঝিলেন ঐ রাজ্য পূর্ব্বে চারি প্রদেশে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক ভাগে এক২ জন সুবাদার ছিল তাহা এইক্ষণে প্রধান অষ্টখণ্ডে বিভক্ত করিয়া সুবাদারদিগের শক্তির হ্রাস করিলেন সুতরাং তাহাদিগের রাজ-বিদ্রোহী হইবার কোন সম্ভাবনা রহিল না আর প্রত্যেক প্রদেশে যত দুর্গ ছিল সকলি তথাকার সুবাদারের অধীনে ছিল এবং ঐ স্থানে তাহারাই কর্ম্মকারী নিযুক্ত করিতে পারিত কিন্তু ঐ মন্ত্রী তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া এই আজ্ঞাদিলেন যে এক২ জন সুবাদার কেবল এক২ দুর্গের অধ্যক্ষ থাকিবেন এবং অন্য২ ক্ষুদ্র দুর্গে রাজা স্বয়ং অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। আরো তিনি রাজকীয় কর্ম্মকারি-দিগের ও সৈন্যদিগের বেতন বৃদ্ধি করিলেন কিন্তু আজ্ঞাদিলেন যে যে অধ্যক্ষ আপন অধীনে যত সংখ্যায় সৈন্যের বেতন পায়েন তাহা অপেক্ষায় যদ্যপি কেহ ন্যূন সৈন্য রাখেন তবে তাঁহাকে সমু-দায় টাকা ফিরিয়া দিতে হইবে। এইরূপ নিয়ম করাতে রাজার অধিক শক্তি বৃদ্ধি হইল এবং রাজশাসনের তেজ ও স্বাধীনতা হইল সুতরাং তাহাতে প্রদেশাধ্যক্ষ সুবাদারদিগের ক্রোধ জন্মিল। তাহাতে তাহারা ঐ মন্ত্রীর বিনাশার্থে প্রতিজ্ঞা করিল কিন্তু তাহারা এই স্থির করিল যে যাবৎ য়ুসফ্ আদিল খাঁর সহিত তাঁহার মিল থাকিবেক তাবৎ ঐ মন্ত্রীর বধার্থে তাহাদিগের মন্ত্রণা নিষ্ফল হইবে তাহার অল্পদিবসপরে নরসিংহ রায়ের সহিত যুদ্ধার্থে য়ুসফ্ প্রেরি-ত হইলে ঐ ষড়যন্ত্রকারিরা মনে করিলেন যে মহম্মদ গাওয়ানকে বিনাশ করিবার এই উত্তম সময়॥

ঐ ষড়যন্ত্রকারিদিগের মধ্যে দুই ব্যক্তি এই মন্ত্রীর এবিসিনীয় জাতীয় মোহর কারকের সহিত মিলিয়া তিনি প্রত্যহ যেমত মদিরা পান করিতেন তাহা অপেক্ষায় তাঁহাকে অধিক মদ্য পান

করাইয়া বিস্তল করিল পরে তাহাদিগের এক বন্ধুর এই কাগজে কর্ম্মস্থানের নানা মত রীত্যনুসারে লিখিত আছে এই কহিয়া একখান সাদা কাগজে মোহর করাইয়া তৎক্ষণাৎ মহম্মুদ গাওয়া- নের উক্তিতে উড়িস্যার রায়কে রাজবিদ্রোহী হইয়া তাঁহার সহিত মিলিতে লিখিয়া এক পত্র প্রস্তুত করিল। তৎপরে হঠাৎ ধরাগি- য়াছে এই বলিয়া ঐ পত্র চতুরতাপূর্ব্বক রাজার সম্মুখে আনিল মহম্মুদ গাওয়ান হোসন ভৈরীর উপকার কর্ত্তা ছিলেন তথাপি হোসন ভৈরী তাঁহার বৈরি হইয়া কৌশলক্রমে রাজার গোচরে থাকিয়া রাজার মনে যে অগ্নি জ্বলিতেছিল তহাতে আর কাষ্ঠ প্রদান করিলেন অর্থাৎ যাহাতে রাজার ক্রোধ জন্মে এমত করি- লেন। তাহাতে রাজা হত বুদ্ধি হইয়া তাহার মন্ত্রণা ক্রমে আপন মন্ত্রীকে আহ্বান করিলেন কিন্তু রাজার ক্রোধের বিষয় ও উক্ত লিপির সম্বাদ বায়ুবন্যায় অতি শীঘ্র ঐ মন্ত্রীর নিকট গিয়াছিল তাহাতে তাঁহার বন্ধুবর্গেরা তাঁহাকে চতুর্দিগে বেষ্টন করিয়া অতি- বিনয়পূর্ব্বক রাজার নিকট গমন করিতে বারণ করিতেলাগিল এবং তাহারা সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার সাহায্য করিতে স্বীকার করিল কিন্তু গাওয়ান আপনার নির্দোষিতার প্রতি পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া একাকী রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া অতি কর্কশরূপে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে বিশ্বাস- ঘাতকব্যক্তিকে কিপ্রকার দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য। এই কথা শুনিয়া ঐ মন্ত্রী অতি নির্ভয়রূপে উত্তর করিলেন যে তাহাকে কোনপ্রকারে দয়াকরা কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত লিপি ঐ মন্ত্রীর হস্তে প্র- দান করিলেন তাহা পাঠান্তে সত্যং এই অতি কৃত্রিম লিপি এই মোহরের ছাপা আমার কিন্তু লিপি আমার নহে এবং ইহার বৃত্তা- ন্ত আমি কিছুমাত্র জ্ঞাত নহি। রাজা সুরাপানে এবং ক্রোধে উত্তপ্ত থাকিয়া এবিসিনিয়া দেশস্থ তাঁহার যে এক ভৃত্য তৎকালী- ন উপস্থিত ছিল তাহার প্রতি ঐ মন্ত্রীকে বধ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে অতি মৃদুস্বরে ঐ মন্ত্রী উত্তর করিলেন যে আ- মার ন্যায় প্রাচীন ব্যক্তিকে বধ করা অতি তুচ্ছবটে কিন্তু ইহাতে মহারাজের কলঙ্ক এবং রাজ্যধ্বংস হইবে। রাজা তাঁহার কোনকথা না শুনিয়া হঠাৎ অন্তঃপুরে গমন করিলেন ঐ ভৃত্য মন্ত্রীর নিকটে

আসিলেন এবং ঐ মন্ত্রী তখন অষ্টসপ্ততি বৎসর বয়স্ককালে হাঁটু গাড়িয়া মঙ্কারদিগে চাহিয়া হন্তার আঘাত সহ্য করিলেন। ঐ মন্ত্রী হত হওনের অল্পদিবসপূর্ব্বে রাজার গুণসূচক এক কবিতা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ।।

রাজার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ঐ মন্ত্রীর প্রচুর ধন সঞ্চিত আছে এবং সেই সকল ধন লইয়া আপনার কোষ বৃদ্ধি করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ তালিকা দৃষ্টে মহম্মদ গাওয়ানের ভনষ্টতা রূপে ব্যক্ত হইল যেহেতু তাঁহার ভবনে রাজা যত ধন পাইলেন তাহা দশ সহস্র মুদ্রার অধিক ছিল না। তাঁহার কোষাধ্যক্ষ রাজাকে বিস্তারিতরূপে কহিল যে ঐ মন্ত্রী মহারাজের দত্ত ভূমী হইতে যে রাজস্ব পাইতেন তাহা রাজকীয় কর্ম্মকারিদিগের ও তাঁহার আপনার অধীন ব্যক্তিদিগের বেতন দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা রাজার নামে দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন এই নিমিত্ত কোষে অত্যল্প ধন আছে। আর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিবার কালে তিনি যে ধন আনিয়াছিলেন তদ্দ্বারা বাণিজ্য করিয়া যে কিছু লভ্য হইত তাহা হইতে দুই টাকা লইয়া প্রত্যহ আপনার রন্ধনশালায় ব্যয় করিতেন আর অবশিষ্ট যাহা থাকিত তাহা সমুদায় আপন নামে দীনব্যক্তিদিগকে বিতরণ করিতেন তিনি মাদুর ব্যতিরিক্ত উত্তম শয্যাতে কদাপি শয়ন করেন নাই আর মৃত্তিকা নির্ম্মিত বাসন ব্যতিরিক্ত বহুমূল্যধাতুনির্ম্মিত বাসন কখন ব্যবহার করেন নাই। তখন রাজার মনে যথার্থতার প্রকাশ হওয়াতে তিনি বুঝিলেন যে অতি জ্ঞানী ও ক্ষমতাপন্ন এবং রাজ্যের মধ্যে অতিশয় ধর্ম্মশীল আর ক্রমাগত পঞ্চজন রাজার মন্ত্রী এমত প্রধান ব্যক্তিকে বিনাপরাধে অন্যের কথা শুনিয়া বধ করিয়াছেন তাহাতে রাজা বৃথা শোকাকুল হইলেন। ঐ মন্ত্রীকে বিনাশ করাতে যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা অতি শীঘ্রই রাজা অবগত হইলেন কেননা যখন রাজা তাঁহার কতিপয় প্রধান২ সেনাপতিদিগকে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা করিলে যদ্যপিও তাঁহারা একত্র হইয়া আইলেন তথাপি তাঁহারা এই মর্ম্মে করিয়া পৃথক্ হইলেন যে যিনি প্রধান মন্ত্রিকে অনায়াসেই বধ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে ক্ষুদ্র সেনাপতিদিগকে বধকরা

দুর্ব্বল নহে। তাহাতে রাজ্যের সর্ব্বসাধারণের এই বোধ হই-য়াছিল যে ঐ বংশের অতি শীঘ্রই নিপাত হইবে। তাহাতে ভিন্ন২ প্রদেশের সুবাদারেরা স্বাধীন হইতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উক্ত বিপদ দ্বারা রাজ্যের মূলাধার রক্ষকের নাশ হইলে এক বৎসরের মধ্যেই রাজা মূর্চ্ছারোগে পীড়িত হইয়া প্রলাপের সময় এই চিৎকার করিলেন যে মহম্মুদ গাওয়ান তাঁহার অঙ্গ খণ্ড২ করিতেছেন এই কহিয়া ইংরাজী১৪৮২শালের প্রথমেতেই মরিলেন।।

বাহমনি বংশীয়দিগের বিবরণ আর অধিক লিখনে আবশ্য-কতা নাই। মহম্মুদ গাওয়ান মরিবার সময়ে যে রূপ সপ্রমাণ বাক্য কহিয়াছিলেন এমত কেহ কদাপি কহিতে পারেন নাই কারণ যখন হত্যাকারী তাঁহার সম্মুখে খড়্গহস্তে আসিল তখন তিনি রাজসমীপে এই রূপ চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে আমার প্রাণ নষ্ট করিলে তোমার রাজ্য ধ্বংস হইবে। ফলতঃ ঐ প্রভাপান্বিত মন্ত্রীর বিনাশে দেকান রাজ্যের শেষ হইল। ঐ রাজার পুত্র মহম্মদ সাহ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া রাজনাম গ্রহণ করত সপ্তত্রিংশদ্বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়া ইংরাজী ১৫১৮শালে মরিলেন কিন্তু ঐ বংশে রাজশক্তি ছিলনা। ঐ প্রধান মন্ত্রীর বধের প্রধান কুচক্রী যে হোষনভেরি তাঁহাকেই রাজা প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়া অল্পকালের মধ্যে তাঁহাকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন তাহাতে ঐ পদ শূন্য হইলে কাসিম বিরিদ নামক এক ব্যক্তি তাহাতে নিযুক্ত হইলেন এবং এই ব্যক্তি ও তাঁহার পুত্র আমির বিরিদ কেবল রাজার নামমাত্র রাখিয়া রাজকার্য্য সমুদায় আ-পনাদিগের হস্তগত করিলেন। প্রদেশের সুবাদারেরা স্বাধীন হইতে ও আপনাদের নামে মুদ্রা করিতে আর আপনারদিগের উপাধিতে খুতবা পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। আহম্মদ নগর নষ্ট হইলে তাহা হইতে স্বাধীন পঞ্চরাজ্য হইল এবং যে সময়ে বোগল বাবর দিল্লীর সিংহাসন লইতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন সেই সময়ে উক্ত স্বাধীন রাজ্য সকল নিম্নে লিখিত ভিন্ন২ রাজার অধীনে ছিল।।

প্রথম। মহম্মদ গাওয়ানের বন্ধু এবং পোষ্যপুত্র যুসফ্ আদিল শাহ্ দক্ষিণ পশ্চিমদিগে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া বীজাপুরে তাহার রাজধানী করিয়াছিলেন। ঐ স্থল ভগ্নদশায় থাকিলেও অদ্যাবধি ভারতবর্ষমধ্যে অতি মনোহর রূপে গণ্য আছে। উক্তরাজবংশোদ্ভূত রাজারা আদিল সাহি উপাধিতে খ্যাত ছিলেন ॥

দ্বিতীয়। যে হোসান ভৈরী মন্ত্রী মহম্মদ গাওয়ানের বধার্থে কুমন্ত্রণা করিয়া মহম্মদ সাহের আজ্ঞাদ্বারা স্বয়ং হত হইয়াছিলেন তাঁহার পুত্র আহম্মদ নিজাম পিতৃবধ শুনিয়া উত্তর পশ্চিমদিগে আহম্মদ নগরে স্বীয় সুবদারিতে প্রত্যাগমন পুরঃসর রাজবিদ্রোহী হইয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন তদবধি তাহার নাম আহম্মদ নগর হইল। আর ঐ বংশীয় রাজারা নিজাম সাহী উপাধি দ্বারা খ্যাত ছিলেন ॥

তৃতীয়। বামনি বংশীয়দিগের একজন অতি প্রাচীন মন্ত্রী ইমদ উল্মুলক ঐকাধিপত্যের লোপ হওন দেখিয়া পূর্ব্বে উত্তরদিগে যে বেরারের শাসন কর্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন তাহা অধিকার করিয়া স্বাধীন হইলেন। আর তদ্বংশীয়রা ইমাদ সাহী উপাধিতে খ্যাত হইলেন এবং ঐ বেরার রাজ্যের রা[illegible]ধানী গাবিল গড় ছিল ॥

চতুর্থ। পূর্ব্বদক্ষিণদিগে গলকণ্ডার সুবাদার যে কুলীকুতব ছিলেন তিনিও ঐমত অবকাশে স্বাধীন হইলেন এবং তদবধি তদ্বংশীয়রা কুতব সাহী উপাধিতে খ্যাত হইলেন ॥

পঞ্চম। বিদরের দুর্ব্বল রাজার মন্ত্রীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র আহম্মদ বিরীদ তৎপদে উত্তরাধিকারী হইয়া কৌশলপূর্ব্বক সর্ব্বশক্তি স্বহস্তে লইলেন পরে পূর্ব্বোক্ত রাজবিদ্রোহ হইলে বামনিবংশীয় রাজাদিগের পৈতৃকাধিকারের মধ্যে কেবল যে রাজ্যছিল তাহাতেও আহম্মদ বিরীদ আপন বংশীয়দিগকে রাজা করিয়াছিলেন। তিনি শেষে আহম্মদাবাদ বিদরের রাজা বলিয়া খ্যাত হইলেন এবং তদবধি তদ্বংশীয়রা বিরীদ সাহী উপাধিতে খ্যাত হইয়াছিলেন ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

পোর্ত্তুগীস জাতীয়দিগের আগমন। ইউরোপে নাবিকবিদ্যা বৃদ্ধি। দাইয়েয উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া আইসেন। আমেরিকার প্রথম প্রকাশ। বাস্কদিগামা জলপথে ভারতবর্ষে আগমনার্থে যাত্রাকরেন এবং মালাবার কোষ্টতে অর্থাৎ তীরে কালিকটে উত্তীর্ণ হন। কাবরেলের আগমন এবং আলমিডার আগমন। আলবুকার্কের আগমন। এবং তিনি পূর্ব্ব দেশে পোর্ত্তুগীসদিগের সাম্রাজ্য সংস্থাপন করেন। তিনি অপমান গ্রস্ত হইয়া গোয়ানামক উপদ্বীপে গমন করিয়া মরেন॥

দেকানদেশে মুসলমানদিগের প্রথম সংস্থাপিত রাজ্য ধ্বংস হইলে নূতন এক জাতীয় পরিভ্রামকেরা অর্থাৎ পোর্ত্তুগিসেরা ভারতবর্ষের দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইয়া রাজনীতি এবং বাণিজ্য বিষয়ের নিয়ম একেবারে পরিবর্ত্ত করিয়া নূতন করিলেন আর তৎকালে বামনি বংশীয় মহম্মদ সাহ রাজাছিলেন আর সেকন্দর লোদী দিল্লীর সিংহাসনোপবিষ্ট ছিলেন সে সময়ে উক্ত যে জাতীয়েরা প্রথমে হিন্দুস্থানে আগমন করিয়াছিল তাহাদিগের বিবরণ আমরা কহিব। পোর্ত্তুগিসেরা ভারতবর্ষে আক্রমণ করাতেই খ্রীষ্টমতাবলম্বিদিগের আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্ব্বে মুসলমানেরা হিন্দুদিগ হইতে যে প্রকারে রাজ্য লইয়াছিলেন দুই শত বৎসরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উক্ত জাতীয়েরাও সেই প্রকারে মুসলমানদিগের অধিকার করিয়াছিলেন॥

উক্ত ঘটনার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইউরোপমধ্যে সমুদায় বিদ্যার অতিশয় বৃদ্ধি হইতেছিল তন্মধ্যে নাবিকবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান ও উৎসাহের বিশেষরূপে বৃদ্ধি হওয়াতে তথাকার সমুদ্র তীরস্থরা সমুদ্র দিয়া ভারতবর্ষে যাইবার পথ প্রকাশ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইল। তৎকালে ইউরোপে অতি ধনাঢ্য বণিক্ মধ্যে বিনিসিয়ানিবাসিরা পূর্ব্বদেশে বহু মূল্য দ্রব্য বাণিজ্য করাতে অত্যন্ত শক্তিমান্ ও ধনবান্ হইয়াছিল। তৎকালে সমুদ্র পরিভ্রমণ বিষয়ে পোর্ত্তুগীসেরা অতি সাহসী ছিল তাহারা আফ্রিকার প্রায় বহু অংশ পর্য্যন্ত জাহাজ দ্বারা গমন করিয়াছিল তাহাতে আরো তাহাদিগের অধিক দেশ দেখিবার ইচ্ছা

অতিশয় বাড়িল। ইংরাজী১৪৮৬শালে পোর্ত্তুগেলের রাজা জান আফ্রিকা মহাদ্বীপ পরিবেষ্টন পূর্ণরূপে সাঙ্গ করিতে মনস্থ করিয়া তাহা বেষ্টন করণার্থে তৎপর অথচ সাহসী বারথলমিউডাইয়সন-মক এক জন নাবিকের সহিত এক জাহাজের বহর প্রেরণ করিলেন তিনিজাহাজের দ্বারা গিনির নিকটবর্ত্তিস্থলে আসিলে তথায় ত্রয়ো-দশ দিবসাবধি এমত ঝড় হইল যে তদ্দ্বারা তাঁহার জাহাজ সমূহ কোনদিগে উড়িয়াগেল তাহা জানিতে পারিলেন না। পরে তাঁরে যাইবার জন্যে পূর্ব্বদিগে জাহাজ চালাইয়া বহুদিবসপরে সম্মুখে কেবল অসীম জল দেখিতে পাইলেন ফলতঃ তিনি উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়াও তাহা জানিতে পারেন নাই। পরে পূর্ব্বদিগে স্থল পাইবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া উত্তর-দিগে জাহাজ চালাইলেন তদনন্তর উক্ত অন্তরীপের পূর্ব্বদিগ তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল। ঐ স্থল দৃষ্ট হইলে অধিক পূর্ব্বদিগে আর কি আছে তাহা দেখিতে তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা হইল কিন্তু তাঁহার নাবিকেরা ভীত হইয়া আর যাইতে সম্মত হইল না তাহাতে পাছে তাহারা তাঁহার প্রতিকূলা-চারী হয় এই ভয়ে তাহাকে অনিচ্ছাপূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে জা-হাজ চালাইতে হইল পরে বহুকালাবধি যাহা দেখিবার ইচ্ছা-ছিল সেই অন্তরীপ এইরূপে দেখিতে পাইলেন এবং ইউরোপীয়েরা ঐ বারে প্রথমে তাহা দেখিয়াছিল সে স্থলে অতিশয় ঝড় হইয়াছিল এনিমিত্তে ডাইয়স্ তাহার নাম ঝড়ময় অন্তরীপ রাখি-লেন। কিন্তু তিনি পোর্ত্তুগেলে প্রত্যাগত হইলে তদ্দেশীয় রাজা এই কর্ম্ম সিদ্ধিতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাহার নাম উত্তমাশা অন্তরীপ রাখিলেন সেই নামে অদ্যাবধি খ্যাত আছে॥

ডাইয়স্ এই অন্তরীপে ভ্রমণ করিলে অল্পকাল পরেই জেনোয়া নগরস্থ ক্রীষ্টফর্ কোলম্বশ্ নামক একজন মনে করিলেন যে ইউ-রোপ হইতে পশ্চিমে গেলে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইবেন। এই নির্ভর করিয়া অতি সাহসীরূপে জাহাজারোহণপূর্ব্বক স্থল হইতে অতি দূরে জাহাজ চালাইয়া আমেরিকানামক বৃহৎ উপদ্বীপ প্রথম দর্শন করিলেন সেই অবধি তাহার নাম নূতন পৃথিবী হইল। কোলম্বশের এই অতি উপমা রহিত সমুদ্র ভ্রমণ শুনিয়া ইউরোপের

সকল লোকেই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন এবং পোর্ত্তুগেলের রাজা আপনার আশায় নিরাশ হইলেন কেনন। তাঁহার প্রধান নাবিকের প্রতি তাচ্ছল্য জন্যে ঐ নূতন দেশ সকল স্বরাজ্য সম্বলিত করিতে পারিলেন না। কিন্তু উক্ত নৈরাশে কোন ক্রমে আশাশূন্য না হইয়া তাইয়সদ্বারা নূতনং দেশ দর্শন করিতে এবং উক্ত অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া পূর্ব্বদিগে ভারতবর্ষে গমনদ্বারা উক্ত ক্ষতি শোধ-রাইতে প্রতিজ্ঞাকরিলেন ফলতঃ তৎকালে কেবল সমুদ্র পথ দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার সকলেরি ইচ্ছা ছিল এবং তাহা অন্বেষণ করিতেং ইউরোপীয়েরা প্রথমে আমেরিকা দর্শন করিয়াছিলেন। যৎকালে এই মহা পরি কল্পনা বৃদ্ধি হইতেছিল তৎকালে পোর্ত্তুগেলের রাজা জানের মৃত্যু হইল কিন্তু তাঁহার পিতৃব্যপুত্র ইমানিউয়েল তৎ-পদে উত্তরাধিকারী হইয়া তাদৃশ মহাসাহসে উৎসাহী হইয়া ভারতবর্ষে যাইবার পথ অন্বেষণার্থে বহুসংখ্যক এক জাহাজের বহর প্রেরণ করিলেন। যদ্যপিও ডাইয়স্ ঐ বহরের অধ্যক্ষ হন নাই তথাপি তাঁহার আদেশে সেসকল নির্ম্মিত হইয়া ছিল বাস্ক দিগামা নামক এক ব্যক্তি ঐ অধ্যক্ষতাপদে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন কারণ তিনি নাবিক বিদ্যাবিষয়ে পারদর্শী হইয়া অতিশয় মর্য্যাদান্বিত ছিলেন। অনন্তর জাহাজ প্রস্তুত হইলে চালাইবার সময় তাহাদিগের যাত্রা দেখিবার জন্য লিস্‌বন নগর নিবাসিরা আসিয়া সমুদ্রের তীর পরিপূর্ণ করিল। মনুষ্যেরা স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার আশা ত্যাগ করিয়া যাদৃশ ধর্ম্ম্য কর্ম্ম করে এই নাবিক যাত্রিরাও তাদৃশ ধর্ম্মকর্ম্ম করিল। ইং ১৪৯৭শালের৮ জুলাই ঐ গামা লিস্‌বন্ নগরের ঘাট হইতে তিন জাহাজ খুলিলেন অনন্তর চারিমাসের কিঞ্চিৎ অধিক পরে উত্তমাশা অন্তরীপে উপস্থিত হইলেন এবং তিনি মনে করিয়াছিলেন যে অতি ঝড় তুফান হইবে তাহা না হইয়া অতিসুবাতাসে ঐ অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া আসিলেন কিছুদিন পরেই আফ্রিকার মালিন্দানগরের বন্দরে নোঙ্গর করিলেন তাহাতে তদ্দেশবাসিরা তাঁহার সহিত বন্ধুস্বরূপে ব্যবহার করিল এবং ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত যাইবার কারণ একজন মাঝিক তাঁহার সঙ্গে দিল। লিস্‌বন্ হইতে জাহাজ খুলিলে দশমাস দুই দিবস পরে ইং১৪৯৮ শালের ২২ মে সমুদ্রতীরস্থ কালিকট

নগরের সম্মুখে মালাবর নামক তীরে নোঙ্গর করিলেন ঐ কালিকট্ নগরের পশ্চাদ্ভাগে এক উচ্চ উর্ব্বরা ভূমি আছে এবং তাহার চতুষ্পার্শ্ব উচ্চপর্ব্বতশ্রেণীদ্বারা বেষ্টিত আছে। তৎকালে কালিকটে একজন হিন্দু স্বাধীন রাজাছিলেন ঐ নগর বাণিজ্যার্থে প্রশস্ত ছিল এবং মুসলমানেরা এতদ্দেশে যেং স্থান জয় করিয়াছিলেন ঐ নগর তাহার দক্ষিণে ছিল। তথাকার ভূপতির নাম জামরিন্ ছিল কিন্তু সমুদ্রশব্দের সহিত ঐ নামের সম্বন্ধ অনুমান না করিলে ঐ নামের যথার্থ অর্থকরা দুঃসাধ্য। পূর্ব্বে যে সকল জাতীয়েরা সর্ব্বদা বাণিজ্য করণার্থে তদ্দেশে গমনাগমন করিত তাহাদিগের হইতে ঐ বিদেশীয়দের যুদ্ধাস্ত্রের এবং আকৃতি ও আচরণের বহুরূপ ভিন্নতা দৃষ্টি করিয়া অধিকন্তু অজ্ঞাত পথ দিয়া তথায় আগমন দৃষ্টে তদ্দেশীয় রাজা বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এবং প্রথমত উক্ত বিদেশীয়দিগকে উত্তমরূপে সম্ভাষ করিলেন ও তাঁহাদিগের সহিত অনেক শিষ্টালাপ করাতে বোধ হইল যে তিনি তাহাদিগের কামনার আনুকূল্য করিবেন। তৎকালে সমুদ্রজ বাণিজ্যে মুসলমানদিগেরি প্রভুত্ব ছিল মুসলমানেরা মিসর ও আরবদেশ হইতে এই বন্দরে আসিত এবং ভারতবর্ষে পূর্ব্ব দিগস্থ সমুদায় বন্দরে উক্ত জাতীয়দিগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। মুসলমানেরা এই বিদেশীয় বাণিজ্য কারকদিগের প্রতি অতিশয় দ্বেষ করিতে লাগিল এবং সম্যক্প্রকারে তাহাদিগের কর্ম্ম নষ্ট করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। পরে তাহারা কতকগুলি টাকা চাঁদা করিয়া স্বাভিপ্রায়ের পোষকতা জন্যে রাজমন্ত্রিকে উৎকোচদ্বারা বশীভূত করিল আর কহিল যে রাজাকে এই কহিয়া কৌশলক্রমে বশীভূত করিবেন যে ঐ জাতীয়েরা যে আপনাদিগকে বণিক্ কহে তাহারা বণিক্ নহে কিন্তু সমুদ্রের দস্যু তাহারা স্বদেশ হইতে পলাইয়া আফ্রিকার তটস্থ সমুদায় দেশ লুট করিয়া সেইরূপ মানসে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। এইরূপে রাজার মনে পোর্ত্তুগীসদিগের প্রতি রাগ জন্মাইলে রাজা তাহাদিগের বিনাশার্থে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু ঐ মুসলমানেরা পোর্ত্তুগীসদিগের প্রতি রাজাজ্ঞার সহস্রগুণ অধিক দৌরাত্ম্য করিল। যৎকালে গামা আপন জাহাজে দ্রব্যাদি বোঝাই

করিতে ছিলেন এমত সময়ে তাঁহার দুইজন প্রধান কর্ম্মকারিরা তটে ছিল এই দুই ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়াগেল গামা তাহাদিগকে ইহার প্রতিফলদিবার জন্যে তদ্দেশীয় যে ছয়জন অতি সম্ভ্রান্তব্যক্তি জাহাজোপরি গমন করিয়াছিলেন তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিলেন আর তাঁহার আপনার দুইজন লোককে মুক্তকরিয়া না দিলে এই ছয় জনকে ছাড়িয়া দিবেন না এমত কহিলেন কিন্তু এই বিষয়ের বিলম্ব দেখিয়া গামা জাহাজের নোঙ্গর তুলিয়া তটের কোল হইতে তদ্দেশীয় উক্ত ছয় জনকে লইয়া জাহাজ চালাইয়া দিলেন। তাহাতে তীরহইতে তৎক্ষণাৎ অনেক নৌকা অতি ত্বরিত আসিতেছে এমত দৃষ্টি হইল এবং তাহার মধ্যে একখান নৌকাতে ঐ পোর্ত্তুগীসজাতীয় দুই ব্যক্তিকে গামা দেখিতে পাইলেন। পরে ঐ সকল নৌকা জাহাজের নিকটে আসিলে গামা যে ছয় জনকে ধৃত রাখিয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্যে কয়েক জনকে ছাড়িয়া দিলেন আর লিস্‌বন্‌ নগরে লইয়া যাইবার নিমিত্তে অন্য২কে ছাড়িয়া দিলেন না কেননা তাহারা ঐ নগরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আপনাদিগের রাজাকে সমাচার কহিবেক। কিন্তু তাঁহার এরূপ ব্যবহার করাতে রাজা তাহাদিগকে বিলক্ষণরূপে দস্যুজ্ঞান করিলেন। তৎকালে গামা বহুমূল্য দ্রব্য লইয়া স্বদেশে যাইবার জন্যে জাহাজ চালাইলেন পরে স্বদেশ হইতে আগমনের দুই বৎসর দুই মাসের পর ইং ১৪৯৯ শালের ২৯ আগষ্ট তারিখে টেগস নদীতে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি উপস্থিত হইলে সকল প্রকার পদস্থ লোকেরা হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন এবং তিনি রাজারন্যায় মর্য্যাদা ও সম্ভ্রমপূর্ব্বক লিস্‌বন্‌ নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার এই যাত্রা সফল হওয়াতে রাজা আনন্দিত হইয়া অনেক মহোৎসব করিলেন এবং তাঁহাকে সম্ভ্রম ও প্রচুর ধন দিলেন। ইউরোপীয় কোন জাতীয়েরা এরূপ কীর্ত্তি করেন নাই কেবল এই জাতীয়েরা এইবার প্রথম ভারতবর্ষে সমুদ্র পথে আইলেন এজন্যে এই প্রাথমিক মহাকর্ম্মের স্মরণসূচক এক পরিপাটী গির্জা নির্ম্মাণ করিলেন॥

পোর্ত্তুগীসের রাজা গামার এই কর্ম্মের পরে নিশ্চিন্ত রহিলেন না পরে তিনি দ্বিতীয়বার বৃহৎ ত্রয়োদশ জাহাজ ও দ্বাদশশত

লোক এবং তাহাদিগের অধ্যক্ষপদে কাব্রেলকে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন আর তদ্দেশীয়দিগকে খ্রীষ্টমতাবলম্বী করিবার জন্যে তাহার সহিত অস্টজন ধর্ম্মোপদেশক এই আজ্ঞায় প্রেরণ করিলেন যে যেং দেশস্থরা তাহাদিগের মতাবলম্বী না হইবে তাহাদিগের দেশ দগ্ধকরিবে এবং তাহাদিগকে বধ করিবে। ইং ১৫০০ শালে ভারতবর্ষে গমনকালে কাব্রেল দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলের তট প্রথমে দর্শন করিয়া সেই স্থল তৎক্ষণাৎ পোর্ত্তুগীসের রাজার নামে অধিকার করিলেন ঐস্থল বহুকালাবধি দীপ্তিমান রত্নের ন্যায় পোর্ত্তুগীসের রাজার অধিকার মধ্যে থাকিয়া সংপ্রতি অনধিকার হইয়াছে। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া যাইতে ভয়ানক ঝড় উপস্থিত হইয়া কাব্রেলের চারিখান জাহাজ মারাপড়িল তাহার একখানে ইউরোপীয় মধ্যে প্রথম পথ দর্শক অতিখ্যাত যে ডাইয়স ছিলেন তিনি সমুদ্রে প্রাণ ত্যাগকরিলেন। ডাইয়স কালিকট হইতে যে সকল ব্যক্তিকে বলদ্বারা পোর্ত্তুগেলে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন কাব্রেল এইক্ষণে তথায় আসিয়া প্রথমত তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন এই সকল ব্যক্তিরা পোর্ত্তুগেলে অতিশয় শিষ্টরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিলেন। প্রথমে পোর্ত্তুগীসদিগের কর্ম্ম অতি সৌভাগ্য জনক বোধ হইল। অধ্যক্ষ কাব্রেল স্থলে নামিবাতে তথাকার রাজা জামরিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অতি শিষ্টালাপ করিলেন এবং কাব্রেল তাঁহাকে বহুমূল্য ও সৌন্দর্য্য জনক দ্রব্য উপঢৌকন দিলেন কিন্তু মিসর দেশের এবং আফ্রীকার মুসলমানেরা তাহাদিগের বৈরীর প্রত্যাগমন সহ্য করিতে পারিল না এবং মনে করিয়াছিল যে ভারতবর্ষ হইতে তাহাদিগকে একেবারে দূরকরিয়াছে এবং তাহাদিগের অভিপ্রায়ের ব্যাঘাত জন্মাইতে নানাপ্রকার শঠতা করিতে লাগিল আর কোন দ্রব্য জাহাজোপরি লইতে দিল না। কাব্রেল তাহাতে ভূপতির নিকট অভিযোগ করাতে তিনি যে আজ্ঞাদিলেন তাহা কাব্রেল এই বুঝিলেন যে যে সকল মুসলমানদিগের জাহাজ বন্দরে আছে তাহার বোঝাই দ্রব্য আটক করিতে শক্তি পাইলেন। ইতিহাসকারে অনুভব করেন যে তথাকার লোকেরা এই বিদেশীয়দিগকে ফান্দে ফেলিবার নিমিত্তে ইহা কেবল কৌশল করি-

ছাড়িলেন কেননা তথাকার মুসলমানদিগের বহুমূল্য দ্রব্যে বোঝাইকরা জাহাজ তাহাদিগের সম্মুখে প্রেরিত হইল পোর্ত্তুগীসেরা তাহা ধরিয়া ঐ সকল দ্রব্য আপনারদিগের জাহাজে লইল। তাহাতে মুসলমানেরা দ্রুতগমন করিয়া রাজার নিকট কহিল যে বিদেশীয়দিগের এই রূপ দুষ্টাচরণে তাহাদিগকে আর ভাল বোধ করা যাইতেপারেনা তাহাতে রাজা ঐ বিদেশীয়দিগকে দূর করিতে অনুমতি দিলেন। মুসলমানেরা এই আজ্ঞা পাইয়া পোর্ত্তুগীসেরা তথায় যে বাণিজ্য করণার্থে কুঠীনির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহা আক্রমণার্থে ঊর্দ্ধশ্বাসে গিয়া তাহার মধ্যে যত লোক ছিল সকলকে বিনাশ করিল। কাব্রেল এই অপমানের শোধদিয়াছিলেন যেহেতু তিনি মুসলমানদিগের দশখান জাহাজ লুট করিয়া তাহাতে যে সকল বোঝাই দ্রব্যছিল সেসকল আপনার জাহাজে লইয়া সকল জাহাজে অগ্নি দিলেন তৎপরে আপনার জাহাজ তটের অতি নিকটে নোঙ্গর করণপূর্ব্বক ঐ নগরকে তোপ দ্বারা ধ্বংস করিয়া তথা হইতে চালাইয়া কোচীননামক নগরে গেলেন। এই নগরের ভূপতি কালিকটের রাজাকে অনিচ্ছায় কর দিতেন কাব্রেল তাঁহার সহিত এক সন্ধিপত্র স্থির করিয়া পূর্ব্বদেশোৎপন্ন বহুমূল্য দ্রব্য তথা হইতে প্রাপ্ত হইয়া আপনার জাহাজ বোঝাই করিয়া লিসবন নগরে প্রত্যাগমন জন্য জাহাজ খুলিয়া ইংরাজী ১৫০১শালের জুলাই মাসের অর্দ্ধেক দিবস গতে তথায় উপস্থিত হইলেন॥

যদ্যপিও এই সকল কার্য্য সম্পাদন করা অশুভ ছিল তথাপি ইহার সম্পাদন শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বদেশে এক রাজ্য স্থাপন করিতে পোর্ত্তুগীসের রাজার উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। তৎকালে ইথিয়পীয়া ও আরব ও পারস্য দেশের এবং ভারতবর্ষের নাবিকতার ও জয় করণের এবং বাণিজ্য বিষয়ের অধিপতি নামে পোর্ত্তুগীসের রাজা অতি উচ্চ উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং পূর্ব্বকার দুইবার অপেক্ষায় এক্ষণে অতি পরাক্রমশালী এক বৃহৎ জাহাজের বহর প্রস্তুত করিয়া তদধ্যক্ষতায় গামাকে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন গামা নির্ব্বিঘ্নে দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে উত্তীর্ণ হইয়া কালিকটে নোঙ্গর করিয়াই কাব্রেলের প্রতি যে অপমান

হইয়াছিল তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন তাহাতে কালি-কটের রাজা তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলে তিনি অবিলম্বে তাঁহার জাহাজের নিকটে যে তদ্দেশীয় পঞ্চাশৎ ব্যক্তি ছিল তাহাদিগকে বধ করিয়া তৎক্ষণাৎ কালিকট নগরে অগ্নি লাগা-ইয়া তথাহইতে নোঙ্গর তুলিয়া তাঁহার বন্ধু কচিনস্থ রাজার বন্দরে আইলেন। পরে পোর্ত্তুগীসদিগের এইস্থলে মিলিবার স্থান নিরূপিত হইল। অনন্তর তথাহইতে পুণরূপে জাহাজ বোঝাই করিয়া ইউরোপে ফিরিয়া গেলেন। তৎপরে সমুদ্রদিয়া ভারতবর্ষে তিনবার যাত্রা হইয়াছিল কিন্তু তাহার কোন বারে-তেই প্রসিদ্ধরূপে কার্য্যসিদ্ধ হইতে পারে নাই সেই সকল বারেই কিছু পরিবর্ত্ত কিছু বা ভয় দেখাইয়া জাহাজে দ্রব্য বোঝাই করিয়া লিস্‌বনে প্রত্যাগমন হইয়াছিল। যে সময়ে কালিকটস্থ প্রায় সকল লোকেরাই পোর্ত্তুগীস দিগের বিপক্ষ হইয়াছিল সেই সময়ে কোচিন নগরে পোর্ত্তুগীসদিগের যে কুঠী ছিল তাহার রক্ষণার্থে অতি অবিবেচনাপূর্ব্বক অত্যল্প সৈন্যসাহিত্যে কেবল পেচিকো নামক এক ব্যক্তি তথায় ছিলেন। তখন কালিকটের রাজা জাম-রিন তাঁহার অধীনস্থ রাজ বিদ্রোহী কোচিনের রাজাকে রক্ষা করে এমত কেহ নাই ইহা মনে করিয়া সসৈন্যে তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। পেচিকো অসীম সাহসী ছিলেন তিনি যদ্যপিও মনে করিলেন যে কেবল ইউরোপীয় সৈন্য ব্যতিরেকে তাঁহার বিভ্রাটের সময় সাহায্য কারক আর কেহ নাই তথাপি তাঁহার বৈরীর উদ্যোগ দেখিয়া অকুতোভয়ে রহিলেন। তাঁহার সৈন্যা-পেক্ষায় কালিকটের সৈন্য পঞ্চাশ গুণে অধিক ছিল তথাপি তিনি আপনার আশ্চর্য্য গুণদ্বারাও তাঁহার সৈন্যদিগের অটল সাহসদ্বারা জল ও স্থল পথে তাঁহার প্রতি যত আক্রমণ হইল সে সকল দূর করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের সৈন্যোপরি ইউরো-পীয়দিগের প্রবলতা তিনিই প্রথমে অসন্দিগ্ধরূপে স্থাপিত করেন গত তিনশত বৎসরের মধ্যে তাহারি ভূয়ঃ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়াগিআছে॥

ইং ১৫০৫ শালে পোর্ত্তুগীসের রাজা ফ্রানসিস্ আল্‌মেয়ডা নামক এক ব্যক্তিকে ভারতবর্ষের সুবাদার উপাধি দিয়া প্রেরণ

করিলেন। কিন্তু তৎকালে ভারতবর্ষ মধ্যে পোর্ত্তুগীসের রাজার তিন বিঘাও ভূমি ছিল না। পূর্ব্বে যেসকল ব্যক্তি আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের হইতে আল্‌মেয়ড়া কোনক্রমে ক্ষমতায় ক্ষুদ্র ছিলেন না। পোর্ত্তুগীসদিগের ভারতবর্ষে অভীষ্টলাভ যে শীঘ্র হইয়াছিল তাহা কেবল পোর্ত্তুগীসের রাজা যোগ্যপাত্রদিগকে অধ্যক্ষ করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন এজন্যে হইয়াছিল। আল্‌মেয়ড়া উত্তীর্ণ হইলেই কথিত আছে যে বিজয় নগরের রাজা বহুমূল্য উত্তমং দ্রব্য উপঢৌকন দিয়া আপন প্রতিনিধিকে তৎসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন পূর্ব্বে পোর্ত্তুগীসেরা ভারতবর্ষে তদ্রূপ দ্রব্য কখনই দেখেন নাই। আরো প্রকাশ্যরূপে কথিত আছে যে যদ্যপিও ঐ রাজা যথার্থ হিন্দুছিলেন তথাপি তিনি পোর্ত্তুগীসদিগের সহিত সন্ধি করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং তাহা দৃঢ় করণজন্যে আপন কন্যাকে পোর্ত্তুগীসের রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রতিনিধি আসাতে আল্‌মেয়ড়ার সাহস বৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু অকস্মাৎ এক ভয়ানক ঘটনাদ্বারা তাহা অতি শীঘ্র নষ্ট হইল। আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ দর্শনের পূর্ব্বে পূর্ব্বদেশে উৎপন্ন দ্রব্য সকল বিনিশিয়াদেশস্থরা একচেটিয়া করিয়াছিল এই জাতীয়েরা ঐ সকল দ্রব্য নানাদিগ হইতে ইউরোপে নানা জাতীয় দিগের নিকটে বিক্রয় করিয়া এই একচেটিয়া বাণিজ্য হইতে ধন পাইয়া বিনিশিয়া দেশ সর্ব্বাপেক্ষায় অতি ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছিল। তাহাদিগের সকল বাণিজ্য স্থান মধ্যে মিসর দেশ সর্ব্বাপেক্ষায় অতি প্রধান ছিল এইনিমিত্তে পোর্ত্তুগীসদিগের এতদ্দেশে জলপথে প্রবলরূপে বাণিজ্য হওয়াতে পূর্ব্বকার বাণিজ্যের একেবারে পরিবর্ত্ত হইল এবং বিনিশিয়াদেশস্থরা তাহাতে অতিশয় ভীত হইল তদবধি তুরকীয়েরা মিসরদেশ জয়করেনাই এনিমিত্তে তথাকার লোকেরা ভারতবর্ষের দক্ষিণ সমুদ্র হইতে পোর্ত্তুগীসদিগকে একেবারে দূরকরিবারজন্যে মিসরাধিপতি সুলতানের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া রেড সমুদ্র দিয়া এক বহর প্রেরণ করিতে কহিল এবং ডালমেসিয়া দেশের যে অরণ্যে আপনারা বাস করিত তথাহইতে বিস্তর উড়িকাষ্ঠ দিয়া সমুদ্র

নের সাহায্য করিয়াছিল এই সকল কাষ্ঠদ্বারা আলেকজেনড্রিয়া নগরে জাহাজ নির্ম্মাণ হইয়াছিল এবং তাহার কতকগুলি স্থল পথ ও কতক গুলি জলপথ দিয়া সুয়েজ নগরে লইয়া গিয়াছিল। মীরহুকম মিসরদেশীয় যুদ্ধজাহাজের বহরের অধ্যক্ষ হইয়া ভারতবর্ষে গেলেন। তিনি আসিলে গুজরাটের রাজা বিখ্যাত জল যুদ্ধেতে প্রধান আপনার সেনাপতি মল্লীক ইয়জকে তাহাদিগের সাহায্য করিতে আজ্ঞা দিলেন। আলমেয়ড়ার পুত্র লরেনজো পোর্ত্তুগীসদিগের জাহাজ সকলের অধ্যক্ষ হইয়া উত্তরদিগে বৈরীর জাহাজ অন্বেষণ করিতেং চৌলের বন্দরে নোঙ্গর করিয়াছিলেন তখন ঐ মিলিত শত্রুর বহরে দৃষ্টি পাত হইল। তাহাতে পোর্ত্তুগীসেরা দুই দিবস পর্য্যন্ত অতিশয় সাহস পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিল। কিন্তু তৎপরে হঠাৎ তাহাদিগের জাহাজ অতিশয় ছিন্ন ভিন্ন হইল এবং তাহাতে অনেক সৈন্য ও লরেনজো আহত হইলেন এবং শত্রুদিগকে অতিশয় প্রবল দেখিয়া জয়ী হওনের কোন সম্ভাবনা না বুঝিয়া পোর্ত্তুগীসেরা পলাইতে মনস্থ করিল কিন্তু এমত্তকালে কতকগুলা মৎস্যধরিবার গোঁজে লরেনজোর জাহাজ ঠেকিলে তিনি বৈরিদিগের জাহাজের সম্মুখে পড়িলেন তখন শত্রুরা তাঁহার চতুর্দ্দিগে ঘেরিল। তিনি আপনার আশ্চর্য্য বীর্য্য দর্শাইলেন তদ্দৃষ্টে তাঁহার বৈরিরা চমৎকৃত হইল তৎপরে ঐ মহা সাহসী যুবা আঘাতে জর্জ্জর হইয়া পতিত হইলেন এই অমঙ্গলের সম্বাদ আলমেয়ডা অতি দৃঢ়তার সহিত সহ্য করিলেন কিন্তু অতি গুরুতর প্রতিফল দিবার জন্যে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি শুনিলেন যে দাবুল নামক তথাকার এক অতি বর্দ্ধিষ্ণু নগর মিসরদেশীয়দিগের পক্ষে হইয়াছে তাহাতে তিনি অগ্রে তাহা অতি কঠিনরূপে আক্রমণ করিয়া একাদিক্রমে লুট করিয়া অবশেষে দগ্ধ করিলেন। এই রক্তারক্তি এবং অপযশস্কর জয় হওনের পর যে বহরে তাঁহার পুত্রকে পরাভূত করিয়াছিল তাহা অন্বেষণ করিতেং ডিউ নামক স্থলের বন্দরে কঠিনরূপে নোঙ্গর করিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। মিরহুকম এবং মল্লীক ইয়জ তাহার অধ্যক্ষতাতে ছিলেন। তৎপরে উভয় দলে অতি ঘোরতর এবং বহুকালস্থায়ী সংগ্রাম হইল কিন্তু তাহার পর

মুসলমানদিগের বৃহৎ২ জাহাজ দগ্ধ করিলেন এবং কাড়িয়া লই- লেন। অপর২ জাহাজ সকল শত্রুর সীমার বাহিরে নদী দীয়া অতি দূরে পলাইয়াগেল। তৎপরে এই উভয় যুদ্ধকারিদিগের মধ্যে এক সন্ধিপত্র স্থির হইল এবং ইমুক্ত যে সকল ইউরোপীয় সৈন্য ধৃত করিয়াছিলেন তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন কিন্তু আল- মেয়ডা আপনার পুত্রবধের প্রতিফল দিবার জন্যে তখন পর্য্যন্ত থাকিয়া কোচিন নগরে যাইতে পথিমধ্যে শত্রুদিগের যে সকল সৈন্য ধরিয়াছিলেন তাহাদিগকে জাহাজোপরি বধ করিলেন॥

কোচিনে ফিরিয়া আইলে আলমেয়ডাকে পূর্ব্বদেশে পোর্ত্তু- গীসদিগের যে সকল সৈন্যছিল তাহার অধ্যক্ষতার ভার আল- বুকর্ককে দিতে হইয়াছিল যিনি কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে পোর্ত্তুগীসেরদের যাব- দীয় সেনাপতি প্রেরিত হইয়াছিল তন্মধ্যে তিনি অতি প্রধান ছিলেন। পূর্ব্বদেশে স্বজাতীয় এক ঐশ্বর্য্যশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার জন্যে আলবুকর্কের অতি বাঞ্ছা ছিল এবং তিনিই এই বৃহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইংরাজী১৫০৬শালে তিনি লিস্‌বন্‌ হইতে যাত্রা করিয়া পূর্ব্বদেশে উত্তীর্ণ হইয়া তটস্থ নগর মধ্যে কেবল লুটদ্বারা সন্তুষ্ট না থাকিয়া এমত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন যাহাতে দৃঢ়রূপে রক্ষা হইতে এবং তাঁহার সকল বহর মোঙ্গর করাযাইতেপারে আর যে স্থল হইতে জয়করণের ও নূতন বসতি করণের উচ্চাভিলাষ সফল হইতে পারে। তৎপরে মালাবার তটে গোয়া নামক উপদ্বীপ যাহার পরিধি সাদ্ধৈকাদশ ক্রোশ ছিল। তাহাই অধিকার করিলেন। পরন্তু ঐ উপদ্বীপাধিপতি কর্তৃক দূরীকৃত হইয়া পুনরধিকার করিলেন এবং তদ্দেশীয়রা চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে না পারে এমত অভিপ্রায়ে তাহা দৃঢ় করিলেন। সেই অবধি পোর্ত্তু- গীসদের পূর্ব্বদেশীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী গোয়া উপদ্বীপই হইল। তৎকালে আলবুকর্ক এমত আড়ম্বরীতে প্রতিনিধি প্রেরণ ও গ্রহণ করিতে লাগিলেন যাহা ভারতবর্ষের কোন রাজসভায় কখন হয় নাই। আর তাঁহার ঐ নূতন বসতি স্থানে রাজশাস- নের অতি সুনিয়ম করিলেন আর তদ্দুরা মালাবারতটে পোর্

র্ুগীসেরা নির্ভয়ে ও পরাক্রমের সহিত বাণিজ্য করিতে লাগিলেন দূরদেশ অধিকার করিতে ও দূরূহ কর্ম্মে তাঁহার ইচ্ছা বৃদ্ধি হইল। তাহাতে পূর্ব্ব দিগে জাহাজ চালাইয়া মালাকা নামক উপদ্বীপ অধিকার করাতে পূর্ব্বদেশীয় উপদ্বীপ সমূহে পোর্ত্তুগীসদিগের বাণিজ্য করিবার নূতন স্থল হইল। তদনন্তর পারস্যদেশের মহাখালে অরমজনামক উপদ্বীপ লইতে বাঞ্ছা করিয়া অধিকার করিলেন তাহাতে পারস্য ও আরবের মহাখাল দিয়া সমুদায় বাণিজ্য কর্ম্ম পোর্ত্তুগীসদিগের হইল। পূর্ব্ব দেশে পোর্ত্তুগীসদিগের শক্তিবৃদ্ধি কেবল আলবুকার্ক দ্বারাই হইয়াছিল। আলবুকার্কের রাজত্বের শেষে ষট্‌সহস্র ক্রোশ পর্য্যন্ত সমুদ্র তটস্থ দেশে পোর্ত্তুগীসদিগের অধিকার বিস্তীর্ণ হইয়াছিল তন্মধ্যে ত্রিংশৎটা কুঠী নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে পোর্ত্তুগীসদিগের এক প্রদেশও অধিকৃত ছিল না কিন্তু তথাপি একশত বৎসর পর্য্যন্ত তদ্দেশের তাবৎ বাণিজ্য একচেটীয়া রাখিয়াছিল এবং বিপক্ষ ব্যতীত সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে গমনাগমন করিত॥

আলবুকার্ক ভারতবর্ষে পোর্ত্তুগীসদিগের পরাক্রম দৃঢ়রূপে সংস্থাপন করিলে এক নূতন শাসনকর্ত্তাদ্বারা অতি কুৎসিতরূপে তাঁহার শক্তির হ্রাস হইল এবং তিনি স্বীয় পদচ্যুতির সময়ে রীতিমত কোন ব্যবহার প্রাপ্ত হয়েন নাই। আলবুকার্ক তাঁহার ভূপতিরদ্বারা এই রূপ অকৃতজ্ঞতাপ্রাপ্তে মনঃপীড়ায় ইংরাজী১৫১৫শালের ১৬ ডিসেম্বর গোয়া উপদ্বীপের বন্দরের প্রবেশ স্থলে যে ক্ষুদ্র নৌকাতে আরূঢ় ছিলেন তাহাতেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তৎপরে তাঁহার মৃতকায় সমারোহপূর্ব্বক তটে আনীত হইলে তিনি যে সকল পোর্ত্তুগীসদিগকে এবং তদ্দেশীয়দিগকে স্নেহে বশীভূত করিয়াছিলেন তাঁহারা তন্নিমিত্তে শোকার্ণবে মগ্ন হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন॥

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ॥

অশুদ্ধশোধন

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১১	দীর্ঘায়ু	দীর্ঘায়ু
৪	১৯	দশসহস্র	ষষ্টিসহস্র
৫	২৭	সত্তাযুগ	সত্যযুগ
৭	৭	শৃঙ্খলবদ্ধ	শৃঙ্খলাবদ্ধ
১০	৩১	নিরূপন	নিরূপণ
১	২৩	ব্যবহৃত	ব্যবহৃত
১৭	৮	ঋষি	ঋষি
১৯	২৯	পিতকূলে	পিতৃকুলে
২৪	১৪	মসলমান	মুসলমান
ঐ	২৭	বিস্তত	বিস্তৃত
২৭	২০	বৃতান্ত	বৃত্তান্ত
ঐ	২৫	তাহার	তাঁহার
৩১	৩১	এব	এবং
৩২	২৬	বদ্ধধর্ম্মাই	বৃদ্ধধর্ম্মই
৩৮	১১	জয়ীব,	জয়ীর
ঐ	১৫	তাহার,	তাঁহার
৪০	১৪	নিআরকস,	নিআরকস্
৪১	২	চরিত্রে,	চরিত্রের
ঐ	১৮	সন্ন্যাসিদিগের,	সন্ন্যাসিদিগের
৪৫	২৫	অষ্টসত	অষ্টশত
৪৬	১০	ভূপতিরা	ভূপতিরা
৪৭	১	নিস্কৃতি	নিষ্কৃতি
ঐ	২৭	প্রবৃর্ত্ত	প্রবৃত্ত
৪৮	৩১	স্থানে ও	স্থানও
ঐ	ঐ	সম্পদন	সম্পাদন
৫২	২১	ছয়শতা	ছয়শত
৫৭	১৮	পুস্পবতী	পুষ্পবতী
৬০	৫	মুলমানদিগের	মুসলমানদিগের
ঐ	১৩	মুসমানদিগকে	মুসলমানদিগকে

২

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬১	৬	ভুষণে	ভূষণ
৬৩	৭	নুতন২	নূতন২
৬৪	৪	প্রবৃত্তানুসারে	প্রবৃত্তানুসারে
ঐ	১২	আবিশ্যক	আবশ্যক
৬৭	১৭	সংন্ধি	সন্ধি
৬৮	৫	সৈন্যাধ্যরা	সৈন্যাধ্যক্ষরা
৬৯	১৭	কিন্ত	কিন্তু
৭০	১৮	হইলস্বীয়	স্বীয়
৭১	১৪	এধং	এবং
৭৩	৩	য়জ	জয়
৮১	১১	বংসর	বৎসর
ঐ	১৮	শির্ষ্য	শিষ্য
৮৫	২	তাহার	তাঁহার
ঐ	২০	পুনর্বার	পুনবার
৮৬	১৯	ভুপাল	ভূপাল
৮৭	৪	রাজাবিস্তার	রাজ্যবিস্তার
৮৯	১৯	সিন্ধুরপুত্র	সিন্ধু
৯১	২০	তন্দারা	তদ্দ্বারা
৯২	১১	সংঘাতিক	সাংঘাতিক
৯৭	১৩	পূর্ব্বসীমা	পূর্ব্বসীমা
৯৮	১১	জল্লীষখা	জল্লীষখাঁ
১০০	১৭	তুথাকার	তথাকার
১০৩	১৪	অতিবিস্তত	অতিবিস্তৃত
১০৪	৭	তদন্তর	তদনন্তর
ঐ	২১	ভুপতি	ভূপতি
১০৫	৩০	প্রবেশদ্বার	প্রবেশদ্বারে
১০৮	২৩	প্রধাণ	প্রধান
১১০	২৩	আবলবৃদ্ধ	আবালবৃদ্ধ
১১২	৫	তাঁহাব	তাঁহার
ঐ	১৮	দুখঃ	দুঃখ

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৭	৮	অথাৎ	অর্থাৎ
১১৯	৩	আপরাধিকে	অপরাধিকে
১২৫	১৪	উদ্যোগকরেন	উদ্যোগকরণ
১৪৭	৩১	গুজরাট	গুজরাট
১৫৩	২২	মালওয়ার	মালওয়ার
১৫৭	২৭	নির্ম্মান	নির্ম্মাণ
১৭৪	৩১	পর্ব্বে	পূর্ব্বে
১৮১	১০	সংঘাতিক	সাংঘাতিক
১৮২	১১	মালওয়ার	মালওয়ার
১৮৩	৮	বৈরি	বৈরী
১৮৭	৩	গূণসূচক	গুণসূচক
১৮৯	১০	সুবদার	সুবাদার
ঐ	৩০	তদ্বংশয়রা	তদ্বংশীয়রা
১৯১	৬	তাঁহাব	তাঁহার
১৯৪	১	তাঁহার	তাঁহার
১৯৭	২৫	দর	দূর
১৯৯	৭	সাহার্য্য	সাহায্য
২০০	২৩	সার্দ্ধৈকাদশ	সার্দ্ধৈকাদশ